ইউসুফ-জোলেখা

মুহম্মদ এনামুল্ হক
সম্পাদিত

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।
৬/১ এ. ধীরেন ধর সরণী। কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৮৪

প্রকাশক
ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

নিবেদন

মরহুম ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত ও শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য প্রকাশিত হল। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের অনুরোধে তাঁর সম্পাদনার জন্যে এ-কাব্যের আদি প্রতিলিপি তৈরী করেছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ প্রায় চল্লিশোর্ধ্ব বছর আগে। সে- সময়কার একটি ঘটনার কথা বলি। এক সকালে সাহিত্যবিশারদ নকল করছিলেন 'নির্দয় ভাইদের দ্বারা ইউসুফ প্রহৃত হওয়ার' করুণ অংশটি। তিনি লিখছেন আর ঘন ঘন চোখ মুছছেন। বড় বোন হঠাৎ এ দৃশ্য দেখে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে প্রায় চিৎকার করেই বলছিলেন, 'বড় জেয়া, তুমি কাঁদছ কেন?'—আমরা সবাই ওই চিৎকারে সত্তরোর্ধ্ব বয়সের বুড়োর কান্নার কথা শুনে ছুটে এলাম। জানা গেল, নির্যাতিত বালক ইউসুফের জন্যেই এ কান্না। তখন আমাদের হাসির পালা শুরু হয়েছে। ঈষৎ বিব্রত সাহিত্যবিশারদ তখন আত্মপক্ষ সমর্থনে বললেন, 'শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তো মানুষকে অভিভূত করে, সহমর্মী করে, কাদায়, হাসায়।'

শাহ মুহম্মদ সগীরকে অবিসংবাদিত তথ্যে প্রমাণে চৌদ্দ-পনেরো শতকের কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টায় ও যুক্তিপ্রয়োগ চিন্তায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর অতিবাহিত করেছিলেন। স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে, বাঙলা একাডেমীতে আর বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডে এ চল্লিশ বছর ধরে প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে প্রমাণ সংগ্রহে হয়েছে বিলম্ব এবং যুক্তি প্রয়োগের কাল হয়েছে অতিক্রান্ত। ইতোমধ্যে আয়ু হল শেষ। সংকল্প রইল অপূর্ণ আর সিদ্ধি রইল অনায়ত্ত।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরীর, পাঠান্তর সংকলনের, ভূমিকার নানা অংশ সংগ্রহের ও সন্নিবেশকরণের, পরিশিষ্টের সামগ্রী সংগ্রহের, মুদ্রণের উদ্যোগ-আয়োজন-তদবিরের, প্রেস ঠিক করার, সর্বপ্রকার কাজের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় সানন্দে যিনি গ্রহণ করেছেন, তিনি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার

তত্ত্বাবধায়ক-সহায়ক লিপিবিদ্যাবিশেষজ্ঞ জনাব মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া। এক কথায় তাঁর আগ্রহে উদ্যোগেই 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য-প্রকাশনা সম্ভব হল। আর মৌলানা নুরউদ্দীন ও অধ্যাপক দেওয়ান রুস্তম আলীও তথ্যসংগ্রহে সহায়তা করেছেন।

মৃত্যুশয্যায় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক আমাকেই এ গ্রন্থের ভূমিকার অসমাপ্ত অংশটি সম্পূর্ণ করে দেয়ার জন্যে বলেছিলেন। সেজন্যে এদায়িত্ব আমি সাধ্যমতো পালনের চেষ্টা করলাম। আর একটি কথা, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক 'ইছুফ-জলিখা',' 'ইউসুফ-জুলায়খা', 'ইসুফ-জলিখা', 'যূসুফ-জুলেখা', 'ইউসুফ-জোলেখা'—প্রভৃতির কোন্‌টি গ্রহণ করবেন, সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি, আমরা 'ইউসুফ-জোলেখা'—এ জনপ্রিয় নামটিই গ্রহণ করলাম।

বলাবাহুল্য ভূমিকার যে যে অংশ যতটুকু ডক্টর হক লিখেছিলেন, তা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। তাঁর কাজ তিনি যে-ভাবে সুসম্পন্ন করতেন, তা আমাদের দিয়েও হতে পারে—সে প্রত্যাশা কেউ করেন না নিশ্চয়ই।

আহমদ শরীফ

বিষয়-বিন্যাস

১. উপক্রমণিকা
প্রারম্ভিক জ্ঞাতব্য কথা

কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দী (১৯২৯) পূর্বকার ব্যাপার। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমভুক্ত 'ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা সমূহে'র (Indian Vernaculars) মধ্য হইতে 'বাংলা-ভাষাকে' প্রধান ভাষারূপে বাছিয়া লইয়া আমি সদ্য এম. এ. পাশ করিয়াছি। ফলও আশানুরূপ হইয়াছে। তথাপি, মনে সম্যক প্রশান্তি নাই। বারংবার একটি প্রশ্ন মনে জাগিয়া উঠিতেছিল—মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত পরিচয় হইল বটে, কিন্তু এই সময়ের, সঠিকভাবে বলিতে গেলে, সপ্তদশ শতাব্দীর একমাত্র 'আলাওল' ব্যতীত অন্য কোন মুসলিম কবির কোন অবদানের সন্ধান যে পাওয়া গেল না। বাঙলাসাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুসলিম সুলতান ও তাঁদের আমীর ওমরাহের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রবর্তনা দানের পর্যাপ্ত উদাহরণ (তখন পর্যন্ত) পাওয়া না গেলেও এই ক্ষেত্রে দেশের মুসলিম জনসাধারণেব অবদান এত অপ্রতুল কেন? প্রশ্নটি ক্ষুদ্র হইলেও, আমার তরুণ মনে দৈনন্দিন স্ফীতকায় হইয়া উঠিতে উঠিতে জীবনের একটি জটিল সমস্যায় পরিণত হইয়া, আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। স্থির হইল গবেষণার মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধান করিতে হইবে।

আমার ছাত্রজীবন হইতেই অর্থাৎ আমি যখন চট্টগ্রাম কলেজে পড়ি তখন হইতেই চট্টগ্রামের সুচক্রদণ্ডীর অমর সন্তান মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩ খ্রী:) মহোদয়ের সহিত আমার পরিচয় হয় ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে। জানি না কি কারণে, তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এম. এ. পাশ করার পর হইতে যেই সমস্যাটি আমাকে নিপীড়িত করিতেছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে আমি তাঁহাকে আমার মনোবেদনার কথা জানাইলে, বাঙলাসহিত্যে মধ্যযুগের মুসলিম অবদানের প্রতি আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার দীর্ঘ দিনের সাধনায় ও দীনেশচন্দ্র সেনের সৌজন্যে সপ্তদশ শতাব্দীর 'মহাকবি আলাওল' বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইলেও, এই ইতিহাসের মধ্যযুগটি এখনও মুসলিম অবদানের বিবেচনায় সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই দিকটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার

উপযোগী বহু মৌলিক উপাদান আমার নিকট সঞ্চিত আছে এবং ক্রমশঃ এক এক করিয়া সঞ্চিত হইতেছে। তোমাদের মতো তরুণেরা উৎসাহ ভরে কাজটি হাতে না লইলে, তাহা আর কে করিবে? তুমি এই কাজে আগাইয়া আসিলে আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। নিজের জন্য না হউক, অন্ততঃ দেশবাসীর জন্য কাজটিতে তুমি হাত দিবে কি?" আমি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম এবং ফলে 'আরাকান রাজসভায় বাঙলাসাহিত্য' গ্রন্থটি তাঁহারই সক্রিয় সহযোগিতা ও সহায়তায় অত্যল্প কাল মধ্যে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা বাঙলার সুধী সমাজে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়।

এই সময়ে তাঁহার সহিত আমার যেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুকাল (১৯৫৩ খ্রী:) অবধি তাহা আর কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই, বরং তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে. তৎসংগৃহীত প্রায় দুই সহস্রাধিক হিন্দু মুসলিম পাণ্ডুলিপির পারিবারিক গ্রন্থাগারটির দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত হইয়া যায়।এই সময়ে শাহ মুহম্মদ সগীবের 'ইউসুফ-জোলেখা' নামক কাব্যের পাণ্ডুলিপির সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে এবং ইহার ভাষা বাঙলা 'মঙ্গল-কাব্যের' যে কোন গ্রন্থের ভাষা হইতে প্রাচীনতর বলিয়া মনে হওয়ায়, এই কাব্যের পাণ্ডুলিপিটির যেই কয়খানা পাণ্ডুলিপি তাঁহার গ্রন্থাগারে ছিল, তাহা পাঠ করিয়া আমার ব্যবহারেব জন্য কাব্যটির একখানি 'Composite version' বা সমন্বিত পাঠ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহারের জন্য আমার কাছে পাঠাইয়া দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি সানন্দ-চিত্তে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। আমার দ্বারা সম্পাদিত 'ইউসুফ-জোলেখার' এই পাঠ মূলতঃ সাহিত্যবিশারদ মহোদয়ের সমন্বিত-পাঠ নির্ভর একটি তুলনামূলক সংশোধিত পাঠ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতিরিক্ত পাঠ বা পাঠ-প্রতিনিধি আবশ্যক মত প্রতি পৃষ্ঠার তলায় পৃথকভাবে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আশা করি, ইহাতে কৌতূহলী পাঠকের ঔৎসুক্য নিবারিত হইবে।

মুহম্মদ এনামুল হক

২ক. পাণ্ডুলিপির কথা ও এই পাঠে ব্যবহার

বর্তমান গ্রন্থ সম্পাদনায় যেই সমস্ত পাণ্ডুলিপি আলোচিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে একটা বিবৃতি নানা কারণে আবশ্যক। তন্মধ্যে এই কয়টি প্রধান :

১. যেই সমস্ত পাণ্ডুলিপির পাঠ অবলম্বনে বক্ষ্যমাণ পাঠকে সমন্বিত পাঠ (Collated text) রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদের বর্তমান অবস্থিতির একটা হদিস থাকা আবশ্যক। তাহার অবস্থান জানা না থাকিলে, সন্দিগ্ধমনা পণ্ডিতবর্গ, বিশেষ করিয়া, আধুনিক পল্লবগ্রাহী গবেষকগণের নানা ধৃষ্টতাপূর্ণ ভাবী উক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। পাণ্ডুলিপিগুলির বর্তমান অবস্থান জানা থাকিলে, সত্যসন্ধ পণ্ডিতবর্গ আবশ্যক মত তাহা আলোচনা করিয়া ধৃষ্টতা খণ্ডনে সমর্থ হইবেন। নতুবা 'মিথ্যা' 'সত্যে'র স্থান সহজেই অধিকার করিয়া লইতে পারে। এমনকি, পাণ্ডুলিপির অস্তিত্বও অস্বীকৃত হইতে পারে।

২. আলোচ্য বিষয়ে, ভবিষ্যতে যদি অন্য কোন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়, ইহার সময়, ভাষা, আকৃতি, প্রকৃতি, পাঠ প্রভৃতির, অবশ্য ইহা যদি আদ্যন্ত খণ্ডিত ও তারিখবিহীন হয়, সহিত পূর্বাবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপির পাঠ মিলাইয়া, ইহা হইতে কি কি বস্তু গৃহীত ও কি কি বস্তু বর্জিত হইবে, তাহাব জন্যও এই 'পাণ্ডুলিপির কথা' আবশ্যক, অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িবে।

৩ বর্তমান পাঠের সহিত মিলাইয়া ইহা হইতে উন্নত আর কোন পাঠ প্রস্তুত করিতে হইলেও, মূল পাণ্ডুলিপিব পাঠ আবশ্যক হইবে। তখন মূল পাণ্ডুলিপির সহিত নবনির্মিত পাঠ বারংবার মিলাইয়া দেখিয়া নূতন পাঠ তৈয়ারির জন্য বিচার-বিবেচনা, সংযোজন-বিয়োজন প্রভৃতির জন্যও মূল পাণ্ডুলিপি বা ইহাদের আলোকচিত্র আবশ্যক হইলে, মূল পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণাগারের অবস্থান জানিয়া লইয়া তথায় যাইতে হইবে। নতুবা কাজ অসম্পূর্ণ থাকিবে।

খ. পাণ্ডুলিপি পরিচিতি

শাহ্ মুহম্মদ সগীরের [= সাহা মোহাম্মদ ছগির] ইউসুফ-জোলেখা কাব্যটির সম্পাদনে মোট পাঁচখানা পাণ্ডুলিপি আলোচিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পাঁচখানার মধ্যে তিনখানা সংগ্রহ করিয়াছিলেন স্বনামধন্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রাহক এবং বিখ্যাত পণ্ডিত ও গবেষক মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩)। এই তিনখানা পাণ্ডুলিপি তিনি জীবন-সায়াহ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছিলেন। তাহা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি বিভাগে সংরক্ষিত আছে। ইহার একখানা একরূপ সম্পূর্ণ এবং অনুলিপির তারিখযুক্ত। ইহাতে অনুলেখকের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'পুষ্পিকা'ও রহিয়াছে।

একখানা পাণ্ডুলিপি বাঙলা-একাডেমী কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এই পাণ্ডুলিপিটি একান্ত খণ্ডিত। ইতঃপূর্বে ইহা আর কেহ ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

আর একখানা পুঁথির পাণ্ডুলিপির প্রথম দিককার আট পৃষ্ঠা সম্বলিত অংশটি বিভিন্ন পুঁথির একরাশ খণ্ডিত ও বিশৃঙ্খল পাণ্ডুলিপির সহিত ত্রিপুরা জেলা (বর্তমান 'কুমিল্লা') হইতে আমার অনুরোধে আমার এক আত্মীয় কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার নাম জনাব সৈয়দুল ইসলাম, এম. এ. বি. টি.। তখন তিনি তথায় সাব-ডিভিশনাল ইন্‌স্‌পেক্টার অব স্কুল্‌স্‌ ছিলেন। পাণ্ডুলিপিখানির প্রথম আট পাতা অবিকৃত অবস্থায় সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের প্রথমাংশ রক্ষা করিয়াছে। এই জন্যই এই খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিটি এত মূল্যবান।

এই সম্পাদিত পুস্তকে উক্ত পাণ্ডুলিপিগুলি আলোচিত ও ব্যবহৃত হওয়ায় এই পাণ্ডুলিপিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে আবশ্যক মত পাণ্ডুলিপিগুলিকে ভাবী গবেষক কর্তৃক শনাক্ত করা সহজতর হইবে।

পাণ্ডুলিপির বিবরণ :

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (আবদুল করিম সংগৃহীত ও প্রদত্ত);
পুঁথির সংখ্যা —২২৫; (লিপিকাল, ১০৯৪ মঘী = ১৭৩২ খ্রী.)
ক্রমিক সংখ্যা— ১২
পত্র সংখ্যা—২-২২,২৪-৫৪, ৫৭-৬৪, ৬৬, ৬৯-৭২, ৭৪-৭৭;
পত্রাঙ্কবিহীন দুই পত্র (এই দুই পত্র আলাওলের 'পদ্মাবতী'র
দুইটি উড়ো পত্র মাত্র)।

আকৃতি—তক্তার মলাটে রক্ষিতব্য লম্বা আকারের ১৬"×৫ ১/২" মাপের পাণ্ডুলিপি। লিপিকাল —১০৯৪ মঘী = ১৭৩২ খ্রীস্টাব্দ।

খ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগাব (আবদুল করিম সংগৃহীত ও প্রদত্ত);
পুঁথির সংখ্যা —৩১৪;
ক্রমিক সংখ্যা— ১৪;
পত্র সংখ্যা—৯-১৪৩;
আকৃতি— আরবী-ফারসী বইয়ের অনুরূপ ৯ ১/২" × ৫ ১/২"।

'বটতলা'-র পুথির মত ডান হইতে বামে লিখিত বাঙলা পাণ্ডুলিপি। লেখা ও কাগজ দেড়শত বৎসরের অধিক কালের নহে।

লিপিকাল —আদ্যন্ত খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল নাই।

গ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (আবদুল করিম সংগৃহীত ও প্রদত্ত);
পুথির সংখ্যা— ২২৬;
ক্রমিক সংখ্যা—১৩;
পত্র সংখ্যা— ৭-১২,১৯-১০১ (আদ্যন্ত খণ্ডিত);

আকৃতি— আরবী-ফারসী বইয়ের অনুরূপ; কিন্তু পাঠ বাঙলা রীতিতে বাম হইতে ডান দিকে লিখিত।

মাপ— ৯ ১/২" ×৫ ১/২"
লিপিকাল —নাই।

ঘ. বাঙলা একাডেমী গ্রন্থাগার :
পুঁথির সংখ্যা— ২২১ (লিপি অর্বাচীন কালের);
পত্র সংখ্যা— ১- ৩১ (আদ্যন্ত খণ্ডিত);

আকৃতি—তক্তার মলাটে রক্ষিতব্য লম্বা আকারের ১৫"×৫" মাপের পাণ্ডুলিপি।

ঙ. ত্রিপুরা (কুমিল্লা) হইতে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি—
পুঁথির সংখ্যা—মৎকর্তৃক সংগৃহীত বলিয়া কোন সংখ্যা নাই।
পত্র সংখ্যা— ১-৮; মধ্যে মধ্যে আরও দুই তিনটি।

আকৃতি—তক্তার মলাটে রক্ষিতব্য লম্বা আকারের ১৪"×৪" মাপের পাণ্ডুলিপি।

লক্ষণীয় : এই পাণ্ডুলিপির প্রথম হইতে অষ্টম পৃষ্ঠা একেবারে অক্ষত অবস্থায় আরও একরাশ পাণ্ডুলিপির সহিত একত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে 'আল্লাহ ও রসুল বন্দনা', 'মাতাপিতা ও গুরুজন বন্দনা', 'রাজ প্রশস্তি' ও 'পুস্তক রচনার কথা' পাওয়া গিয়াছে। ইহার 'রাজ-প্রশস্তি'-র অংশটুকুর পাতাটি দুইপিঠে কাচ দিয়া বাঁধাই করিয়া রাজশাহীর বরেন্দ্র যাদুঘরে সংরক্ষিত হইয়াছে।

আদর্শ পাঠ

'ক' 'খ' ও 'গ'-চিহ্নিত পুঁথি তিনটি অবলম্বনে মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ 'ইউসুফ- জোলেখা' কাব্যের যে 'সমন্বিত পাঠ' (Composite Version) -টি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেইটিই আমাদের পাঠ-সম্পাদনা কালে 'আদর্শ পাঠ' (সংক্ষেপে—আ. পা.)-রূপে পরিচিহ্নিত হইয়াছে।

গ. সম্পাদিত পুথির পাঠনিরূপণে অনুসৃত পদ্ধতি

এই পুথির পাঠ-সম্পাদনে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে সম্পাদক হিসাবে আমার কিছু বক্তব্য আছে এবং থাকাও স্বাভাবিক। তাহা নিম্নে একে একে বলিতেছি।

গ্রন্থকারের স্বহস্তলিখিত কোন পাণ্ডুলিপি দেখিয়া এই পুথি সম্পাদিত হয় নাই। বাঙলা পাণ্ডুলিপির সম্পাদন- ক্ষেত্রে তেমন সৌভাগ্য কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই পুথি মূলপুথির অনুলিপি, অথবা তস্য আনুলিপিক পাঠ (Transmitted text) সাহায্যে সম্পাদিত হইয়াছে। যেহেতু ইহা আনুলিপিক পাঠনির্ভর সম্পাদিত গ্রন্থ, সেহেতু নির্ভরযোগ্য নহে, তেমন ধারণা কাল্পনিক ও উদ্ভট।

এই পুথি সম্পাদনে প্রাগুক্ত পাঁচটি- 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' এবং 'ঙ'- আনুলিপিক পাণ্ডুলিপি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপিগুলির একটি ব্যতীত, অর্থাৎ 'ক'-চিহ্নিত

পাণ্ডুলিপিটি ব্যতীত অন্য কোন পাণ্ডুলিপি সন- তারিখযুক্ত (Dated) নহে; এমন কি, স্বয়ংসম্পূর্ণও নহে; একটি ব্যতীত অর্থাৎ 'ঙ' ব্যতীত অন্য পাণ্ডুলিপিগুলির আদ্যন্ত খণ্ডিত। কোন কোন পাণ্ডুলিপি মধ্যে মধ্যেও পত্রবিহীন। এতৎসত্ত্বেও,সমস্ত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে একখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ পুথি প্রস্তুত করা যত কঠিন কাজই হইক, অসম্ভব কিছু নহে। আমরা দীর্ঘদিনের চেষ্টায় সেই কাজটি সমাধা করিয়াছি।

কোন প্রাচীন পুথির সম্পাদনের কাজ হাতে লইলে, সেই পুথির যতগুলি পাণ্ডুলিপি সেই সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত বা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার খবর লইয়া সরাসরি পাঠ করিয়া, তাহার মধ্য হইতে সন-তারিখযুক্ত সর্বাধিক পুরাতন অথবা তাহার অভাবে অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাচীনতম বলিয়া অনুমিত একখানি নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি বাছিযা লইয়া, তাহাকে পাঠ-গঠিতব্য পুঁথিব 'আদর্শ পুঁথি' (exemplar)-রূপে বাছিয়া লইতে হয়। আমাদিগকেও তাহা কবিতে হইযাছে। তবে, আমাদের 'আদর্শ-পুথি' একখানা নহে, দুইখানা 'ক' ও 'ঙ'। আমার এই উক্তি যে কাহারও কাহারও কাছে 'অদ্ভুত' বলিয়া মনে হইবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। যদিও আপাত দৃষ্টিতে 'আদর্শ পুথি'র সংখ্যা দুই,—আপাত দৃষ্টিতে কেন, সত্যই দুই ('ক' এবং 'ঙ'), তথাপি দুই পাণ্ডুলিপি মিলিয়া এক পাণ্ডুলিপিতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা, 'ঙ' পুথির প্রথম আট পাতার একক পাঠ অর্থাৎ 'হাম্‌দ' ও নাত্‌' বা 'আল্লাহ্ ও রসুল বন্দনা' হইতে আরম্ভ করিয়া জোলেখার 'রূপ-বর্ণনা'-র কিয়দংশ পর্যন্ত 'ঙ'-পুথির একক পাঠ এবং 'ক'-পুথির জোলেখার 'রূপ- বর্ণনা' হইতে শেষ অবধি অনেকখানির একক পাঠ গৃহীত হইয়াছে। ফলে, সম্পাদিত পুথিটি দুইখানা পাণ্ডুলিপি মিলিয়া এক পাণ্ডুলিপিতে পরিণত হইয়াছে।'ঙ' -চিহ্নিত পাণ্ডুলিপির প্রথম আট পৃষ্ঠা পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যাওয়ায়, ইহাতে 'আল্লাহ ও রসুল বন্দনা', 'মাতা-পিতা ও গুরুজন বন্দনা', রাজ-প্রশস্তি' ও 'পুস্তক রচনার কথা' সংক্ষিপ্ত আকারে হইলেও মধ্যযুগীয় পুথির তৎকালীন রীতির অনুসরণ বর্তমান। অন্য চারিখানি পুথিতে তাহা পাওয়া যায় নাই। যদিও 'ক'-চিহ্নিত পাণ্ডুলিপির দুইটি পাতা ব্যতীত প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পত্র পাওয়া গিয়াছে, এবং শেষ পৃষ্ঠার পরে অনুলেখক তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের বর্ণনা সম্বলিত একটি নাতিদীর্ঘ রচনা সংযোজিত করিয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় অনুলিপির তারিখও দিয়াছেন, তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই, অনুলেখক 'হামদ-নাত'- এর অংশটুকু ব্যতীত (তাহাও বিশৃঙ্খল অবস্থায়) আর কোন 'বন্দনাংশ' নকল করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার আদর্শ পাণ্ডুলপিতে এইগুলি তিনি অক্ষত অবস্থায় পান নাই। অনুলেখক এই পাণ্ডুলিপির যে তারিখ দিয়েছেন তাহা এই রূপ :

"পুস্তক লিখন সন কহি তার বিবরণ
শকাব্দা সহিতে মঘীগতে।
মঘী পরিমাণ সই সহস্রেক চুরান্নই
শকাব্দা চুয়ান্ন ষোল শত ॥
বিতারিখ একাদশ হরসুত মিত্র মাস

দশ দণ্ড ভৃগু সুত বার।
শুক্লা ষষ্ঠমী তিথি ক্ষেত্রগতে বৃহস্পতি
ধনুলগ্নে সমাপ্ত পয়ার ॥"

লিপিকরের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণ হইতে লিপির যে সন-তারিখ পাওয়া যায়,

তাহা এইরূপ:

ক.১৬৫৪ শকাব্দ + ৭৮ = ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ।

খ.১০৯৪ মঘী + ৬৩৮ = ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ।

গ.১১ই কার্তিক, রোজ শুক্রবার।

ইহা হইতে দেখা যাইবে, আজ (জুলাই, ১৯৭৯) হইতে প্রায় আড়াই শত (অর্থাৎ ২৪৭) বৎসর পূর্বে 'ক'- চিহ্নিত পাণ্ডুলিপি অনুলিখিত হয়। অনুলিখকের আদর্শ পাণ্ডুলিপি অন্যূন আরও ১০০ একশত বৎসরের প্রাচীন ছিল বলিয়া মনে করিবার পক্ষে সঙ্গত কারণ আছে। কারণ, তিনি যে সর্বত্র তাঁহার আদর্শ পুথির পাঠ ঠিকমত পড়িতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ পাণ্ডুলিপিতেই রহিয়াছে। তদুপরি তিনি স্বীকারও করিয়াছেন:

"গুণিগণ পদে লাগি নমি পরিহার মাগি
অশুদ্ধ দেখিলে কোন স্থান।
লেখিয়াছি বেশ কম মুনি মন হয় ভ্রম
জত্ন করি সুধিবা বিদ্বান ॥"

নকল করিতে গিয়া নিশ্চয় মূল পাণ্ডুলিপি দুষ্পাঠ্য ছিল বলিয়া 'কোন স্থান অশুদ্ধ' লিখিয়া থাকিলে অথবা ভ্রমবশতঃ কোথাও 'বেশ কম' অর্থাৎ সংযোজন-বিয়োজন ঘটাইয়া ফেলিলে, 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম'—মুনিরও মতিভ্রম হয়—এই প্রাচীন নীতিবাক্য স্মরণে তাঁহাকে তজ্জন্য ক্ষমা করিয়া দিয়া সযত্নে তাহা শুদ্ধ করিয়া লইতে তিনি বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তিদিগকে সবিনয়ে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা স্থানে স্থানে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছি।

'ঙ'-চিহ্নিত পুথির 'রাজপ্রশস্তি' অত্যন্ত মুল্যবান। ইহা হইতে পুথি-রচনার কাল নিশ্চিতরূপে পাওয়া যাইতেছে। ইহা মধ্যযুগীয় পুঁথির পক্ষে একটি সৌভাগ্যের কথা। আমার রাজশাহী অবস্থানকালে (১৯৬০খ্রী:), এক বর্ষা মৌসুমে আমার কতকগুলি মুদ্রিত পুস্তক ও একগাদা পাণ্ডুলিপি উইপোকা সম্পূর্ণ ও আংশিক নষ্ট করিয়া ফেলে। তখন 'ইউসুফ জোলেখা' পুথির পাণ্ডুলিপিটিরও ('ঙ'-চিহ্নিত) প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। তখন উই-এর অত্যাচারে আতঙ্কিত হইয়া আমি ইহার 'রাজ প্রশস্তি' - টি যে পাতায় ছিল, তাহা কাচ দিয়া বাঁধাই করিয়া বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মের মুসলিম নিদর্শন বিভাগে রক্ষর জন্য দান করি। তাহা এখনও তথায় আছে। ইহার ফটোস্টেট কপি আমার 'মুসলিম বাঙলা সাহিত্যেও' মুদ্রিত হইয়াছে।

অতএব, 'ঙ'-এবং 'ক'-চিহ্নিত পাণ্ডুলিপি দুইটিকে মিলাইয়া একক পুথিতে পরিণত করিয়া লইয়া , তাহাকেই 'আদর্শ' পুথি' রূপে গণ্য না করিয়া উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত

আরও দুই একটি বিষয়েও বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখার প্রয়োজন আছে। এই আট পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিটি 'ক' -চিহ্নিত পাণ্ডুলিপির চেয়ে অধিক প্রাচীন হউক বা না হউক, ইহা যে প্রাচীনতর কোন পাণ্ডুলিপি হইতে নকল করা হইয়াছিল, তাহা ইহার ভাষায় কতকগুলি প্রাচীনতর রূপ নিয়মিতভাবে রক্ষিত হওয়ায় (নিম্নে প্রদত্ত) সহজে বুঝিতে পারা যায়। যথা :

(অ) ক্রিয়াপদের ব্যবহারে (i) তাহান আছুক জস (ii) প্রথম প্রণাম করোঁ (iii) বিস্তারিয়া ন লিখিলুঁ;

(আ) শব্দ : নেহায়, তিঁহ, সভান, বহোঁ, মাগোঁ, উঞ্চ ইত্যাদি।

(ই) সম্বন্ধে 'ক' বিভক্তি (i) সভানক পদে (ii) রাজ্যক ঈশ্বর (iii) প্রেমক বচন

'ক'- চহ্নিত পাণ্ডুলিপিটি আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন। আদিতে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত হইলেও অন্য সমস্ত অংশ একরূপ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে আদর্শপুথি রূপে গ্রহণ না করিয়া অন্য কোন পুথিকে 'আদর্শপুথি' রূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণগুলি একে একে নিম্নে দেওয়া হইল :

১. 'খ', 'গ' এবং 'ঘ'- চিহ্নিত পাণ্ডুলিপিগুলিতে অনুলিপির কোন সন-তারিখ পাওয়া যায় নাই।

২. ইহারা আদ্যন্ত খণ্ডিত ও দৃষ্টতঃ (prima Facie) অর্বাচীন, অন্ততঃ 'ক'-চিহ্নিত পুথি হইতে অর্বাচীন।

৩. 'গ' ও 'ঘ'- চিহ্নিত পুথি পাঠ-বিকৃতিতে ভরপুর। অনুলেখক এই দুই পাণ্ডুলিপিতে পাঠ-পরিবর্তন, পাঠ-পরিবর্জন ও পাঠ-সংযোজন প্রভৃতি কোন কিছু করিতে বাকি রাখেন নাই.। পাণ্ডুলিপি দুইটি এই দিক হইতে অত্যন্ত অবিশ্বাস্য ও স্বল্প ব্যবহার্য। তথাপি, যেখানে ইহাদের কোন কিছু গ্রহণ করা যায়, সেইখানে উহাদেব পাঠ পাদ-পাঠে গৃহীত হইয়াছে।

৪. 'খ'-চিহ্নিত পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত খণ্ডিত ও সন-তারিখ বিহীন হইলেও, 'ক'-চিহ্নিত পুথির পাঠের সহিত সরাসরি মিলিয়া যায়। বিশেষত,.ইহা কয়েকটি বিশেষ পাঠের জন্য আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে : যেমন ক্রিয়ার রূপ উত্তম পুরুষে 'মুঞি করোঁ' (আমি করি), সম্বন্ধ পদে 'ক' -বিভক্তির ব্যবহার স্থানে স্থানে রক্ষিত। সুতরাং, এই পাণ্ডুলিপি যথাসম্ভব ব্যবহার করিয়াছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

উক্ত বিষয়গুলি মনে রাখিয়া যেখানে যেই পাণ্ডুলিপির পাঠ গৃহীত হইয়াছে, সেখানে এক, দুই করিয়া ক্রমিক সংখ্যা বসাইয়া, পত্রের পাদদেশে অনুকল্পিত পাঠ দিয়া তাহার ডানপাশে 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ', প্রভৃতি বসাইয়া কোন্ পাণ্ডুলিপির পাঠ তাহা, যথাসম্ভব, নির্দেশ করা হইয়াছে।

মুহম্মদ এনামুল হক

৩. কাব্যের রচনাকাল

বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে শাহ মুহম্মদ সগীর প্রণীত 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের পাণ্ডুলিপির আবিষ্কার একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। স্বনামধন্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদই ইহার আবিষ্কর্তা। আমি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রূপে, সাহিত্যবিশারদ মহোদয়ের বাড়িতে দীর্ঘ তিন মাস বাস করিয়া তাঁহার পারিবারিক গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপির পাঠ লইতেছিলাম, তখন আমি শাহ মুহম্মদ সগীর প্রণীত 'ইউসুফ -জোলেখা' কাব্যের পাণ্ডুলিপির সহিত পরিচিত হই। তখন কথা-প্রসঙ্গে সাহিত্যবিশারদ সাহেব বলিয়াছিলেন, "দেখ, কাব্যখানির ভাষা ও ব্যাকরণ প্রাচীন, অন্ততঃ আমাদের জানা মুসলিম কাব্যগুলির পাণ্ডুলিপির ভাষা ও ব্যাকরণ হইতে প্রাচীনতর। কাব্যখানি অত্যন্ত সুন্দর; ইহা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। আমার শারীরিক ও মানসিক শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, কোন নূতন কাজে হাত দিবার সাহস নাই। (অনুযোগের সুরে) আচ্ছা সকল কাজ যদি আমরাই করি, তবে তোমরা কি করিবে? তুমিই একমাত্র তরুণ, যে এই কাজে হাত দিয়া কাজটি সমাধা কবিতে পারিবে। তুমি কাজটিতে হাত দাও না, আমি তোমাকে জানে-প্রাণে সাহায্য করিব।" এই কাজের উপযোগিতা সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত না হইয়া পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়াই স্বকীয় তারুণ্য বশে সাহিত্যবিশারদ মহোদয়ের কথাগুলি আমার প্রাণে উৎসাহের ফোয়ারা খুলিয়া দিল; আমি বলিলাম, " আপনার আদেশ শিরোধার্য ।" আমি তখনও (১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ)—এমন কি এখনও (১৯৮১খ্রীষ্টাব্দ) প্রাচীন পাণ্ডুলিপি কষ্ট করিয়াই পড়িতে পারি। ভাবিলাম : তাঁহার সাহায্যটাই চাহিয়া লই না কেন? বলিলাম, আমি আপনার কাছ হইতে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলির একটা সমন্বিত পাঠ পাইলেই পুথি সম্পাদনের অন্যান্য কাজ শুরু করিব। তিনি এক কথাতেই রাজি হইয়া গেলেন এবং আমার সম্মুখে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলিয়া আমাকে দেখিতে বলিয়া কাজে হাত দিলেন। সমগ্র পুথি অন্যান্য পাণ্ডুলিপিব সহিত মিলাইয়া নকল করিতে তাঁহার তিন বৎসর লাগিয়াছিল। তখন তিনি কিস্তি কিস্তি করিয়া 'পাঠ' পাঠাইতেন, আমি তাহা পড়িতাম ও নিজের হাতে টীকা-টিপ্পনীর জন্য নকল করিতাম। আদর্শ পুথির নকলকারীর নকলের তারিখ পাওয়া গেল, কিন্তু রচনার কালজ্ঞাপক কিছু পাওয়া গেল না।

সমন্বিত পাঠ আলোচনা করিতে গিয়া ইহার বিষয়বস্তু ও কবিত্ব-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করি। এই প্রবন্ধ পাঠ করার পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কাব্যের বিষয়' বস্তু যে সুন্দর ও কবিও যে শক্তিশালী, সে-বিষয়ে অধিকাংশ পাঠক দ্বিমত পোষণ করেন নাই; তবে কাব্যে ব্যবহৃত ভাষায় কিছু কিছু প্রাচীনত্বের নিদর্শন থাকিলেও, এত আগে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোন মুসলমান বাঙলা ভাষায় কোন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন,এই বিশ্বাস তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সুনীতি বাবু বলিলেন, ইহাতে ভাষার কিঞ্চিৎ নিদর্শন রহিয়াছে; কেবল এই নিদর্শনের উপর নির্ভর করিয়া কাব্যটি পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া ভুল হইবে। তাহা করিতে হইলে সমসাময়িক বা পূর্বাপর অন্য কাব্যের ভাষার সহিত তুলনামূলক আলোচনা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা নিঃসন্দেহে চর্যার পরবর্তী অর্থাৎ ১২০০ খ্রীস্টাব্দের

কিয়ৎকাল পরবর্তী; সুতরাং ইহার ভাষা ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি হইলেও হইতে পারে; তবে এই অনুমান ভাষার তুলনামূলক আলোচনা না করিয়া স্থির করা যায় না।

ডক্টর শহীদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, দেখিয়া মনে হয়, সগীরের ভাষা বেশ প্রাচীন; তবে পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হওয়ায় বলিতে হয়, প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভাষা প্রায়ই আপন প্রাচীনত্ব রক্ষা করে। কেবল ভাষার ভিত্তিতে সগীরের রচনাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাষা বলিয়া প্রমাণ করিতে হইলে, অনেক কাঠ -খড় পোড়াইতে হইবে।

বলা আবশ্যক যে, আমি সর্বদা বন্ধু -বান্ধব আত্মীয় -স্বজন ও ছাত্র -ছাত্রীকে পুথিসংগ্রহের জন্য উৎসাহ দিতাম। তাহাদের কেহ কেহ আমার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, কিছু কিছু পুথির পাণ্ডুলিপি আমার জন্য সংগ্রহ করিয়া আমার কাছে পাঠাইতেন। ত্রিপুরার এক ইস্কুল সাব-ডিভিশনাল ইন্‌স্‌পেক্টারের কাছ হইতে একদিন ডাক যোগে

এক বান্ডিল পাণ্ডুলিপি পাইলাম। তাহা খুলিয়া দেখিলাম ৩/৪ খানা মাদুলী পুথির পাণ্ডুলিপির সহিত একখানা খণ্ডিত পুথির পাণ্ডুলিপিও ইহাতে রহিয়াছে। এই খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিটি শাহ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের; ইহাতে প্রথম হইতে কিছুসংখ্যক পাতা ক্রমিক সংখ্যায় পাওয়া গেল।

এই পাতাগুলির মধ্যেই মুসলিম ঐতিহ্য অনুসারে হাম্‌দ্‌, নাত্‌, পিতা-মাতার প্রশংসা কীর্তনের পর একটি 'রাজ-প্রশস্তি'ও রহিয়াছে। আমি আমার পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশটি শোধরাইয়া লইলাম ও 'রাজ-প্রশস্তি' হইতে ইনি কে, সে-বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। এই অনুসন্ধানের ফলে, 'ইউসুফ-জোলেখা' রচনার তারিখ নির্ণীত হইয়াছে। তাহা কিভাবে করা হইয়াছে, নিম্নে আলোচিত হইল : (অসম্পূর্ণ)

মুহম্মদ এনামুল হক

৪. কবির আবির্ভাবকাল

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক কবির আবির্ভাবকাল লিপিবদ্ধ করে যেতে পারেন নি বটে, কিন্তু আবির্ভাবকাল নিরূপণে যে-সব যুক্তিপ্রমাণ তিনি উপস্থাপিত করতেন, সেগুলো আমরা প্রায় নিশ্চিত ভাবেই জানতে পারি কবির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে তাঁর আগেকার লেখা থেকে। আমরা এখানে তাঁর সে-সব লেখার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি।

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে বা ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর দেয়া যুক্তিপ্রমাণ ছিল নিম্নরূপ :

' 'য়ূসুফ জোলেখা' কাব্যের ভাষা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে (১৪৮০ খ্রী) রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের' মধ্যবর্তী ভাষা। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ও তৎপরবর্তী 'পরাগলী

১. পরিশিষ্টে প্রবন্ধটি সংযোজিত হয়েছে।- আহমদ শরীফ

মহাভারতের' ভাষায় কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। অথচ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভাষায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও 'য়ূসুফ জোলেখা'র ভাষায়ও প্রভেদ বিস্তব; কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের' ভাষায় যত প্রভেদ, তত নহে। অপিচ 'য়ূসুফ জোলেখা'র ভাষা অনেক বিষয়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র ভাষার মধ্যবর্তী হারানো সূত্রকে ধরাইয়া দেয়।

এ সকল বাদানুবাদ না করিয়া, আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, কবি শাহ মোহাম্মদ সগীবের ভাষা, কবি জৈনুদ্দিন বা তৎসমসাময়িক মালাধর বসুর ভাষা হইতে প্রাচীন। এই প্রাচীনত্বের দাবীর প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

১. কবি সগীরের ভাষার যে সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা প্রাকৃত ভাবাপন্ন শব্দের বহুল প্রয়োগ। যথা :

"তোহ্মা জথ সখি আছে নৌআলী জৌবন।
তা সব পাঠাই দেঅ জাউ বৃন্দবন ॥
ইছুফকে বোলহ জাউক নিধুবনে।
তুলিয়া আনৌক পুষ্প তোহ্মার কারণে ॥
আমাত্য কুমারি জথ রূপে কামাতুব।
লাস বাস করি জাউ বৃন্দাবন পুর ॥
জথেক নাগরিপনা কামাকুল রূপে ॥
ইছুফ ভোলাউ গিয়া সুরুতি আলাপে ॥"
"হেনমত ইছুফ জলিখা নিবাসন্ত ॥
জলিখার কি ভাব ইছুফে ন জানন্ত ॥
ইছুফে জানন্ত মোখে গৌরব করন্ত।
বহুল আদর করে এহি অনুবন্ধ ॥"

আলোচ্য কাব্যে ব্যবহৃত প্রাচীন ভাবাপন্ন কতকগুলি শব্দের নমুনা দিলাম। —নৌআলি জৌবন (নব যৌবন); গারুরি (বিষবৈদ্য); হাকলি-বিকলি (অস্থিরতা, চাঞ্চল্য); উয়ারি (দালান, পুরী); ওসমিস (মেলামেশা, সদ্ভাব); আওরে (আড়ালে) আওর (এবং); খেরি (ক্রীড়া); কটোরা (বাটি বা পাত্র); ডাকোয়াল (আহ্বানকারী, ঘোষণাকারী); অন্ধক (আঁধালোক); লড়ি (লাঠি); অথান্তর (অবস্থান্তর); উস্চা উস্ছা (উৎসাহ); গুয়া, গুরুয়া (গুরু বা ভারী); উপস্কার কৈলা (মুছাইয়া দিলেন); উজাগর (ভোর, কাটাইয়া দেওয়া); ঝামর বদন (রুক্ষ-শুষ্ক); দির্ঘল (দীর্ঘ); মউলিত (মুকুলিত); বিখোলিত (স্খলিত); উফর-ফাফর (হতভম্ব. হতবুদ্ধি); উঝর (উজ্জ্বল); অকুমারী (কুমারী); বালি (বালিকা); বৃন্দাবন (বাগান; উদ্যান); ঘাটিল (ক্ষয় হইল); আবহো (এবেও); পিউ (প্রিয়া); জিউ (জীবন); সাচা (সত্য); কভো (কভু) ; খাঁখার (কলঙ্ক); পুত্রবাচ (পুত্রসমজ্ঞান করা); কমন (কেমন); আউল-বাউল (পাগলের ন্যায় উষ্কু -শুষ্কু অবস্থা); উভা (দাঁড়াইয়া থাকা); ভাগ (ভাগ্য); সাখি (সাক্ষী বা সাক্ষ্য) ইত্যাদি ইত্যাদি।

সম্ভবতঃ বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষা বা প্রাকৃত ভাষার প্রভাবে কাব্যের প্রায় সর্বত্র "ষ" বর্ণ নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে "খ" বর্ণে পরিণত হইয়াছে,—বিখ, নিমেখ, ঔখদ,

পেখিলুঁ, বিখধারা, বরিখ, বরিখেক, পুরুখ। (দিঠ, তছুপরে, জনি, দেহা, নেহা, ছোহন প্রভৃতি শব্দও দ্রষ্টব্য)।

২. 'য়ুসুফ জোলেখা' কাব্যের ব্যাকরণ এই কাব্যের প্রাচীনত্ব দাবীর পক্ষে একটি প্রধান কারণ। ইহার ব্যাকরণ প্রধানতঃ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' অনুসারী এবং যে স্থলে ইহা "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" হইতে একটু পৃথক্, তৎস্থলে ইহা "কৃষ্ণকীর্তন' ও তৎপরবর্তী যুগের মাঝামাঝিকালেব রূপ বলিয়া অনুমান করা যায়। এই স্থলে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল:

সন্ধি–মনরঙ্গ, মনুদাস, কামতুর, করঘাত, বৃন্দেক (বিন্দু+ এক) প্রভৃতি।

কর্ম কারকে:– রাজাক, নৃপতিক, দূতক, ভাইক প্রভৃতি সর্বত্র সমানভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সর্বনাম–উত্তম পুরুষ : – আহ্মি, মুঞি, মোহোর, আহ্মাসব, আহ্মাক, আহ্মারে প্রভৃতি।

মধ্যম পুরুষ : – তুহ্মি, তোহ্মার, তুহ্মিসব, তোহ্মাক ইত্যাদি।

নাম পুরুষ :– সে, সেহি, তাক, এহি, তান, কেহো, কোহ্ন, কোন।

ক্রিয়াপদ, বর্তমানকাল,–

প্রথম পুরুষ :- ক. প্রায় এক তৃতীয়াংশ শব্দের–

থাকোঁ, দেখোঁ, করোঁ, মাগোঁ, ল্যাগোঁ প্রভৃতি রূপ।

খ প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শব্দের–

থাকো, ফিরো, করো প্রভৃতি রূপ।

নাম পুরুষ :- ক. প্রায় এক তৃতীয়াংশ শব্দের –

কহন্তি, বোলন্তি, ধাবন্তি, জোগায়ন্তি প্রভৃতি রূপ।

খ. প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শব্দের–

নেহালন্ত, বাখানন্ত, জানন্ত, চাহন্ত প্রভৃতি রূপ।

গ. আবার কোথাও কোথাও–

ধাবএ, রবএ, আছএ, পারিএ প্রভৃতি রূপ।

অনুজ্ঞা –কৈয়ার (তুল: কৃষ্ণকীর্তন, "কহিআর " অর্থ– কহ)

'পুন তুহ্মি কৈয়ার বচন। মূর্চ্ছিত হইলা কি কারণ।'

দিয়ার (তুল: কৃষ্ণকীর্তন 'দিআর" অর্থ দাও)

'দিয়ার আপনা নাম, বাস তুহ্মি কোন গ্রাম।'

নাম পুরুষে অনুজ্ঞা : –আছউক , জাউ, জাউক, আনৌক,

ভোলাউ, দেখৌ, জানউ, আছউ, বোলাউ প্রভৃতি রূপ।

অতীত কালের উত্তম পুরুষের তিন প্রকার রূপ, যথা–

১. দিলুঁ, সমর্পিলুঁ, কহিলুঁ প্রভৃতি। (অল্প সংখ্যায়)

২. দিলুম, কহিলুম, জানিলুম প্রভৃতি। (অত্যল্প সংখ্যায়)

৩. দিলু, কহিলু, জানিলু প্রভৃতি। (অধিক সংখ্যায়)"
[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৩ সন]

আবার ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' নামের ইতিহাস গ্রন্থে কবি সগীর সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত এরূপ :

"বাঙলার মুসলমান কবিগণের মধ্যে ইনিই প্রাচীনতম। ইনি যে কাব্য রচনা করেন, তাহার নাম 'য়ূসুফ -জলিখা'। কাব্যটি সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রী:) রাজত্বকালে রচিত হয়। কবির রাজ-বন্দনার সমগ্র অংশটুকু মূল বানানেই (পুথির এই অংশের প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য) উদ্ধৃত হইল :

পয়ার ছন্দ

"তিরতিএ পরনাম করোঁ রাজ্যক ইস্বর।
বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডর ॥
রাজ রাজস্বর মৈদ্ধে ধার্ম্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নির্প জগত বিদিত ॥
মনুস্যের মৈদ্ধে জেহ্ন ধর্ম্ম অবতার।
মহা নরপতি গ্যেছ পিরথিম্বীর সার॥
ঠাই ঠাই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজএ
পুত্রসিস্য হস্তে তিঁহ মাগে পরাজএ ॥
মোহাজন বাক্য ইহ পুরন কবিআ।
লইলেন্ত রাজ্যপাট বঙ্গাল গৌড়িআ ॥
করুনা হীদএ রাজা পুণ্যবন্ত তর।
সবগুন অসীম অতুল্য মনুহর ॥
পুন্নিমার চান্দ জেহ্ন বদন সোন্দর।
মধুর মধুর বানী কহন্ত সোসর ॥
রমনী বল্লভ নির্প রসে অনুপমা।
কনে বা কহিতে পারে সেগুণ মহিমা।
জিনিলা নৃপতি সব করিআ সমর।
জএ বাদ্য দুন্দুমি বাহন্ত উঞ্চস্বর।
ভক্ত বৎসল নির্প বিপৈক্ষ বিনাস।
পরজা পালন করে জেহ্ন হাবিলাস ॥
জাবত জীবন মুঞি দেখিলুঁহি কাম।
তান ভক্তি বিনা ধিক নাহি আর ধাম ॥
মোহাম্মদ ছগীর তান আজ্ঞাক অধীন।
তাহান আছুক জস ভুবন এতিন ॥"

এই "রাজ-বন্দনায় " কবি অতি চমৎকারভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি যে 'গ্যেছ' বাদশাহের বন্দনা করিতেছেন, সেই বাদশাহ বাহুবলে পিতার কাছ হইতে

বাঙলা ও গৌড়ের সিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কবি যেন বলিতে চাহিতেছেন তাঁহার প্রশংসিত বাদশাহের কাছ হইতে বাদশাহের পিতা পরাজয় কামনা করিয়াছিলেন, পুত্রের হাতে পরাজিত হইয়া পিতা যেন গৌরববোধ করিয়াছিলেন। সমগ্র বাঙলার ইতিহাসে একমাত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সহিত তাঁহার পিতা সিকন্দর শাহের যুদ্ধের কথা জানিতে পারা যায়। সুতরাং, কবির উদ্দিষ্ট বাদশাহ্ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্ ব্যতীত আর কেহ নহেন।"

আমাদেরও ধারণায় কবি শাহ মুহম্মদ সগীর গৌড়বঙ্গের সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ্র আমলেই তাঁর ইউসুফ- জোলেখা কাব্য রচনা করেন। আমাদের ধারণার ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিগুলো এই:

ক. 'আল্লাহ' অর্থে মুসলিম কবির কাব্যে 'ধর্ম' শব্দের ব্যবহার। এটি চৌদ্দ-পনেরো শতকেই সম্ভব, যখন পারশ্যে 'খোদা', উত্তর ভারতে বৌদ্ধ 'নাথ' ও 'নিরঞ্জন' বাঙলাদেশে 'ধর্ম' 'নিরঞ্জন' ও 'নাথ' স্রষ্টা বা উপাস্য অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছিল। পনেরো শতকের শেষপাদে জন্মগ্রহণ করে ষোলশতকের পঞ্চম দশকে বৃদ্ধকালে রচিত 'লায়লী মজনু' কাব্যে দৌলত উজির বাহরাম খানও আল্লাহ্ বা উপাস্য অর্থে 'ধর্ম' প্রতিশব্দ প্রয়োগ করেছেন। 'ধর্ম ঠাকুর' সম্বন্ধীয় রচনা ব্যতীত তারপরে আর কারুর রচনায় 'ধর্ম' ওই অর্থে প্রযুক্ত হয়নি। সগীরের রচনায় :

'ধর্ম রূপ বিদিত স্বরূপ নর হৈল।'
'ধর্মকে স্মরিয়া কৈন্যা হৈলা দণ্ডবৎ।'
'কুম্ভ' পরে বসিলেন্ত ধর্ম অনুমতি।'
ধর্ম উদ্দেশিয়া সাক্ষী করি চারিদিক।'
'ধর্ম আজ্ঞা হৈলা তুমি রাজ্য অধিকারী'।
'ধর্ম' পদ স্মরি করে সত্বরে গমন।'
'ধর্ম' আজ্ঞা তোহ্মার পুরির মনুরথ'।
'ধর্মপদে ইউসুফ মাগন্ত যেহি বর।'
'মনে মনে ধর্ম আরাধন।'
'ধর্ম আরাধিয়া করে ঘরের আরম্ভ।'
'বিনয় ভকতি করোঁ ধর্মরাজ পাএ।'
'তোহ্মা পুত্রকর্মে যে লিখিছে ধর্মে'
'ধর্ম ভাবি রহ মন।'
'ধর্ম নাম লই কিবা করিল শপথ।'
'জালিয়ার বোলে স্মরি ধর্ম নিরঞ্জন।' ইত্যাদি।

কাজেই এ 'ধর্ম' আল্লাহ্র প্রতিশব্দ হিসেবেই পূর্বপুরুষের সংস্কার প্রভাবে দেশজ মুসলিমের সমাজে চালু ছিল। পরে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে আলাউল প্রমুখ সবাই 'ধর্ম'-এর পরিবর্তে 'করতার' [কর্তার] ব্যবহার করতে থাকেন। এবং 'নাথ' ও 'নিরঞ্জন' মধ্যযুগীয় ধারার রচনায় বিশশতকেও বিরল হয়নি।

অতএব 'ধর্ম' যে প্রথম দিককার বৌদ্ধজ মুসলিমদের মধ্যে 'আল্লাহ্'র দেশী প্রতিশব্দ তা অস্বীকার করা যাবে না । কাজেই 'ধর্ম' প্রাচীনতার দ্যোতক ও সাক্ষ্য।

খ. 'বঙ্গাল' ও 'গৌড়িয়া' এ দুটোর শাসনকেন্দ্র বা পৃথক রাজ্য হিসেবে উল্লেখ করার মধ্যেও রয়েছে ১৩২২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী [তিন ইক্তার বিভক্তিকাল] কিংবা ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দের [আযম শাহ্র মৃত্যুকাল] আগেকার, ১৫৩৮ [শেরশাহ্র গৌড়বিজয়] অথবা ১৫৭৫[মুঘল বিজয়] খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কালের নির্দেশ । গিয়াসুদ্দীন সুলতানের নাম আছে কাব্যে, কাজেই এ 'বঙ্গাল- গৌড়িয়া' ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দ নির্দেশক বলে আমরা মনে করি।

গ. নবী বা শাস্ত্র সম্পৃক্ত বিষয় বাঙলা ভাষায় রূপায়ণে পাপভয় ছিল ষোল শতক অবধিই [কৃচিৎ সতেরো শতকেও] । ইউসুফ 'নবী' বটে, তবে মুসলিমের তথা ইসলামের নবী নন, তাঁর কথা বাঙলায় বলতে পাপভীতি থাকার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না, কেননা, তাঁর বংশধর যিশুর বা ঈসার অনুসারীদের এবং ইহুদীদের ভুলের কথা—সত্যভ্রষ্টতার বিষয় নিন্দার ভাষায় অবজ্ঞাভরে উচ্চারণ করেছে কোরআন। তবু, ইউসুফ-জোলেখার উপাখ্যান বাঙলাভাষায় রচনাকালে শাহ্ উপাধি বা কুলবাচিধারী সুফীমত প্রভাবিত কবির পাপভীতিজাত দ্বিধা জেগেছে। এ-ও প্রাচীনতার দ্যোতক।

ঘ. সব শাহ্- সামন্তই চিরকাল নারীবিলাসী। তবু রমণী বল্লভ বলে গেছে সুলতানের ['রমণীবল্লভ নির্প রসে অনুপমা'] উল্লেখ তাঁর নামে সুপ্রচলিত তিন বেগম বৃত্তান্তেরই স্মারক। গিয়াসউদ্দীন আযমশাহ্র সরব, গুল ও লালা নামের তিনজন প্রিয় বেগম ছিলেন। এরা তাঁর জীবৎকালে পরিব্যক্ত অভিপ্রায় অনুসারে তাঁর 'শব' স্নান করিয়ে কাফন পরিয়েছিলেন।

ঙ. শাহ্ মুহম্মদ সগীর যে রাজকর্মচারী ছিলেন তা কেবল 'তান আজ্ঞাক অধীন' উক্তির সাক্ষ্যে নয়, 'রাজদর্শনের আদব-কায়দা' নির্দেশের প্রমাণেও বিশ্বাস করতে হবে। তবে একেবারে সোনারগাঁয়ে সুলতান-দরবারেই কর্মচারী ছিলেন কি-না বলা যাবে না।

চ. ১০৯৪ মঘীতে তথা ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে লিপীকৃত প্রাপ্ত প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিতে কোন কোন ভণিতায় 'মোহাম্মদ সগিরিএ ভনে' মেলে। এবং ভণিতায় 'শাহ মোহাম্মদ' ও 'মোহাম্মদ' নামও বিরল নয়। এতে মনে হবে— কবির নাম মোহাম্মদ। পীর পরিবারে জন্ম বলে 'শাহ' কুলবাচিও যুক্ত হয়েছে নামের সঙ্গে। আর হয়তো কবির কোন পূর্বপুরুষের নাম 'সগীর' ছিল বলে অথবা 'সগীর' নামের পীরের মুরিদ বা শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলেই তিনি 'সগিরী'। যেমন রিযবী, নকবী, উসমানী, খালেদী, আলাভী, চিশ্তি, নিযামী, সুহরওয়ার্দিয়া, নক্শিবন্দিয়া, গওসিয়া ইত্যাদির মতো 'সগিরী'। অথবা মূল নাম মোহাম্মদ সগীর-ই.কোন লিপিকর প্রমাদে 'সগিরি' হয়ে গেছে । যা হোক , আমরা কবিকে 'শাহ্ মুহম্মদ সগীর' বলেই জানব।

ছ. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটিই সব শেষে বলছি: একটি সংস্কৃত আপ্তবাক্যের স্বাধীন প্রয়োগ রয়েছে রাজপ্রশস্তিতে । মূল হচ্ছে মানুষ: "সর্বত্র জয়ম ইচ্ছতে, পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্"।

অনুবাদে- 'ঠাঁই ঠাঁই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজএ।
পুত্র শিষ্য হস্তে তিহঁ মাগে পরাজএ ॥
মোহাজন বাক্য ইহ পূরণ করিআ।
লইলেন্ত রাজ্যপাট বঙ্গাল- গৌড়িআ ॥'[১]

ইতিহাস সূত্রে আমরা জানি গৌড়- সুলতান সিকান্দার শাহ সোনারগাঁ অঞ্চলের এক হিন্দু নারীকেও পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর সন্তান গিয়াস উদ্দীন মাতৃকুলের সমর্থনে ও সহায়তায় সোনারগাঁয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সেখানে পিতা- পুত্রে যে যুদ্ধ হয় তাতে পিতা নিহত হন। যুদ্ধে বিজয়ী গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ (১৩৮৯-১৪১০খ্রী:) সোনারগাঁও কেন্দ্রী বঙ্গালের এবং গৌড় কেন্দ্রী রাজ্যের অপরাংশের তথা পুরো গৌড়রাজ্যের অধিপতি হলেন। কবি জনপ্রিয় আপ্তবাক্যের সুপ্রয়োগে বিদ্রোহী ও পিতৃহন্তা পুত্রের নিন্দা-কলঙ্ক তোয়াজের ভাষায় যোগ্যপুত্রের সুকৃতি ও সুকীর্তি রূপে বর্ণনা করেছেন। আমরা গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ্-ই রাজপ্রশস্তির উদ্দিষ্ট বলে মানি।

শেখ এ.টি.এম. রুহুল আমিন[২] মনে করেন এ 'গেছ' বাঙলার আফগান সুলতান গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ [১৫৫৬-৬০ খ্রী:]। এঁর পিতা গৌড় সুলতান শামসউদ্দীন মুহম্মদ গাজী আদিল শাহসুরের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। আর গাজীর পুত্র গিয়াস উদ্দীন বাহাদুর পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। রুহুল আমিনের ব্যাখ্যা মতে, যে-রাজ্য পিতা রক্ষা করতে পারেননি, তা উদ্ধার করে পুত্র হৃতগৌরব পিতার চেয়ে নিজেকে যোগ্যতর ও শ্রেষ্ঠতর বলে প্রমাণ করেন, এ রূপকার্থেই এটি প্রযুক্ত। কিন্তু এভাবে পিতার অযোগ্যতা ও অপহৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে পুত্রকে তোয়াজে তুষ্ট করা কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সৌজন্যসচেতন এবং অনুগ্রহকামী কবির পক্ষেই স্বাভাবিক নয়, সম্ভব নয় কোন পুত্রের পক্ষে তাতে খুশি হওয়া কিংবা তা সহ্য করাও।

ডক্টর আবদুল করিম বলেন, "শ্লোক দ্বারা বুঝা যায় যে তিনি এমন একজন রাজা যিনি 'পুত্র শিষ্য হস্তে মাগে পরাজএ' এই আপ্তবাক্য প্রমাণ করিবার পরে নিজে রাজ্যপাট গ্রহণ করেন বা রাজত্ব গ্রহণ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলায় এমন একজন সুলতান পাওয়া যায় যিনি কবির উপরোক্ত উক্তি পালন করেন। তিনি সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহের পুত্র সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ। মাহমুদ শাহ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নসরত শাহের সময়ে স্বনামে মুদ্রা জারী করেন এবং মনে হয় তিনি নসরত শাহের মৃত্যুর পরে রাজ্যভার পাইবেন এইরূপ আশা তাঁহার ছিল। কিন্তু নসরত শাহের ছেলে আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাহমুদ শাহ ইহা মানিয়া নেন এবং 'পুত্র শিষ্য হস্তে মাগে পরাজএ'– এই মহাজন

১. 'কুমিল্লা থেকে সংগৃহীত পুথির কয়েকটি পত্রের একটিতে প্রাপ্ত এ গুরুত্বপূর্ণ অংশটি 'প্রথম প্রকাশিত হয় মাহে নও' পত্রিকায় ১৯৫১ সনের 'আগষ্ট' সংখ্যায়।

২. মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৭১ সন, পৃ. ৬৫৪-৫৭। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ও রুহুল আমিনের মত পরোক্ষে সমর্থন করেন। এবং ডঃ করিমের মত যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর ৩য় সং পৃ. ৩০৩-০৪।

বাক্য পূরণ করেন। কিন্তু এই মহাজন বাক্য পূরণ করিবার পরে মাহমুদ শাহ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ফীরুজ শাহকে হত্যা করিয়া নিজেই সিংহাসনে বসেন। সুতরাং কবির উক্তি মাহমুদ শাহ সম্পর্কে প্রযোজ্য। অবশ্য এই কথা ঠিক যে মাহমুদ শাহ ইচ্ছা করিয়া ফীরুজ শাহকে সিংহাসনে বসান নাই, অবস্থার চাপেই তিনি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুযোগ পাওয়ামাত্র তিনি ভ্রাতৃষ্পুত্রকে সরাইয়া নিজে সিংহাসনে বসেন। কবি নিশ্চয়ই মাহমুদ শাহের ষড়যন্ত্রের কথা জানিতেন, কিন্তু সেই কথা নির্বিঘ্নে লিখার মত সাহস তাঁহার হয়ত ছিল না। তাই কবি এমন সুন্দর ভাবে ঐতিহাসিক সত্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার মুনিবের রোষের উদ্রেক না হয়, আবার সত্য কথাটিও বলা হয়। কবি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে 'পুত্র শিষ্য হন্তে তিহঁ মাগে পরাজএ' কথাটা ব্যবহার করিয়া উভয় সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন"।[৩]

ডক্টব আবদুল করিমেব দেয়া যুক্তি প্রমাণগুলো অ, অপ- ও অসঙ্গত যুক্তি ও পঙ্গু প্রমাণ বলেই আমাদের দৃঢ় ধারণা। তাই তাঁর মত স্বাধীনভাবে যাচাইয়ের দায়িত্ব পাঠকেব।

সুলতান আহমদ ভূঁইয়া মনে করেন—রাজপ্রশস্তি আসলে কাব্যোক্ত চবিত্র তইমুস শাহের স্তুতি-গৌড়-বঙ্গেব কোন সুলতানেব নয়। এবং তাঁব মতে 'শাহ মোহাম্মদ সগীরেব কাব্যে আমরা যে সমস্ত ভনিতা পাই, তাহাতে দেখা যায় যে, কবি ইহা ফারসী কোনও কিতাব দেখিয়া রচনা কবিয়াছেন।' এবং এই কিতাব আবদুব রহমান জামীর ইউসুফ জোলায়খা কাব্য'। 'খুব নেক নজরে দেখিলেও শাহ মোহাম্মদ সগীরকে কিছুতেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্বে ফেলা যায় না।'[৪]

সুখময় মুখোপাধ্যায় শেখ রুহুল আমিনের, সুলতান আহমদ ভূঁইয়ার ও ডক্টর আবদুল করিমের মতের লঘু-গুরু প্রভাব স্বীকার করে বলেন: "সগীর যে খুব আধুনিক কবিও নন, তা'ও তাঁর কাব্যের ভাষা থেকেই বোঝা যায়। মোটামুটি ভাবে বিচার করে, তিনি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'ইউসুফ জোলেখা' রচনা করেছিলেন বলে মনে করা যায়।"[৫]

ডক্টর করিম, রুহুল আমীন, সুলতান আহমদ ভূঁইয়া প্রমূখ সবাই স্বীকার করেন যে শাহ মুহম্মদ সগীর ষোল শতকের কবি। এঁদের প্রত্যেকের যুক্তি প্রমাণ ও ব্যাখ্যা মনগড়া— তথ্যভিত্তিক নয়,-- তাই তাঁদের মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নয়। আমরা আমাদের সিদ্ধান্তেই স্থির থাকলাম।

জ. আমরা এখানে 'ইউসুফ -জোলেখা' উপাখ্যানের উৎসগুলো, বাইবেলের-কোরানের -ইমাম গাজ্জালীর তফসীরের এবং ফিরদৌসীর মসনবীর কাহিনীর কাঠামো উদ্ধৃত করেছি। আর আবদুর রহমান জামীর (১৪৮৩খ্রী:) ও শাহ মুহম্মদ সগীরের

৩ বাংলার ইতিহাস · সুলতানী আমল, পৃ ৫৭১, এবং ৫৬৬-৭২।

৪ ক মাসিক নওবাহার, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃ ২২৫-২৮।

খ. সাহিত্যিকী, শরৎ সংখ্যা ১৩৭৬, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৫. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালাক্রম, (১৯৭৪সন) পৃ ১৭৫, ১৭২-৭৫।

কাব্যে সাদৃশ্য- পার্থক্যও দেখিয়েছি। কেউ কারুর নিষ্ঠ অনুকারক অনুসারক নন; তত্ত্বে, তথ্যে, বিন্যাসে, ঘটনার ও বর্ণনার সংক্ষেপণে- বিস্তারে সবাই স্ব স্ব পথেই বিচরণ করেছেন। এথেকে সহজেই বোঝা যাবে, এ ধরনের প্রাচীন জনপ্রিয় ও সর্বলোকশ্রুত কাহিনী বা বৃত্তান্ত মুখ থেকে মুখে, কান থেকে কানে, কাল থেকে কালে, স্থান থেকে স্থানে এবং এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত, সঞ্চিত ও পুনরাবৃত্ত হয় বটে। বাক্যে- বক্তব্যে, লক্ষ্যে-প্রতিপাদ্যে, রূপে-রসে, তত্ত্বে-তথ্যে লঘু-গুরু পরিবর্তনও ঘটে, কিন্তু গল্পের মূল ভিত্তি ও অবয়ব তেমন বদলায় না। যে-কোন কালে, যে-কোন দেশে, যে-কোন মানুষের মুখে তার মূল আদল প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট হয়ে টিকে থাকে। এ যুগেও যেমন আমরা রেডিয়ো কথিকায় কারবালার, কুরুক্ষেত্রের, রামায়ণের বা মহাভারতের কোন বৃত্তান্ত কিংবা পলাশীর যুদ্ধের বা সিপাহী বিপ্লবের ঘটনা-বর্ণন করার জন্য বই ঘাঁটি না, কাহিনীর মূল বা স্থূল কথাগুলো আবৃত্ত করি, আগের কালের কবিরাও তেমনি সর্বত্র ও সর্বথা চালু কাহিনীর জন্যে কেউ কারুর উপর নির্ভর করতেন না, কাহিনীর লোকশ্রুত পরিণাম ঠিক রেখে স্ব স্ব শক্তি ও সাধ্য মতো কল্পনার অশ্ব ছুটিয়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের প্রতিবেশে কাহিনীর রূপ-লাবণ্য ও আকর্ষণবৃদ্ধির এবং উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা করতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পলাশীর যুদ্ধবিষয়ক বিভিন্ন বাঙলা নাটক ও কাব্য স্মরণ করা যেতে পারে। মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং সিরাজুদ্দৌলার পরাজয় ও নিধন সব গ্রন্থেরই ভিত্তি ও বর্ণিত পরিণাম। এতে পার্থক্য নেই। পার্থক্য রয়েছে তত্ত্বে, রসে ও রূপে।

সুফীতত্ত্বের বাহনরূপেই ইরানী প্রণয়োপাখ্যানগুলো রচিত। ফারসী 'ইউসুফ-জোলেখা'-ও তাই জীবাত্মা পরমাত্মার রূপক কাব্য। রচনা প্রতীকী না হলেও কবির অবাধ কল্পনার স্বাধীনতা চিরস্বীকৃত। এ যুগেও জার্মান লেখক টমাস মান ইউসুফ ও তার ভাইদের নিয়ে সে যুগের প্রতিবেশে বিপুল কলেবর উপন্যাস রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে বাইবেল থেকে জামীর কাব্য অবধি সব গ্রন্থের কাহিনীর মূল ও মুখ্য ঘটনা অবিকৃতই রয়েছে। যেমন : জ্যাকব [ইয়াকুব] নবীর দুই পত্নীর গর্ভজাত [এগারো আর দুই] তেরো সন্তানের মধ্যে জোসেফের [ইউসুফ] প্রতি পিতার বিশেষ স্নেহ, ঈর্ষ্যু বৈমাত্রেয় ভাইদের তাঁকে হত্যার চেষ্টা, পরে কূপে পাতন, রক্তরাঙা জামা পিতাকে প্রদর্শন এবং সওদাগর কর্তৃক কূপ থেকে ইউসুফের উদ্ধার, মিশরে চড়াদামে তাঁর বিক্রয়, আজিজ মিসিরের পত্নীর রূপতৃষ্ণা ও অসম্মত ইউসুফের নির্যাতন, পৃষ্ঠাংশে ছিন্ন জামাই সত্য ঘটনার নির্দেশক, ইউসুফের অতুল্য কায়া -কান্তি ও নরনারীদের অভিভূতি, নারীদের লেবু কাটতে আঙুল কর্তন, রাজার স্বপ্ন, ইউসুফ কর্তৃক স্বপ্নব্যাখ্যা, ভাবী দুর্ভিক্ষের জন্যে খাদ্য সঞ্চয়, পিতা-ভ্রাতার মিশরে গমন ও মিলন, প্রভৃতিই কাহিনীর মূল ঘটনা, তাই এগুলো সর্বত্র অভিন্ন। কাজেই কাব্যের মূল কাঠামো জানার জন্যে কোন কাব্য-কেতাব পড়ার দরকার হয় না। পৃথিবীব্যাপী চালু কাহিনীর শ্রুতি স্মৃতিই যথেষ্ট, এর উপর সাধ্য মতো কল্পনাই কাব্য-রচনার সম্বল হতে পারে। ইউসুফ-জোলেখা প্রসঙ্গ যে বাঙলাদেশেও বহুশ্রুত এবং লোকপ্রিয় ছিল তার সাক্ষ্য মেলে সৈয়দ সুলতানের নবীবংশে, তিনি বাহুল্য বোধে এ বৃত্তান্ত তাঁর কাব্যভুক্ত করেননি :

'শুনিছ এসব পরস্তাব সর্বজনে।
পদ বন্ধে মুঞি না কহিলুঁ তে কারণে।' [নবীবংশ]

তাছাড়া, শাহ মুহম্মদ সগীর স্বয়ং তাঁর অনুসৃত গ্রন্থের কথাও বলেছেন :

কিতাব কোরান মধ্যে দেখিনু বিশেষ।
ইছুফ জলিখা কথা অমিয় অশেষ ॥
কহিব কিতাব চাহি সুধা রস পুরি।

কিতাব কোরান মাঝে 'দেখিনু' এবং কিতাব 'চাহি' ক্রিয়াপদ দুটো ভাবাবলম্বন বা স্বাধীন অনুসৃতিই নির্দেশ করে—অনুবাদ নয়। সব চেয়ে বড়ো কথা : শাহ মুহম্মদ সগীর ইউসুফ পুত্রদের বিবাহ , রাজ্যভোগ, ইউসুফের দিগিজয় ও রাজেশ্বর পদ প্রাপ্তি প্রভৃতির সঙ্গে ভাই ইবন আমীন [বেন জামিন]-কে নায়ক করে এক নতুন প্রণয়োপাখ্যান— ইবন আমীন ও মধুপুররাজ শাহবালকন্যা বিধু-প্রভার সাক্ষাৎ, প্রণয়, মিলন ও বিবাহ এবং শ্বশুরের রাজ্যপ্রাপ্তি—রচনা করেছেন। নিষ্ঠ অনুবাদক হলে কবির পক্ষে এ সংযোজন সম্ভব হত না । সগীরের গ্রন্থের কোথাও অনুবাদের ছায়ামাত্র নেই। সর্বত্র দেশী সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচারিক আবহ এবং দেশী উপমাদি অলঙ্কার দৃশ্যমান।[৬]

ইউসুফের অতুল্য সততা, সংযম, প্রজ্ঞা, তিতিক্ষা ও ক্ষমা এবং রূপবহ্নির শিকার প্রবৃত্তিপরবশ জোলেখার প্রথমে সম্ভোগস্পৃহা ও পরে কৃচ্ছ্রসাধনা এবং পরিণামে প্রেমিক নারীর কষিত কাঞ্চনের ঔজ্জ্বল্যে ও অকৃত্রিমতায় পদ্মের পবিত্রতায় এবং গোলাপের রূপে ও চম্পার গন্ধে উদ্ভাসন—এ কাব্যকে শাস্ত্রগ্রন্থের মহিমা দান করেছে। কবির লক্ষ্যও ছিল তা-ই :

এক চিত্তে শুনে যে এসব পরস্তাব।
পুণ্য বাড়ে দুঃখ হরে যশকৃতি লাভ ॥

৬. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য : আহমদ শরীফ পৃ. ৩৪৫-৬৩ দ্রষ্টব্য.

৫. বাইবেল বর্ণিত যোসেফ কাহিনী
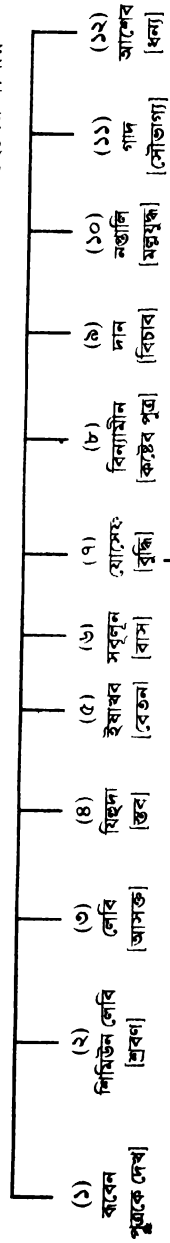
১. বাংলাভাষায় অনূদিত, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৩।
২. বন্ধনীর মধ্যে শব্দের অর্থ দেওয়া হইল

যোশেফের বিবরণ (সংক্ষিপ্ত)

আদি পুস্তক–৩৭.

১. তৎকালে যাকোব আপন পিতার প্রবাস দেশে, কনান দেশে বাস করিতেছিলেন।

২. যোশেফ সতের বৎসর বয়সে আপন ভ্রাতৃগণের সহিত পশুপাল চরাইত।

৩. যোশেফ ইস্রায়েলের (অর্থাৎ যাকোবের) বৃদ্ধাবস্থার সন্তান, এই জন্য ইস্রায়েল (অর্থাৎ যাকোব) সকল পুত্র অপেক্ষা তাহাকে অধিক ভালবাসিতেন।

৪. কিন্তু পিতা তাঁহার সকল ভ্রাতা অপেক্ষা তাহাকে অধিক ভালবাসেন ইহা দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে দ্বেষ করিত, তাঁহার সঙ্গে প্রণয় ভাবে কথা কহিতে পারিত না।

৫. আর যোশেফ স্বপ্ন দেখিয়া আপন ভ্রাতাদিগকে তাহা কহিল; ইহাতে তাহারা তাহাকে আরও অধিক দ্বেষ করিল।

৬.৭.৮. ...

৯. পরে সে আরও এক স্বপ্ন দেখিয়া ভ্রাতৃগণকে তাহার বৃত্তান্ত কহিল। সে বলিল দেখ, আমি আব এক স্বপ্ন দেখিলাম; দেখ সূর্য, চন্দ্র ও একাদশ নক্ষত্র আমাকে প্রণিপাত করিল।

১০. সে আপন পিতা ও ভ্রাতৃগণকে ইহার বৃত্তান্ত কহিল, তাহাতে তাহার পিতা তাহাকে ধমকাইয়া কহিলেন, তুমি এ কেমন স্বপ্ন দেখিলে? আমি , তোমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ, আমরা কি বাস্তবিক তোমার কাছে ভূমিতে প্রণিপাত করিতে আসিব?

১১. আর তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহার প্রতি ঈর্ষা করিল, কিন্তু তাঁহার পিতা সেই কথা মনে রাখিলেন।

১২. একদা তাঁহার ভ্রাতৃগণ পিতার পশুপাল চরাইতে শিখিমে গিয়াছিল।

১৩. তখন যাকোব যোশেফকে কহিলেন, তোমার ভ্রাতৃগণ কি শিখিমে পশুপাল চরাইতেছে না? আইস আমি তাহাদের কাছে তোমাকে পাঠাই।

১৪. সে কহিল, দেখুন, এই আমি। (পিতার আদেশে) ভাইদের কুশল ও পশুপালের খবর লইবার জন্য শিখিমে উপস্থিত হইল। তাহার ভ্রাতৃগণ তখন শিখিম ছাড়িয়া 'দোখনে' চলিয়া যাওয়ায়, যোশেফ সেইখানে গিয়া পৌঁছিল।

[১৫.১৬.১৭.]

১৮. তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইল , এবং সে নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্বে তাহাকে বধ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিল।

১৯. তাহারা পরস্পর কহিল, ঐ দেখ স্বপ্ন দর্শক মহাশয় আসিতেছেন;

২০. এখন আইস আমরা উহাকে বধ করিয়া একটা গর্তে ফেলিয়া দিই; পরে বলিব কোন হিংস্র জন্তু তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে দেখিব উহার স্বপ্নের কি হয়।

২১. রুবেন ইহা শুনিয়া তাহাদের হস্ত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিল, কহিল, না আমরা উহাকে প্রাণে মারিব না।

২২. আর রুবেন তাহাদিগকে কহিল, তোমরা রক্তপাত করিও না, উহাকে প্রান্তরের এই গর্ত মধ্যে ফেলিয়া দাও, কিন্তু উহার উপরে হস্ত তুলিও না।...

২৩. পরে যোশেফ আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে আসিলে, তাহারা তাহার গাত্র হইতে বস্ত্র খুলিয়া লইল;

২৪. আর তাহাকে ধরিয়া গর্ত মধ্যে ফেলিয়া দিল; সেই গর্ত শূন্য ছিল, তাহাতে জল ছিল না।

২৫. পরে তাহারা আহার করিতে বসিল; এবং চক্ষু তুলিয়া চাহিল, আর দেখ গিলিয়দ হইতে একদল ইসমায়েলীয় ব্যবসায়ী লোক আসিতেছে; তাহারা উষ্ট্র বাহনে সুগন্ধি দ্রব্য, গুগ্‌গুলু ও গন্ধরস লইয়া মিসর দেশে যাইতেছিল।

২৬. তখন যিহুদা আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমাদের ভ্রাতাকে বধ করিয়া তাহার রক্ত গোপন করিলে আমাদের কি লাভ?

২৭. আইস ঐ ইসমায়েলীয়দের কাছে তাহাকে বিক্রয় করি, আমরা তাহার উপর হাত তুলিব না; কেননা সে আমাদের ভ্রাতা, আমাদের মাংস। ইহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ সম্মত হইল।

২৮. পরে বণিকেরা নিকটে আসিলে উহারা যোশেফকে গর্ত হইতে টানিয়া তুলিল, এবং বিংশতি রৌপ্যমুদ্রায় সেই ইসমায়েলীয় (=মিদিয়নীয়) বণিকদের কাছে যোশেফকে বিক্রয় করিল; আর তাহারা যোশেফকে মিসর দেশে লইয়া গেল।

২৯. পরে রুবেন গর্তের নিকটে ফিরিয়া গেল, আর দেখ, যোশেফ সেখানে নাই। তখন সে আপন বস্ত্র চিরিল, আর ভ্রাতাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া কহিল, যুবকটি নাই।

৩০. আর আমি! আমি কোথায় যাই?

৩১. পরে তাহারা যোশেফের বস্ত্র লইয়া একটা ছাগ মারিয়া, তাহার রক্তে তাহা ডুবাইল;

৩২. আর লোক পাঠাইয়া সেই বস্ত্র পিতার নিকট উপস্থিত করিয়া কহিল; আমরা এই মাত্র পাইলাম, নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, ইহা তোমার পুত্রের বস্ত্র কিনা?

৩৩. তিনি চিনিতে পারিয়া কহিলেন, এত আমার পুত্রেরই বস্ত্র; কোন হিংস্র জন্তু তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে, যোশেফ অবশ্য খণ্ড খণ্ড হইয়াছে।

৩৪. তখন যাকোব আপন বস্ত্র চিরিয়া কটিদেশে চট পরিধান করিয়া পুত্রের জন্য অনেক দিন পর্যন্ত শোক করিলেন।

৩৫. আর তাঁহার সমস্ত পুত্রকন্যা উঠিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যত্ন করিলেও তিনি প্রবোধ না মানিয়া তাহার (যোশেফের) জন্য রোদন করিলেন।

৩৬. আর ঐ মিদিয়নীয়েরা যোশেফকে মিশরে লইয়া গিয়া ফরৌনের কর্মচারী রক্ষক-সেনাপতি পোটীফরের নিকটে বিক্রয় করিল।

যোশেফের দাসত্ব ও কারাবাস

৩৯.১. যোশেফ মিশর দেশে আনীত হইলে পর যে ইসমায়েলীয়রা (অর্থাৎ মিদিয়নীয়েরা) তাহাকে তথায় লইয়া গিয়াছিল,তাহাদের নিকটে ফরৌনের কর্মচারী পোটীফর তাহাকে ক্রয় করিলেন; ইনি রক্ষক সেনাপতি, একজন মিস্রীয় লোক।

২. আর সদাপ্রভু যোশেফের সহবর্তী ছিলেন, এবং তিনি সফলকর্মা হইলেন ও আপন মিস্রীয় প্রভুর গৃহে রহিলেন।

৩. আর সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্তী আছেন, এবং তিনি যে কিছু করেন, সদাপ্রভু তাঁহার হস্তে তাহা সফল করিতেছেন, ইহা তাঁহার প্রভু দেখিলেন।

৪. অতএব যোশেফ তাঁহার দৃষ্টিতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হইলেন ও তাঁহার পরিচারক হইলেন এবং তিনি যোশেফকে আপন বাটির অধ্যক্ষ করিয়া তাঁহার হস্তে আপন সর্বস্ব সমর্পণ করিলেন।

৫. ...

৬. অতএব তিনি নিজের আহারীয় দ্রব্য ব্যতীত আর কিছুরই তত্ত্ব লইতেন না। যোশেফ রূপবান ও সুন্দর ছিলেন।

৭. এই সকল ঘটনার পর, তাঁহার প্রভুর স্ত্রী যোশেফের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; তাঁহাকে কহিল আমার সহিত শয়ন কর।

৮. কিন্তু অস্বীকার করিয়া আপন প্রভুর স্ত্রীকে কহিলেন, দেখুন এই বাটীতে আমার হস্তে কি কি আছে, আমার প্রভু তাহা জানেন না; আমারই হস্তে সর্বস্ব রাখিয়াছেন।

৯. এই বাটীতে আমার বড় কেহ নাই; তিনি সমুদয়ের মধ্যে কেবল আপনাকেই আমার অধীন করেন নাই, কারণ আপনি তাঁহার ভার্যা। অতএব আমি কি রূপে এই মহা দুষ্কর্ম করিতে ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিতে পারি?

১০. সে দিন দিন যোশেফকে সেই কথা কহিলেও তিনি তাহার সহিত শয়ন করিতে কিম্বা সঙ্গে থাকিতে তাহার কথায় সম্মত হইতেন না।

১১. পরে একদিন যোশেফ কার্য করিবার জন্য গৃহমধ্যে গেলেন; বাটীর লোকদের মধ্যে অন্য কেহ তথায় ছিল না, তখন সে যোশেফের বস্ত্র ধরিয়া বলিল, আমার সহিত শয়ন কর;

১২. কিন্তু যোশেফ তাহার হস্তে আপন বস্ত্র ফেলিয়া বাহিরে পলাইয়া গেলেন।

১৩. তখন যোশেফ তাহার হস্তে বস্ত্র ফেলিয়া বাহিরে পলাইলেন দেখিয়া, সে নিজ ঘরের লোকদিগকে ডাকিয়া কহিল।

১৪. তিনি আমাদের সহিত ঠাট্টা করিতে একজন ইব্রীয় পুরুষ আনিয়াছেন, সে আমার সঙ্গে শয়ন করিবার জন্য আমার নিকটে আসিয়াছিল, তাহাতে আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম;

১৫. আমার চীৎকার শুনিয়া সে আমার নিকটে নিজ বস্ত্রখানি ফেলিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল।

১৬. আর যে পর্যন্ত তাঁহার কর্তা ঘরে না আসিলেন, সে পর্যন্ত সেই স্ত্রীলোক তাঁহার বস্ত্র আপনার কাছে রাখিয়া দিল।

১৭. পরে সেই বাক্যানুসারে তাঁহাকে কহিল, তুমি যে ইব্রীয় দাসকে আমাদের কাছে আনিয়াছ, সে আমার সহিত ঠাট্টা করিতে আমার কাছে আসিয়াছিল;

১৮. পরে আমি চীৎকাব করিযা উঠিলে সে আমাব নিকটে তাহার বস্ত্রখানি ফেলিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল।

১৯. তাঁহার প্রভু যখন আপন স্ত্রীর এই কথা শুনিলেন যে, 'তোমার দাস আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহাব করিয়াছে', তখন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।

২০. অতএব যোশেফের প্রভু তাঁহাকে লইয়া কাবাগারে রাখিলেন, যেস্থানে রাজার বন্দীগণ বদ্ধ থাকিত; তাহাতে তিনি সেখানে, সেই কারাগারে থাকিলেন।

২১,২২.২৩. কিন্তু সদাপ্রভু যোশেফেব সঙ্গে ছিলেন এবং তাহাকে কারারক্ষকের অনুগ্রহপাত্র করিলেন। কারারক্ষক সমস্ত বন্দীব ভার তাঁহার হাতে সমর্পণ করিলেন।

৪০.১. এই সকল ঘটনার পরে মিসররাজের পানপত্রবাহক ও মোদক আপনাদের প্রভুর বিরুদ্ধে দোষ করিল।

২. তাহাতে ফরৌন আপনার সেই দুই কর্মচারীর প্রতি... ক্রুদ্ধ হইলেন,

৩.৪. এবং তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রক্ষক- সেনাপতির বাটীতে, কারাগারে, যোশেফ যেস্থানে বদ্ধ ছিলেন, সেইস্থানে রাখিলেন। রক্ষক-সেনাপতি বন্দিদ্বয়ের দেখাশুনার জন্য যোশেফকে নিযুক্ত করিলেন ও যোশেফ তাহাদের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাহারা কিছুদিন কারাগারে রহিল।

৫.৬.৭.৮.৯. পরে একরাত্রে পানপাত্রবাহক ও মোদক দুই প্রকার অর্থ- বিশিষ্ট দুই স্বপ্ন দেখিল। কেহ তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারিল না। যোশেফ তাহাদিগকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে অনুরোধ করিলে, তাহারা তাহাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিল । পানপাত্রবাহক যোশেফকে বলিল,—দেখ,

১০. আমার সম্মুখে এক দ্রাক্ষালতা । সেই দ্রাক্ষালতার তিনটি শাখা, তাহা যেন পল্লবিত হইল, ও তাহাতে পুষ্প হইল এবং স্তবকে স্তবকে তাহার ফল হইয়া পক্ব হইল।

১১. তখন আমার হস্তে ফরৌনের পানপাত্র ছিল, আর আমি সেই দ্রাক্ষাফল লইয়া ফরৌনের পাত্রে নিংড়াইয়া ফরৌনের হস্তে সেই পাত্র দিলাম।

১২. যোশেফ তাহাকে কহিলেন, ইহার অর্থ এই; ঐ তিন শাখায় তিনদিন বুঝায়।

১৩. তিনদিনের মধ্যে ফরৌন আপনার মস্তক উঠাইয়া আপনাকে পূর্বপদে নিযুক্ত করিবেন; আর আপনি পূর্বরীতি অনুসারে পানপাত্রবাহক হইয়া পুনর্বার ফরৌনের হস্তে পানপাত্র দিবেন।

১৪. কিন্তু, বিনয় করি, যখন আপনার মঙ্গল হইবে,তখন আমাকে স্মরণ রাখিবেন, এবং আমার প্রতি দয়া করিয়া ফরৌনের কাছে আমার কথা বলিয়া আমাকে এই গৃহ হইতে উদ্ধার করিবেন।

১৫. ...

১৬. প্রধান মোদক যখন দেখিল, অর্থ ভাল, তখন সে যোশেফকে কহিল, আমিও স্বপ্ন দেখিয়াছি; দেখ, আমার মস্তকের উপরে শুক্ল পিষ্টকের তিনটি ডালা।

১৭. তাহার উপরের ডালাতে ফরৌনের জন্য সকল প্রকার পক্বান্ন ছিল; আর পক্ষিগণ আমার মস্তকের উপরিস্থ ডালা হইতে তাহা লইয়া খাইয়া ফেলিল।

১৮. যোশেফ উত্তর করিলেন, ইহার অর্থ এই, সেই তিন ডালাতে তিনদিন বুঝায়।

১৯. তিনদিনের মধ্যে ফরৌন আপনার দেহ হইতে মস্তক উঠাইয়া আপনাকে গাছে টাঙ্গাইয়া দিবেন , এবং পক্ষিগণ আপনার দেহ হইতে মাংস ভক্ষণ করিবে।

২০. পরে তৃতীয় দিনে ফরৌনের জন্মদিন হইল, আর তিনি আপনার সকল দাসের জন্য ভোজ প্রস্তুত করিলেন, এবং আপনার দাসগণের মধ্যে প্রধান পানপাত্রবাহকের ও প্রধান মোদকের মস্তক উঠাইলেন।

২১. তিনি প্রধান পানপাত্রবাহককে তাহার নিজ পদে পুনর্বার নিযুক্ত করিলেন, তাহাতে সে ফরৌনের হস্তে পানপাত্র দিতে লগিল;

২২. কিন্তু তিনি প্রধান মোদককে টাঙ্গাইয়া দিলেন, যেমন যোশেফ তাহাদিগকে অর্থ বলিয়াছিলেন।

২৩. তথাপি প্রধান পানপাত্রবাহক যোশেফকে স্মরণ করিল না, ভুলিয়া গেল।

ফরৌনের স্বপ্ন ও যোশেফের ব্যাখ্যা ও উন্নতি এবং বিবাহ

৪১.১. দুই বৎসর পরে ফরৌন স্বপ্নে দেখিলেন।

২. দেখ, তিনি নদীকূলে দাঁড়াইয়া আছেন, আর দেখ, নদী হইতে সাতটা হৃষ্ট পুষ্ট সুন্দর গাভী উঠিল ও খাগড়া বনে চরিতে লাগিল।

৩. সেগুলির পরে, দেখ, আর সাতটা কৃশ ও বিশ্রী গাভী নদী হইতে উঠিল ও নদীর তীরে এই গাভীদের নিকটে দাঁড়াইল।

৪. পরে সেই কৃশ বিশ্রী গাভীরা ঐ সাতটা হৃষ্ট পুষ্ট গাভীকে খাইয়া ফেলিল। তখন ফরৌনের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

৫. তাহার পরে তিনি নিদ্রিত হইয়া দ্বিতীয় বার স্বপ্ন দেখিলেন, দেখ, এক বোঁটাতে সাতটি স্থূলাকার উত্তম শীষ উঠিল।

৬. সেগুলির পরে, দেখ, পূবীয় বায়ুতে শোষিত অন্য সাতটি ক্ষীণ শীষ উঠিল।

*৭. আর এই ক্ষীণশীষগুলি ঐ সাতটা স্থুলাকার পূর্ণ শীষ গ্রাস করিল।

৮. পানপাত্রবাহক ফরৌনকে বলল, কারাগারে আমাদের স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছিল যোশেফ। শুনে ফরৌন যোশেফকে মুক্তি দিয়ে দরবারে আনালেন, যোশেফ ব্যাখ্যা দিলেন, 'ঐ সাতটি উত্তম গাভী, সাতটি উত্তম শীষ সাত বছরের উত্তম ফলন জ্ঞাপক। আর পরের সাতটি কৃশ ও বিশ্রী গাভী ও কৃশ শীষ সাত বছরের অজন্মার ও দুর্ভিক্ষের প্রতীক। মিশর দেশে সাত বছর অধিক শস্য জন্মাবে, পরের সাত বছরের দুর্ভিক্ষ ঠেকানোর জন্যে শস্য সঞ্চয় করতে হবে। প্রথম সাত বছর উৎপন্ন শস্যের এক পঞ্চমাংশ মৌজুদ করা হোক।

৯. ফরৌন তখন যোশেফকে বললেন, 'ঈশ্বর তোমাকে এসব জ্ঞাত করেছেন, অতএব তোমার তুল্য বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান কেউ নেই, তুমিই আমার বাড়ির অধ্যক্ষ হও। গোটা মিশর দেশের কর্তৃত্ব দিলাম।

১০. ফরৌন যোশেফের নাম রাখলেন 'সাফনৎ-পানেহ'। এবং 'ওন' নগরের যাজক পোটীফের -এর কন্যা 'আসনৎ' -এর সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন।

১১. যোশেফ শস্যবাহুল্যের সাত বছর দেশের উদ্বৃত্ত শস্য মৌজুদ করালেন এবং ইতিমধ্যে তাঁর দুটো পুত্রের জন্ম হল। দুর্ভিক্ষ শুরু হল। সব দেশের লোক মিশরে শস্য ক্রয় করতে এল।

১২. যাকোব পুত্রদের মিশরে শস্যক্রয় করতে পাঠালেন, কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় বেন আমীনকে যেতে দিলেন না। যাকোবের সন্তানদের যোশেফ চিনলেন, কিন্তু না চেনার ভান করে বললেন, তোমরা কোথা থেকে এসেছ, তোমরা কারো চর, এদেশের ছিদ্র দেখতে এসেছ। ওরা বলল, আমরা সৎ লোক, খাদ্য ক্রয় করতে এসেছি, আমরা আপনার দাস স্বরূপ।

১৩. যোশেফ বললেন একজনকে পাঠিয়ে তোমাদের ছোট ভাইকে না আনা অবধি তোমরা মিশরে বদ্ধ থাকবে। কারাগারে দুইদিন রাখার পরে তৃতীয় দিনে যোশেফ বললেন, তোমাদের এক ভাই কারাগারে [জামিন স্বরূপ] বদ্ধ থাকুক, তোমরা শস্য নিয়ে বাড়ী যাও, এবং ছোট ভাইকে নিয়ে এস। যোশেফের ভাইরা এ আকস্মিক বিপদপাতে যোশেফের প্রতি তাদের অপরাধ স্মরণ করে অনুতপ্ত হল—বুঝল এ তাদের সেই পাপেরই শাস্তি। শিমিয়োন কারাগারে বদ্ধ রইল।

১৪. যোশেফের নির্দেশে তাদের শস্যের বস্তায় মূল্যের অর্থও গোপনে ফেরৎ দেয়া হল। সে অর্থ বস্তা খুলে দেখেই পাছে চুরির দায়ে তাদের নতুন বিপদ্ ঘটে আশঙ্কায় ও তাদের পিতা ভীত হলেন।

১৫. কেনানে ফিরে তারা পিতা যাকোবকে সব বৃত্তান্ত জানাল। পিতা বেন আমীনকে [বেনজামিন] দিতে সম্মত না হলে পুত্র রুবেন অভয় দিয়ে পিতাকে বলেন

*চিহ্নিত স্থান পর্যন্ত ড: মুহম্মদ এনামুল হক লিখিয়াছিলেন।

'আমীনকে আমার সঙ্গে দাও, যদি তাকে ফিরিয়ে না আনি, তাহলে আমার [রুবেনের] দুই পুত্রকে তুমি হত্যা করো।'

১৬. খাদ্যশস্য ফুরিয়ে এলে যাকোব পুত্রদেব আবার মিশরে যেতে বললে, পুত্র যিহুদা জানাল যে, আমীনকে সঙ্গে না নিলে যোশেফ তাদের মুখ দেখবেন না। তখন পিতা বললেন, কেন তোমরা তাঁকে জানালে যে তোমাদের আরো এক ভাই আছে? উত্তরে সে বলল যোশেফ, আমাদের পিতা জীবিত কিনা, আমাদের আরো ভাই আছে কিনা জিজ্ঞাসা কবাতেই বলতে হয়েছে। যিহুদাও আমীনকে ফিরিয়ে আনবে কথা দিল।

১৭. যাকোব বাজি হলেন, এবং তাঁর পবামর্শ অনুসাবে, গুগ্‌গুলু, মধু, সুগন্ধি দ্রব্য, গন্ধবস, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি উপঢৌকন এবং আগের এবং এবারেব শস্যের দাম স্বরূপ অর্থও দ্বিগুণ নিযে তারা মিশরে গেল।

১৮ যোশেফ আমীনকে দেখে সবাইকে অন্দরে নিয়ে যাবার জন্যে এবং সবার জন্যে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন কবাবাব জন্যে গৃহাধ্যক্ষকে নির্দেশ দিলেন। অন্দরে নেবার নির্দেশ শুনে দাসরূপে আটক হওয়ার ভয়ে ভাইরা ভীত হয়ে গৃহাধ্যক্ষকে বলল আমরা আগেকাব শস্যের দাম আমাদেব বস্তাব মুখে পেয়ে সেগুলো দেবার জন্যে নিযে এসেছি এবং এবারও শস্যক্রয়ের অর্থ এনেছি। গৃহাধ্যক্ষ অভয় দিলে তাবা আশ্বস্ত হল। শিমিয়োনকে আনা হল। তাদের পা ধোযার পানিও দেয়া হল। গর্দভকে দেযা হল আহার্য। তারাও যোশেফের জন্যে উপঢৌকন সাজাল। যোশেফ আসলে তারা প্রণিপাত করলে, তিনি তাদের কাছে পিতার কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন।

১৯. ভাইকে পেয়ে যোশেফ আবেগবশে নিজ কক্ষে গিয়ে গোপনে রোদন করলেন। তারপব তিনি আর ইব্রীয়রা, মিশরীয়রা ও ভাইরা যথাযোগ্য আসনে বসে যথাযোগ্য আহার্য গ্রহণ করলেন, আমীনকে সাদরে পাঁচগুণ বেশী আহার্য দেয়া হল।

২০. তারপর যোশেফের নির্দেশে গৃহাধ্যক্ষ অন্যসব ভাইযেব শস্যেব বস্তায় শস্য ও অর্থ আগের বারের মতো রাখল আব বেন আমীনের বস্তায় মুদ্রার সঙ্গে যোশেফের রূপার বাটিও রাখল। এবং প্রভাতে ওরা স্বদেশ রওয়ানা হলে, যোশেফের গৃহাধ্যক্ষ রূপার বাটি চুরির দায়ে তালাসী করে আমীনের বস্তায় তা পেল, সব ভাই দোষ স্বীকার করে দাস হয়ে থাকতে চাইল, কিন্তু, যোশেফ যার বস্তায় বাটি মিলেছে, কেবল তাকেই বন্দী রেখে অন্যদের পিতার কাছে সশস্য ফিরে যেতে দিলেন।

২১. তখন যিহুদা যোশেফকে পূর্বকথা স্মরণ করিয়ে দিলেন– আপনার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমরা পিতার পরম স্নেহের কনিষ্ঠ পুত্রের কথা, তার বড় ভাইয়ের (যোশেফের) মৃত্যুতে পিতার শোকের কথা, কনিষ্ঠ পুত্রের অভাবে বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর আশঙ্কার কথা আপনাকে জানিয়েছিলাম, তবু আপনি তাকে না আনলে আপনার মুখ দেখতে পাব না বলাতেই আমরা–আপনার দাস–আমাদের পিতাকে

বলে কয়ে জামিন হয়ে এনেছিলাম। এখন তাকে ফিরে না পেলে তিনি মারা যাবেন। অতএব মিনতি করি, আমাকে বন্দী রেখে তাকে যেতে দিন।

২২. তখন যোশেফ অন্যসব লোককে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে আত্মপরিচয় দিলেন। এবং অভয় দিয়ে বললেন, দুর্ভিক্ষের কবল থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্যেই ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন এখানে [তোমরা নিমিত্ত মাত্র]। তোমরা সব ধন-সম্পদ, গো-মেষ ও পিতাকে নিয়ে মিশরে চলে এস এবং পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে গোশন প্রদেশে বাস করবে। আরো পাঁচ বছর দুর্ভিক্ষ থাকবে, পিতাকে আমার ক্ষমতা-প্রতিপত্তির কথা সহ সব বিষয় জানাবে। পরে যোশেফ আমীনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন, অন্য ভাইদের চুম্বন করলেন, এবং বললেন আমার শকটে করে শিশু ও নারীদের এবং পিতাকে শিগ্‌গির নিয়ে এসো।

২৩. যোশেফ প্রেরিত শকটাদি দেখে যাকোব পুত্রদের কথা বিশ্বাস করলেন। মিশরযাত্রা করে বেরশেবাতে তাঁর পিতা ইসহাকের কল্যাণে বলি দিলেন এবং রাত্রে স্বপ্নে ঈশ্বর তাঁকে মিশরে যাবার জন্যে বললেন ও সেখানে তাঁর বংশধব বৃদ্ধির আশ্বাস দিলেন। তারপরে যাকোবের বারো পুত্রের বংশ বৃদ্ধি পেতে থাকে [এখানে সবার পুত্রের নামও রয়েছে], এর পরেও বাইবেলে ভেরৌনের সঙ্গে যাকোবের পরিচয়, যোশেফের মিশর দেশ শাসন, [যাকোব মিশরে সতেরো বছর বেঁচে ছিলেন], যাকেব কর্তৃক তাঁকে কনানে কবর দেয়ার জন্যে যোশেফকে নির্দেশ দান, যোশেফের পুত্র ইফ্রয়িমকে ও মনঃশিকে যাকোব আশীর্বাদ করে তারপরে নিজের পুত্রদের শেষ আশীর্বাদ করেন এবং পুত্র যিহুদা রাজা হবেন বলে ১১০ বছর বয়সে যোশেফ মৃত্যু বরণ করেন।

৬. কোরআন বর্ণিত ইউসুফ বৃত্তান্ত, সুরা-১২।

সুন্দরতম কাহিনী

১. ইউসুফ পিতাকে জানালেন, আমি এগারোটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চাঁদ (স্বপ্নে) দেখলাম এবং দেখলাম তারা আমাকে [সাষ্টাঙ্গে] সেজদা করছে।

২. পিতা বললেন– বৎস এ স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের জানিয়ো না, তারা শয়তানের খপ্পরে পড়ে তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে।

৩. প্রভু (আল্লাহ) তোমাকে ইব্রাহিম ও ইসহাকের মতোই নবী নির্বাচন করবেন, ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের বৃত্তান্তের মধ্যে নিহিত রয়েছে গভীর তত্ত্ব।

৪. সৎ ভাইরা নিজেরা উপলব্ধি করল যে পিতা ইউসুফকে ও ইবন ইয়ামীনকে [বেন জামীন] বেশি ভালোবাসেন।

৫. পিতার পুরো স্নেহ পাবার লক্ষ্যে তারা ইউসুফকে হত্যা অথবা অজ্ঞাত দেশে তাড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

৬. ভাইদের একজন বলল, ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং এই গভীর কূপে নিক্ষেপ করলে, কোন পর্যটক কাফেলা তাকে তুলে নিয়েও যেতে পারে।

৭. পিতা তুমি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের উপর ভরসা রাখো না কেন? আমাদের সঙ্গে ইউসুফকে যেতে দাও, সে খেলে আনন্দে পাবে, আমরা তাকে দেখাশোনা করব।

৮. ইয়াকুব বললেন, তোমাদের অমনোযোগের ফলে পাছে তাকে নেকড়েতে খায়, এই আশংকায় তোমাদের সঙ্গে তাকে পাঠাতে আমার মন চাইছে না।

৯. আমরা এতজন থাকতে সে যদি নেকড়ের মুখে পড়ে তাহলে আগে আমাদের মরণই শ্রেয়।

১০. এভাবে তারা ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে গেল এবং কূপে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। একদিন ভাইয়েরা এর পরিণাম জানবে।

১১. সন্ধ্যার পরে বাড়ী ফিরে তারা কেঁদে পিতাকে জানাল, পিতা- বললে বিশ্বাস করবে না যে আমরা যখন দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত, তখন আমাদের জিনিসপত্র পাহারারত ইউসুফকে সত্যই নেকড়ে খেয়েছে। তারা ইউসুফের রক্তরাঙা জামা দেখাল।

১২. ইয়াকুব বললেন, তোমাদের বানানো গল্পে আমার কাজ নেই, আমি আল্লাহর সাহায্যের ভরসায় ধৈর্য ধরে থাকব।

১৩. পর্যটকের কাফেলার এক লোক কুয়ায় পানির জন্যে বালতি ফেললে ইউসুফ বালতি চড়ে উঠে এলেন। আর ভাইয়েরা তাকে সামান্য মূল্যে বেচেছিল।

১৪. রাজদরবারের প্রধান উজির [আজিজ] ইউসুফকে সওদাগর থেকে ক্রয় করে ঘরে এনে স্ত্রীকে বললেন, একে সসম্মানে রাখ, এ আমাদের সৌভাগ্যের কারণ হতে পারে, অথবা আমরা পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি। এভাবে ইউসুফ মিশরে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ইউসুফ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে আল্লাহ তাঁকে জ্ঞান ও শক্তিদান করলেন।

১৫. আজিজ-পত্নী দরজা বন্ধ করে তাঁকে সম্ভোগে আহ্বান করলে আতঙ্কিত ইউসুফ মনিবের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের ভয়ে অসম্মত হলেন, পরে প্রলুব্ধ হওয়ার মুখে তিনি আল্লাহকে স্মরণ করে বিরত হলেন।

১৬. এবং পালাবার জন্যে দরজার দিকে ধাবমান হলেন, তখন আজিজপত্নী- তাঁর পিঠের দিকে জামা আকর্ষণ করলে তা ছিঁড়ে গেল আর সে মুহূর্তেই আজিজ দ্বারে উপস্থিত। আজিজ-পত্নীই জানাল ইউসুফের বদমতলব সম্বন্ধে নালিশ ও দাবী করল শাস্তি।

১৭. পরিজনের একজন বলল- যদি জামা বুকের দিকে ছিঁড়ে তাহলে আজিজ- পত্নীর অভিযোগ সত্য। পিঠের দিকে ছেঁড়া হলে, ইউসুফের কথাই সত্যি। আজিজ বুঝলেন এবং বললেন এ ফাঁদ তোমারই পাতা। তুমি এ পাপের জন্যে ক্ষমা চাও।

১৮. শহরের নারীরা দাস ইউসুফের প্রতি আজিজ -পত্নীর আসক্তির কথা শুনে তার নিন্দা করতে থাকে। পরপুরুষাসক্তির এ নিন্দা শুনে আজিজ-পত্নী এক

ভোজোৎসবের আযোজন করে শহরের সব মহিলাকে আমন্ত্রণ কবল। সমাগত সব মহিলার হাতে চাকু দিযে ইউসুফকে এনে তাদের সামনে দাঁড় করাল, তাবা হতভম্ব হযে অজ্ঞাতে নিজেদের হাতই কাটল এবং স্বীকার করল যে এ কোন মর্ত্যমানবই নয়– মহান ফেরেস্তা।

১৯. আজিজ-পত্নী বলে– এ মানুষটির প্রতি আমাব আসক্তিব জন্যেই তোমরা আমাব নিন্দা কবেছ। কিন্তু এ লোক দৃঢ়ভাবে পাপমুক্ত থাকে। কিন্তু এখন যদি সে আমাব আদেশ অমান্য করে, তাহলে সে নিক্ষিপ্ত হবে কাবাগারে এবং থাকবে মন্দলোকেব সঙ্গে।

২০. ইউসুফ বলে, হে আল্লাহ, যে কাজে তাবা আমাকে আমন্ত্রণ কবছে, তাব চেযে কারাগাবই আমাব অধিক কাম্য, যদি তুমি আমাকে প্রলোভনেব এ ফাঁদ থেকে বক্ষা না কব, তাহলে প্রলুব্ধ হব এবং অজ্ঞদেব অন্তর্ভুক্ত হব। আল্লাহ তাঁব কামনা পূর্ণ করেন। এবং তিনি কাবাগাবেই ঠাঁই পান।

২১. কাবাগাবে তাঁব সঙ্গে ছিল আবো দুইজন যুবক। দুজনই স্বপ্ন দেখল একজনে দেখল মদ বানাচ্ছে, অন্যজনে দেখল সে মাথায় রুটি বয়ে নিচ্ছে এবং পাখীবা তা খাচ্ছে। ইউসুফকে পবহিতকামী জেনে তাবা স্বপ্নেব ব্যাখ্যা চাইল তাব কাছে ইউসুফ বললেন- আজকেব আহার্য পৌঁছাব আগেই এবং এ স্বপ্ন বাস্তবে ঘটবাব আগেই এব তাৎপর্য তোমাদেব জানিযে দেব, কেননা আল্লাহ আমাকে স্বপ্নতত্ত্ব শিখিযেছেন। কেন না আমি আল্লাহতে ও পবলোকে অবিশ্বাসীদেব একজন নই। আমি আমার পিতৃপিতামহেব ইব্রাহিমেব ইসহাকেব ইযাকুবেব পথই অনুসবণ কবি।

২২. স্বপ্নেব ব্যাখ্যা এই– একজন হবে মনিবের সবাব পবিবেশক এবং অন্য জন ফাঁসিতে ঝুলবে এবং পাখিবা তাব মাথাব মাংস খাবে।

২৩. আসন্নমুক্তি লোকটিকে তাব মনিবেব কাছে ইউসুফেব মুক্তিব কথা বলাব জন্যেই ইউসুফ অনুবোধ করেছিলেন, কিন্তু মুক্তি পাওযাব পবে শয়তান তাকে সে অনুবোধেব কথা ভুলিযে বেখেছিল।

২৪. মিশবরাজ স্বপ্নে দেখলেন,' সাতটি পুষ্ট গরু সাতটি অস্থিচর্মসার গরু গিলে খাচ্ছে; আর দেখলেন সাতটি সবুজ শস্যছড়া ও সাতটি শস্যহীন ছড়া। 'রাজা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইলেন, তখন ওই মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী ইউসুফকে স্মরণ করল এবং তাঁকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেবার জন্যে বলল। ইউসুফ-প্রদত্ত ব্যাখ্যা- এই সাত বছর সযত্নে ফসল ফলাবে এবং খাওয়ার প্রয়োজন - অতিরিক্ত শস্য মৌজুত করবে তারপর আসবে সাতটি অজন্মাব বছর। তখন তোমরা সঞ্চিত শস্য খাবে এবং সামান্য পরিমাণ শস্য বীজ হিসাবে রাখবে। তারপর আসবে একটি বছর যখন পানি পাবে পর্যাপ্ত এবং তখন সুখী মানুষেরা রস (মদ আর তেল) নিঙড়াবে।

২৫. স্বপ্নের ব্যাখ্যা পেয়ে তুষ্ট রাজা তাঁকে মুক্তি দিতে চাইলে তিনি রাজার মাধ্যমে শহরের মহিলারা তাঁর সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করে তা জানতে চাইলেন, রাজা

মহিলাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা জানাল যে ইউসুফ নির্দোষ। আজিজ-পত্নীও জানালেন, 'সত্য এখন প্রকটিত, আমিই তাকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলাম। সে সত্যবাদীদেরই একজন। তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি মিথ্যাচারী ছিলাম না এবং আল্লাহ ষড়যন্ত্রকারীর সহায় নন।'

২৬. রাজা যখন ইউসুফকে চাকরী দিলেন তখন ইউসুফ তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, আমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে কর্তব্য করব। আমাকে ধন-ভাণ্ডারের দায়িত্ব দিন, আমি এর গুরুত্ব জানি, কাজেই আমি তা সযত্নে রক্ষা করব। এভাবে আল্লাহ ইউসুফকে মিশরে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

২৭. ইউসুফের দুর্ভিক্ষতাড়িত ভাইয়েরা তাঁর কাছে এল, তিনি তাদের চিনলেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারল না। তাদের যোগ্যমতো খাদ্যশস্য দিয়ে তিনি বললেন, তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। দেখছ না আমি মাপে ঊন দিই না এবং আমার আতিথেয়তাও নিখুঁত, শ্রেষ্ঠতম। যদি তাঁকে না আন তাহলে এককণা শস্যও পাবে না এবং আমার কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। আমরা অবশ্যই পিতাকে বলে তাকে আনব।

২৮. তারপর তাদের কেনা শস্যের মূল্য তাদের শস্যপূর্ণ বস্তার নীচে রেখে দেয়ার জন্যে ইউসুফ তাঁর লোককে নির্দেশ দিলেন, যাতে ভাইয়েরা বাড়ি ফিরে গিয়ে সে-অর্থ দেখতে পেয়ে আবার মিশরে ফিরে আসে।

২৯ বাড়ি ফিরে তারা পিতাকে জানাল, ইবন ইয়ামীনকে [বেনজামিনকে] সঙ্গে নিয়ে না গেলে আমাদের আর শস্য দেয়া হবে না, অতএব তাকে আমাদের সঙ্গে দিন, আমরা তাকে যত্নে রাখব। পিতা বললেন, পূর্বে ইউসুফের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তার ব্যতিক্রম ঘটাবে এমন বিশ্বাস কি আমি তোমাদের উপর রাখতে পারি। আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ সংরক্ষক।

৩০. বস্তা খুলে যখন তারা দেখল যে শস্যমূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে, তখন তার প্রতি পিতার দৃষ্টি আর্কষণ করে তারা বলল, 'আমরা আরো বেশী শস্য পাব, আমরা আমাদের ভাইকে যত্নে রাখব, তাকে নিলে উট-বোঝাই শস্য আনতে পারব।'

৩১. ইয়াকুব বললেন "যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে শপথ করছ যে তোমরা তাকে সযত্নে ফিরিয়ে আনবেই, যদি না তোমরা নিজেরা শত্রু বেষ্টিত হয়ে হতবল হয়ে পড়"। তারা শপথ করল। ইয়াকুব আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তাঁকে সাক্ষী ও সংরক্ষক করে বেনজামিনকে ভাইদের সঙ্গে দিলেন। এবং যাত্রার সময়ে পরামর্শ দিলেন 'পুত্রগণ, তোমরা সবাই এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না। তাঁরা তা-ই করল। এতে আল্লাহর ইচ্ছাতিরিক্ত কোন ফল হবে না বটে, তবে পিতৃ হৃদয়ে তুষ্টি মিলবে মাত্র।

৩২. যখন তারা ইউসুফের কাছে এল, তখন ইউসুফ সহোদরকে গ্রহণ করলেন এবং কাছে রাখলেন আর বললেন, 'দেখ', আমিই তোমার হৃত সহোদর ভাই, ওদের দুষ্কর্মের জন্যে দুঃখ করো না।' তারপর ভাইদের শস্য দেয়া হল এবং ইউসুফের অভিপ্রায়ক্রমে একটি পানপাত্র বেনজামিনের বস্তার নীচে গুঁজে রেখে একজন

চিৎকার করে বলে উঠল, "এই কাফেলাওয়ালা তোমরা নিশ্চিতই চোর।" ওরা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি হারিয়েছ?' উত্তরে জানাল, 'আমরা রাজার বহুমূল্য বৃহৎ পানপাত্র হারিয়েছি। যে তা খুঁজে পাবে, তাকে উট বোঝাই মালে পুরস্কৃত করা হবে। ভাইয়েরা বলল 'আমরা চোর নই, আমরা কারো কোন ক্ষতি করবার জন্যে এদেশে আসিনি।' যদি তোমবা মিথ্যা বল [অর্থাৎ যদি তোমাদের কাছে হৃত মাল পাওয়া যায়] তাহলে তোমাদের কি শাস্তি হওয়া উচিত? যার বস্তার মধ্যে তা পাওয়া যাবে তাকে বেঁধে রেখে তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। যখন ইউসুফ স্বয়ং তাঁর সহোদরের বস্তা থেকে পানপাত্র বের করলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় ইউসুফের পরিকল্পনা বাস্তব রূপ পেল।

৩৩. ভাইয়েরা বলল-পিতা বৃদ্ধ ও মানী ব্যক্তি। তিনি এর জন্যে শোকাভিভূত হবেন। তার বদলে আমাদের কাউকে বন্দী রাখুন। চোরকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে বন্দী রাখলে অন্যায় করা হবে। নিরুপায় হয়ে ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শে বসল, তখন ভাইয়ের মধ্যে যে নেতা সে বলল, 'পিতার কাছে তোমাদের শপথের কথা কি মনে নেই, তোমরা ইউসুফের প্রতি দায়িত্ব কি করে ভুললে? কাজেই পিতার অনুমতি বা আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত আমি এ অপরাধের কারণে এদেশ ত্যাগ করব না।

৩৪. তোমরা পিতাকে বল– 'পিতা, তোমার সন্তান চুবি করেছিল, আমরা যা জানি কেবল তারই (সাক্ষ্য) বর্ণনা দিতে পারি, যা অদৃশ্য তার প্রতি সতর্ক পাহারা দেয়া চলে না। [মিশর] শহরবাসীদের এবং কাফেলার অন্যান্যদের জিজ্ঞাসা করো দেখ, আমরা সত্য কথাই বলছি।

৩৫. ইয়াকুব বললেন- তোমবা তোমাদের স্বার্থে গল্প বানিয়ে বলতে পাবো, আমার ধৈর্য ধরা ছাড়া উপায় নেই, হয়তো আল্লাহ পবিণামে সবার সঙ্গেই মিলন ঘটাবেন।

৩৬. ইয়াকুব স্বগত বললেন– 'ইউসুফের জন্যে আমার শোক কত গভীর।' এবং তাঁর চোখ দুঃখে সাদা হয়ে গেল এবং বিষণ্ণতা তাঁকে আচ্ছন্ন করল। তারা বলল, তুমি ইউসুফকে ভাবতে ভাবতে অসুস্থ হয়ে মরবে। বললেন, 'আমি কেবল আল্লাহকেই আমার মনস্তাপ ও যন্ত্রণার কথা জানাই। হে পুত্রগণ যাও ইউসুফ, ও তার ভাইয়ের সন্ধান নাও, আল্লাহর দয়ার আশা কখনো ত্যাগ করো না।'

৩৭. ইউসুফের কাছে ফিরে এসে ভাইয়েরা বলল, "হে মান্যবর, আমরা সপরিবারে দুঃখ -দারিদ্র্যে পড়েছি, এ সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি, আমাদের দান হিসেবেই পুরো মাপের শস্য দিন। 'তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেছ, স্মরণ কর।' 'তুমিই কি সত্যি ইউসুফ।' তিনি উত্তরে জানালেন, "আমিই ইউসুফ এবং এ আমার সহোদর। আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয়, দেখ তিনি ন্যায়বান ও ধৈর্যশীলকে পুরস্কৃত করেনই।" আল্লাহর দোহাই, তিনি আমাদের উপরে তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং অপরাধ করে আমরা পাপী। ইউসুফ বললেন, 'আজ আর তিক্ত কথা স্মরণে কাজ নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা

করবেন। আমার এই জামা নিয়ে যাও, পিতার মুখের কাছে ধরবে, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। এবং পিতাকে সপরিবার এখানে নিয়ে এসো।'

৩৮. কাফেলা মিশর ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই পিতা বললেন, 'আমি সত্যই ইউসুফের উপস্থিতি অনুভব করছি।' অন্যেরা বলল 'বার্ধক্যবশে তুমি তোমার পুরোনো মতিভ্রমে পড়েছ।' যখন ইউসুফের জামা এনে পিতার মুখমণ্ডলে রাখা মাত্রই পিতা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন, পিতা বললেন, 'আমি তোমাদের বলিনি যে আমি আল্লাহ্ থেকে তা-ই জানি, তোমরা যা জান না?' তারা বলল, 'পিতা, আমাদের পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমরা সত্যই দোষ করেছি।' পিতা বললেন, 'আল্লাহর ক্ষমা আমি তোমাদের জন্যে চেয়ে নেব, তিনি দাতা ও দয়ালু।'

৩৯. তারা যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তিনি পিতামাতাকে নিজের বাড়িতে রাখলেন, আল্লাহর দয়ায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করুন। তিনি পিতামাতাকে মর্যাদার তখতে উঠালেন, ভাইয়েরা তাকে আনুগত্যের সেজদা বা প্রণিপাত করল। ইউসুফ বললেন 'পিতা, আমার পুরোনো স্বপ্ন আজ বাস্তব হল, আল্লাহ একে সত্যে পরিণত করলেন, দয়ালু আল্লাহ্ আমাকে কারামুক্ত করেন, ভাইদের মধ্যে শয়তান যে শত্রুতার বীজ বপন করেছিল, তা ব্যর্থ করে দিয়ে মরুভূ থেকে তোমাদের এখানে আনলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব রহস্যের জ্ঞাতা, সব কর্মের কর্তা। এসব বৃত্তান্তে বুধজনের জন্যে রয়েছে উপদেশ, এটি বানানো গল্প নয়, অতীতে যা ঘটেছে তারই প্রত্যায়ন মাত্র।

৭. ইমাম গাজ্জালীর তফসিরের সার সংকলন

احسن القصص আহসানুল কাসাস : অনুপম কাহিনী

ইহা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী

তত্ত্বজ্ঞানীরা বলিয়াছেন, এয়াকুব নবী তাঁহার পুত্র ইউসুফকে দিবারাত্রির কোন সময় নিজের সঙ্গ হইতে পৃথক হইতে দিতেন না।

সুরা অবতরণের পটভূমি

বর্ণিত আছে ইহুদীরা প্রধান প্রধান মুশরিকগণকে বলিল,- "তোমরা মুহম্মদকে (দ:) জিজ্ঞাসা কর, ইয়াকুব (আ:) কেন শামদেশ হইতে মিসরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন এবং ইউসুফের ঘটনাই বা কি? ইহার পটভূমিতে এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

ইবনে আব্বাস (রা:) এই সম্পর্কে বলেন-'আল্লাহ এই কাহিনী অবতরণ করাইবার পূর্বে, জনগণ এই বিষয়ে (বিশদভাবে) অবগত ছিল না যে وان كنت من قبله لمن الغافلين । এবং ইউসুফ এয়াকুব এবং তাঁহার বংশধরগণের সম্পর্কে আবরণ উন্মোচন না কবা পর্যন্ত তোমরা এই বিষয়ে উদাসীন ছিলে।

আল্লাহ বলেন (انى رأيت)- "ইউসুফ যখন বলিলেন, আমি দেখিয়াছি নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্য আমাকে সজিদা কবিতেছে, হজরত এয়াকুব চিৎকার দিয়া উঠিলেন, ইউসুফ বলিলেন, হে পিতঃ আপনি চিৎকার দিলেন কেন? এই শব্দ যে-ই মুখে উচ্চারণ করিয়াছে সে-ই বিপদে পড়িয়াছে। কেননা, যাহার যাহা বলা শোভা পায় না, তাহার তাহা বলা উচিত নহে।" ইউসুফ যখন বলিলেন, " আমি দেখিয়াছি এগারটি নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্য আমাকে সজিদা করিতেছে, এয়াকুব (আ:) খুব কাঁদিলেন।" ইউসুফ স্বপ্নের রহস্য জানিতে জেদ ধরিলেন। এয়াকুব অগত্যা বলিলেন,– "নক্ষত্রগুলি তোমার ভ্রাতৃগণ, সূর্য তোমার পিতা এবং চন্দ্র তোমার খালা।" (কবিতা)

كل سر جاوز الا ثنين شاع - كل علم ليس فى القرطاس ضاع

প্রত্যেক রহস্য যাহা দুই জনকে অতিক্রম করিয়াছে, তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক জ্ঞান যাহা কাগজে লিপিবদ্ধ হয় নাই, তাহা বিনষ্ট হইয়াছে।

অতএব, হে বৎস তুমি তোমার স্বপ্ন (গেলন রহনা) তোমার ভ্রাতাদের নিকট ব্যক্ত করিও না। কেননা তাহারা ষড়যন্ত্র করিবে।"

হযরত ইউসুফের এই স্বপ্নের ঘটনা একমাত্র তাহার খালা 'উম্মে সমউন' শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি ইউসুফের ভ্রাতৃগণের নিকট ব্যক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত আছে, ইউসুফের ভ্রাতৃগণ রসুলের গৃহে একত্র হইল এবং ইউসুফের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইল।

ঘটনা

অতঃপর ইউসুফের ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে লইয়া বাহির হইল। ভ্রাতৃগণ তাহাকে বলিল,– "তুমি নাকি আমাদের কাছে ও পিতার কাছে অতি প্রিয়। আমরা একটা মিথ্যা

কথা শুনিয়াছি। আসলে তুমি স্বপ্নটা কি দেখিয়াছিলে বল।" ইউসুফ ইহা শুনিয়া মাথা নত করিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন,– "সত্য যদি বলি, তবে পিতার সহিত যে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহার বিপরীত কাজ করা হইবে,আর যদি অস্বীকার করি, তবে মিথ্যা বলা হইবে। কি যে করি ভাবিয়া পাই না। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতৃগণ বলিল,– "তোমাকে ইবরাহীম, ইসহাক ও এয়াকুবের দিব্যি দিতেছি- তোমার স্বপ্নের ঘটনাটি বল।" অতঃপর ইউসুফ তাহার স্বপ্নটি ভাইদের নিকট ব্যক্ত করিলেন।

এয়াকুবের ছেলেগণ বলিল (قالوا يا ابانا مالك ... يوسف)- "হে পিতঃ ইউসুফের ব্যাপারে তুমি কেন আমাদের উপর নির্ভর করিতেছ না? কাল ইউসুফকে আমাদের সহিত পাঠাইবেন। সে ছুটাছুটি করিবে ও খেলা করিবে; আর আমরা তাহার দেখাশুনা করিব।" ইহা শুনিয়া এয়াকুব নবী ভয়ে আঁৎকিয়া উঠিলেন ও বলিলেন,– "আমার আশঙ্কা হয় (قال انى اخف) তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে; আমার ভয় হয় তাহাকে বাঘে না খায়, আর তোমরা অসতর্ক অবস্থায় থাক।"

পরদিন ভোরে এয়াকুব (আ:) ইউসুফকে ডাকিলেন; স্নান করাইয়া কাপড় পরাইলেন এবং সুগন্ধি মাখাইয়া ভ্রাতাদের হাতে সমর্পণ করিলেন। এয়াকুব (আ:) ইউসুফকে ভ্রাতাদের সাথে বিদায় দিয়া রাস্তায় বসিয়া রহিলেন এবং বলিলেন, তাহারা অথবা ইউসুফ ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তিনি ঐ স্থান হইতে উঠিবেন না। সেই দিন ইউসুফের ভগ্নী জয়নব একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিল,– যেন ইউসুফ বাঘের কবলে পড়িয়াছে এবং বাঘগুলি তাহাকে চিরিয়া ফাড়িয়া খাইতেছে।

হজরত ইবনে আব্বাস (রজি) সূত্রে বর্ণিত আছে,– ইউসুফকে লইয়া ভ্রাতৃগণ চলিয়া গেল এবং এয়াকুব (আ:) তাহাদের পশ্চাতে চাহিয়া রহিলেন। ইউসুফও মাঝে মাঝে পিতার দিকে ফিরিয়া তাকাইতেছিলেন। অতঃপর তাহারা এয়াকুব (আ:)-এর দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গেল। এয়াকুবের দৃষ্টিসীমায় থাকা পর্যন্ত তাহারা ইউসুফকে আদর যত্ন করিল, কাঁধের উপর উঠাইয়া লইয়া চলিল। যখন তাহারা পিতার চোখের অগোচর হইল, তখন তাহারা ইউসুফকে মাটিতে ফেলিয়া দিল, চড়-চাপড় দিতে লাগিল এবং লাথি মারিতে লাগিল। রুটি কুকুরকে নিক্ষেপ করিয়া দিল এবং পানি ঢালিয়া দিল।

যাহা হউক ভ্রাতাদের অন্যতম 'শম্‌উন' ইউসুফকে হত্যা করার জন্য ধরিল। সুতরাং তিনি ভ্রাতা 'রুইলের' আঁচলের নীচে আশ্রয় নিলেন। সে তাহাকে হটাইয়া দিল এবং চড়-চাপড় মারিল। এইভাবে ভাইদের যাহাদের আশ্রয়েই গেলেন, তাহারা একই ব্যবহার করিল। অবশেষে 'ইয়াহুদার' নিকট আশ্রয় নিলেন। সে তাঁহার প্রতি দয়াপরবশ হইল। 'ইয়াহুদা' অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে বলিল, "সম্ভবতঃ আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেছি।" সে বলিল, "প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সম্ভবতঃ আল্লাহর অভিপ্রেত নয়। সুতরাং তোমাদের ক্ষান্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়; আর যদি একান্তই তাহাকে হত্যা করিতে চাও, তবে আমাকেই আগে হত্যা কর।" আল্লার উক্তি (ইহাদের মধ্যে একজন বলিল, ইউসুফকে হত্যা করিও না)। ইয়াহুদা বলিল– তোমরা ইউসুফকে হত্যা করিও না, বরং কোন কূপে নিক্ষেপ কর; হয়ত তাহাকে কোন ভ্রমণকারী তুলিয়া

লইবে। ইয়াহুদার পরামর্শ মতে তাহারা তাঁহাকে কূপে নিক্ষেপ করিল এবং দোলচিতে বাঁধিয়া কূপের গভীর তলায় নামাইয়া দিল। যে কূপে ইউসুফকে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, উহা ছিল সাদ্দাদ-বিন-আদম-এর কূপ। উহা মদায়েন ও মিসরের মধ্যবর্তীস্থান ছিল। উহা ছিল একটি পরিত্যক্ত রাস্তার ধারে একটি উপত্যকায় এবং হজরত এয়াকুবের গৃহ হইতে বার মাইল দূরে এক জনবিরল স্থানে।

কূপে ইউসুফ নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে ইহাও বলা হয় যে , তিনি একদিন আয়নায় নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব দেখিয়া গর্বের সহিত উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে তাঁহার তুল্য সুন্দর আর কেহ নাই। আল্লাহ এই অহংকারের শাস্তি এইরূপে দিয়াছিলেন।

ইউসুফের ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে কূপে ফেলিয়া দিয়া রাত্রিতে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট উপস্থিত হইল। [কোরআন– وجاؤو اباء هم عشاء يبكون
এবং বলিল,– "হে পিতঃ আমরা দৌড়াদৌড়ি খেলিতেছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের জিনিসপত্রের নিকট বসাইয়া রাখিয়াছিলাম। হঠাৎ বাঘ আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। আমরা যদিও সত্যই বলিয়াছি, আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করিতেছেন না।"

যাহা হউক, এয়াকুব (আ:) যখন পুত্রদের মুখে ঐ সংবাদ শুনিলেন, তিনি কাঁদিলেন এবং ভোর পর্যন্ত বেহুঁশ অবস্থায় কাটাইলেন। ইহাতে পুত্রেরাও সকলেই কাঁদিল এবং বলিল,– 'হায়, কি জঘন্য কাজ করিয়াছি : আল্লার দরবারে,আমাদের এই কাজের কোন কৈফিয়ত গ্রাহ্য হইবে না। এবং আমরা পিতাকেও হত্যা করিলাম,– তিনি অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন। তাহারা তাঁহাকে নাড়াচাড়া করিল, কিন্তু তিনি নড়িলেন না। পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং পুত্রদের (তাঁহার পুত্রসংখ্যা দ্বাদশ) দিকে চাহিয়া বলিলেন,– ইহা তোমাদের প্রতি আমার অনুমান মাত্র নহে। হে বৎসগণ, তোমাদের 'নফ্স' (কু-প্রবৃত্তি) তোমাদিগকে লিপ্ত করিয়াছে। এয়াকুব অগত্যা বলিলেন, করার কিছুই নাই। একমাত্র ধৈর্যই উত্তম فصبر جميل

অতঃপর, পুত্রগণ বাহির হইল এবং একটি বাঘ ধরিয়া পিতার নিকট লইয়া আসিল। এয়াকুব (আ:) বলিলেন, হে বাঘ তুমি আমার পুত্রের চন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল ভক্ষণ করিয়া কি জঘন্য কাজই না করিয়াছ? সেই বালকের প্রতিও তোমার দয়া হইল না এবং বৃদ্ধের প্রতিও তোমার করুণার উদ্রেক হইল না? আল্লাহ তখন বাঘের জবান খুলিয়া দিলেন। বাঘ বলিল,– 'হে আল্লাহর নবী আপনার প্রতি সালাম। জানুন যে নবীদের মাংস ভক্ষণ আমাদের জন্য হারাম। আপনি যাহা ধারণা করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে,– আমি সে বিষয়ে মোটেই দায়ী নহি।

এয়াকুব নবী বাঘের মুখে এইসব কথা শুনিয়া অবাক হইলেন এবং তাঁহার পুত্রগণ মাথানত করিল। এয়াকুব জিজ্ঞাসা করিলেন– তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? বাঘ বলিল,– আমি আমার এক দুগ্ধপোষ্য ভাইয়ের সন্ধানে মিসর হইতে আসিয়াছি, সেটি

হারাইয়া গিয়াছে। এবং শামদেশের এই অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। আমি এখানে একটি বাঘের নিকট সংবাদ পাইয়াছি যে,– তোমাদের বাদশাহ তাহাকে শিকার করিয়াছে এবং আগামী দিন উহাকে হত্যা করিবে। আজ দীর্ঘ সতের দিন যাবৎ আমি না কিছু খাইয়াছি, না পান করিয়াছি।...

এয়াকুব (আ:) বলিলেন,– তুমি আমার ইউসুফের খবর জান? বাঘ বলিল,- হ্যাঁ, জানি। এয়াকুব বলিলেন,- তবে আমাকে বল? বাঘ বলিল না।

আল্লাহ ইউসুফের কূপে ফেরেশ্‌তা এবং বেহেশ্‌তের গেলমানদিগকে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং সান্ত্বনা দানের জন্য প্রেরণ করিলেন। ইয়াহুদা ইউসুফের সহিত যোগাযোগ রাখিতেন, তাঁহার সহিত কথা বলিতেন এবং অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পিতা এয়াকুবের অবস্থা বলিতেন।

কোরআনের ভাষায় وجاءت سيارة فارسلوا –একদল ভ্রমণকারী আসিল এবং তাহারা লোক প্রেরণ করিল। এখানে তফসীরকারকগণ বর্ণনা করেন যে, মালিক -বিন-জা'র (مالك بن زعر) নামক জনৈক আরব মিশরে বসবাস করিত। সে তাহার ছোট বেলায় এক স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে সে কিনানদেশে গমন করিয়াছে। তখন আকাশ হইতে সূর্য নামিয়া আসিয়া তাহার জামার আস্তিনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। অতঃপর সাদা মেঘ আসিয়া তাহার উপর মণিমুক্তা বর্ষণ করিতেছে। সে উহা কুড়াইয়া সিন্দুকে পুরিতেছে। সে ঘুম হইতে জাগিয়া এক স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীর নিকট গেল। ব্যাখ্যাকারী বলিল– বিনা সদ্ব্যবহারে ও প্রতিদানে তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনাইব না। অতঃপর মালিক তাহাকে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা দিল। সে বলিল- একটি ভৃত্য তোমার হস্তগত হইবে, আসলে সে কোন দাস নহে। তাহার কল্যাণে তোমার প্রচুর ধনলাভ হইবে।...... তোমার বহু সন্তান সন্ততি হইবে। তাঁহার কল্যাণে তোমার সুনাম সুখ্যাতি চিরস্থায়ী হইবে।... সুতরাং মালেক শামদেশে যাত্রা করিল, দামিশক্‌ গেল এবং সেখান হইতে কেনানে আসিল।... সে বৎসরে দুইবার করিয়া কেনানে সফর করিত, যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটে।

অতঃপর, তাহার প্রতীক্ষার পঞ্চাশ বৎসর গত হইল। সে একদিন তাহার ভৃত্য 'বুশরা'-কে বলিল,– "বুশরা, যদি আমার সেই স্বপ্নদৃষ্ট বালককে পাও, তবে তোমাকে মুক্তি দিব এবং তোমাকে আমার ধন-সম্পত্তির অর্ধেক দান করিব এবং আমার কন্যাদের মধ্যে যাহাকে তুমি পছন্দ করিবে তাহাকে তোমার সহিত বিবাহ দিব।" যখন সে তাহার ভৃত্যের সাথে এইসব অঙ্গীকার করিতেছিল, তখন সে দামিশক্‌ নগরীতে ছিল। সেখান হইতে তাহারা কেনানের দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা দেখিল, একটি কূপের উপর দিয়া পাখীগুলি চক্কর খাইতেছে এবং কাবাগৃহ যেভাবে প্রদক্ষিণ করা হয়, সেইভাবে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পাখীগুলি ছিল ফেরেশতা।

মালিক-বিন-জার কাফেলার লোকদিগকে ডাকিয়া বলিল, -"চল দেখি শুষ্ক কূপটার কাছে যাই, যদি ভাগ্যক্রমে পানি পাইয়া বসি।" মালিক কূপের নিকট অবতরণ করিল এবং তাহার ভৃত্য 'বুশরা' ও চাকর মামেলাকে বলিল,- 'যাও কূপের নিকট গিয়া পানি সন্ধান করিয়া দেখ'। কোরানের ভাষায় فادلى دلوة । তাহারা দোলূচি নিক্ষেপ

করিল। মামেলা কূপের ভিতর বালতি নিক্ষেপ করার সাথে সাথেই ইউসুফ উহাতে উঠিয়া বসিলেন। বালতি যখন কূপের মুখে উঠিয়া আসিল, উহা ধরিয়া হজরত ইউসুফও উপরে উঠিলেন। মালিকের ভৃত্য 'বুশরা' তখন নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল; সে বলিল,-'হে বুশরা এই ত সেই বালক, যাহাকে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া খুঁজিতেছি।' কোরানের ভাষায় বলিল,- 'হে বুশরা, এই যে বালক, তাহাকে পণ্যসমূহের মধ্যে লুকাইয়া রাখ।"

ইউসুফ তখন কাফেলার পণ্যাদির মধ্যে লুকাইয়াছিলেন। পরদিন ভোরে ভ্রাতৃগণ তাহাদের অভ্যাস অনুযায়ী কূপের নিকট আসিল এবং কূপের ভিতর লক্ষ্য করিয়া দেখিল, ইউসুফ নাই। সুতরাং তাহারা কূপের কিনারায় অবস্থিত কাফেলা বেষ্টন করিল এবং বলিল,- আমাদের একটি ভৃত্য পলায়ন করিয়াছে এবং আমরা জানিতে পারিয়াছি— সে এই কূপে প্রবেশ করিয়াছে। তোমরাই তাহাকে এই কূপ হইতে বাহির করিয়াছ। যদি তাহা না হয়, তবে সে নিশ্চয়ই তোমাদের মালপত্রের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া রহিয়াছে তাহাকে বাহির করিয়া দাও নতুবা আমরা এমন হুঙ্কার দিব যে, উহাতে তোমাদের ধড়ে প্রাণ থাকিবে না। ইউসুফ তাহাদের এই সমস্ত কথাবার্তা লুক্কায়িত থাকিয়া শুনিতেছিলেন। তাহারা (কাফেলার লোকেরা) ইউসুফকে তাহাদের মালামালের মধ্য হইতে বাহির করিয়া উপস্থিত করিল। ইউসুফ ভয়ে একটি পাতার ন্যায় থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। অতঃপর ইয়াহুদা আসিয়া বলিল,- 'যদি আমার দাস বলিয়া স্বীকার কর তবে মুক্তি পাইবে, নতুবা আমরা তোমাকে লইয়া যাইব এবং হত্যা করিয়া ফেলিব।' ইহা শুনিয়া ইউসুফ বলিলেন,-'হে বণিকগণ, তাঁহারা যাহা বলেন উহাই সত্য; তাঁহারা আমার অভিভাবক ও প্রভু, আমি একজন ভৃত্য বই নহি।

অতঃপর, মালিক-বিন-জার বলিল,- "এই দোষত্রুটি পূর্ণ দাসকে তোমরা কত মূল্যে বিক্রয় করিবে? আমার নিকট যথেষ্ট অর্থ নাই; শুধু কয়েকটি কালো তাম্র মুদ্রা আছে।" ইবনে আব্বাসের মতে 'দিরহাম' ছিল মাত্র সতেরটি। এই মূল্যে মালিক ইউসুফকে ক্রয় করিয়া তাঁহার ভ্রাতাদের নিকট হইতে একখানা রশিদ লইল। ইউসুফ ভাইদের কাছ হইতে সবিনয়ে বিদায় লইলেন এবং মালিকের নিকট আসিলেন। তখন মালিক ইউসুফকে তাহার অপর এক ভৃত্যের (যাহার নাম ছিল ফসীহ) হাতে সোপর্দ করিল এবং বলিল, -ইহাকে তুমি দেখাশুনা করিবে। ভৃতটি বলিল,- প্রভো আপনি এই বালকের সন্ধানে বিগত পঞ্চাশ বৎসরে পঞ্চাশ বার শামদেশ হইতে কেনানে আসিয়াছেন; এখন কি সে আপনার মতিগতি পরিবর্তন করিল যে, আপনি ইহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন? দেখিতেছি,সে কত দুর্বল আর শীর্ণ? মালেক বলিল,— আমি তাহা চিন্তা করিতেছি। হজরত ইউসুফ ইহা শুনিতেছিলেন এবং হাসিতেছিলেন, কেননা তিনি তাহাদের চক্ষে প্রচ্ছন্ন ছিলেন। বলা হয়,- হজরত ইউসুফের আসল রূপ ও গুণ হজরত এয়াকুব এবং জুলেখা (لیخ) ব্যতীত কেহই জানিতেন না। ফলে, ইউসুফকে হারাইয়া হজরত এয়াকুব চক্ষু হারাইয়াছিলেন, আর জুলেখা হারাইয়াছিলেন তাঁহার রূপ, সৌন্দর্য যাহা কিছু ছিল সবই।

অতঃপর মালিকের কাফেলা হজরত ইউসুফকে সঙ্গে লইয়া একের পর এক প্রদেশে তাঁহার মাহাত্ম্য দেখাইতে দেখাইতে জয় করিয়া মিসরের দিকে অগ্রসর

হইলেন। মিসর হইতে একদিনের পথ ব্যবধানে 'নীল-নদীর' কিনারায় পৌঁছিলে, মালিক-বিন-জা'র ইউসুফকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে- ইউসুফ আমরা মিসর পৌঁছিয়া গিয়াছি। উঠ, তোমার জামা কাপড় খোল এবং মাথা ও শরীর ধৌত করিয়া ভ্রমণজনিত ধুলাবালি ও ক্লান্তি দূর কর।" অতঃপর হজরত ইউসুফ নীলনদ হইতে অবগাহন করিয়া উঠিলে, আল্লাহ তাঁহার রূপ ও সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়াইয়া দিলেন।

পরদিন মালিক তাহার মস্তকে মণিমুক্তাখচিত টুপি, গায়ে রেশমী বস্ত্র ও হীরা-মুক্তাখচিত পোশাক, হাতে মণিমুক্তামণ্ডিত সোনার কাঁকন পরাইয়া সুন্দর করিয়া সাজাইলেন এবং উষ্ট্রীর পিঠে চড়াইয়া শহরের দিকে চলিলেন। ইউসুফের আগমন সংবাদ শহরে প্রচারিত হইয়া গেল। তিনি যখন শহরে প্রবেশ করিলেন পাখীরা কূজন করিল, বৃক্ষরাজি আন্দোলিত হইল, ফলগুলি মধুময় হইল সারা শহরব্যাপী শুরু হইল দারুণ চাঞ্চল্য– ইউসুফকে দেখিবার প্রতীক্ষায়।

ভোর হইতে শহরের লোকজন মালিক -বিন-জার -এর আস্তানায় সমবেত হইল। তাহারা অস্থির ও ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে ঘুরাফিরা করিতে লাগিল। মালিককে খবর দিলে সে ঘরে, ছাদে উঠিয়া সমবেত লোকদের জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কি চায়? তাহারা বলিল,- তাহারা মালিক কর্তৃক দাসরূপে কিনিয়া আনা বালকটিকে দেখিতে চায়। মালিক তাহার লোককে বলিল, -বলিয়া দাও যাহারা তাহাকে দেখিতে চায়, তাহারা যেন স্বর্ণমুদ্রা লইয়া আসে। দর্শনার্থীরা ঘোষণা শুনা মাত্রই রাজি হইল এবং এক একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিতে লাগিল। ইহাতে মুদ্রার পরিমাণ দাঁড়াইল মোট ষাট হাজার। দর্শকগণ ইউসুফকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়া গেল। দ্বিতীয় দিনও মালিকের ডেরায় ভিড় জমিলে সে দর্শনী জনপ্রতি দুই স্বর্ণমুদ্রা দাবী করিল এবং সেইদিন বার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দর্শনী পাওয়া গেল।

তৃতীয় দিনেও মালিকের দরজায় লোকজন ইউসুফকে দেখিবার জন্য ভিড় করিল। মালিক তাঁহাকে না দেখাইয়া ঘোষণা করিল যে, সে ইউসুফকে বিক্রয় করিবে এবং শুক্রবার ভোরে দাস-বিক্রয়ের স্থানে তাহাকে উপস্থিত করিবে।

সেই দাস-বিক্রয়ের স্থানটি ছিল এমন একটি শুষ্ক উচ্চ ভূমি, যাহাতে কোন বৃক্ষাদি ছিল না। সুতরাং, সেখানে রঙিন বস্ত্রের তাঁবু নির্মাণ করা হইল এবং উহা রেশমী ও পশমী বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করা হইল। তাঁবুতে কম্বল নির্মিত কুরসী স্থাপন করা হইল, কুরসীটি ছিল মণিমুক্তাখচিত, আর ইহার পায়াগুলি ছিল স্বর্ণের ও নীলমণি প্রস্তরখচিত। কুরসীতে চারিটি স্বর্ণের গম্বুজ এবং প্রত্যেক গম্বুজের মাথায় পুচ্ছপ্রসারিত এক একটি ময়ূর ছিল। সেই কুরসীর উপরিভাগে ছিল কস্তুরীচর্চিত রেশমী চাঁদোয়া।

অতঃপর নির্দিষ্ট দিনে ঘোষক ঘোষণা করিল যে, যাহারা দাস খরিদ করিতে ইচ্ছুক, কেবল তাহারাই ঐ বিক্রয় -স্থানে প্রবেশ করুক। ইহাতে এমন কেহই বাকি থাকিল না, যে ইউসুফকে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ছিল না; না ছোট, না বড়, না পুরুষ, না স্ত্রী, না বৃদ্ধ, না যুবা; এমন কি কুমারী কন্যাগণ এবং আশ্রমের সাধু সন্ন্যাসীগণ পর্যন্ত কেহই বাকি থাকিল না। বিক্রয় স্থানে লোকে লোকারণ্য।

বলা হয় -আজিজ মিসির তাঁহার পরিষদের অনুচরসহ ইউসুফ দর্শনে আসিলেন এবং তাঁবুর এক স্থানে উপবেশন করিলেন। তারপর পুরুষ একদিকে ও স্ত্রীলোক একদিকে বসিলেন।

মালিক ইউসুফকে নিজের সম্মুখে বসাইয়া স্নান করাইল। তৎপর উৎকৃষ্ট রেশমী পোশাকে সুসজ্জিত করিল। মাথায় পরানো হইল একটি শাহী তাজ। কানে বালি পরানো হইল স্বর্ণের আর তাহা ছিল শুভ্রবর্ণের মোতিখচিত। উহাতে তাহার বক্ষদেশ সমুজ্জ্বল হইল। তারপর দুই হাতে মণিমুক্তাখচিত সুন্দর বালা পরানো হইল। আঙটি পরানো হইল দশ আঙ্গুলে দশটি। সে-যুগে নারীপুরুষ সকলে হাতে বালা পরিধান করিত। তারপর কস্তুরী, কর্পূর ও আম্বর দ্বারা তাহাকে সুবাসিত করা হইল। কোমরে হীরকখচিত পেটি পরানো হইল। পাদুকাদ্বয় ছিল স্বর্ণের ও উহার নাল ছিল মোতির এবং এয়াকুত ও বিভিন্ন মণিমুক্তাখচিত। তাঁহার হাতে একখানি দণ্ড দেওয়া হইল।

তারপর, তাঁহার বাহন সাজানো হইল স্বর্ণদ্বারা এবং ইহার (বাহনের) রৌপ্য লাগাম দ্বারা। ইউসুফ বাহনে আরোহণ করিলেন।... মালিক দরজা খুলিবার জন্য হুকুম দিল। এবং দরজার উপর দিয়া লোকজনকে ডাকিয়া বলিল,- "হে মিসরবাসী, এই সে ইউসুফ আপনাদের সম্মুখে হাজির।" ইউসুফ বিপুল সাজসজ্জা সহকারে বাহির হইলেন। তাঁহার ডানে ও বামে সত্তর জন করিয়া অনুচর হাতে পাখা লইয়া ব্যজনরত। অশ্বের কণ্ঠের বল্গা হাতে দাঁড়িয়ে মালেক, সদাগরের পেছনে আজিজের দেহরক্ষী সিপাই এবং সম্মুখে আজিজের দারোয়ান পথ হইতে লোক সরাইয়া দিতেছিল। সওদাগর অগ্রসর হইল; ইউসুফ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহাকে তাঁবুর ভিতরে বসানো হইল। তাঁবুটি লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। সওদাগর তাঁবুর পর্দা উন্মোচন করিলেন। ইউসুফের চেহারা সূর্য- চন্দ্রের ন্যায় ঝলসাইয়া উঠিল।

এমন সময় খবর হইল, ইস্তালুনের (اسطالون) কন্যা 'ফারেগা' (فارغه) আসিতেছেন। তিনি মিসরে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী মহিলা ছিলেন। তিনি তাঁহার সব কিছু দিয়াও যখন ইউসুফকে ক্রয় করিতে পারিলেন না, তখন তিনি লোহিত সাগরের তীরে একটি গৃহ নির্মাণ করিয়া জীবন কাটাইয়া দিলেন। জাস্য়া বাদশাহও তাঁহাকে খরিদ করিতে আসিয়া ব্যর্থকাম হইলেন।

আজিজ মিসর জুলেখাকে ইউসুফ দর্শনে গমন করিবার অনুমতি দিলেন। জুলেখার জন্য দ্বার খুলিয়া দিতে বলা হইল। তিনি এক হাজার পরিচারিকা, এক হাজার দেহরক্ষী সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন এবং সেখানে পৌঁছিয়া ইউসুফের মুখামুখী হইলে এবং তাঁহার চোখে চোখ পড়িলে, তিনি এক চিৎকার দিয়া বেহুঁশ হইয়া বাহন হইতে পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইলে, পরিচারিকারা তাঁহাকে সামলাইল।

এক বর্ণনায় আছে, বাদশাহ 'ফতীফুর' (فطيفور) জুলেখার নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে তাঁহার প্রাসাদে বাঁদী ছিল।

জুলেখার (زليخا) কাহিনী হইল এই যে, তিনি পশ্চিম দেশীয় এক রাজার কন্যা ছিলেন। রাজার নাম ছিল طيموس তাইমুস। সেই যুগে জুলেখার চেয়ে সুন্দরী কন্যা ছিল না। তিনি স্বপ্নে হজরত ইউসুফের রূপ দর্শন করে যেন তিনি তাঁহার

পাশে দণ্ডায়মান। স্বপ্নে তাঁহার রূপ-সৌন্দর্য দেখিয়া জুলেখা জ্ঞানহারা হন। ঘুম হইতে তিনি প্রেমপাগলিনী অবস্থায় জাগরিতা হন। মিসর হইতে তাঁহাদের দেশ ছিল ছয়মাসের পথ। দিনে দিনে তিনি ক্ষীণা ও তাঁহার অস্থি শীর্ণ এবং চেহারা পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিল। দেহের কান্তি ইউসুফের প্রেমে বিবর্ণ হইয়া গেল। ইহা ছিল রাজা ফতীফুরের (فطيفور) সঙ্গে তাহার বিবাহের পূর্ব-ঘটনা। তিনি তখন মাত্র নবম বর্ষীয়া বালিকা। তাহার অবস্থা দর্শনে পিতা বলিল,- "কন্যে তোমার একি অবস্থা দেখিতেছি?" কন্যা বলিল,- "পিতঃ আমি স্বপ্নে এমন রূপ দেখিয়াছি, পৃথিবীতে কোথাও ইহার তুলনা নাই। আমি তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি; কিন্তু জাগরিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া যাহা হইয়াছে. তাহা তো দেখিতে পাইতেছ।" পিতা বলিল,-"যদি সেই যুবকের দেশ বাড়িঘর জানিতাম, তবে তাঁহাকে তোমার জন্য আনিয়া দিতাম; আমার ধন-সম্পদও ব্যয় করিতাম।"

দ্বিতীয় স্বপ্ন : অতঃপর, পরবৎসর জুলেখা তাহাকে দ্বিতীয়বার স্বপ্নে দেখেন, তাঁহার কাছে দাঁড়ানো (অবস্থায়)। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন," তুমি কে? বল, তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় তোমাকে খোঁজ করিব? আর তুমি কাহার জন্য?" স্বপ্নের যুবক বলিলেন, "আমি মানুষ, আমি তোমারই এবং তুমিও আমার। তুমি আমাকে ছাড়া আর কাহাকেও গ্রহণ করিও না।" জুলেখা জাগরিত হইয়া বহু কাঁদিলেন। ইহা দেখিয়া পিতা বলিলেন," -কিহে দুর্ভাগিনি! তোমার কি হইল।" কন্যা বলিল, "বিগত রাত্রে আমি আবার সেই রূপ দেখিয়াছি, যেমন পূর্ব বৎসর দেখিয়াছিলাম অবিকল সেইরূপ। আমি তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসাও করিয়াছি। সে বলিল, আমি মানুষ, আমি তোমার এবং তুমি আমার। কিন্তু জাগিয়া পরে তাহাকে দেখিতেছি না, তাই আমার এই অবস্থা, যাহা তুমি দেখিতেছ।" পিতা বলিলেন,- "হে দুর্ভাগিনি! তাহার ঠিকানা কোথায় জিজ্ঞাসা কর নাই?" কন্যা বলিল- 'না'। তারপর জুলেখা উন্মাদিনী হইল; সুতরাং তাহাকে বন্দী করিয়া কারাগারে রাখা হইল এক বৎসর।

তৃতীয় স্বপ্ন : অতঃপর আর একবার তিনি তাহাকে স্বপ্নে দেখিলেন এবং বলিলেন,- "তোমার জন্য আমি পাগল হইয়াছি। তুমি কে, তোমাকে আমি কোথায়ই বা খোঁজ করিব, বল?" তিনি বলিলেন,- "আমাকে মিসরে খোঁজ করিবে; আমি মিসরের বাদশা।" রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন ও তাঁহার পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন,- "হে পিতঃ আমার শিকল খুলিয়া দাও; আমি ভাল হইয়া গিয়াছি; আমি তাহার দেশ জানিয়াছি।" জুলেখা সেই স্বপ্নদৃষ্ট যুবকের প্রেমে পাগলিনী উন্মাদিনী হইয়া রহিল, আর বলিতে থাকিত-"হায়, আমি কাহার সাথে সেই দেশে যাইব। হায় তুমি আমা হইতে দূরে হইলেও প্রাণ যে আমার তোমারই সাথে। আর তোমার প্রেম আমাকে উন্মাদিনী করিয়াছে"। (এইখানে একটা কবিতা আছে।)

খলফুল মুফসির (خلف المفسر) বলেন, জুলেখার পিতার নিকট বিভিন্ন উনিশটি দেশের রাজার দূত আসিল; তাহারা তাহাকে বিবাহ করিতে চায়। তাহাদের মধ্যে মিশরের দূত ছিল না। জুলেখা তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,- "এই সকল দূত কোথাকার?" পিতা বলিলেন,- "তাহারা সকলবহ (سقليه -), হাবশা (حبشه).

দমিয়্যাত (دمياط), তনীস (تيس), তরাবলস (طرابلس) এবং গণিয়া অবশিষ্ট চৌদ্দটির সংখ্যা বলিলেন।" জুলেখা বলিল, -"কি আশ্চর্য! প্রত্যেকটি দেশ হইতে দূত আসিল, অথচ মিশর হইতে কোন দূত আসে নাই।"

কবিতা

আমি পীড়িত আমার শয্যা পার্শ্বে সবাই আসিয়াছে।
কিন্তু কি হল তোমার? যার পরিচর্যা তুমি চাও, তাকে দেখিতেছ না।

অন্য ক্ষেত্রে

হে জ্বীনের চিকিৎসক! সাবধান, মরণ তোমার চিকিৎসায়।
মানুষের চিকিৎসক অনেক ভাল আমার রোগে।।

অন্য ক্ষেত্রে

চিকিৎসক অজ্ঞাতাবশতঃ আমার হাত স্পর্শ করিল।
আমি বলিলাম,- আমি প্রেমের রোগী আমার হাত ছাড়॥
আমার পাণ্ডুরতা জ্বরের উত্তাপে নয়।
বরং বিরহের অগ্নিতে বিদগ্ধ আমার কলিজা॥

জুলেখা বলিলেন,- "আমি মিশরের দূত ব্যতীত অন্য কোন দেশের দূত চাই না।" তাঁহার পিতা বলিল,- "সকল বাদশাই তোমার জন্য ঘটক প্রেরণ করিয়াছে"। কন্যা বলিল,- "আমি সেগুলি প্রত্যাখ্যান করিতেছি। কেননা– প্রেমের শুরুও নাই, শেষও নাই (ان المحبة لاأول لها ولانهاية)।

তৃতীয় স্বপ্নের পর মিশরে দূত প্রেরণ

অতঃপর, জুলেখার পিতা মিশরের বাদশা ফতীফুরের (فطيفور) নিকট দূত মারফত জানাইলেন, "আমার একটা কন্যা আছে; সে আপনাকে ব্যতীত আর কাহাকেও চায় না। যদি আপনি তাহাকে গ্রহণ করেন, তবে আমি আপনাকে আমার রাজ্য, সম্পদ প্রভৃতি যাহা চাহিবেন, তাহা প্রদান করিতে রাজী আছি।" ফতীফুর ইহার উত্তরে লিখিলেন, "আমাকে যে চায়, আমি তাহাকে কবুল করিতে রাজী আছি। যে আমাকে ভালবাসে আমিও তাহাকে ভালবাসি; আমি কিছুই চাই না।" বর্ণিত আছে অতঃপর তাঁহাকে উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া সহস্র পরিচারিকা, সহস্র অশ্বতর,সহস্র ভৃত্য, সহস্র উষ্ট্র, চল্লিশ বোঝা স্বর্ণমুদ্রা, চল্লিশ বস্তা রেশমী বস্ত্র এবং চল্লিশ বস্তা চম্বল ও অসি সহ মিশরে প্রেরণ করিলেন। জুলেখা মিশরে পৌঁছিলে পরম উৎফুল্ল হইলেন। কেননা স্বপ্নে তাহার শান-শওকত (জাঁকজমক) দেখিয়াছিলেন।

মিশরের রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে জুলেখার স্থান হইল। এখানে অবস্থান কালে, তথায় ফতীফুর অর্থাৎ আজিজ প্রবেশ করিলেন এবং তিনি জুলেখার মাথা হইতে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন। তখন জুলেখা তাঁহাকে দেখিলেন এবং নিকটস্থ পরিচারিকাকে বলিলেন,- "এই ব্যক্তি কে আমাদের এখানে প্রবেশ করিয়াছে?" পরিচারিকা বলিল,- "আহ্ চুপ করুন। এই তো আপনার স্বামী।" ইহা শুনা মাত্র

জুলেখা অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং পর দিন ভোর পর্যন্ত তিনি অচেতন অবস্থায় কাটাইলেন। তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিলে তিনি হাহুতাশ করিয়া বলিলেন, - "হায় এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত দীর্ঘ সফর,- সবই বৃথা।" দাসী বলিল,- "এই সব কি বলিতেছেন? আপনার কি হইল?" জুলেখা বলিলেন,- "দাসী আমি তিন– তিন বার যাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি, এই তো সে লোক নহে।" তখন তিনি এক দৈব শব্দ শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে,-"হে জুলেখা অধীর হইও না, দুঃখ করিও না, ধৈর্য ধারণ কর। তুমি তোমার স্বামীকে লাভ করিবে; তাঁহার প্রতি ভালবাসা অক্ষুণ্ন রাখ। উহাই একদিন তোমাকে তোমার স্বপ্নের স্বামীর সহিত মিলনে সাহায্য করিবে"।

জুলেখা চুপ করিলেন। আজিজ জুলেখার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে নিজ শয্যায় গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দাম্পত্য মিলন ঘটিল না। কারণ জুলেখা ইউসুফের জন্য সৃষ্টি হইয়াছিলেন এবং ইউসুফও তাঁহারই জন্য। সুতরাং যখন আজিজ জুলেখার শয্যায় শয়ন করিত তখন জুলেখার পরিবর্তে এক পরী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইত। আজিজ উহাকেই জুলেখা মনে করিতেন। (এই ভাবে দিন কাটিতেছিল)।

ইউসুফকে বিক্রয়ের দিন

অতঃপর, যে-দিন ইউসুফকে বিক্রয়ের দিন আসিল, আজিজ জুলেখাকে ইউসুফকে ক্রয় করিবার জন্য যাইতে অনুমতি দিলেন। জুলেখা জানিতেন না যে সেই দাস কে। অতঃপর যখন সেই দাসের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তখন তিনি শিহরিয়া উঠিলেন এবং চীৎকার দিয়া পড়িয়া যাইতে উপক্রান্ত হইলেন। দাসীগণ তাঁহাকে ধরিল এবং ধৈর্য অবলম্বন করিতে বলিল। তিনি অনেকক্ষণ যাবৎ সংজ্ঞা হারাইয়া রহিলেন। সংজ্ঞা প্রাপ্তা হইলে দাসী জিজ্ঞাসা করিল,- "রানী, আপনার কি হইল?" তিনি বলিলেন,- "ঐ যে দাস, সেই তো আমার স্বপ্নদৃষ্ট স্বামী; আমি জগতে তাহাকে একমাত্র স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।" দাসী বলিল, " চুপ করুন, বাদশা শুনিতে পাইলে আপনাকে বর্জন করিবে।" তাহার পর জুলেখা দাসীকে বলিলেন,- "দাসী, যা তুই গিয়া তাঁহার কানে কানে বল, -তিনি যেন আমাকে ছাড়া আর কাহাকেও গ্রহণ না করেন; আমি তাঁহার জন্য সব ধনরত্ন উজাড় করিয়া দিব। আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি।" দাসী যাইয়া উহা ইউসুফের কানে কানে বলিল এবং ইউসুফও তাহাকে বলিয়া দিলেন,"আমিও তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি; তাঁহাকে বল তিনি আমার এবং আমি তাঁহার। কিন্তু আমাদের মিলনের পথে বহু বাধাবিঘ্ন ও অন্তরায় রহিয়াছে।"

বাদশার এক বাঁদী ছিল, তাহার নাম ছিল হাসনা। সে জুলেখার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। সে এই সব কথাবার্তা শুনিতে পাইল এবং বাদশার নিকট লোক পাঠাইয়া খবর দিল যে বাদশা যেন দাস না কিনেন; কারণ এই এই ব্যাপার রহিয়াছে। বাদশা উহার কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না।

জুলেখা আজিজ মিসিরের নিকট সংবাদ পাঠাইল যেন এই দাস হাতছাড়া না হয়, যদিও সব ধনসম্পত্তি ইহার জন্য দিতে হয়। যখন দাস খরিদ করার ব্যাপারে জুলেখার

একান্ত আগ্রহের কথা সওদাগর শুনিতে পাইল, তখন সে উহার মূল্য বাড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিল।

অতঃপর, আজিজ মালিক-বিন-জারকে দাসের মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, দাসের দেহের ওজনের পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য, মোতি, এয়াকুত, আর আম্বর, কর্পূর এবং মিশক দিতে হইবে। আজিজ বলিলেন, ইহাতেই সম্মত হইলাম।

হজরত ইউসুফকে ওজন করা হইল, -এক পাল্লায় ইউসুফ অন্য পাল্লায় পঞ্চাশ হাজাব দীনার; কিন্তু ইউসুফ ভারী রহিলেন। পুনরায় ঐ পরিমাণ মুদ্রা পাল্লায় দেওয়া হইল। ইহাতেও ইউসুফ ভারী রহিলেন। এইভাবে পুনঃপুনঃ মুদ্রা দেওয়া হইতে লাগিল, -এমন কি আজীজের রাজকোষ শেষ হইয়া গেল। কিন্তু ইউসুফই ভারী রহিলেন।

বাদশাহ এই অবস্থা দেখিয়া কোষাধ্যক্ষকে ধন আর অবশিষ্ট ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে জানাইল যে ধন আর অবশিষ্ট নাই। বাদশাহ এহেন অবস্থায় মালিককে ডাকিয়া বলিলেন," যদি তোমার ভিতরে কিছু মহানুভবতা থাকে, তবে দাসটি আমাকে দান কর; আমি আর তোমাকে অর্থ দিতে সমর্থ হইব না। মালিক বলিল, -আপনাকে দাস দিলাম, আর আপনাকে অর্থ দিতে হইবে না। মালিক ধনের স্তূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মনে মনে বলিল, -এত ওজন ছিল এই দাসের! অতঃপব হজরত ইউসুফের দিকে তাকাইতেই তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য চোখে পড়িল। ইহাতে সে চীৎকার দিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িল। লোকে মনে করিল সে মরিয়া গিয়াছে। তাহার হুঁশ হইলে, হজরত ইউসুফকে মালিক জিজ্ঞাসা করিল, "হে ইউসুফ তোমার কি হইয়াছে? তোমাকে পূর্বে এমন দেখি নাই। ধনই আমি বড় দেখিয়াছি, কিন্তু আজ যখন তোমাকে দেখিলাম, তখন বিনিময়ে এই ধন সামান্যই মনে হইল।.... মালিক বলিল,- "তুমি আমার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছিলে যে তোমার কথা আমাকে জানাইবে।" ইউসুফ বলিলেন,- "হ্যাঁ বলিব, তবে একটি শর্তে; ইহা এই যে, তুমি আমার এই কথা কোথাও প্রকাশ করিতে পারিবে না।" মালিক বলিল,-হ্যাঁ, আমি এই বিষয়ে তোমার সহিত অঙ্গীকারবদ্ধ হইলাম। ইউসুফ বলিলেন,- "আমিই সেই বালক, যাহাকে তুমি মিশর দেশে স্বপ্নে দেখিয়াছিলে তোমার শৈশবে । আমি ইউসুফ, বনি ইসরাইলের বংশীয় নবী এয়াকুবের পুত্র, যিনি ইসহাকের পুত্র এবং ইসহাক ইবরাহীম খলিলুল্লাহর পুত্র।" ইহা শুনিবা মাত্র সে চীৎকার দিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িল। তাহার চেতনা হইলে, সে হায় হায় করিয়া বলিতে লাগিল,- "হায় সর্বনাশ, হায় লজ্জা, হায় তুচ্ছ সওদাগরী।"

অতঃপর, মালিক-বিন-জার বলিল,- "হে মহান সন্তান , আমার কয়েকটি কন্যা মাত্র আছে,-কোন পুত্র-সন্তান নাই। আপনি নবী পরিবারের সন্তান।আপনার প্রার্থনা খোদার দরবারে অব্যর্থ। আপনি প্রার্থনা করুন, আল্লাহ আমাকে পুত্র-সন্তান দান করুন। হজরত ইউসুফ তাঁহার পুত্রসন্তান লাভের জন্য দোয়া করিলেন। ফলে তাঁহাব চব্বিশটি পুত্রসন্তান জন্মে। (ইহাদের নাম দেওয়া আছে)।

ইউসুফকে বিক্রয়ের পর

হজরত ইবনে আব্বাস বলেন,- আজীজ ইউসুফকে খরিদ করিলেন এবং কোষাগারের সব ধনরত্ন ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে আজীজ সৈন্যদের চিন্তায়

শঙ্কিত হইলেন; কারণ কোষাগার শূন্য হইলে, সৈন্যগণ বাধ্য থাকে না এবং সৈন্য ব্যতীত রাজার রাজত্ব চলে না। তাঁহার কোষাগার যখন শূন্য হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি কিভাবে রাজত্ব চালাইবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান আশঙ্কা। অতঃপর, তিনি তাঁহার রাজকোষে কোন ধন অবশিষ্ট আছে কিনা কোষাধ্যক্ষকে খুঁজিয়া দেখিতে আদেশ দিলেন। কোষাধ্যক্ষ রাজকোষে ঢুকিয়া দেখিলেন, রাজকোষ শূন্য নহে -একেবারেই পরিপূর্ণ। সে রাজকোষ হইতে বাহির হইয়া হাসিমুখে আজীজকে এই কথা জানাইল। বাদশাহ বলিলেন, ইহা কেমন করিয়া হয়? কোষাধ্যক্ষ বলিল,-"তাহাতো বলিতে পারি না। তবে, আপনি যে দাস কিনিয়াছেন, এই রহস্য সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।" বাদশা ইউসুফকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,- "আমার প্রতি অনুগ্রহবশতঃ আল্লাহ ইহা করিয়াছেন যেন পরে আমার কাজের জন্য আপনারা আমাকে তিরস্কার না করেন; আফসোস না করেন; পরে আপনার অনুগৃহীত না হই; বরং আপনি ও আমি আল্লাহর অনুগৃহীত হই।"

এই ঘটনার পর আজীজের দৃষ্টিতে ইউসুফের মর্যাদা বাড়িয়া গেল এবং তিনি ইউসুফকে সম্মানের চোখে দেখিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,- "আমার ধনাগার সোপর্দ করিলাম; তুমি উহা ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারিবে।" মিসর হইতে যিনি ইউসুফকে খরিদ কবিলেন তাহার স্ত্রী (জুলেখাকে) বলিলেন, " তাহাকে বিশেষ যত্নে ও সম্মানে রাখিবে। সম্ভবতঃ সে আমাদের উপকারে আসিবে অথবা তাহাকে আমরা পুত্র হিসাবেও গ্রহণ করিতে পারি।"

আজিজ যখন ইউসুফকে ক্রয় করিলেন, তখন তাঁহার দাস দাসী ও পরিবারবর্গকে ইউসুফের সেবায় নিয়োজিত করিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, যেন তাঁহার সেবায় ও যত্নে ক্রটি না হয়।

জুলেখা ইউসুফকে খরিদ করার পর, তাঁহার প্রেমে অতি অধীর হন এবং তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করেন। আজীজ তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দেন এবং তাঁহার সাথে সিংহাসনে বসান। জুলেখা ছিলেন নিঃসন্তান, তাঁহার কোন পুত্রকন্যা ছিল না, সুতরাং আজিজ বলিলেন: সে তোমার 'সন্তান তুল্য' হইবে। তুমি যথাশক্তি তাঁহার সেবা-যত্ন কর। জুলেখা হজরত ইউসুফকে ক্রয় করিলেন, তাঁহাকে ভালবাসিলেন, সজ্জিত করিলেন এবং তাঁহাকে মান-সম্মানে ভূষিত করিলেন।

মহল নির্মাণ

ইবনে আব্বাস বলেন,- জুলেখা বলিল, আজিজ আমাকে ইউসুফের যত্ন লইতে ও সেবা করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং, আমি তাঁহার জন্য এমন একটি মহল নির্মাণ করিতে চাই যে, উহার কোন তুলনা নাই। অতএব কৌশলী ও কারিগরদিগকে একত্রিত করিলেন এবং বলিলেন, "-আমি তাঁহার জন্য এমন ঘর তৈয়ার করিব যে, যদি তিনি পূর্ব দিকে থাকেন, তবে তাঁহাকে উহার বিপরীত দিকে দেখা যাইবে আর যদি তিনি পশ্চিম দিকে থাকেন তবে উহার বিপরীত দিক অর্থাৎ পূর্ব দিকে দেখা যাইবে যদি তিনি উপরে থাকেন তবে নীচে দেখা যাইবে আর যদি তিনি মেজেতে থাকেন, তবে তাঁহাকে ছাদে দেখা যাইবে। এবং তিনি যেখানেই থাকেন, আমাকে যেন দেখিতে পান।

যাহা হউক জুলেখা ইউসুফের জন্য একটি চতুষ্কোণ ঘর নির্মাণ করিলেন: উহার ১. এক খাম্বা ছিল কাষ্ঠের, ২. একখানা খাম্বা জমরুদ পাথরের, ৩. একখানা ছিল ফিরোজা পাথরের, ৪.এবং একখানা আকীক পাথরের। এবং উহাদের মধ্যে ছিল দুইটি দণ্ড; উহা বিভিন্ন মণিমুক্তা দ্বারা খচিত ছিল। উহাতে চারিটি রূপার স্তম্ভ ছিল এবং প্রত্যেক স্তম্ভের নীচে একটি রৌপ্যনির্মিত ষাঁড় এবং স্বর্ণনির্মিত একটি ঘোড়া নানা মণিমাণিক্য খচিত ছিল। উহাদের চক্ষুর্দ্বয় লালবর্ণ এয়াকুত পাথরের। আর গৃহের ভিতরে নানা প্রকার পাখী আর পশু স্বর্ণ রৌপ্যের দ্বারা নির্মিত হইল। এবং গৃহের নিম্ন দিকে রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্মিত বৃক্ষসমূহ নির্মিত হইয়াছিল। উহার প্রত্যেকটি বৃক্ষ মণিমুক্তা প্রভৃতিতে জড়িত ছিল। গৃহের ছাদ স্বর্ণখচিত চন্দ্রতারা (চাঁদোয়া) দ্বারা আবৃত করা হইল। এবং গৃহের মেজে নানা বর্ণের সুসজ্জিত ফরাশে আবৃত করা হইল। সেই ফরাশের সন্নিকটে মূল্যবান কাষ্ঠনির্মিত একটি পালঙ্ক, উহার প্রতি কোণে রৌপ্যনির্মিত এক মৃগ-শাবক এবং স্বর্ণনির্মিত দুইটি করিয়া দাস (গোলাম); উহাদের একজনের হাতে একটি করিয়া স্বর্ণনির্মিত প্রদীপ। গৃহের দরজাগুলি আবলুস কাঠের এবং হস্তিদন্ত নির্মিত। উহার প্রতি দরজায় একটি করিয়া স্বর্ণনির্মিত ময়ূর, যাহার পাখা ছিল রৌপ্যের, মস্তক জমরুদ প্রস্তরের, ঠোঁট আকীক পাথরের, লেজ ও পালকগুলি ফিরোজা পাথরের। উহার উদর ছিল কস্তুরীপূর্ণ।

অতঃপর, এই গৃহের মধ্যে আব একটি গৃহ নির্মাণ করা হইল। উহার উপর-নীচের প্রাচীর ছিল কাচনির্মিত। জুলেখা তাহার বাঁদীকে বলিয়া রাখিল,-'আমি এই কেনানী গোলামের প্রেমে আত্মহারা হইয়াছি।' বাঁদী বলিল,-'মা আমাকে সাজগোজ করিয়া দিন, আমি তাহাকে ডাকিয়া আনি।' জুলেখা উহাই করিল। বাঁদী গিয়া ইউসুফকে ডাকিয়া আনিল। তখন জোহরের সময় হইয়াছিল।...... জুলেখা ইউসুফকে সম্বোধন করিয়া বলিল,- "হে প্রিয়তম, হে আমার নয়নমণি, হে আমার হৃদয় প্রসূন, এই মহল তোমারই জন্য নির্মাণ করিয়াছি।" ইউসুফ বলিলেন,- 'আল্লাহ আমার জন্য বেহেশতে মহল নির্মাণ করিয়াছেন, ইহা এই মহল হইতে উত্তম, ইহা কখনও নষ্ট হইবে না।' জুলেখা বলিল,- "ইউসুফ, আমি যাহা বলি, উহাতে সম্মত হও।" ইউসুফ বলিলেন- "আমি ভয় করি ,আল্লাহ আমাকে তোমার মহল শুদ্ধ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবে। ...জুলেখা ইউসুফকে নানাভাবে ফুসলাইতে লাগিল; ইউসুফ কিছুতেই জুলেখার কু-প্রস্তাবে রাজী হইলেন না, আল্লাহর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছিলেন...।

কোরআন শরীফে বলা হইয়াছে-(وقال نسوة فى المدينة امرأة)অর্থাৎ মিসরের একদল স্ত্রীলোক বলিল, আজীজের স্ত্রী এক যুবকের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যখন জুলেখা নারীদের দ্বারা তাহার দুর্নাম রটনার কথা জানিতে পারিলেন, তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন অর্থাৎ যিয়াফৎ (ضيافة) দিয়া পাঠাইলেন। তিনি তাঁহার গৃহ নানা সজ্জায় সজ্জিত করিলেন, স্বর্ণখচিত গালিচা এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মাণিক্য খচিত কুরসী পাতিলেন। দাসী বলিল, "তাঁহারা আপনার কুৎসা রটনা করিতেছে, আর আপনি কিনা তাহাদের সম্মানের জন্য আয়োজন করিতেছেন।" জুলেখা বলিল,- "আমি তাহাদিগকে প্রতিঘাত করিয়া শাস্তি দিব না , বরং ইউসুফের দর্শন দ্বারাই শাস্তি দিব। যাও, ইউসুফকে সাজাও এবং তাহাদের অন্তরালে রাখ।"

কোরআনের ভাষায়,- তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য তুরঞ্জ-এর ব্যবস্থা করা হইল। এবং প্রত্যেক রমণীর হাতে একখানা করিয়া চাকু (সিক্কীন) দেওয়া হইল যেন তাহারা উহা কাটিতে পারে। নিমন্ত্রিতা মহিলাগণ আসিলে তাহাদিগকে কুরসীতে বসিতে দেওয়া হইল। তাহাদিগকে বলা হইল, আদেশ না করা পর্যন্ত যেন ফলটি না কাটেন।

অতঃপর , হজরত ইউসুফকে বিভিন্ন সাজে সাজানো হইল: তাঁহার মাথায় একটি মুকুট, গায়ে মণিমাণিক্যখচিত জামা, পায়ে হীরকখচিত জুতা পরানো হইল। ইউসুফকে সভায় হাজির করা হইলে, সকলে দেখিল,- তিনি যেন মিরজান মণির দণ্ডের ন্যায়, মধ্যরাত্রির চাঁদিমার ন্যায় ঝলমল করিতে করিতে (ভিন্ন প্রকোষ্ঠ হইতে) বাহির হইলেন। মহিলারা ইউসুফের দিকে তাকাইয়া বলিলেন," এতো মানুষ নয়, এ যে এক স্বর্গীয় ফেরেশতা।"

অতঃপর জুলেখা মহিলাদিগকে হাতের তুরুঞ্জা ফল কাটিবার নির্দেশ দিল। তাহারা তাহা করিতে গিয়া তুরুঞ্জার পরিবর্তে হাতের আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিলে রক্তপাত হইল, আঙ্গুল কেটেও তাহারা অনুভব করিতে পারিল না। তারপর জুলেখা নিজের কীর্তিকলাপ রাজমহিলাদের নিকট স্বীকার করিলেন। আমি তাহাকে নানাভাবে প্ররোচিত করিয়াছি; কিন্তু সে আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছে। অতঃপর যদি সে আমার কথামতো কাজ না করে তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইবে।.... সে সর্বতোভাবে নিঃস্ব হইবে।

অতঃপর ,আজীজ সকল প্রমাণ দেখিতে পাইলেন। উহা ছিল সম্মুখ দিক হইতে ছিন্ন জামা, দুগ্ধপোষ্য শিশুর সাক্ষ্য এবং মূর্তির সজিদা, শূন্য কোষাগার পূর্তি প্রভৃতি। আজীজ তাহার পারিষদবর্গের নিকট বলিল,-" জুলেখাই অপরাধী, ইহাই আমার নিকট সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু, যেহেতু সে আমার স্ত্রী, সেহেতু ইউসুফকেই দায়ী করিতে চাই, যাহাতে লোকে তাহার নিন্দা না করে।" উজীর বলিল, "উহাতে আপনার উদ্দেশ্য কি?" আজীজ উত্তর দিলেন,- "উদ্দেশ্য হইতেছে জুলেখাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া। আমি দেখিতেছি ইউসুফকে কারারুদ্ধ করিয়া জুলেখার চক্ষের আড়াল করার তুল্য কঠিন শাস্তি আর কিছুই হইতে পারে না; কেননা প্রেমাস্পদকে দেখিতে না পাওয়ার মতো কঠিন শাস্তি আর কিছুই নাই।"

অতঃপর, কোরানের ভাষায়, -এবং তাঁহার সহিত আরও দুইজন যুবক কারাগারে প্রেরিত হইল। উহারা উভয়েই আজীজের কর্মচারী: একজন খাদ্য প্রস্তুতকারী; উহার নাম 'শরহিয়া', অপরজন পানীয় সরবরাহকারী; উহার নাম 'বরহিয়া'। উহারা উভয়েই হজরত ইউসুফের সঙ্গী ছিল।.... ইউসুফ কারাগারের বাসিন্দাদের দৃষ্টিতে বন্দী ছিলেন বটে, আসলে তিনি ছিলেন স্বাধীন, কেননা জুলেখা তাহার জন্য খাদ্য, পানীয় এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পাঠাইত।

একদিন কারাগারে জিবরিল অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহার মুখের লালা হজরত ইউসুফের মুখে প্রদান করিলেন। ইহাতে হজরত ইউসুফ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিশারদ হইলেন।

অতঃপর একদিন ইউসুফের নিকট সেই দুইটি যুবক আসিল। তাহাদের একজন বলিল, "আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি তিনটি ফলের রস নিংড়াইয়া শরাব তৈয়ারী

করিতেছি।" অপরজনে বলিল,- "আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি মাথায় করিয়া রুটি বহন করিতেছি; পাখী উহা ঠোকরাইয়া খাইতেছে।

তাঁহারা উভয়েই বলিল,- "হে ইউসুফ, তুমি আমাদের স্বপ্নেব ব্যাখ্যা করিয়া দাও; তোমাকে আমরা পুণ্যাত্মা বলিয়াই জানি।" ইউসুফ বলিলেন, -"হে সাকী তুমি তিন দিন পরে মুক্তি পাইবে এবং বাদশাহকে শরাব পরিবেশন করিবে। আর তুমি হে রুটিওয়ালা, আগামী দিন বাহির হইবে এবং তোমাকে শূলে চড়ানো হইবে।" ইহা শুনিয়া সে চীৎকার দিয়া বলিল,-"তুমি মিথ্যা বলিয়াছ।" অতঃপর রুটিওয়ালাকে বাহির করা হইল এবং শূলে চড়ানো হইল। পাখীগুলি তাঁহার মগজ ঠোকরাইয়া খাইল। হজরত ইউসুফ যাহাকে মুক্তিলাভ করিবে বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, তাহাকে বলিলেন,- "তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা উল্লেখ করিবে।" সে বলিল,-"আমি উহা করিব।" কিন্তু শয়তান তাহাকে উহা ভুলাইয়া দিল। ফলে হজরত ইউসুফ দীর্ঘদিন কারাগারে থাকিলেন।

এই সময়ে হজরত ইউসুফ কারাগার হইতে এক আরবী বণিক মারফত তাঁহার পিতাব নিকট কেনানে সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন এই বলিয়া,- "হে বণিক আপনি কি কেনানে একটি বৃক্ষ চিন, যাহার বারটি শাখা। উহার একটি শাখা কর্তিত হওয়াতে বৃক্ষটি কাঁদিতেছে। আর সেই শাখাটিই ছিল সর্বোত্তম।" ইহা শুনিয়া আরবী বণিক কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল, "ইহা তো ইবরাহীমের পুত্র ইসহাক এবং তৎপুত্র ইযাকুবেরই পরিচয়।" ইউসুফ বলিলেন,-"আপনি সেই বৃক্ষের নিকট আমার সংবাদ পৌছাইবেন। আল্লাহ ইহার জন্য পুরস্কাব দিবেন। আপনি, কেনানে পৌঁছিয়া বিশ্রাম করিবেন. তৎপব সেই দুঃখী বৃদ্ধের গৃহে যাইয়া বলিবেন, মিসরে এক দেশহারা যুবক কারাগারে বন্দী। সে আপনাকে সালাম পাঠাইয়াছে।" বণিক তাহাই করিল।

বর্ণনাকারী বলেন,- সাত বৎসর পূর্ণ হইলে, একদিন হজরত ইউসুফ আল্লার দরবারে সজিদা করিয়া বলিলেন,- "আল্লাহ আমাকে এই বন্দীখানা হইতে মুক্ত কর।" হজরত ইউসুফ একদিকে সজিদা করিতেছেন, আর অন্যদিকে বাদশা স্বপ্নে যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিচলিত হইলেন এবং বলিলেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি, -উহা ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি দরবারের সকল পারিষদকে ডাকিয়া বলিলেন,- "আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়া উহা ভুলিয়া গিয়াছি; তোমাদের বলিতে হইবে কি দেখিয়াছি।" সকলে উত্তর দিল, -"হে বাদশাহ, আমরা তো গায়েব জানি না।" বাদশাহ বলিল,-"আমাকে উহা বলিয়া দিতে না .পারিলে, তোমাদের কতল করা হইবে।" তাহারা বলিল (কোরানের ভাষায়) -"আপনি ভ্রান্তিমূলক স্বপ্ন দেখিয়াছেন. আমরা উহার ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ নহি।" "তখন বাদশাহের সাকী মাথা নাড়িল ও কাঁদিয়া ফেলিল। বাদশা বলিলেন, "কেন কাঁদিতেছ?" সে একটু পরেই বলিল, "হে বাদশাহ নামদার, কারাগারে বন্দী এক ইবরানী যুবক ব্যতীত ইহার ব্যাখ্যা কেহই বলিতে পারিবে না।"... বাদশাহ বলিলেন."-তুমি কিরূপে জান যে, সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলিতে পারে?" ইহাতে সে নিজের ও রুটিওয়ালার কিচ্ছা বর্ণনা করিল। বাদশাহ বলিলেন-"যাও, তাহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা কর।" সাকী বলিল-"আমি তাঁহার নিকট যাইতে লজ্জাবোধ করিতেছি; কেননা আমি তাঁহার নিকট ঋণী।" বাদশাহ বলিলেন, "যাও ভালমন্দ যাহা হয় আমি দেখিব।"

সাকী আস্তিন দ্বারা নিজমুখ ঢাকিয়া কারাগারে গিয়া ইউসুফের নিকট দাঁড়াইল। ইউসুফ বলিলেন,- "মুখ খুলিয়া আস্তিন উঠাও, শয়তানই তোমাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল।" সাকী মুখ খুলিয়া সজিদায় পড়িয়া গেল। ইউসুফ তাহাকে সজিদার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল-" আমি আপনার বাদশাহীর ভয় করিতেছিলাম।" ইউসুফ বলিলেন,- "আমার বাদশাহী কোথায়?" সাকী বলিল,- "আমি বিশ্বাস করি, আপনিই বাদশাহ হইবেন।" অতঃপর সাকী বাদশার কথা ইউসুফকে বলিল। ইউসুফ বলিলেন,- "আমি জানি, বাদশাহ কি স্বপ্ন দেখিয়াছেন।"

বাদশাহ্‌র স্বপ্ন

অতঃপর ইউসুফ বাদশাহর নিকট কারাগার হইতে আসিলে, বাদশাহ্ বলিলেন (কোরানের ভাষায়) -"আমি স্বপ্নে দেখিলাম, সাতটি মোটা-তাজা গাভী সাতটি শীর্ণকায় গাভী খাইয়া ফেলিয়াছে এবং সাতটি সবুজ শীষ সাতটি শীর্ণ শীষ খাইয়া ফেলিয়াছে।" ইহার ব্যাখ্যা কি? প্রথম সাত বৎসর মিসরে প্রচুর শস্য ও পরবর্তী সাত বৎসর দুর্ভিক্ষ।

মিসররাজ হজরত ইউসুফকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া নানা সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে রাজ্যের কোষাগার ন্যস্ত করা হইল; তিনি রাজ্যের সর্বেসর্বা হইলেন। এইভাবেই ইউসুফ মিসরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি সিংহাসনে বসিলেন। ইউসুফ যখন সিংহাসনে বসিলেন এবং সকল রাজকার্য নিজের হাতে লইলেন, তখন বাদশাহ্ বাজত্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। জুলেখা ইউসুফেব সহিত তাহার কীর্তিকলাপ স্মরণ করিয়া ভীত হইল ও পলায়ন করিল। ইউসুফ তাহাকে ভুলিয়া গেলেন। জুলেখা অন্ধ ও ভিখারিণী হইয়া এক জীর্ণ কুটীরে পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অবস্থান করিতে থাকিল।

যাহা হউক, বাবী বলিতেছেন, হজরত ইউসুফ তাঁহার রাজ্যে কৃষিকর্মীদিগকে সুফলা-বৎসরগুলিতে সর্বত্র চাষাবাদ করিতে নির্দেশ দিলেন, এমন কি উপত্যকা ও পর্বতের টিলা পর্যন্ত চাষাবাদ হইতে বাদ গেল না। এই সময় অনেকগুলি পঁচিশ গজ দীর্ঘ প্রস্তরের গৃহ নির্মিত হইল। উহাতে উৎপন্ন শস্যসমূহ ছড়াসহ সঞ্চিত করা হইল। সুফলা বৎসরগুলি চলিয়া গেল, দুর্বৎসর আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমাগত সাতবৎসর বর্ষা হইল না, এমন কি, বাতাস বহিল না,মাটিতে তৃণ পর্যন্ত জন্মিল না। সুতরাং প্রথম বৎসরে লোকেরা স্বর্ণরৌপ্যের বিনিময়ে রাজ-ভাণ্ডার হইতে খাদ্যক্রয় করিল; দ্বিতীয় বৎসরে মূল্যবান মণিমুক্তা যাহা ছিল, উহা দ্বারা খাদ্য ক্রয় করিল; তৃতীয় বৎসরে গৃহের আসবাবপত্রের বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহ করিল; চতুর্থ বৎসরে ঘরে যাহা কিছু অলঙ্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল, উহার দ্বারা খাদ্য কিনিল; পঞ্চম বৎসরে সন্তানাদির বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহ করিল; ষষ্ঠ বৎসরে বাদশার নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়া (বাদশাহের দাসত্বস্বীকার করিয়া) খাদ্য সংগ্রহ করিল; সপ্তম বৎসরে বাদশাহই খাদ্য সরবরাহ করিলেন, যেহেতু দেশবাসী তাঁহার দাসে পরিণত হইয়াছিল।

এইদিকে জুলেখার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িল। সে অতি দৈন্যদশায় পড়িয়া গেল। রাস্তার ধারে একটি ঝুপড়ি নির্মাণ করিয়া উহাতে থাকিত। ইতোমধ্যে তাহার স্বামী আজীজ মিসির(ফত্বীফুর) মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সে অন্ধ হইয়া

গেল। তাহার জীবন দুর্বিষহ হইয়া পড়িল। সে কখনও মূর্তি পূজা করিত । ইউসুফ রাজ্যের শহর বন্দরগুলি পরিভ্রমণ করিতেন; জুলুম অত্যাচারের বিচার করিতেন; লোকদিগকে সৎকাজের আদেশ দিতেন এবং অসৎকাজ করিতে নিষেধ করিতেন। তিনি যখন কোথাও অশ্বারোহণ করিয়া যাইতেন, তখন তাঁহার ডানে, বামে, সামনে ও পাছে এক লাখ করিয়া ঘোড়-সওয়ার চলিত। তাঁহার মাথার উপরে থাকিত হাজার নিশান, আর সম্মুখে হাজার তরবারীধারী। তাঁহার এই সাজসজ্জা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে এক বিরাট বাদশাহ বলিয়া ধারণা করিত।

এই সময়ে জুলেখা একটি শীর্ণ পশমী জুব্বা পরিধান করিত। উহা রশি দিয়া কোমরে বাঁধিত। সে রাস্তার পাশে অধীরভাবে হজরত ইউসুফের যাতায়াত লক্ষ্য করিত। ইউসুফ সেই স্থান অতিক্রমকালে জুলেখা ডাকাডাকি করিত, কিন্তু কেহই ইহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিত না এবং কেহই তাহার কথা স্মরণ করিত না। একদিন সে তাহার দাসীকে ডাকিয়া বলিল,-"তুই আমাকে রাস্তার উপর লইয়া যা; ইউসুফের সৈন্যবাহিনী চলাচলের ধুলাবালি আমার দেহে লাগুক। আমি এক প্রেম-ভিখারিণী।"

ইউসুফ তাঁহার শস্যাগার হইতে দান করিতেন। এইভাবে একগুদাম নিঃশেষিত হইলে অন্য আর একটি খুলিতেন। শামদেশের দিক হইতে কোন মেহমান আসিলে, তিনি তাহাদের বিশেষ যত্ন নিতেন। এই কারণে জুলেখাও শাম দেশের আগন্তুকদিগকে ভালবাসিতেন। শামদেশের অতিথিরা যখন দেশে ফিরিয়া যাইত তাহারা হজরত ইয়াকুবের গৃহে অবস্থান করিত এবং ইউসুফেব সৌন্দর্যের কথা, যত্নের কথা ও অনুগ্রহের কথা বলাবলি করিত। হজরত ইয়াকুব তাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া মনে মনে বলিতেন," ইহা পুণ্যাত্মার নিদর্শন।"

এই অবস্থায় হজরত ইয়াকুবের পুত্রগণ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,-" হে পিতঃ ! চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গেল; আপনি আমাদের প্রতি ফিরিয়াও তাকাইতেছেন না।... আমরা যে নাফরমানী করিয়াছি উহা ক্ষমা করিয়া দিন। আমরা আজ আপনাব নিকট দুঃখিত ও মর্মাহত হইয়া আসিয়াছি। আমরা আজ অভাবের তাড়নায় জর্জরিত, ক্ষুধার শিকারে পরিণত। হজরত ইয়াকুব বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে সেই ধন-সম্পদ ও দয়া-দাক্ষিণ্যের অধিকারীর নিকট যাইতে উপদেশ দিতেছি, যাঁহার নিকট আরব-আযমের সকলেই গমন করিতেছে। তাঁহার নিকট যাও, তিনি অতি মহৎ। তাঁহার নিকট আমার সালাম পৌঁছাইবে।" পুত্রগণ বলিল,- "হে পিতঃ আমরা দরিদ্র ও সর্বহারা; তাঁহার দরবারে লইয়া যাইবার মতো আমাদের কোন কিছুই নাই।" পিতা বলিলেন,- "শুনিয়াছি, তিনি একজন অতি মহৎ ব্যক্তি। যদি তোমরা খাদ্য সংগ্রহ করিতে চাও, তবে ঐ মহৎ ব্যক্তির দরবারে যাইতে হইবে।" এই বলিয়া ইয়াকুব নবী পুত্রগণকে কতিপয় দরবারী আদব-কায়দা শিখাইয়া দিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর ইয়াকুব নবীর পুত্রগণ মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। তখন যাহারা বাহির হইতে আসিয়া মিসর নগরীতে প্রবেশ করিত, তাহারা নগরীর একটি বিশিষ্ট ঘাঁটি পথে প্রবেশ করিতে পারিত। ইউসুফের আদেশে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইয়াকুব নবীর পুত্রগণ মিসরে পৌঁছিয়া আগন্তুকদের জন্য সংরক্ষিত ঘাঁটিতে উপস্থিত হইলে, ঘাঁটির দ্বাররক্ষী তাহাদের সাজসজ্জা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা

করিল,- "আপনাদের পরিচয় কি? কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা?" আগন্তুক বলিল-"আমাদের নিকট সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন না।" দ্বারারক্ষী বলিল,-"কেন জিজ্ঞাসা করিব না; আমরা এই জন্যই এখানে প্রেরিত হইয়াছি। নাম, পরিচয়, উদ্দেশ্য, দেশ ও পণ্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমরা কাহাকেও এই ঘাঁটি পার হইতে দিব না।" তখন ইয়াকুবের (আ:) পুত্রগণ বলিল-"আমরা শামদেশ হইতে আসিয়াছি; কেনানে আমাদের বাড়ি; আমরা নবী-পরিবারের লোক, নবী ইবরাহিমের পুত্র ইসহাক; তৎপুত্র ইয়াকুবের সন্তান আমরা।" দ্বাররক্ষী বলিল,- "তোমাদের বংশধারা উত্তম, তোমাদের কথাবার্তা বিশুদ্ধ এবং তোমাদের চেহারা উজ্জ্বল দেখিতেছি। আচ্ছা, তোমরা কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর?" তাহারা বলিল,-"বাদশার দরবারে।" দ্বাররক্ষী জিজ্ঞাসা করিল,-"সে বিষয় আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন না।" যাহা হউক, দ্বাররক্ষী ইউসুফের নিকট এই মর্মে লিখিয়া পাঠাইলেন :

"বাদশাহ নামদার, এখানে একটি কাফেলা উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা শামদেশ হইতে আগত। তাহাদের দেহ সুগঠিত; চেহারা উজ্জ্বল; ভাষা বিশুদ্ধ;বংশ পরিচয় উৎকৃষ্ট। তাহারা নবীর সন্তান; তাহারা আপনার দরবারে উপস্থিত হইতে চায়; তাহাদের নামসমূহ এইরূপ : য়হূদা (يهودا) রুইল (ونيل)শমউন (شمعون); জবালুন (زبالون) ইশজর (يشجر) দ্যৈনুহ (دينه) দান (دان) য়ফশলী (يفشالى); হাদূ (حادو); দাশব, ইবনু য়ামীন- ইহারা কেনান হইতে আসিয়াছে।

ইউসুফ যখন এই লেখা পাঠ করিলেন, তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। উজীর বলিলেন-" জাঁহাপনা, আপনার ক্রন্দনের কারণ কি?" ইউসুফ (আ:) বলিলেন,- " আমার যে ভ্রাতৃগণ আমাকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং বিক্রয় করিয়াছিল, তাহারা আসিয়াছে।" উজির বলিলেন," বেশ, উহাতে কাঁদার কি কারণ জাঁহাপনা?" ইউসুফ বলিলেন,-"আমি তাহাদের অবস্থা চিন্তা করিয়া কাঁদিতেছি, আর আমার জন্য কাঁদিতেছি। আমার কাঁদার কারণ দুইটি, -একটা হইল তাহাদের জন্য লজ্জা, যেহেতু তাহারা আমার জন্য গুনায় পতিত হইয়াছে; আর একটা হইল, তাহাদের দৈন্য ও অভাবের জন্য।" উজীর বাদশার মহানুভবতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,- "তাহারা আপনার সহিত এই ব্যবহার করিয়াছে, এখন আমরা তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব?" ইউসুফ (আ:) বলিলেন,- "আপনজন আপনজনের সহিত, বাদশাহ দরিদ্রের সহিত এবং বন্ধু বন্ধুর সহিত যেই ব্যবহার করে, সেই ব্যবহার করিবে।" অতঃপর তিনি দ্বাররক্ষীর নিকট লিখিলেন,- "অতিথিদিগকে তিন দিন মেহমানদারী কর এবং গোশত ফল-ফলাদি ও মিষ্টি আহার করাও।" তারপর সেই ঘাঁটিটি উঠাইয়া দেওয়া হইল। কেননা, সেই ঘাঁটিটি বিশেষ করিয়া তাহার ভ্রাতৃগণকে ধরিবার জন্যেই তৈয়ার করা হইয়াছিল।

বর্ণনাকারী বলেন- দ্বাররক্ষী বাদশার নির্দেশ অনুযায়ী অতিথিদিগকে যত্নাদি করিল। তারপর তাহাদিগকে লইয়া রাজধানীর তোরণে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আগমন সম্পর্কে বাদশাহকে সংবাদ দিল। শাহী তোরণে তাহারা অপেক্ষা করিতেছিল, অথচ কোথায় গিয়া উঠিবে, তাহার কিছুই জানে না। তাহাদের কথা বুঝে এমন কোন

লোকের সাক্ষাৎও তাহারা পাইতেছিল না। -কেননা তাহারা হিব্রুভাষাভাষী, আর মিসরীরা 'কিবতী'।

ইউসুফ তোরণে উপস্থিত হইলেন এবং ভ্রাতাদিগকে চিনিতে পারিলেন। তবে 'য়হুদা' ও 'শমউন'-এর মধ্যে পার্থক্য করিতে পারিলেন না। তখন জিবরাইল অবতীর্ণ হইলেন এবং তাহাদিগকে চিনাইয়া দিলেন। অতঃপর ইউসুফের (আ:) আদেশে তাহাদিগকে অতিথিশালায় না রাখিয়া, তাহাদিগকে নিজগৃহেই স্থান দেওয়া হইল এবং তাঁহার সঙ্গে একত্র খাওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। শাহী প্রাসাদ হইতে একজন ভৃত্য অবতরণ করিয়া তাহাদিগকে ভিতরে লইয়া গেল; তাহাদের জন্য বিছানা বিছাইয়া দিয়া খাদ্যাদি উপস্থিত করিল। কিবতীরা কিভাবে আহার্য পরিবেশন করিতে হইবে, সে বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতেছিল। ইউসুফের ভ্রাতারা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। রাত্রিকালে যখন তাহাদের জন্য উৎকৃষ্ট আহার্যাদি উপস্থিত করা হইল এবং প্রদীপ ঝোলানো হইল, তাহারা দেখিল, বিদেশী গরীব মুসাফিরদিগকে সামান্যই অবকাশ দেওয়া হয়। তাহারা এক উট বোঝাই গম বার শত দীনারে ক্রয় করিত। ইহা দেখিয়া ইয়াকুব তনয়গণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, বাদশাহ আমাদিগকে যে সম্মান করিয়াছেন, অন্য কাহাকেও তাহা করিতেছেন না। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, তিনি মনে করিয়াছেন, আমাদের সাথে মূল্যবান সওদাগরী মাল আছে। ইউসুফ (আ:) তাহাদের কথাবার্তা শুনিতে পাইতেন। শমউন বলিল, হয়তো আমাদের পিতাব পরিচয় শুনিয়া থাকিবেন; এই কারণেই আমাদের সম্মান করিতেছেন। কেহ বলিল,- আমাদের চেহারা দেখিয়া আমাদিগকে সম্ভ্রান্ত লোক মনে করিযা থাকিবেন। আবার কেহ বলিল,- বাদশাহ হয়তো আমাদের অভাব ও দৈন্যের কথা জ্ঞাত হইয়া আমাদের প্রতি 'রহম' করিতেছেন। ইউসুফ তাহাদেব পরস্পরেব কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি তাহার পুত্র 'মিশা'র (میشا) দিকে চাহিলেন। কেহ এই পুত্রের নাম 'মিশালুম' (میشالوم) বলিয়াছেন। আবার কেহ কেহ 'আফরাইম' বলিয়াছেন, তবে ইহা ঠিক নহে। কেননা, আফরাইম জোলেখার গর্ভজাত পুত্রের নাম। তাঁহার সন্তানের জন্ম হইয়াছিল, তাঁহার পিতার আগমনের দুই বৎসর পরে।

যাহা হউক, তিনি পুত্রকে বলিলেন, "তাহাদের কোমরে শাহী কোমরবন্দ, গায়ে শাহী জামা এবং মাথায় শাহী তাজ পরাও। পরে আমি যে-পেয়ালায় পান করি, তাহাদিগকে সেই পেয়ালায় পান করাও।" পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ ইহারা কাহারা?" তিনি বলিলেন, "ইহারা তোমার চাচা।" পুত্র বলিল, "যাহারা তোমাকে বিক্রয় করিয়াছিল, আর কষ্ট দিয়াছিল?" ইউসুফ বলিলেন,-"হাঁ, তাহারা। তাহারা আমাকে বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়াই তো আজ আমি মিশরের বাদশাহ হইতে পারিয়াছি " পুত্র বলিল-"তাহারা ভাল করিয়াছিল, না মন্দ করিয়াছিল?" ইউসুফ বলিলেন,- "না, ভালই করিয়াছিল।" পুত্র বলিল,-"তাহাদের সহিত কিরূপ কথাবার্তা বলিব?" পিতা বলিলেন,- "তাহাদের সহিত কিছুই বলিবে না।" কোরানের ভাষায়,- "ইউসুফের ভ্রাতৃগণ আসিয়া প্রবেশ করিল; ইউসুফ তাহাদিগকে চিনিলেন; কিন্তু তাহারা চিনিতে পারিল না।"

তিন দিন আতিথ্য গ্রহণের পর বিদায়ের পালা আসিল। কোরানের ভাষায়, -"যখন তাহাদের মালপত্র বোঝাই করিয়া দেওয়া হইল, তখন বলা হইল , তোমাদের পিতার নিকট হইতে তোমাদের ভাইকে লইয়া আসিবে। তোমাদের ভাইকে যদি লইয়া না আস, তবে তোমরা আর শস্য পাইবে না এবং আমার নিকট পরে আসিতেও পারিবে না।" তাহারা বলিল, "আমরা উহা পিতার নিকট জানাইব এবং আমরা অবশ্যই উহা করিব।" তাহাদের পণ্য-সামগ্রী তাহাদের রেহালের [গুনীর] মধ্যে ভরিয়া দিতে জনৈক যুবককে আদেশ করা হইল; ইহাতে যখন তাহারা পরিবারবর্গের নিকট ফিরিয়া যায়, তখন যেন উহা তাহারা দেখিতে পায় এবং পুনঃ ফিরিয়া আসে। তাহারা ইউসুফের নিকট হইতে এক মঞ্জিল যাইতে না যাইতে লোক তাহাদের নিকট আসিয়া, তাহাদিগকে বিশেষ সম্মান দেখাইতে আরম্ভ করিল। কারণ, বাদশাহ তাহাদের প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন।

তাহারা নির্বিঘ্নে নিজগৃহে পিতাব নিকট উপস্থিত হইল। পিতা তাহাদের-উপস্থিতিতে একবার হাসিলেন এবং একবার কাঁদিলেন। ইহার কাবণস্বরূপ বলিলেন,- "তোমাদের দেহ হইতে উত্তম ঘ্রাণ পাইয়া হাসিতেছি, আবার তোমাদের দেহ হইতে শয়তানেব ঘ্রাণ পাইয়া কাঁদিতেছি।"

পিতা তাহাদের নিকট মিসরের বাদশাহের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহার (ইয়াকুবের) দুঃখে দুঃখিত ও তাঁহার কথা শুনিয়া ক্রন্দনরত। তিনি তাহাদিগকে (ভ্রাতৃগণকে) নানা জিনিস দান করিয়াছেন ও উপহার দিয়াছেন। তিনি তাহাদের অভাব-অভিযোগও দূর করিয়া দিয়াছেন। কোরানের ভাষায়,- "তাহারা পিতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, বনী য়ামীনকে সঙ্গে লইয়া না গেলে তিনি আমাদিগকে শস্য দিবেন না। আমরা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব।" ইয়াকুব (আ:) বলিলেন,- "পূর্বে তাহার ভাই (ইউসুফ) সম্পর্কে যেমন তোমাদিগকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাহার (বনী য়ামীন) সম্পর্কেও কি তোমাদিগকে তেমনই বিশ্বাস করিব?" অতঃপর যখন তাহারা তাহাদের শস্যের থলিয়াগুলি খুলিল, দেখা গেল তাহাদের পণ্য সামগ্রী সবই ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে হযরত ইয়াকুব বলিলেন,- "হায়, হায়, কি লজ্জা"।

অতঃপর, ইয়াকুব তনয়গণ যখন শস্য কিনিবার জন্য পুনঃ মিসর যাত্রার সংকল্প করিল, তখন ইয়াকুব (আ:) বনী য়ামীনকে তাহাদের সঙ্গে দিলেন এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুত্রদের নিকট হইতে ওয়াদা গ্রহণ করিলেন। তিনি পুত্রদিগকে উপদেশ দিলেন যে, তাহারা যেন সকলে একই দরজা দিয়া মিসরে প্রবেশ না করে, বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়া প্রবেশ করে।

মিসরের পাঁচটি তোরণ ছিল, যথা-১ বাবু-শ-শাম, ২ বাবু -' ল-মগরিব, ৩ বাবু-ল্-যমীন, ৪ বাবু-'র -রুম, ৫ বাবু-ত্ব-ত্বিলুন।

তাঁহারা তাহাদের পিতার উপদেশ অনুসারে মিসরে প্রবেশ করিল এবং রাজধানীতে পৌঁছিয়া বিভক্ত হইয়া এক এক জন এক এক দরজা দিয়া প্রবেশ করিবার জন্য চলিয়া

গেল। বনী য়ামীন একা এক দরজায় রহিয়া গেল। সে কোথায় যাইবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না; কাহারও ভাষা বুঝিল না।

অতঃপর, ইউসুফ ছদ্মবেশে শাম তোরণে উপস্থিত হইয়া বনী য়ামীনকে দেখিতে পাইলেন এবং সালাম করিলেন এবং তাহার পরিচয় লইলেন। পরিচয় লাভের পর, তিনি তাঁহার বাহু হইতে খুলিয়া বনী য়ামীনকে একটি কঙ্কণ দিলেন। ইহা ছিল লালবর্ণ ইয়াকুত- খচিত ও মূল্য ছিল পঞ্চাশ হাজার দীনার। বনী য়ামীন উহা গ্রহণ কবিলেন; কিন্তু উহা কি জিনিস তাহা চিনিতে পারিলেন না। সুতরাং, উহা সে কি করিবে জিজ্ঞাসা কবিলে ইউসুফ বলিলেন,-"হাতে পরিধান কর।" ইউসুফ বলিলেন,- "আমার সাথে আস, তোমার ভাইদের নিকটে পৌঁছাইয়া দিই।" তাহারা উভয়ে সেই তোরণ দিয়া প্রবেশ করিলেন। ইউসুফ তাহাদের নিকট যখন পৌঁছিলেন, তখন তাহারা দরজার নিকট উপস্থিত ছিল। তিনি বলিলেন, "যাও, ঐ তোমার ভ্রাতৃগণ।" ...বনী য়ামীন তাহার ভাইদের নিকট উৎফুল্ল মনে চলিয়া গেল। তাহার ভাইগণ বলিল,- "বনী য়ামীন তোমাকে খুশি খুশি দেখাইতেছে।" বনী য়াযীন উত্তর দিল, "-হাঁ, আজ আমি খুশী।" আমার সহিত একজন উষ্ট্রারোহী আসিয়াছেন। তিনি আমার সহিত হিব্রু ভাষায় আলাপ করেন এবং একখানি কঙ্কণ দান করেন। তাহার ভ্রাতা য়াহুদা ও শমউন উহা বনী য়ামীনের কাছে হইতে লইয়া নিজেদের হাতেই পরিয়া রাখিতে চাহিল। কিন্তু, কঙ্কণ অদ্ভুতভাবে অদৃশ্য হইয়া বনী য়ামীনের হাতে চলিয়া আসিল।

খলফ সজস্তানী বর্ণনা করিয়াছেন,- ইউসুফ চল্লিশ গজ দীর্ঘ ও চল্লিশ গজ প্রস্থ স্বর্ণমণ্ডিত একখানা ঘর নির্মাণ করাইলেন, অতঃপব উহার গাত্রে চিত্রাঙ্কন করিতে আদেশ দিলেন। সুতরাং উহাতে ইয়াকুব, ইউসুফ এবং তাঁহার ভ্রাতাদের চিত্র অঙ্কিত হইল। উহাতে তাঁহার ভ্রাতাগণের আচরণের চিত্রগুলিও অঙ্কিত হইল। 'শমউন'-কে অঙ্কন করা হইল ইউসুফের পাশে। সে বাম-হাতে ইউসুফের কেশ ধারণ করিয়া ডান হাতে ছুরি দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত। 'রুবিলের' চিত্র অঙ্কিত হইল; সে ইউসুফের আঁচলের নীচে হাত প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। মোট কথা– ইউসুফের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃগণ যে- যে ব্যবহার করিয়াছিল, সবই একে একে অঙ্কিত হইল।

অতঃপর তিনি তাঁহাব ভ্রাতৃগণকেই সেই গৃহে স্থান দিবার জন্য ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন। তাহারা উক্ত গৃহে প্রবেশ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। হঠাৎ রুবিলের চোখ দেয়ালের চিত্রের প্রতি পতিত হইল। সে উহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। অন্যান্য ভ্রাতা রুবিলের বিচলিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল,-"দেখ, আমরা যাহা কিছু ইউসুফের সাথে করিয়াছি সকলইতো এই দেয়ালে অঙ্কিত দেখা যাইতেছে।" ইহা শুনিয়া ভ্রাতৃগণ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই যাহা দেখিল; তাহাতে তাহাদের সকলেরই মন অত্যন্ত বিষণ্ন হইল ও তাহাদের মাথা হেঁট হইল।

ইউসুফ তাঁহার ভ্রাতৃগণকে আহার করাইবার হুকুম দিলেন। খাদ্য পরিবেশন করা হইলে, তাহারা কেহই উহা খাইতেছিল না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহারা বলিল যে, ক্ষুধার্ত থাকিলেও গৃহে প্রবেশ করার পর, তাহারা পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছে

এবং দেওয়াল গাত্রে চিত্র দেখিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা খুব কান্নাকাটি করিতেছিল।

ইহা শুনিয়া বাদশাহ ইউসুফ তাহাদিগকে শাহী মহলে স্থানান্তরিত ও শাহী দস্তরখানে বসাইয়া আহার করাইতে হুকুম দিলেন। তাহা করা হইল; পূর্বস্মৃতি ভুলিয়া গিয়া তাহারা পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিল। কেবল বনী য়ামীন আহার করিল না । সে ইউসুফেব পাশে বসা ছিল। সে চিত্র মহলে চলিয়া যাইতে চাহিল ও তথায় প্রেরিত হইল এবং ইউসুফের ছবি দেখিয়া খুব কাঁদিল। ইউসুফ নিজের প্রাসাদে চলিয়া গেলেন এবং পুত্র 'আফরাইমকে' পাঠাইয়া দিয়া বনী য়ামীনকে তথায় লইয়া গিয়া তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন,- "হে বনী য়ামীন, আমি তোমাব ভাই।" কোরানের ভাষায়,- বনী য়ামীন ইউসুফের নিকট প্রবেশ করিলে ইউসুফ বলিলেন, আমি তোমার ভাই; তাহাবা যাহা কিছু কবিয়াছে, সে বিষযে তাহাদিগকে দোষারোপ করিও না।" ইহা বলিতে বলিতে ইউসুফ (আ:) হঠাৎ বেহুঁশ হইয়া পড়িলেন। চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলে তিনি বলিলেন, 'প্রিয় ভাইটি, বল আব্বাব কাহিনী বল।" "বনী য়ামীন কাঁদিয়া ফেলিল ও বলিল,- "শুনুন, আপনার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি দুই চক্ষু হারাইয়াছেন। তিনি আপনাকে দেখা ব্যতীত দুনিয়ায় আব কিছু কামনা কবেন না।" তারপর ইউসুফ তাঁহাব ভগ্নী 'দানিয্যা'-ব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বনী য়ামীন বলিল,-"আহা কি বলিব; দীর্ঘ চল্লিশ বৎসব যাবৎ তিনি কাল পোশাক ব্যতীত আব কিছুই পরেন নাই এবং বিদেশী পথিককে আপনাব কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দিন কাটাইতেছেন।"

অতঃপব, ইউসুফ বনী য়ামীনকে বিবাহ করিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি বিবাহ করিয়াছেন ও তাঁহার তিনটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহাদের মধ্যে প্রথমটিব নাম -'দম' (রক্ত), দ্বিতীয়টির নাম 'জেব' (শৃগাল) এবং তৃতীয়টির নাম 'ইউসুফ'।

যাহা হউক, এই সকল কাহিনী শুনিয়া ইউসুফ বনী য়ামীনকে বলিলেন, "যাও, উঠ তোমার ভাইদের নিকট যাও।" বনী য়ামীন বলিল,- "ভাই, আপনার জন্য চল্লিশ বৎসর কাঁদিয়াছি; আপনি কেন আমাকে দূর করিয়া দিতেছেন।" ইউসুফ বলিলেন,- "আমি তোমাকে রাখিয়া দিতে চাই। সুতরাং তোমার নামে চুরির অপবাদ দিব।" বনী য়ামীন বলিল,- "আপনার যাহা ইচ্ছা।" বনী য়ামীন উঠিয়া তাহার ভাইদের নিকট চলিয়া গেল। তখন তাহার ভাইদের জন্য খাদ্যশস্যাদি গুনীতে পূর্ণ করা ও গুনীর মুখ বন্ধ কবা হইতেছিল। কোরানের ভাষায় -"তাহাদের শস্যাদি (গুনীতে) ভরিয়া দিলে, উহার মধ্যে (একটাতে) একটি (পান) পাত্র রাখিয়া দিল।" পেয়ালাটি কিসের ছিল; এই বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলিয়াছেন কাচের, কেহ বলিয়াছেন স্বর্ণের, কেহ বলিয়াছেন মর্মরের, আবার কেহ বলিয়াছেন লাল এয়াকুত পাথরের। ইহার মূল্য ছিল দুই লক্ষাধিক দীনার। ইহাতে তিনি পান করিতেন। ইহা তাহার নিকট অতি মূল্যবান বলিয়া মনে হইত।

হজরত ইউসুফ এই পেয়ালাটি বনী য়ামীনের থলিতে ভরিয়া দিবার জন্য ভৃত্যগণকে নির্দেশ দিলেন। তাহারা তাহাই করিল। ইয়াকুব তনয়গণ তাহাদের শস্য

লইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে, পিছন দিক হইতে ডাকা হইল, -"হে বিদেশীগণ তোমরা চোর।" কোরানের ভাষায়- অতঃপর ঘোষক ঘোষণা করিল,-"হে কাফেলা, তোমরা চোর।" তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইল এবং ইউসুফের (আ:) সম্মুখে বসাইয়া দেওয়া হইল। কোরানের ভাষায়- তাহারা বলিল, "খোদার কসম, আমরা কোন উৎপাত করিতে আসি নাই, আর আমরা চোর নহি।" বাদশাহর কর্মচারী বলিল,- "যদি তোমাদের কথা মিথ্যা হয়, তবে ইহার প্রতিকার কি?" তাহারা বলিল,- "যাহার থলিয়ায় মাল পাওয়া যাইবে, সেই উহার বিনিময়। আমরা অন্যায়কারীদিগকে এইভাবেই শাস্তি দিয়া থাকি।" সুতরাং তাহারা অন্যান্য ভ্রাতাদের থলিয়াগুলি তালাস করিয়া দেখিল; এইগুলিতে কিছুই পাওয়া গেল না।" ইউসুফ বলিলেন, "না, উহাদের নিকট কিছুই নাই; উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও,- আর ছোটটির থলিয়া খুঁজিয়া কাজ নাই।" তাহারা বলিল,- "না না, সে আমাদের চেয়ে কোন অংশে সৎ নয়; তাহার থলিয়াও দেখা হউক।"

অতঃপর, বনী য়ামীনের থলিয়া (رحل) তালাস করা হইলে উহার মধ্য হইতে (পান) পাত্র বাহির হইল। ভৃত্যগণ বলিল, কনিষ্ঠ ভ্রাতার থলিয়ায় পেয়ালা পাওয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া ভ্রাতারা মাথা হেঁট করিল; কিন্তু বনী য়ামীন খুবই খুশি হইল। ইউসুফ বনী য়ামীনকে বন্দী করিবার জন্য হুকুম দিলেন এবং বলিলেন, - "তাহাকে আমার দাসরূপে রাখিব।"

অতঃপর, ভ্রাতারা দেশে ফিরিয়া গিয়া পিতার নিকট বলিল,- "হে পিতঃ, বনী য়ামীন চুরি করিয়াছে এবং সেই দায়ে বন্দী হইয়াছে।" হজরত ইয়াকুব বলিলেন, - "তোমরা কি তাহাকে চুরি করিতে দেখিয়াছ?" তাহারা বলিল কোরানের ভাষায়- "আমরা উহা দেখি নাই, আমরা যাহা জানিয়াছি (তাহাই বলিয়াছি), অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আল্লাহই সংরক্ষক।" সে রাত্রিকালে পেয়ালা চুরি করিয়াছে এবং আমাদের সঙ্গে যে সকল বণিক রহিয়াছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন। আমরা সত্যই বলিতেছি। হজরত ইয়াকুবের আর কি করার ছিল! তিনি অগত্যা বলিলেন,- "ধৈর্যই উত্তম। হয়তো আল্লাহ সকলকেই মিলাইবেন।" অর্থাৎ য়াহুদা, বনী য়ামীন ও ইউসুফ সকলকেই। অতএব তোমরা যাও; ইউসুফ এবং তাহার ভাইকে খোঁজ কর।

অতঃপর ইয়াকুব নবী পুত্র 'শমউনকে' একখানি পত্র লিখিতে আদেশ দিলেন এবং ইহার পাঠ (এবারত) তিনি নিজেই বলিলেন; তাহা (সংক্ষেপে) এই: "আমি আপনাকে জানি না; উপযুক্ত সম্বোধন সম্ভব নয়। আমি শোকাভিভূত, দুঃখে শোকে জর্জরিত; সদা ক্রন্দনরত। আমি সম্মানিত নবীর বংশধর; আমার সন্তান কেহ চোর হইতে পারে না। আমি শুনিয়াছি আপনি মহানুভব ব্যক্তি। আপনি আমার সন্তানকে আমার নিকট ফেরত দিবেন।"

. এই চিঠি এবং পণ্যদ্রব্যাদি নিয়া ইয়াকুব নবীর পুত্রগণ মিসরে গেলেন। তাহারা মিসরে প্রবেশ করিয়া আজীজের দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিল,-"হে আজীজ, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ বিশেষভাবে দুঃখিত ও শোক-জর্জরিত। আমরা কিছু পণ্যদ্রব্য লইয়া আসিয়াছি; আপনি আমাদিগকে শস্যাদি দিন আর দান করুন।" ইহার পরে

তাঁহার হাতে ইয়াকুব নবীর চিঠি দেওয়া হইল। তিনি তাহার প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইলেন।

ঠিক এই সময়েই ভ্রাতাদের সহিত নতুন করিয়া ইউসুফের পরিচয় হইল। ইউসুফ দাঁড়াইয়া তাঁহার ভাইদিগকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন,- "তোমাদের প্রতি আমার কোন ক্ষোভ নাই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন। যাও, তোমরা আমার জামা নিয়া যাও এবং ইহা তাঁহাব চেহাবার উপর ফেলিয়া দাও; ইহাতে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়া পাইবেন।"

যাহা হউক, কোরানের ভাষায়- "কাফেলা কেনান অভিমুখে রওযানা হইল।" বর্ণনাকারী বলেন, সুসংবাদদানকারী মিসর হইতে কেনানের দিকে রওয়ানা হইয়া গেল।... এই সময় ইয়াকুব নবী তাঁহার সন্তান-সন্ততি লইয়া কেনানের বাড়িতে বসা ছিলেন; এমন সময় বলিয়া উঠিলেন, "হয়তো আমার দুঃখেব দিন অবসান ও সুখের দিন নিকটবর্তী হইয়াছে।"

[মুহম্মদ এনামুল হক]

৮. ফেরদৌসী বর্ণিত ইউসুফ- জুলেখা কিস্‌সা

১. ইউসুফ-ইয়াকুব- ইসহাক- ইব্রাহিম- এ চার কুর্সির বা চার পুরুষের বিস্তৃত বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

২. ইউসুফের মায়ের নাম রাহেলা, সহোদর ভাইয়ের নাম ইবনে ইয়ামিন এবং সহোদরার নাম দীনা।

৩. ইয়াকুব 'শাম' থেকে কেনানে ফেরার পথে রাহেলার মৃত্যু ঘটে।

৪. ইয়াকুব ইউসুফের লালনের দায়িত্ব দেন তাঁর বোনকে। সুন্দর ছেলে ইউসুফকে ফুফু কাছ ছাড়া কবতে চাইলেন না। চুরির মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে তাকে 'দাস' রূপে নিজেব কাছে রাখলেন। ফুফুর মৃত্যুর পরে ইউসুফ পিতার ঘরে ফিরে এলেন।

৫. ইয়াকুব একদিন স্বপ্ন দেখলেন— ইউসুফ দশটা বাঘের কবলে পড়েছেন।

৬. ইউসুফ পরপর তিন বছরে তিনবার একই স্বপ্ন দেখলেন— এগারোটি তারা ও চন্দ্রসূর্য তাঁকে প্রণিপাত করছে।

৭. ইউসুফ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত পিতাকে জানালেন, পিতা ভাইদের কাছে স্বপ্ন বৃত্তান্ত গোপন রাখতে বললেও ইউসুফ তা ভাইদের কাছে প্রকাশ করেন। ফলে ঈর্ষান্বিত ভাইরা পিতাকে ছলনায় বশ করে তাঁকে বনে নিয়ে প্রাণে না মেরে বেদম প্রহার করে কূপে ফেলে দিল। আর পিতার কাছে ইউসুফের রক্তরাঙা জামা এনে বলল— ইউসুফকে বাঘে খেয়েছে।

৮. বাঘকে ধরে এনে জিজ্ঞাসা করে বোঝা গেল ঘটনাটি বানানো।

৯. মিসরগামী সওদাগর কূপ থেকে ইউসুফকে উদ্ধার করে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। পথে ইউসুফ মায়ের কবর দেখে শোকাভিভূত হয়, এতে বিরক্ত সওদাগর তাঁকে দ্রুত চলবার তাগিদ দিয়ে প্রহার করে। ফলে আল্লাহর গজব রূপে নেমে এল বড় ঝঞ্ঝা। ইউসুফের প্রার্থনায় তা অবশ্য থেমে গেল।

১০. মিসরের রাজা আবুল হাসানের দরবারে অপরূপ রূপবান ইউসুফকে উপস্থিত করলে অসংখ্য বিমুগ্ধ মানুষ তথায় ভীড় করে। উজির 'রাইয়ান' ইউসুফকে বহুমূল্যে ক্রয় করেন।

১১. রাইয়ানের পত্নী জোলেখার সেবায় নিযুক্ত হল এ বালক ক্রীতদাস। ইতিমধ্যে এক 'আরব'-বেদুঈনের মারফত ইউসুফ তাঁর বর্তমান স্থিতির কথা পিতাকে জানালেন। তিন বছর পর রূপবান ইউসুফ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে জোলেখা তাঁর প্রতি কামাসক্তা হন।

১২. ইউসুফ বলেন-' আজিজ মিসির আমাকে সন্তানের মতো ভালবাসেন, তাঁর পত্নীর সঙ্গে আমি ব্যভিচার করতে পারব না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন অথবা হত্যা

করুন।' ইউসুফ নীতিকথা, পাপপুণ্যের কথা, সামাজিক নিন্দা- অপরাধের কথা, ভৃত্যের বিশ্বস্ততার কথা বলে জোলেখাকে নিবৃত্ত করার প্রয়াসী হয়েও ব্যর্থ হলেন।

১৩. একদিন দাসীর পরামর্শে ইউসুফকে প্রলুব্ধ করার অভিপ্রায়ে কামোদ্দীপক নানা চিত্রে এক প্রমোদ গৃহ সজ্জিত করে ইউসুফকে জোলেখা সেখানে নিয়ে সম্ভোগ প্রস্তাব উচ্চারণ করে। লোভ দেখায় রাজ্য-সম্পদ ও দেহ-মন সমর্পণ করার, সমস্ত পাপের বোঝা বহন করার। এবার ইউসুফ ফাঁদে পা দেবার মুহূর্তে ভেসে উঠল পিতা ইয়াকুবের চেহারা ও চোখ, ভয়ে কেঁপে উঠল তাঁর সর্বাঙ্গ। তাই তিনি শেষ মুহূর্তে আত্মসংবরণ করেন। পালানোব সময় তাঁর জামার পিঠের দিকটা জোলেখার আকর্ষণে ছিঁড়ে যায়।

১৪. প্রত্যাখ্যাত জোলেখা এবার প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠল, তার শ্রীলতাহানির নালিশ জানাল স্বামী রাইয়ানের কাছে। এক শিশু সাক্ষ্য দিল- ইউসুফ নির্দোষ। তবু ইউসুফ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

১৫. কারাগারে ইউসুফ দুই বন্দীর স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দান করেন। স্বপ্ন ও ব্যাখ্যা সব গ্রন্থে এক রকম।

১৬. বাজার স্বপ্নও সব গ্রন্থে একই রকম। কারাগারে স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা প্রাপ্ত এক বন্দী এখন বাজদরবারে চাকুরে। সেই রাজাকে ইউসুফের এ অসামান্য শক্তির কথা বলে এবং ইউসুফ মুক্তি পান, স্বপ্নের তাৎপর্য বলেন আর দরবারে চাকুরী পান এবং বাইয়ানের মৃত্যুতে 'আজিজ মিসর' বা প্রধান উজির হন।

১৭. যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরবর্তী সাত বছরের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ, পিতা-ভ্রাতা ও পরিজনদের সঙ্গে মিসরে মিলন প্রভৃতি কোরানানুগ বৃত্তান্ত বর্ণনায় মসনবী সমাপ্ত।

৯. আবদুর রহমান জামী, ফিরদৌসী ও শাহ মুহম্মদ সগীর

ফিরদৌসী, জামী, সগীর—কাহিনীতে এঁদের স্ব স্ব সংযোজিত অংশ।

১. আবুল কাসেম ফিরদৌসীর [৯৩৭-১০২০ খ্রী] ইউসুফ-জোলেখা কাহিনীতে ফিরদৌসীর সংযোজন :

ক. ফুফু ইউসুফকে মিথ্যা অপবাদে দাস রূপে আমৃত্যু নিজের কাছে রাখেন।

খ. বাঘ কবলিত ইউসুফকে ইয়াকুব স্বপ্নে দেখেন।

গ. মিসরের পথে ইউসুফ মায়ের কবর দেখে শোকাভিভূত হয়ে বসে পড়েন, ফলে বিরক্ত সওদাগর তাঁকে বেদম প্রহার করে। এতে ঝড়-ঝঞ্ঝা রূপে আল্লাহর গজব নেমে আসে আর ইউসুফের প্রার্থনায় তা থেমে যায়।

ঘ. মিসরে রাইয়ানগৃহে দাসরূপে অবস্থান কালে এক বেদুঈনের মাধ্যমে পিতা ইয়াকুবের কাছে ইউসুফ তাঁর জীবিত থাকার সংবাদ প্রেরণ করেন।

ঙ. এ কাব্যে স্বামী -স্ত্রী রূপে রাইয়ান-জোলেখার নাম রয়েছে।

চ. ইউসুফ-জোলেখার বিবাহে ও মিলনে কাহিনী সমাপ্ত। উল্লেখ্য যে তৌরাতে বা ওল্ড টেস্টামেন্টে যাজক-কন্যা আসেনাথের সঙ্গেই ইউসুফের বিয়ে হয় এবং দুটো পুত্র-সন্তানও জন্মে— মনাসসেহ ও এফ্রায়িম এবং কোরআনে বিবাহের কথা নেই।

২. আবদুর রহমান জামীর [১৪১৪- ৯২ খ্রী] ইউসুফ-জোলেখা (১৪৮৩ খ্রী রচিত) কাহিনীতে সংযোজন :

ক. জোলেখা ইউসুফকে চোখে দেখার আগেই স্বপ্নে দেখেছিলেন তিন বার। তাতেই অনুরাগ ও প্রেম জন্মে।

খ. স্বপ্নে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুসারেই আজিজ মিসিরের সঙ্গে জোলেখার বিয়ের আগ্রহ জাগে । স্বপ্নে দেখা পুরুষের চেহারার সঙ্গে আজিজ মিসিরের রূপের মিল খুঁজে না পেয়ে ব্যর্থমনোরথ জোলেখা বিরহ-যন্ত্রণায় দিন কাটায়।

গ. এক বৃদ্ধাও ইউসুফকে ক্রয় করতে চেয়েছিল, জোলেখা ইউসুফকে দেখেই আজিজ মিসিরকে বলে দ্বিগুণ মূল্যে ইউসুফকে ক্রয় করিয়েছিল. ইউসুফ হলেন সে বাড়ির রাখাল।

ঘ. দাসীর পরামর্শে সাতটি প্রমোদ গৃহ বা কক্ষ সজ্জিত হল, এবং ইউসুফকে প্রলুব্ধ করার মতো কামোদ্দীপক বিবস্ত্রা, চুম্বনরতা নারীচিত্রও ছিল।

ঙ. আজিজ মিসিরের মৃত্যু হলে শূন্যপদে ইউসুফ নিযুক্ত হন।

চ. জোলেখা পথের পাশে ঘর করলেন ইউসুফকে রোজ দেখার জন্যে। উভয়ের আবার সাক্ষাৎ হল। ইউসুফের প্রার্থনার ফলে উভয়ে রূপযৌবন ফিরে পেলেন এবং তাঁদের বিয়ে ও মিলন হল। ইউসুফের মৃত্যুর পরে জোলেখার মৃত্যুতে কাব্য সমাপ্ত।

৩. শাহ মুহম্মদ সগীর [১৩৮৯-১৪১০ খ্রী]: কাহিনীতে সগীরের সংযোজন :

ক. জোলেখা তৈমুস রাজার কন্যা।

খ. ইউসুফের দিগ্বিজয়।

গ. সুবর্ণপুর গাঁয়ে অবস্থানকালে মৃগয়ায় গিয়ে সরোবর তীরে সুরম্য পুরীতে গন্ধর্বরাজ শাহবাল কন্যা বিধুপ্রভার সঙ্গে সাক্ষাৎ । বিধুপ্রভা স্বপ্নে এক নবীপুত্রকে দেখে তার প্রতি আসক্তা হয়েছে জেনে, ইউসুফ তাঁর ভাই ইবন আমীনকেই সে- নবীপুত্র মনে করে রূপকথাসুলভ উপায়ে উভয়ের মিলনের ব্যবস্থা করেন। এ রূপকথা সগীরেরই সংযোজন। রূপকথার সব বৈশিষ্ট্যই এ অংশে বিদ্যমান।

এবার তিনজনের কাব্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য অন্যভাবে পরীক্ষা করা যাক :

১. ফুফুর গৃহবাসী ইউসুফের বৃত্তান্ত- ফিরদৌসীর ও জামীর কাব্যে রয়েছে। সগীরের কাব্যে নেই।

২. 'বাঘ- কবলিত ইউসুফ'- ইয়াকুবের এ স্বপ্ন কেবল ফিরদৌসীর কাব্যে আছে। জামীতে ও সগীরে নেই।

৩. ইউসুফের একবারের স্বপ্নের কথা আছে- জামীতে ও সগীরে, আর পর পর তিন বছর ধরে তিন বার স্বপ্নে দেখার বর্ণনা রয়েছে ফিরদৌসীর কাব্যে।

৪. মিসরের পথে ইউসুফের মায়ের কবর দর্শন ও কান্না, প্রহৃত হওয়া ও ঝড়ের কবলে পড়া প্রভৃতি কেবল ফিবদৌসীর কাব্যেই আছে- জামীতে ও সগীরে নেই।

৫. জোলেখার জন্ম, স্বপ্ন ও বিবাহ বৃত্তান্ত ফিবদৌসীতে নেই। জামীতে ও সগীরের কাব্যে বয়েছে।

৬. এক বৃদ্ধার ইউসুফকে ক্রয়-বাসনার বর্ণনা জামীর ও সগীরের কাব্যে আছে। ফিবদৌসীব কাব্যে নেই।

৭. শ্রেষ্ঠী কন্যাব আসক্তি প্রভৃতি বৃত্তান্ত জামীতে ও সগীরে রয়েছে। ফিরদৌসীতে নেই।

৮. বেদুঈন মারফত পিতাব কাছে ইউসুফের কুশল সংবাদ প্রেবণ কেবল ফিরদৌসীর কাব্যেই মেলে।

৯. জোলেখার গর্ভজাত ইউসুফেব দুই সন্তানের কথা কেবল সগীরের কাব্যেই বয়েছে।

১০. ইবন আমীন- বিধুপ্রভা প্রণয ও মিলন উপ্যাখ্যানও সগীরেব সৃষ্টি।

তৌবাতেব ববাত দিয়ে নিঃসংশযে বলা যায় এই ইউসুফ-কথা চার হাজাব বছরেরও আগেকার মিসরী-কেনানী সভ্যতা -সংস্কৃতিব তথা ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতা - সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রূপে কালান্তরে ও দেশান্তরে নব আবরণে ও বিচিত্র আভরণে সজ্জিত হয়ে হয়ে আজকের আমাদের কালেও চির নতুন রূপে প্রতিভাত রয়েছে— এবং থাকবেও প্রলয় অবধি । এ কাহিনীতে বা উপাখ্যানে শাস্ত্রিক, নৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রিক জীবনের প্রতিচ্ছবি রয়েছে- বিন্দুতে সিন্ধু দেখা নয়- ঘটে বা পটে আকাশ দেখার মতোই আমরা তা দেখতে পাই। ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত উপাখ্যান একটি সভ্য-ভব্য জাতির মানস-সংস্কৃতিরই প্রতিরূপ সপত্নীবিদ্বেষ, ঈর্ষা-অসূয়া ও লোভ-লিপ্সা পারিবারিক জীবনে কেমন মারাত্মক হয়- পরিবারবিনাশী বিপর্যয় ডেকে আনে তার আভাস পাই ইয়াকুবের ঘরোয়া জীবনে।

মানুষের যৌথ জীবন সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখা আবশ্যিক এবং বিবাহ বন্ধনই জীবনের যৌন চাহিদা নিয়ন্ত্রণে রাখার একমাত্র উপায়। মানুষের মনে পাপের, অন্যায়ের, নিন্দার, ঘৃণার, অপরাধের ও শাস্তির সংস্কার জাগিয়ে দিয়ে সমাজ-স্বাস্থ্য রক্ষার সুদৃঢ় ব্যবস্থা করাও যে আবশ্যিক, তা'ও চার পাঁচ হাজার বছর আগেই মানুষ উপলব্ধি করেছিল, তাই স্বামীনিষ্ঠাতে কিংবা স্ত্রী-নিষ্ঠাতেই যে যৌন -সততা সীমিত, সে ধারণাও সুপ্রাচীন।

এ জন্যেই এ উপাখ্যানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে— অবৈধ কমচর্চার পাপচেতনা সম্পর্কিত। যৌন সংযম ও সত্যবাদিতা আজো আদর্শ মানুষ-চরিত্রের পরিমাপক।

এ দেশের প্রাচীন কাব্য বাল্মীকির রামায়ণও এ রূপ সমস্যার শিক্ষাপ্রদ রূপায়ণ-কাব্য। দশরথ ঘরের ঈর্ষা-অসূয়া প্রসূত ভাঙন, বালি-সুগ্রীবের গৃহবিবাদ, দশরথের ও রামের সত্যনিষ্ঠা, নারীর সতীত্ব, নারীহরণজাত পাপে রাবণের সবংশ পতন, বিভীষণের সুগ্রীবের বিদেশীর সাহায্যে রাজ্যপ্রাপ্তি ও স্বাধীনতাশূন্য সামন্তরাজ্যের গ্লানিবরণ। হেলেন-হরণ ও ট্রয়ের বিনাশও এ সূত্রে স্মর্তব্য। কাম ও লোভ সংযত রাখতেই হয়, নইলে সমাজ টেকে না। এ জন্যেই দুনিয়ার যাবতীয় শাস্ত্র, সমাজ, সরকার, নবী-অবতার, নীতিশাস্ত্রী, সমাজসর্দার, শাস্ত্রপতি, জ্ঞানী-গুণী, কবি-দার্শনিক সবাই কামে-লোভে সংযম রক্ষার কথা বলেছেন।

কালান্তরে ও দেশান্তরে, স্বদেশের-স্বকালের মানুষের প্রয়োজনে বাইবেল-কোরআন থেকে গাজ্জালী-ফিরদৌসী-জামী হয়ে সগীর-আবদুল হাকিম-ফকির গরীবউল্লাহ অবধি বিভিন্ন কবি কাম-প্রেমকে মানবিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও ঐশ্বরিক কামপ্রেমরূপে বিচিত্র ব্যাখ্যা করলেও আদি ব্যক্তিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করেন নি। বাইবেলের কাহিনীতে সাধারণ মানুষের ও অভিজাতদের জীবনযাত্রার সামাজিক নিয়মনীতির, রীতি -রেওয়াজেরও আভাস পাওয়া যায়– দাসীতে উপগত হওয়া ছিল সাধারণ নিয়ম, এবং তজ্জাত সন্তানরাও সমমর্যাদায় সমাজে গৃহীত হত। ধনীদের ঘটি-বাটিও সোনার রূপার হত, হত কারুকার্যমণ্ডিত। মেডিনীয় ইসমাইলীয় সওদাগরেরা দূরদূরান্তে বাণিজ্যে যেত, নানা মসলাদির সঙ্গে মানুষও ছিল তাদের পণ্য। কেনানে মিশরে ইব্রীয়-নূবীয়দের কৃষি ও পশুপালন জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল। এ যুগে জার্মান ঔপন্যাসিক টমাসমান 'যোসেফ এ্যান্ড হিজ ব্রাদার্স' নামে তিন খণ্ডে বাইবেল বর্ণিত দেশকালের প্রতিবেশে অসামান্য নৈপুণ্যে এ উপাখ্যানকে বাস্তব ও প্রায়-চক্ষুগ্রাহ্য জীবন্ত অবয়ব দান করেছেন।

গোড়া থেকে ইউসুফের সত্যনিষ্ঠা, নীতিবোধ, ধৈর্য, সংযম ও পাপচেতনা আর জোলেখার জীবননিষ্ঠ অধ্যবসায়– রূপতৃষ্ণার প্রমূর্ত প্রেমসাধনায় উত্তরণ, কৃচ্ছ্রতা ও প্রত্যাশাহীন প্রেমৈক চেতনা উভয়কে শাশ্বত আদর্শ মানব-মানবী রূপে শ্রদ্ধেয় ও স্মরণীয় করে রেখেছে।

[আহমদ শরীফ]

১০. শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যের কাহিনীসার

মুহম্মদ এনামুল হক

১

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দান যে বর্তমান,-সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নাই। তবে , এ-কথা সচরাচর বলা হয় যে, বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের পরোক্ষ দান অনেক পূর্ববর্তী এবং প্রত্যক্ষ দান বহু পরবর্তী সপ্তদশ শতাব্দীর ঘটনা। মুসলমানেরা খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক ব্যাপার হইলেও , সপ্তদশ শতাব্দীর অন্ততঃ দুই শতাব্দী পূর্ব হইতে বাংলা সাহিত্যে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দান যে বিদ্যমান ছিল, ইহাও বর্তমানে একটি ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হইয়াছে। শাহ মুহম্মদ সগীর নামক এক মুসলিম কবির 'ইউসুফ জলিখা' নামক একটি বাংলা কাব্যের আবিষ্কারেই এই ঐতিহাসিক সত্যটি প্রতিষ্ঠিত। এই কাব্যের রাজ-প্রশস্তি হইতে জানিতে পারা যায়, গৌড়ের সুলতান গিয়াসু-দ-দীন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৯৭-১৪১০খ্রী) কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[১] সুতরাং , "ইউসুফ-জলিখা " খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কাব্য।

ইউসুফ - জলিখার প্রণয়-কাহিনী অতি প্রাচীন। বাইবেল ও কুরআনে 'প্যারাবোল' বা নৈতিক-উপাখ্যান হিসাবে এই কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত মূল-কাহিনীকে পল্লবিত করিয়া ইরানের মহাকবি ফিরদৌসী (মৃত ১০২৫ খ্রী:) ও সুফী কবি জামী (মৃত ১৪৯২ খ্রী:) তাঁহাদের 'ইউসুফ জলিখা' নামক কাব্য দুইখানি রচনা করিয়াছিলেন। ফিরদৌসীর " ইউসুফ-জলিখা" একটি রমন্যাস বা রোমাঞ্চ এবং জামীর "ইউসুফ জলিখা" একটি 'এলিগরিক্যাল এপিক' বা রূপক কাব্য। বিষয়বস্তু বা অনুবাদগত দিক হইতে সগীরের কাব্যের সহিত উক্ত কাব্যদ্বয়ের কোনটিরই হুবহু মিল নাই। তবে, সগীরের কাব্য ফিরদৌসীর কাব্যের ন্যায় রমন্যাস বটে। জামী তাঁহার পরবর্তী কবি; সুতরাং তাহার কথা উঠেই না। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, কুরআন ও ফিরদৌসীর কাব্য ব্যতীত মুসলিম-কিংবদন্তীতে ও স্বীয় সৃজনী-প্রতিভায় নির্ভর করিয়াই শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁহার "ইউসুফ- জলিখা" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

---

১. 'ইউসুফ- জলিখা' কাব্যের রাজ-বন্দনাটি নিচে উদ্ধৃত হইল :

তিরতিএ পরণাম করোঁ রাজ্যক ঈশ্বর।
বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডর ॥
রাজ রাজশ্বর মৈদ্ধে ধার্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নির্প জগত বিদিত ॥
মনুষ্যের মৈদ্ধে জেহ্ন ধর্ম অবতার।
মোহানরপতি গ্যেছ পিরথিম্বির সার ॥
ঠাঁই ঠাঁই ইছে রাজা আপনা বিজএ।

কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের জীবন-কথা জানা যায় না। কেননা, তাঁহার কাব্যে আত্মবিবরণী বলিতে সচরাচর যাহা বুঝাইয়া থাকে, তাহা তিনি লেখেন নাই। তবে, তাঁহার উপাধি দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি 'দরবেশ'-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রাম ও একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি ত্রিপুরায় আবিষ্কৃত হওয়ায়, বিশেষতঃ তাঁহাব কাব্যে ব্যবহৃত কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দ আজও চট্টগ্রামী বাংলা উপভাষায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া, অন্য প্রমাণের অভাবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পাবে যে, তিনি চট্টগ্রাম জিলার অধিবাসী ছিলেন।

একমাত্র "ইউসুফ-জলিখা" ব্যতীত কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের অন্য কোন কাব্য কবিতা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাতে তিনি অন্য কোন কাব্য রচনা করেন নাই,—এমন মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। আলোচ্য কাব্যখানি পাঠ করিলে দেখা যায়, ইহা বেশ পরিণত রচনা । তাঁহার ভাষা প্রাচীন বটে, তবে কাঁচা হাতের লেখা নহে। ইহা রচনার পূর্বে তিনি অন্য লেখায় হাত পাকাইয়া থাকিবেন।

কাব্যটিতে কোন বিদেশী আবহ নাই বলিলেও চলে। বাংলার পরিবেশ এই কাব্যের রক্তমাংস ও বাংলার আবহ ইহার প্রাণ বলিয়া কাব্যখানি পাঠ করিতে মনেই হয় না যে, ইহা কোন বিদেশীয় পুস্তকের অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদ। তবে, তিনি কিতাব-কোরান দেখিয়া কাব্য রচনা করিযাছেন বলিয়া প্রচার করিতেও কসুব করেন নাই। ইউসুফের সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বনী য়ামীনেব সহিত মধুপুরীর (ভাওয়ালের অন্তর্গত 'মধুপুর' কি?) গন্ধর্বরাজকন্যা বিধুপ্রভার বিবাহ-কাহিনী কোন কিতাব-কোরানে পাওয়া গিয়াছিল, বলিতে পাবি না। এই সমস্ত দেখিযা শুনিয়া মনে হয়, কাব্যখানি মুসলিম কিংবদন্তী-নির্ভর রচনা।

পুত্র সিস্য হস্তে তিঁহ মাগে পরাজএ॥
মোহাজন বাক্য ইহা পুবণ কবিআ।
লইলেন্ত রাজপাট বঙ্গাল গৌড়িআ ॥
করুণা হীদএ রাজা পুণ্যবন্ত তব।
সবগুণে অসীম অতুল মনোহব ॥
বমণী বল্লভ নির্প বসে অনুপমা।
কনে বা কহিতে পাবে সে গুণ মহিমা ॥
জিনিলা নির্পতি সব কবিআ সমব।
জএবাদ্য দুন্দুমি বাহন্ত উঞ্চসর ॥
জাবত জীবন মুঞি দেখিলুঁহি কাম।
তান ভক্তি বিনা ধিক নাহি আব ধাম ॥
মোহাম্মদ ছগির তান আজ্ঞাক অধীন।
তাহান আছুক জস ভুবন এ তিন ॥

বলা বাহুল্য, এখানে যে 'গ্যেছ' বা গিযাসুদ্দীন বাজার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি যুদ্ধে পিতাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'বাংলা ' ও 'গৌড়' বাজ্য দখল করেন। কবি 'গ্যেছ'-কে পিতৃহন্তা না বলিয়া, কৌশলে ব্যাজস্তুতিতে বলিয়াছেন– ইনি সেই গিয়াস, যিনি সংস্কৃত মহাজন বাক্য "সর্বত্র বিজয়মিচ্ছেৎ, পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্" (অর্থাৎ মানুষ সর্বত্র নিজের বিজয় কামনা করে; কিন্তু পুত্র ও শিষ্যের কাছ হইতে পরাজয় চায়)– পূর্ণ করিয়া 'বঙ্গ' ও 'গৌড়' দেশ জয় করিয়াছেন। এই গিয়াস বাংলার ইতিহাসের গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ব্যতীত আর কেহ নহেন। তিনি ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

২

আল্লাহ ও রসুল, মাতাপিতা ও গুরুজন এবং রাজবন্দনান্তে "ইউসুফ-জলিখা" কাব্য আরম্ভ হইয়াছে। কাব্যবর্ণিত কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ :

পশ্চিম দেশে তৈমুস নামে এক প্রবল-প্রতাপশালী রাজ্য ছিলেন। তিনি বহুদিন নিঃসন্তান থাকিয়া অনেক দানধর্ম করার পর এক কন্যারত্ন লাভ করেন। অতি আনন্দে ও যত্নে কন্যার নাম রাখা হয় 'জলিখা'। যথাকালে জলিখা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে যৌবনশ্রী ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল। যে তাঁহাকে দেখিল, সে-ই ভাবিতে লাগিল–

কেশ বেশ সুভেস অলক বঙ্ক ফন্দি।
সুরপুরী হুরী কিবা হেরি কাম বন্দী ॥...
নহলী যৌবনী কন্যা সর্ব কলাজিত।
শরৎ চন্দ্রিমা জেহ্ন নক্ষত্র বেষ্টিত॥

এই সময়ে জলিখা একে একে তিন বৎসরে তিনবার স্বপ্নে এক সুপুরুষকে দেখিয়া তৎপ্রতি প্রেমাসক্তা হইলেন। তিনি আর কেহ নহেন,– মিসরাধিপতি আজিজ-মিসর। তৈমুস-রাজ তাঁহার কন্যা জোলেখাকে আজিজ-মিসরের সহিত বিবাহ দিবার জন্য মিসরে দূত প্রেরণ করিলেন। দৌত্য সফল হইল; আজিজ-মিসর তৈমুস রাজকন্যা জলিখাকে বিবাহ করিতে রাজি হইলেন। জলিখা যথাসময়ে মিসরে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার সহিত আজিজ মিসরের দেখা হইল। হায়! জলিখা দেখিলেন যে, এই আজিজ সেই 'আজিজ' নহে। অথচ ইহাকেই বিবাহ করিতে হইবে, এই কথা ভাবিয়া, জলিখার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি সখীগণকে ডাকিয়া গদগদ কণ্ঠে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন :

লঘ্নিকা ছন্দ- লাচারী-রাগ কোরা

শুন শুন সখি
জার তরে হৈলুঁ দুখী,
প্রাণের সখি ল!
প্রথম স্বপ্নে দেখি
হৃদয় অন্তরে কামহতা॥
এ তিন বরিখ ধরি,
রজনী বসিআ ঝুরি,–
প্রাণের সখি ল!
বিরহ আনলে পুড়ি
কহিতে মরম ব্যথা,
প্রাণের সখি ল!
কহিল সে মোক কথা,
আকুল হইলুঁ তথা,
কাহাত কহিমু এহি কথা।
মোর হেন বিপরীত কাজ
কলঙ্কিনী ভুবন সমাজ ॥
সে জন ন হএ এহি,
স্বপ্নেত দেখিলুঁ জেহি,–
প্রাণের সখি ল!
মোর তরে গেল কহি,
সেহি মোর পরমার্থ বাণী ॥
দোসর স্বপ্নের কথা,
প্রত্যক্ষ দেখিলুঁ আখি
চিন্তিতে হইল তনুশেষ ॥
মুঞি নারী কামরতা,
বিহি মোরে বিড়ম্বিতা,

শুনিতে হইলুঁ বুদ্ধি হানি ॥
চঞ্চল হইল মতি,
চপল হৃদয় গতি,
প্রাণের সখি ল!
প্রমাদ হইল অতি
কথা পাইমু তাহান উদ্দেশ ॥
তিঅজ স্বপ্নেত দেখি,
আঞ্চলে ধরিলুঁ আঁখি
প্রাণের সখি ল!
প্রাণের সখি ল!
আপনা রাখিমু কথা
পাষাণে চাপিল কর মোর ॥
বিষণ্ন হইল কাজ
জাইমু কমন রাজ
প্রাণের সখি ল
কহিতে আপনা কাজ,
ভাবিতে হইল মন ভোর॥

এইরূপ আক্ষেপান্তে জলিখা তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার জন্য ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ইহাতেও তাঁহার মানসিক যন্ত্রণার অবসান হইল না। একাকী মনোদুঃখে বিলাপ করিতে করিতে তিনি মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মূর্ছিত অবস্থায় আকাশবাণী হইল :

উঠ উঠ আয় কন্যা তাপিত হৃদয়।
তোহ্মার মনের বাঞ্ছা পুরিব নিশ্চয়॥
আজিজ মিছিব তোর নহে মনস্কাম।
সুখ ভোগ তার সঙ্গে হইবেক বাম॥
আজিজ মিছির তোর পতিমাত্র লেখা।
তার যোগে হৈব তোর প্রভু সনে দেখা॥

দৈববাণী শুনিয়া জলিখা চৈতন্য লাভ করিলেন ও আশ্বস্ত হইলেন। তাহার শান্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আজিজ মিসর জলিখার সহিত বিবাহের আয়োজন করিলেন। যথা-সময়ে শুভবিবাহ সমাধা হৈল বটে, কিন্তু জলিখার সহিত আজিজ মিসর দাম্পত্য জীবনযাপনে অসমর্থ হইলেন। অথচ, অন্তঃপুরচারিণী অন্য নারীর সহিত আনন্দে বাস করিতে আজিজের কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইল না। ফলে অন্তঃপুরে জলিখা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কিছুতেই তাঁহার সময় কাটিতে চাহে না। কাজে কাজেই-

খেনে হেথা খেনে হোথা ভ্রমে চারি দিশ।
উঠি বসি গোঞাএ দিবস অহর্নিশ ॥
গগন তারক দেখি চাহে এক মন।
তার সঙ্গে কাহিনী কহএ সর্বক্ষণ ॥...
দুক্ষের কাহিনী কহি গোঞাএ রজনী।
বিশেষ তাপিত মন বিরহ আগুনি॥
চান্দ ভেল মলিন বিরল তারাগণ।
অরুণ উদয় হৈলে হএ আনমন॥
প্রভাতে পাখালে মুখ নয়ানের জলে।
রুদিত বদন তান প্রতি উষাকালে॥

এইরূপে এক এক দিন করিয়া ভবিষ্যতের আশায় ভাঙ্গা বুকে জলিখা তাঁহার বিরহবিধুর দিনগুলি কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। আজিজ মিসরের অন্তঃপুরে মনোবাঞ্ছিত জনের জন্য মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল, আর "বার মাসীতে" জলিখা তাঁহার মনোবেদনা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন:

দীর্ঘ ছন্দ - ধানশ্রীরাগ

ইতি দোয়াদশ মাস

মাঘ হৈল পরকাশ কানন কুসুম হাস
শুভ ছিরী পঞ্চমী প্রকাশ।
মউলিত পুষ্পবন মদন মোহন ঘন
তা দেখিআ মোর মনুদাস ॥
বিকলিত আম জাম ভ্রমর ভ্রমএ কাম
সৌরভ ধাবন্তি চতুর্দিশ।
মলয়া সমীর ধীর হৃদয় অন্তরে নীর
বিরহিণী জন অহর্নিশ ॥
ফাগুনে চৌগুণ রিত নানা পুষ্প বিকসিত
যুবজন কান্ত বিভূষিত।
পুরিত সকল অঙ্গ আগর চন্নন রঙ্গ
খেলএ আনন্দ হই চিত ॥
নবীন পরব বেশ সুরঙ্গ সুন্দর দেশ
তরুলতা নব রঙ্গ হাস।
জুবক জুবতীগণ নানা বস্ত্র বিভূষণ
আভরণ বিচিত্র বিলাস॥...
আইল কার্তিক মাস চতুর্দিক পরকাশ
মন্দ মন্দ দেহ প্রতুসাএ।
তা হেরি উদাস পিয়া বিরহে বিদরে হিয়া
মন পক্ষী উড়িতে উশ্চাএ॥
নিশি দিশি উঝলিত তারাগণ বিস্তারিত
বহএ সমীর ধীর ধীর।
ধবল কাচিয়া ফুল জেহেন পতাকা তুল
মদন চামর চমক্কার ॥
আঘ্রান আইল রিত নব শালী সমুদিত
সুগন্ধি সৌরভ জাএ দূর।
শারী শুক করে রোল নানা ব্রন্ন ধান্যকুল
বিকসিত সব খিতি পুর॥
ঘরে ঘরে ধন্য রাশি নর পশুগণ হাসি
গগন রুচিত পরকাশ।
রাজা প্রজা উল্লসিত প্রবাস বঞ্চিত রিত

মোর পৈক্ষে জেহ্ন বনবাস॥
পৌষ আইল ওস রিত ভুবন পুরিত শীত
খোহামএ জেহ্ন বিষ্টিকার।
জুবক জুবতী মিলি কর্পূর তাম্বুল তুলি
বিলসিত নানা সুখসার॥
মুঞি বড় হতভাগী অহনিশি রহোঁ জাগি
প্রভু মোর নিদয়া হিদয়।
মোহাম্মদে কহে দুখী অবশ্য হইবা সুখী
নিশিশেষে রবির উদয়।

৩.

এই দিকে, কেনান দেশে ইয়াকুব নামে এক নবী ছিলেন; তাঁহার দুই স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে ইয়াকুব নবীর দশ পুত্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে এক কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই দুই পুত্রের মধ্যে এক জনের নাম 'ইউসুফ' এবং অপরটির নাম 'বনী আমীন' বা 'ইবনে আমীন' রাখা হয়। ইউসুফ এমন সুপুরুষ ছিলেন যে, তাঁহার ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া অন্যেব কথা দূরে থাকুক স্বয়ং ইয়াকুব নবীও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ফলে :

ইয়াকুব নবীব ইছুফ জেহ্ন আত্থি।
সর্বক্ষণ ইছুফ নয়ানে থাকে পেখি।।

ইয়াকুব নবীর বাসভবনে একটি 'ধর্মতরু' ছিল। তাঁহার এক এক পুত্রের জন্মকালে এই বৃক্ষে একটি করিয়া শাখা অঙ্কুবিত হইত। সন্তান বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাখাটিও বড় হইত এবং ইয়াকুব নবী তাহা কাটিয়া যষ্টি বানাইয়া পুত্রকে দান করিতেন। যখন ইউসুফ জন্মগ্রহণ কবিলেন; তখন এই বৃক্ষে আর ডাল নির্গত হইল না। ইহা লক্ষ্য করিয়া ইয়াকুব নবী আল্লাব কাছে ইউসুফের জন্য একটি যষ্টি ভিক্ষা করিলেন। ফলে, স্বর্গ হইতে এক 'আসা' বা যষ্টি নামিয়া আসিল। ইয়াকুব নবী ইহা ইউসুফকে দান করিলেন; আর-

হেন 'আছা' দেখিআ ইছুফ করগত।
সর্বলোকে কহিলেন্ত আছার মহত্ত্ব॥

ইহাতে ইউসুফের ভ্রাতৃগণ দেখিল যে, তিনি শুধু পিতার স্নেহ অত্যধিক মাত্রায় লাভ করিতেছেন এমন নহে, বরং স্বর্গীয় 'আসা' -প্রাপ্তিতেও সৌভাগ্যবান। সুতরাং, তৎপ্রতি তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের ঈর্ষ্যা পোষণ করা একটি মামুলী ও স্বাভাবিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গেল। এমন সময় ইউসুফ স্বপ্নে দেখিলেন,–

একাদশ নক্ষত্র আওর রবিশশী।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভূমিতলে পশি।

এই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা তিনি পিতাকে কহিলেন। পিতা এই স্বপ্ন কাহারও কাছে ব্যক্ত করিতে ইউসুফকে নিষেধ করিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ, ইহাতে কোন ফল হইল না। কারণ–

নিভৃতে ইছুফ তরে করিলা নিষেধ।
দৈববলে কেহ তাকে করিলেক ভেদ॥
এহি কথা ভাই সবে সকল শুনিল।
বিধির নির্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারিল॥

অতঃপর ভ্রাতৃগণের মধ্যে ইউসুফকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলিল। ঠিক হইল যে, মৃগয়া করার ছলে ইউসুফকে বনে লইয়া গিয়া হত্যা করিতে হইবে। ইউসুফকে সঙ্গে লইয়া বনে মৃগয়া করিতে যাইবার প্রস্তাবটি যথাসময়ে ইয়াকুব নবীর নিকট পেশ করা হইল। নবী এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। তখন ভ্রাতৃগণ ইউসুফকে নানা কথা বলিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন এবং চেষ্টায় সফলকামও হইলেন। ইউসুফ পিতার নিকট বায়না ধরিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত মৃগয়া করিতে বনে গমন করিলেন। বনে পৌঁছিলে ষড়যন্ত্র অনুসারে ভ্রাতৃগণ ইউসুফেব শরীব হইতে কাপড়-চোপড় খসাইয়া লইল, এবং অকস্মাৎ সকলে মিলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। ফলে, তাঁহাকে–

কোহ্ন ভাই ক্রুদ্ধ হই মারে অনুরাগে।
আর ভাই নিকটে জায়ন্ত দয়াভাগে॥
সেহো ভাই ঠেলা দিআ ফেলে এক পাশ।
আর ভাই কাছে জাএ হইয়া হতাশ॥
সেহো ভাই নিদয়া হিদয় হৈআ মারে।
আর ভাই নিকটে জায়ন্ত বস্ত্র আড়ে॥
কোহ্ন ভাই মায়া নাহি সবে মারে বেড়ি।
কান্দিতে লাগিলা তবে বাপ অনুস্মরি॥

সকলে বলিতে লাগিলেন ইউসুফকে এই সুযোগে মারিয়া ফেল। কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহাকে এইভাবে মারিতে দিলেন না। তাঁহার হস্তক্ষেপে ইউসুফকে বনমধ্যে এক কূপে নিক্ষেপ করা হইল। কূপে পড়িবার সময় ইউসুফকে ফিরিশ্‌তারা ধরিয়া ফেলিলেন এবং স্বর্গ হইতে একটি সুন্দর পাট আনিয়া তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি সেই স্বর্গীয় পাট ধরিয়া কূপের মধ্যে ভাসিতে লাগিলেন।

ইউসুফের বস্ত্র লইয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণ সানন্দে বাড়ি ফিরিতেছিলেন; এমন সময় পিতার নিকট ইউসুফ-হত্যার কি কৈফিয়ৎ দিবে, -সে চিন্তা তাহাদের মনে দেখা দিল। পরামর্শের পর স্থির হইল যে, ইউসুফকে বনে বাঘে খাইয়াছে বলিয়া প্রচার করিতে হইবে এবং তাহার নিদর্শনস্বরূপ ইউসুফের কাপড় ছিঁড়িয়া তাহাতে রক্ত মাখিয়া পিতাকে ব্যাঘ্র কর্তৃক ইউসুফ হত্যার প্রমাণ দিতে হইবে। তাহাই করা হইল। ইয়াকুব নবী কপট-কাহিনী বিশ্বাস না করিয়া, তাহার পুত্রগণকে ইউসুফহন্তা বাঘটি ধরিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। পুত্রেরা বাধ্য হইয়া বন হইতে এক বাঘ ধরিয়া আনিল। কিন্তু, বনের পশু বলিল যে, নবী বা নবীবংশের কাহারও মাংস বাঘ খায় না। সেও ইউসুফকে হত্যা করে নাই। আসল ব্যাপারটি যে কি, তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়া , ইয়াকুব নবী পুত্রশোকে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

৪.

'মণিরু' নামে মিশরে এক মহাবণিক বাস করিতেন । তিনি এই সময়ে বহু বণিক ও লোকজন সঙ্গে লইয়া 'কেনান' -অভিমুখে বাণিজ্যের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন বলাবাহুল্য,—

এহি সাধু পূর্বকালে স্বপ্ন দেখিছিল।
পূর্ণিমার শশী তার ঘরেত পইসিল॥

বহুদিন এমন কোন সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। ফলতঃ, তিনি একরূপ স্বপ্নের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে বণিক-গোষ্ঠী যখন সীমান্তে অবস্থিত অরণ্যটি অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে পানীয় জলের অভাব দেখা দিল। তাঁহারা বাধ্য হইয়া এই অরণ্যে তাঁবু ফেলিয়া জলের সন্ধানে বাহির হইলেন। কিয়দ্দূরে এক জলপূর্ণ কূপের সন্ধান মিলিল। সুদীর্ঘ রসিতে কলসী (ঘড়া) বাঁধিয়া জল তুলিতে কূপ মধ্যে ফেলা হইল। কি আশ্চর্য, কলসীতে বসিয়া জলের সহিত এক অনিন্দ্যসুন্দর যুবক উঠিয়া আসিল। তাঁহার রূপ দেখিয়া সকলে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে সাধুর নিকট লইয়া গেল। ইউসুফকে দেখিয়া সাধু মনে মনে ভাবিলেন, এতদিনে তাঁহার স্বপ্ন সফল হইয়াছে। এইবার তাঁহাকে বিনা বাণিজ্যে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ভাল করিয়া ইউসুফের মুখ ঢাকিয়া দিয়া 'মণিরু' তাঁহার দলীয় শ্রেষ্ঠিবর্গকে আহারান্তে দেশে ফিরিয়া যাওয়ার আদেশ দিলেন।

সকলেই আহারের আয়োজনে ব্যস্ত। এমন সময় ইয়াকুব নবীর দশ পুত্র, তখনও ইউসুফ কূপমধ্যে বাঁচিয়া আছেন কিনা, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে আসিয়া, শূন্যকূপ দর্শনে ইউসুফেব অনুসন্ধানে বাহির হইল এবং বণিকদের মধ্যে ইউসুফকে আবিষ্কার করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল যে, তাহাদের এই 'দুরাচারী দাস' নিজের অসৎকর্মের জন্য কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; তাহাকে তাঁহারা ঐ কূপ হইতে উঠাইয়া লইয়াছেন কেন? দাসটিকে হয় যথোপযুক্ত অর্থ দিয়া কিনিয়া লইতে হইবে, না হয় তাহাদের কাছে ফিরাইয়া দিতে হইবে; নতুবা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে লাভ করিতে হইবে। বণিকশ্রেষ্ঠ 'মণিরু' ভয় পাইয়া ইউসুফকে এই দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন—

ইছুফে বোলন্ত আমি হই তান দাস।
আকাশের দিকে মুখ্খ করিআ প্রকাশ॥

ইউসুফের এই উক্তিতে 'মনিরু' -সাধুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইউসুফকে ক্রয় করিয়া এই আকস্মিক বিপদের হাত হইতে মুক্তি লাভ করার কোন সহজ উপায় আছে কিনা,— সেই কথা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ—

সাধু বোলে মোর ঠাঁই ধন নাহি আর।
তামার ঢেপুয়া লহ এই মূল্য তার॥
ভাই সবে বোলে জেই দেহ তা সত্বর।
আজ্ঞা হোন্তে দূর হউ দিক দিগন্তর॥

এইভাবে 'মণিরু' -সাধু ইউসুফকে তাম্রমুদ্রায় (তামার ঢেপুয়ায়) ক্রয় করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার অন্য কোন সওদা হইল না। তজ্জন্য তিনি দুঃখিতও হইলেন না।

দেশে পৌছিতেই 'মণিরু' -সাধু দেখিতে পাইলেন দেশের সর্বত্র হট্টগোল শুরু হইয়া গিয়াছে। দূত-মুখে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে যে, 'মণিরু' -সাধু বিদেশ হইতে এক অপূর্ব দাস ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন; এমন ক্রীতদাস জগতে দুর্লভ। আজিজ মিসরও এই কথা জানিতে পাবিলেন। ইউসুফকে তাঁহার দেখিবার ইচ্ছা হইল। এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, আজিজমিসর এক বিশিষ্ট দিনে সভা ডাকিয়া রাজ্যময় এক আদেশ জারী করিলেন যে,–

জথ রূপবন্ত আছে নারী বা পুরুখ।
সুবেশ কবিয়া আইস আহ্মার সমুখ॥

আদেশ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে 'সাজ-সাজ'রব পড়িয়া গেল। মিসরে যত রূপবান নর ও রূপবতী নারী ছিল, রাজানুগ্রহ লাভেব আশায়, তাহাদের সকলেই যথাকালে আজিজমিসরের দরবারে উপস্থিত হইতে চলিল। 'মণিরু' -সাধুও ইউসুফকে সঙ্গে লইয়া মিসর-দরবারে যাত্রা করিলেন। চলিতে চলিতে–

নীল নামে গঙ্গা আছে মিছির ভূমিত।
তাব তীরে মণিরু হৈলা উপস্থিত॥
ইছুফ সম্বোধি বলে সাধু গুণবান।
এহি নীল গঙ্গা নীরে করহ আসনান॥
সাধুর আদেশ পাইআ জলেতে নামিলা।
জল সুখমান ধর্ম যাপ্য আচরিলা॥
তান পদ পরশে নীলের পুণ্য নীর।
সুরেশ্বরী ধারা জেহ্ন সুধাবর্ণ খীর॥

নীল নদের জলে স্নানান্তে পবিত্র ও সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত হইয়া ইউসুফ ও 'মণিরু' সাধু রাজ- সভায় উপস্থিত হইলেন; ইউসুফকে বসিবার জন্য বহুমূল্য বিচিত্র আসন দেওয়া হইল। তাঁহাকে এই আসনে সমাসীন দেখিয়া সকলের মনে প্রতীয়মান হইতে লাগিল :

সিদ্ধ বিদ্যাধর রূপ জিনি তান তনু।
মানব মূরতি ধরি মর্ত্যে আইল ভানু॥

এ আবার কেমন ক্রীতদাস? এমন ক্রীতদাস তো কখনও দেখি নাই। কে সে ভাগ্যবান, যে ইহাকে কিনিবে? ইহার মূল্যই বা কত হইবে? কি আশ্চর্য! এই ক্রীতদাস তো দাস নহে, বরং–

নাম দাস ভুবনে ঈশ্বর হেন পেখি।
জগৎ ভরিল তান রূপরেখ আঁখি॥

জলিখাও বাজ-অন্তঃপুর হইতে তাঁহার ধাত্রী ও সখীগণকে সঙ্গে লইয়া ক্রীতদাস ইউসুফকে দেখিবার জন্য উটের 'আম্বারীতে' আরোহণ করিয়া দরবারে উপস্থিত হইলেন। ইউসুফকে দেখিয়া তিনি মূর্ছিতা হইলে, 'আম্বারী' বাজঅন্তঃপুরে ফিরিয়া গেল। তথায় ধাত্রীব বিশেষ যত্নে তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। মূর্ছান্তে জলিখা ধাত্রীকে লাচাবী ছন্দে গুর্জবী বাগে কহিলেন,—

শূন ধাত্রিঃ মোহোব বচন।
এহি মোর হরিল জীবন ॥ ধ্রু
দেখাইল আপনক মুখ।
দিলেক বিরহ মনে দুঃখ ॥
অন্তরিক্ষে দিল দরশন।
সে অবধি পোড়ে মোর মন॥

ধাত্রী জলিখাকে প্রবোধ দান করিল। ইহাতে তাঁহার হৃদয়-চাঞ্চল্য দূরীভূত হইল না, তাঁহাব মনও কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। বাধ্য হইয়া জলিখা ইউসুফকে ক্রয় করিবার জন্য রাজদরবাবে ফিরিযা আসিয়া দেখিলেন—

ইছুফ কিনিতে আইল জথ বণিজার।
জাব জেই মনে ভাএ মূল্য করিবার॥
এক বুঢ়ী কতখানী সুতা হাতে লৈআ।
ধাইতে ধাইতে জাএ আন উপেখিআ ॥
লোকে পুছে কেনে ধাঅ কহ বৃদ্ধ নারী।
বুঢ়ী বলে মোর এহি পুঁজি ধন কড়ি ॥
সাধুর মেলেত মোক গণিতে জুয়াএ।
মোর কর্মফলে তাক কিনিতে ন ভাএ ॥
লোক সব হাসএ বুঢ়ীর বুঝি মতি।
ন পায় কিনিতে তাক লক্ষ কোটিপতি ॥
ডাকোয়ালে ডাকি বলে শুন সাধুগণ।
ইছুফ কিনিতে আইস জার জথ ধন ॥

অতঃপর, ইউসুফকে ক্রয় করিবার জন্য বহু বণিক আগাইয়া আসিয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা 'মণিরু'-সাধুকে দিতে চাহিল। 'মণিরু' বলিলেন, ইহা ইউসুফের উপযুক্ত মূল্য নহে। তখন 'মণিরু' -সাধুর নিকট হইতে ক্রেতৃগণ ইউসুফের প্রকৃত মূল্য জানিতে চাহিলে, তাহাদিগকে জানানো হইল যে,—

তান যোগ্য মূল্য হয় কনক রতন।
মুকুতা প্রবাল হীরা চুনি মণি ধন ॥
সব সমতুল্য করি জুখিবেক সার।
কিনিবারে আইস এহি মূল্য হৈল সার ॥

এই ঘোষণার পর ক্রয়েচ্ছু সাধুগণ নিরাশ হইলেন। এমন কি, অধিক মূল্যে ইউসুফকে কিনিবেন কি না, সে-সম্বন্ধে আজিজমিসরও বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

জলিখা আজিজমিসরের চিন্তার কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে তিনি তাঁহার পিতৃদত্ত মণি-মাণিক্য দিয়া ওজন করিয়া ইউসুফকে কিনিবেন। তাঁহাকে যেন এই ক্রীতদাসটিকে কিনিবার অনুমতি দেওয়া হয়। আজিজের সম্মতিক্রমেই জলিখা—

এক এক মাণিক্য মিছির মূল্য জান।
সেহি রত্ন আনি দিলা সাধু বিদ্যমান ॥
ইছুফ জলিখা সঙ্গে রত্ন মণি মূল্য।
তথাপিহ ইছুফক নহে সমতুল্য ॥

এতৎসত্ত্বেও 'মণিরু' সাধু ইউসুফকে আজিজের নিকট বিক্রয় করিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিলেন। কারণ—

লোকে বোলে মণিরু বড়হি ভাগ্যবন্ত।
ধনেব ঈশ্বর হৈল সাধু গুণবন্ত॥

'মণিরু' -সাধু ইউসুফের পদধূলি লইয়া চলিয়া গেলেন। আজিজ 'পুত্রবাচ' দিয়া ইউসুফকে জলিখার হাতে সমর্পণ করিলেন। জলিখার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি ইউসুফকে নিজের অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। সেখানে জলিখার আদেশক্রমে ষোড়শোপচারে ইউসুফের সেবা চলিল।

এই সময়ে একদা ইউসুফ অশ্বারোহণে নগর-ভ্রমণে বাহির হইলেন। মিসরে 'বারেহা' নামে এক বণিক ছিল। তাহার অপূর্ব সুন্দরী যুবতী কন্যা ইউসুফকে দেখিবার জন্য পথে আসিয়া দাঁড়াইল। সে ইউসুফকে দেখিয়া অজ্ঞান হইল। সেবা -শুশ্রূষাব পর সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলে, ইউসুফ তাহাকে প্রবোধ দিলেন ও তত্ত্বকথা শুনাইলেন। শ্রেষ্ঠী বারেহার কন্যাব চিত্ত ইউসুফের তত্ত্বকথায় বিগলিত হইল। ফলে তাঁহার-

নীলগঙ্গা তীরেত গোফার মধ্যে বাস।
সর্বক্ষণ সমাধি করএ মনুদাস॥

৫

এইভাবে জলিখা ইউসুফের নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হইলেন। নানাবিধ ছলাকলায় ইউসুফকে ভুলাইবার প্রয়াস চলিল। কিন্তু, কিছুতেই ইউসুফের আত্মসংযম টুটিল না। জলিখা তাঁহার ধাত্রীকে অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে সকল কথা নিবেদন করিলেন ও তাহার নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। ধাত্রী জলিখাকে আশ্বস্ত করিলেন যে, ইউসুফের প্রতি তাঁহার আসক্তির কথা জানাইয়া, প্রণয়াস্পদের সহিত তাঁহার চির-বাঞ্ছিত মিলন ঘটাইয়া দিবে।

অতঃপর, ধাত্রী তাহার দৌত্য সমাধা করিলে, ইউসুফ উত্তর দিলেন, আজিজ মিসর 'পুত্রবাচ' দিয়া তাঁহাকে জলিখার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি জলিখার নিকট লৌকিক-সম্পর্কে পুত্র সমতুল্য। আপন গর্ভজাত সন্তান ও ধর্ম-পুত্রের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? অধিকন্তু,—

মহাদেবী যেন গুরু পত্নীর সমান।
রাজপত্নী মাতৃতুল্য মোর অনুমান॥

আজিজ বুলিল মোক তুহ্মি পুত্র ধর্ম।
পুত্র ধর্ম ন হএ করিতে হেন কর্ম॥

এইরূপে ধাত্রী তাহার দৌত্য-কার্যে ব্যর্থ হইলে, ইউসুফের নিকট জলিখা স্বয়ং প্রেম-নিবেদন করিলেন। ইহাতেও বিশেষ ফলোদয় হইল না। জলিখা আবার তাঁহার ব্যর্থতাব কথা ধাত্রীকে জানাইলেন। ধাত্রী জলিখাকে বলিলেন যে, ইউসুফ বমণী-সঙ্গম-অনভিজ্ঞ পুরুষ। সুতরাং, তাঁহাকে কামকলায় প্রলুব্ধ করিতে হইলে,

তোহ্মা জথ সখী আছে নৌআলি জৌবন।
তা সব পাঠাই দেউ জাউ বৃন্দাবন॥
ইছুফক বোলহ জাউ নিধুবনে।
তুলিআ আনউ পুষ্প তোহ্মার কাবণে॥
অমাত্য কুমারী জথ রূপে কামাতুব।
লাস বেশ করি জাউ বৃন্দাবন পুর॥
জথেক নাগরীপনা কামাকুল কপে।
ইছুফ ভুলাউ গিয়া সুরতি আলাপে॥

ধাত্রীব পবামর্শ অনুসারে কাজ করা হইল। ইউসুফের অজানিতে জলিখার সখীগণকে লাস-বেশ কবাইয়া, ইউসুফকে ভুলাইবার পরামর্শ দিয়া, নগর বাহিরে 'বৃন্দাবনে' অর্থাৎ উদ্যান বাটিকায় বিহার করিতে প্রেরণ কবা হইল। পবে, ইউসুফও তথায় প্রেরিত হইলেন। জলিখার সখীগণ শুধু যে ছলাকলায় ইউসুফের কামোদ্রেক করিতে ব্যর্থ হইলেন, তেমন নহে, ইউসুফের মুখে তত্ত্বকথা শুনিয়া তাঁহারাও গলিয়া গেল। এই ব্যর্থতার কথাও ধাত্রীকে জানাইয়া জলিখা তাহার পবামর্শ চাহিলেন। ধাত্রী বলিল, চিন্তিত হইবাব কাবণ নাই; কেননা—

হেন এক মন্দিব রচিব সুরচিত।
জীবন নক্ষত্র পুরিআ সমুদিত॥
ইছুফ জলিখা কেলি চিত্রে লিখি আর।
অঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গম যে বিবিধ প্রকার॥
ইছুফে দেখিয়া সেহি হৈব কামাতুর।
রতিসুখ কেলিরঙ্গে হৈব মতি ভোর॥

বলা বাহুল্য, ধাত্রীর পরামর্শ অনুসারে জলিখা এক 'মন্দির' অর্থাৎ গৃহ নির্মাণ করাইলেন। ইহারই নাম কামভাব উদ্রেকাত্মক "সপ্তখণ্ড টঙ্গী"। জলিখা অপূর্ব সাজে সজ্জিতা হইয়া এই "সপ্তখণ্ড -টঙ্গীতে" গমন করিলেন। যথাসময়ে ইউসুফও তথায় নীত হইলেন। এইখানেই জলিখা ইউসুফকে যৌবন নিবেদন করিলেন। এবারও তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইউসুফ পলাইয়া গিয়া জলিখার কামকবল হইতে আত্মরক্ষা করিলেন। পলাইবার সময় বাধা দিতে গিয়া জলিখা ইউসুফের পিঠের কাপড় ধরিয়া ফেলিলেন। ইউসুফ পলাইয়া গেলেন বটে, জলিখার হাতে তাঁহার কাপড় ছিঁড়িয়া থাকিয়া গেল। জলিখা মূর্ছিতা হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। সখীগণের যত্নে তাহার মূর্ছাভঙ্গ হইল। ইউসুফকে কিনিবেদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া জলিখা আজিজ-মিসরের নিকট ইউসুফের নামে

নিজের সতীত্ব নাশের অপবাদ দিলেন। ইউসুফের বিচার হইল। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে অপবাদ অস্বীকার করিলেও, লজ্জায় সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে পারিলেন না। ফলে, তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

৬

ক.

জলিখাব অপবাদে ইউসুফের কারা-জীবন আরম্ভ হইল। তিনি খোদাকে স্মরণ করিয়া কারাজীবনের কাঠোর দিনগুলি একটির পর একটি করিয়া কাটাইয়া দিতে লাগিলেন, আব খোদাকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন :

মোব জথ অপরাধ তোক্ষা পদগত।
এহি কথা সাচা মিছা করহ বেকত॥

এই সময় ইউসুফ এক 'অন্তরীক্ষ -বাণী' শুনিতে পাইলেন যে, জলিখা যখন তাঁহাকে অধর্মকার্যে লিপ্ত করিতে সচেষ্টা ছিলেন, তখন তাঁহার এক সখী পর্দার আড়ালে থাকিয়া তিন মাসেব দুগ্ধপোষ্য শিশুকে 'টুলনি' অর্থাৎ দোলনায় রাখিয়া ঘুম পাড়াইতে ছিলেন। শিশুটি সবকিছু দেখিয়াছে ও আল্লার হুকুমে সে সাক্ষ্য দিবে।

এহেন 'অন্তবীক্ষ-বাণী' শ্রবণ কবিয়া ইউসুফ আজিজ-মিসরের নিকট নিবেদন কবিলেন যে, তিনি যে নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক সে -সম্বন্ধে এক সাক্ষী আছে এবং এই সাক্ষী হইতেছে জলিখাব সখীর তিন মাসের নির্বোধ শিশু। আজিজ-মিসরের আদেশে জলিখা কোলে কবিয়া এই শিশুকে লইয়া আসিলেন। এই কার্যে দোষগুণ কাহাব, - এই কথা আজিজ-মিসর শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন; আর –

শিশু বোলে মুঞি নহোঁ নবির চরিত।
কার তরে কার বাক্য ন কাঁহি বিদিত॥
জাহার অগ্রত ভাগে বিদার বসন।
তার কথা মিথ্যা জান প্রলাপ বচন॥
জার পৃষ্ঠগত বস্ত্র বিদার প্রমাণ।
সেহি সত্যবাদী ধর্মশীল অনুমান॥

শিশুর এই কথা শুনিয়া আজিজ-মিসর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখিলেন যে, ইউসুফের পৃষ্ঠের এবং জলিখার সম্মুখের বস্ত্র ছিন্ন। ইহাতে আজিজ জলিখাকে অনেক গঞ্জনা করিলেন বটে, কিন্তু ইউসুফকে উপদেশ দিলেন,–

তোক্ষার কর্তব্য কর্ম মুঞি ভাল জানোঁ।
তুক্ষি মাত্র কার ঠাঞি ন কহিবা আন॥

খ.

এতৎসত্ত্বেও, জলিখার কেলেঙ্কারীর কথা গোপন রহিল না। দুঃসংবাদ যেমন বায়ুর আগে আগে উড়িয়া বেড়ায়, কলঙ্কের কথাও তেমন দেখিতে দেখিতে মুখে মুখে দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। ইহাতে জলিখা বিচলিতা হইলেন।

কলঙ্ক-মোচনের উপায় সম্বন্ধে ধাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইল যে দেশের যাবতীয যুবতী নারীকে নিমন্ত্রণ দিয়া একত্র করিয়া, এই রমণী সমাজে ইউসুফকেও ডাকিয়া আনিতে হইবে। তখন তাহাদের সম্মুখেই ধাত্রী কু-চর্চা খণ্ডন করিবে। পরামর্শ অনুসারে কাজ করা হইল। দেশের যাবতীয় যুবতী নিমন্ত্রিত হইয়া রাজ-অন্তঃপুরে সমবেত হইলেন। তাহাদের জন্য নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য সরবরাহের আয়োজন কবা হইল। ভোজনান্তে ফলাহারের জন্য তাহাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া 'তকঞ্জা' নামে পরিচিত সে দেশের সর্বোৎকৃষ্ট ফল এবং তাহা কাটিবার জন্য একখানা করিয়া 'খরশান কাতি' দেওয়া হইল। আহারের সুযোগ লইয়া যুবতীগণ বলিল, ইউসুফকে না দেখিলে তাহারা কিছুই খাইবে না। অগত্যা—

জলিখা আদেশ কৈল এক সখী তরে।
ইছুফক কহ গিআ আসউ সত্বরে॥

ইউসুফ আসিলেন না। পবিশেষে তাঁহাকে আনিবার জন্য জলিখাকেই যাইতে হইল। জলিখার অনুনয়ে ইউসুফ রমণীদের সভায় আগমন কবিলেন। রমণীগণ তখন ফলাহার করিতেছিল। ইউসুফের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতেই রমণীরা আত্মহারা হইয়া—

দেখিলেন্ত পরতেক কিবা এ স্বপন।
এক দৃষ্টে নেহালন্ত পাসরি আপন॥
হাতেত তকঞ্জা ফল কাতি খরশান।
হস্ত সঙ্গে ফল কাটে মনে নাহি আন॥
কেহো ফল কাটিতে অঙ্গুলি কাটি নিল।
কিবা কব কিবা ফল এক ন জানিল॥

হাস্য-পরিহাসচ্ছলে জলিখা রমণী-সমাজে বলিলেন যে, বহু ধন দিয়া এই ক্রীতদাসকে কিনিয়া কত আদর যত্ন করিয়াছি সে আমার বশ্যতা স্বীকার করিল না। এইবার তাহাকে নির্জন কারাগারে বন্দী করা হইবে। রমণীরা ইউসুফের ভয়াবহ নির্জন কারাবাসের কথা শুনিয়া সদয় হৃদয়ে তাঁহাকে জলিখার বশীভূত হইতে উপদেশ দিলেন। ইউসুফ তাহাদিগকে অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন—

তিরীক সমাজ হোন্তে রাখম বান্ধি মন।
তিরী মুখ ন দেখি গোঙাম কত খন॥
লুবুধ ন হম মুঞি তিরী মুখ দেখি।
বন্দীত থাকম মুঞি এসব উপেখি॥

অতঃপর ইউসুফ নির্জন কারাগারে প্রেরিত হইলেন। এতৎসত্ত্বেও জলিখার মনে শান্তি রহিল না। একদা তিনি আজিজ-মিসরের আদেশ লইয়া নির্জন কারাগারে গমন করিয়া ইউসুফের নিকট কামবাসনা তৃপ্তির প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব পূর্ববৎ সুদৃঢ়ভাবেই অগ্রাহ্য হইল। ইহাতে জলিখার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি অনুচরগণকে আদেশ করিলেন যে, তাহারা যেন ইউসুফের শরীর হইতে ভাল বস্ত্র ও আভরণ কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে অতি সাধারণ পোশাকে সাজাইয়া দেন। ফলে, জলিখার অনুচরেরা ইউসুফের—

আভরণ কনক লৈল ততখন।
লোহাক দাণ্ডুকা দিল অঙ্গক ভূষণ॥
গর্দভ পৃষ্ঠেত তানে চড়াইল ছলে।
নগরান্ত ইছুফক ফিরাইল বলে॥
ডাকোয়ালে ডাক ছাড়ে সকলে শুনিল।
এহেন দুর্জন দাস জলিখা কিনিল॥
অন্তঃপুর মধ্যে কর্ম দুষ্কৃতি রচিত।
ঈশ্বর ঘাতক মহাপাতকী বিদিত॥
এহি তার যোগ্য শাস্তি সর্বলোকে জান।
বন্দীর ভবনে তাক রাখহ সাবধান॥

ইহাতে ইউসুফের অপবাদ ঘোষিত হওয়া দূরে থাকুক, অধিকন্তু, তাঁহাকে দেখিবার জন্য সকলেব ঔৎসুক্য বাড়িয়া গেল এবং বন্দীশালায় দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতে লাগিল। ইউসুফের দেবমূর্তি সন্দর্শনে সকলে বলাবলি করিতে শুরু করিল,–

শিষ্টজন কদাচিত দুষ্ট নাহি হএ।
কৃষ্ণ কালি দাগ ন জায়ন্তি শত ধোএ॥

গ.

ইউসুফ নির্ব্বিবাদে আরও দশজন বন্দীর সহিত সুখেই বাস কবিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমনে বন্দীশালা 'চন্দ্রপুরে' পরিণত হইল। অন্যান্য বন্দীরা তাঁহাকে দাসের ন্যায় সেবা করিতে লাগিল। আসল ব্যাপারটি জানিতে পারিয়া সুখ শান্তি বৃদ্ধির জন্য গোপনে জলিখা–

ইছুফক দিলা যথ খাট পাট পাটি।
তুলি গদি বসন ভূষণ বাটা বাটি॥

ইউসুফের জন্য এত করিয়াও জলিখার মনের সাধ মিটিল না। তিনি মনের দুঃখে বনে না গিয়া রাজ-প্রাসাদে বসিয়াই এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন যে,–

ইছুফক পাদুকাএ জেহ্ন সেহ পতাকাএ
আঁখির উপরে রাখি থাকোঁ।
খেনে খেনে নয়ানেত খেনে খেনে বয়ানেত
খেনে খেনে মস্তকে ধরাওঁ॥
নবীন নাগরী আহ রূপেত আগরী তাহ
জেহ্ন হওঁ পাগল চরিত।
পিউ জেহ্ন সুধাবিন্দু প্রেমলাভ ভাবসিন্ধু
হাকলি বিকলি করি রীত॥

বিলাপান্তে জলিখার মনের বেদনা জলভারমুক্ত মেঘের ন্যায় লঘুতা প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া কারান্তরালে লুক্কায়িত দয়িতদর্শনে ছুটিয়া চলিল।

একদা নিশীথে কাবাকক্ষে ইউসুফের সহিত জলিখাব দেখা হইল। জলিখা তাঁহাকে মনোবেদনা নিবেদন করিলেন। জলিখার মুখে তাঁহার মনোবেদনাব কথা শুনিয়া ইউসূফও দুঃখিত হইলেন। এই সময় রজনী ভোর হইয়া আসিতেছিল। আর কাবাগারে অবস্থান করা সঙ্গত মনে না করিয়া, জলিখা রাজ-অন্তপুরে ফিরিয়া গেলেন।

ঘ.

এইভাবে জলিখার বিবহ-জীবনের আতপ্ত দিনগুলি যখন একে একে কাটিযা যাইতেছিল, তখন এক দিন হঠাৎ আজিজ-মিসরের মৃত্যু হইল। ইহাতে জলিখার খুশি হইবাবই কথা। কিন্তু তিনি তাহা হইতে পারেন নাই। তাঁহার হৃদযে চিন্তার অবধি বহিল না: তিনি ভাবিলেন, হিতে যে বিপরীত হইল,—

দুক্ষের উপবে দুক্ষ দিল বিধি তাঁর।
হস্ত হোন্তে দূব গেল বাজ্য অধিকাব॥

আজিজ মিসরেব মৃত্যুর পর পূর্ব নবপতি মিসরের রাজা হইলেন। তিনি তখন কঠোরভাবে দেশ শাসন কবিতে লাগিলেন। এই সময় বাজাব দুই প্রধান অনুচর বন্দী হইয়া ইউসুফেব সহিত বন্দীশালায় বাস করিতে লাগিল। কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। একদা বন্দীদ্বয দুইটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখিল। স্বপ্ন দুইটি ইউসুফেব নিকট এইভাবে বিবৃত করিল :—

ভুঞ্জন সামগ্রী সব থাল বাটি ভবি।
মস্তক উপবে বাখিনু হাতে ধবি॥
চিলে কাকে কাড়িআ খাযন্ত শিব 'পব।
এহি ভএ পাই মুঞি জাগিলুঁ সত্বব॥
আর একে বোলে স্বপ্ন দেখিলুঁ প্রভাতে।
সম্পূর্ণ কনক কটোবা মোর হাতে॥
রহিআছোঁ নৃপতি অগ্রেত ভএ মন।
কহ মহাশয় এহি স্বপ্নের বাখান॥

ইউসুফ চট করিয়া উত্তর দিলেন : প্রথম ব্যক্তি যে স্বপ্ন দেখিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা এই যে, আগামীকল্য রাজা তাহার শিরচ্ছেদ করিবেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি যে স্বপ্ন দেখিয়াছে তাহার মর্ম এই যে, বন্দীজীবন হইতে সে অচিরে মুক্ত হইয়া রাজদ্বারে বহু সম্মান লাভ করিবে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই সময়ে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ইউসুফ অনুরোধ করিলেন যে, মুক্ত হইয়া রাজ-সম্মান লাভ করিলে, ইউসুফের বিনাদোষে কারাবাস ভোগ করার বৃত্তান্তটুকু যেন সে রাজার গোচরীভূত করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। আকস্মিকভাবে ঠিক এই মুহূর্তেই ইউসুফ এক 'আকাশবাণী' শুনিতে পাইলেন, 'হে ইউসুফ! ঈশ্বরের উপর নির্ভর না করিয়া মানুষের কাছে স্বীয় মুক্তির জন্য অনুরোধ করিয়া তুমি অধর্ম করিয়াছ। ইহাতে ঈশ্বর তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং যতদিন তোমার বন্দী জীবন কাটিয়াছে, আরও ততদিন তুমি কারাগারে জীবন কাটাইবে।"

পরদিন প্রভাতে রাজার আদেশে প্রথম অনুচরটির শিরচ্ছেদ করা হইল এবং দ্বিতীয় অনুচরটি মুক্ত হইয়া রাজানুগ্রহ লাভ করিল বটে, কিন্তু সে তাহার মুক্তির আনন্দে আত্মহারা হইয়া, ইউসুফের সহিত যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার কথা বিল্‌কুল্‌ ভুলিয়া গেল। এইভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল।

এই সময়ে মিসররাজ এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখিলেন। পাত্রমিত্র সকলকে ডাকিয়া এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাওয়া হইল। কেহই স্বপ্নের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারিল না। তখন ইউসুফেব কথা ঐ রাজ অনুচরটির মনে পড়িয়া গেল। সে নিজের স্বপ্নের ব্যাখ্যার কথা রাজাকে জানাইয়া কহিল যে, বন্দী ইউসুফ ব্যতীত আর কেহ এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন না। স্বপ্নব্যাখ্যার জন্য ইউসুফকে সসম্মানে রাজসভায় লইয়া আসিতে রাজা অনুচরটিকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। যথাসময়ে ইউসুফকে রাজসভায় আনা হইল। রাজা তাঁহাকে স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন :—

সপ্ত বৃষ হৃষ্টপুষ্ট অতি সুবলিত।
আর সপ্ত বৃষ কৃষ তনু দুর্বলিত॥
খীনবল সপ্ত বৃষ বলবন্ত হৈআ।
এহি সপ্ত বৃষ খাইতে গেল জে ধাইআ॥
জেহ্ন ব্যাঘ্রে ঝম্প দিআ তাহাকে ধরিল।
অহি সপ্ত পুষ্ট তনু বৃষক ভখিল॥
আর এক অপূর্ব দেখিল নৃপবর।
সপ্ত ছড়া গোহোম গাছাইল মাটি পর॥
ছবজা বর্ণ সপ্ত ছড়া তেহেন সুরিত।
জেহেন চামর দোলে অতি সুললিত॥
তাহাব নিয়ড় হোন্তে আর সপ্ত ছড়া।
গাছাইল তেহেন বর্জিত জেহ্ন মড়া॥
সপ্ত ছড়া মরএ জানিল পূর্ণ ছড়া।
সেহি ক্ষণে শুখাইল জেহ্ন হৈল মরা॥

বর্ণনান্তে ইউসুফের কাছ হইতে রাজা তাঁহার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলেন। তখন ইউসুফ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করিলেন ও মিসররাজ তাহা একমনে শুনিতে লাগিলেন। রাজাকে লক্ষ্য করিয়া ইউসুফ বলিলেন,—

দেখিলা যে সপ্ত বৃষ পুষ্ট অঙ্গ তার।
সপ্ত ছড়া গোহোম তণ্ডুল পূর্ণ আর॥
সেহি সপ্ত ছড়াত সংযোগ হৈব কাল।
সপ্ত অব্দ পৃথিবী পূরিত শস্য ভাল॥
আর সপ্ত বৃষ কৃষ তনু দুর্বলিত।
আর সপ্ত গোহোম জে তণ্ডুল বর্জিত॥
সেহি সপ্ত বরিখ দুর্ভিক্ষ হৈব কাল।
জলশূন্য পৃথিবী শুকাইব খাল নাল॥

মিসর-রাজ তাহার স্বপ্নের এহেন অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুনিয়া, এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং দেশেব কথা চিন্তা করিতে করিতে "নৃপতি দেখন্ত আগে নিজ মন হিত"।

৭.

বলাবাহুল্য, ইউসুফকে ইতঃপূর্বে কারামুক্ত করিয়া মহাসম্মানে রাজসভায় আনা হইয়াছিল। স্বপ্ন ব্যাখ্যার পর হইতে মিসব-রাজ দেশেব মঙ্গল চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল, সাত বৎসর দেশে যখন অসম্ভব ফসল ফলিবে, তখন দিন আনন্দেই কাটিয়া যাইবে। কিন্তু, পরবর্তী সাত বৎসর যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইবে, তখন কিভাবে দেশকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে তাহার কোন না কোন উপায়- উদ্ভাবন একান্ত প্রয়োজন। তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে প্রতীতি জন্মিতে লাগিল যে , 'মহামতি ইউসুফ সর্বজ্ঞ'। পাত্র- মিত্রকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইল; তাঁহাবাও ইউসুফের অতিমানবীয় প্রজ্ঞা সম্বন্ধে মিসর-বাজের সহিত এক মত হইলেন। যথাকালে এক সভা আহুত হইল। তখন,–

সভা সম্বোধিআ কহে মিছির ঈশ্বর।
শুন শুন মহাজন আহ্মাব উত্তর॥
বৃদ্ধ হৈলুঁ পৃথিবীত পুত্র নাহি মোর।
অনুদিন এহি চিন্তা করোঁ মতি ভোব॥
মনে মনে জুকতি কল্পিআ কৈলুঁ সার।
ইছুফক দিমু এহি রাজ্যের অধিকার॥

যেই কথা সেই কাজ। প্রস্তাব মত কাজ হইতে কোন বিলম্বই কবা হইল না। এই সভাতেই মিসর- বাজ সানন্দচিত্তে সদ্যঃকাবামুক্ত ইউসুফকে–

আপনক ছত্র দিলা রত্ন সিংহাসন।
মাণিক্য রতন দিলা অঙ্গক ভূষণ॥

এই ভাবে একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে ইউসুফ আজিজ-মিসর পদে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার নাম অচিরেই মিসরের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল। চারিদিকে 'ধন্য ধন্য' পড়িয়া গেল।

ইউসুফ 'আজিজ-মিসর' পদে বৃত হইয়াই রাজ্য- শাসনে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন, দেশে অপর্যাপ্ত শস্য ফলিয়াছে; এই শস্য জমা করিয়া রাখিতে হইবে, যেন আসন্ন দুর্ভিক্ষের সময় লোক অনাহারে মারা না যায়। তিনি প্রতি গ্রামে দুইটি করিয়া প্রকাণ্ড শস্যাগার নির্মাণ করাইয়া উপযুক্ত মূল্যে শস্য কিনিয়া তাহাতে জমা করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ মত কাজ চলিল। ধীরে ধীরে সরকারী শস্যাগার সংগৃহীত শস্য-সম্ভারে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময়ে অপুত্রক মিসররাজের আয়ুর সপ্ততি বর্ষ পূর্ণ হইল। হঠাৎ একদিন বৃদ্ধ রাজা পরলোক গমন করিলেন। অতঃপর, ইউসুফ অতি সহজেই মিসরের রাজপদ অলংকৃত করিলেন। তখন তিনি সসৈন্য নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া স্বচক্ষে প্রজার অবস্থা অবলোকন করিতেন। তাঁহার দুই পার্শ্বেই বহু দেহরক্ষী (ছড়িদার) চলিত। এই সমস্ত–

ছড়িদার প্রতি আজ্ঞা কৈল নৃপবর।
তিরী জেহ্ন গোচর ন হএ মোর তর॥

৮.

মিসরে ইউসুফ সুখ্যাতি ও সুবিচারের সহিত রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার রাজত্বে লোকের কোন অভাব-অভিযোগ রহিল না। অথচ, জলিখার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি তখন প্রায় নির্বোধ ও উন্মাদ। এই সময়ে তাঁহার কাছে—

কেহ যদি ইউসুফক কহন্তি বারতা
জেহি মাগে সেহি দেন্ত হইআ সম্মতা॥

সুতরাং, অচিরেই জলিখা ফতুর হইয়া গেলেন। অর্থাভাব বশতঃ সমস্ত দাসদাসীই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এমন কি, মাতৃতুল্যা ধাত্রীও তাঁহার মায়া কাটাইয়া পরলোক গমন করিল। শোকে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার অবস্থা এমন হইল যে, তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, তিনি এখন এক অতি সামান্যা 'নগরুয়া' নারী' মাত্র। হায়, একদিন—

জার কেশ সৌরভে সমীর সমুদিত।
আউল বাউল তিতি কুভেস চরিত॥
জার দন্ত বিজুত চমকিত ছটফট।
দেখি দূর জাএ তার দশন বিকট॥
মিছিরের লোক সভে বিসরিল তারে।
বহুল বরিখ হৈল কোহ্নে পুছে কারে॥

তথাপি, ইউসুফ যেই পথ দিয়া যান, জলিখা সেই পথের পার্শ্বে বাসা বাঁধিয়া রাত্রিদিন সেখানেই বসিয়া থাকেন। কিন্তু, 'ছড়িদারেরা' পূর্ব আদেশ অনুসারে জলিখাকে ইউসুফের দৃষ্টির বাহিরে রাখিবার জন্য অন্যত্র সরাইয়া দিতে লাগিল। জলিখার সহিত আজিজ মিসর— অর্থাৎ মিসব-রাজ ইউসুফের আর কোন মতেই দেখা হয় না।

একদিন তাঁহার বাসায় বসিয়া ইউসুফের চিন্তায় জলিখা বিনিদ্র রজনী কাটাইতেছিলেন। তিনি যে- দেবতার আরাধনা করিতেন, তাহার এক প্রস্তর-মূর্তিও সঙ্গে ছিল। হঠাৎ ইহাকে পূজার বেদী হইতে নীচে নামাইয়া আনিয়া জলিখা বলিলেন,—

পাষাণ ভাঙ্গিয়া আজি করিমু চৌখণ্ড।
ব্যর্থে সেবা কৈলুঁ তোক জানিলুঁ তু ভণ্ড॥

বিরহ-বেদনা ও মর্মপীড়ায় জলিখার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি প্রতিমা-পূজায় বিশ্বাস হারাইলেন এবং যেই অদৃশ্য পরমেশ্বরকে ইউসুফ পূজা করেন, তৎপ্রতি আস্থাপরায়ণা হইয়া—

প্রতিমাক পাছাড়িআ কৈল খণ্ড খণ্ড।
ভূমি তলে খেপি তাক কৈল লণ্ডভণ্ড॥
কান্দিআ পশ্চিম দিকে করিলেন্ত মুখ।
পরম ঈশ্বর সেবা করেন্ত মন সুখ॥
কহিতে রজনী শেষ হইল প্রভাত॥

বলাবাহুল্য, ইহা দুঃখের ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীর অবসানে জলিখার সুপ্রভাত। কেননা, আল্লাহতায়ালা এই রজনীতেই তাঁহার তওবা কবুল করিয়া তাঁহার সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটাইলেন। এখন হইতেই তাঁহার দিন ফিরিল।

৯.

প্রভাতে আজিজ-মিসির ইউসুফ নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে মাত্র অল্প সংখ্যক সৈন্য ছিল। 'ছড়িদারদের' মধ্যে হইতে কেহই সেই দিন তাঁহার শরীররক্ষিরূপে নগরে বাহির হয় নাই। মিশরের রাজপথেও তখন অধিক সংখ্যায় লোক সমাগম হয় নাই। ইউসুফ যখন এইভাবে জলিখার বাসা-বাড়ির পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন

আস্তে ব্যস্তে জলিখা পন্থে দণ্ডাইআ।
আজিজক তরে কহে প্রাণ উপেক্ষিআ॥
শুনরে আজিজ তুহ্মি কর অবধান।
জেহি বিধি কৈল তোক ভুবন প্রধান।
দাস হোন্তে আজিজ মিসির কৈলা তোরে।
তাহার শপথ জদি নাহি দেখ মোরে॥

ইউসুফ ফিরিয়া দেখিলেন, এক দীন-দরিদ্রা বৃদ্ধা তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতেছে। ভিখারিণীর কাতর আর্তনাদে ইউসুফের মন গলিয়া গেল। তিনি এক অনুচরকে আদেশ দিলেন যে, বৃদ্ধা যাহা চাহে তাহা যেন তাহাকে দিয়া দেওয়া হয়। ইহার কোন ব্যত্যয় ঘটিলে, তাহার কঠোর শাস্তি হইবে। ভয়ে জলিখার প্রতি ছুটিয়া গিয়া,—

অনুচরে বুলিলেক শুন বুঢ়া মাই।
জথ ধন চাহ তুহ্মি দিমু তোহ্মা ঠাঁই॥
বৃদ্ধাএ বোলএ শুন পুত্রতুল্য তুহ্মি।
কিছু ধনকড়ি তোহ্মা ন মাগিএ আহ্মি॥
মোক নিআ আজিজক করাঅ দর্শন।
আপনার নিবেদন করিমু আপন॥

বৃদ্ধা কিছুতেই কোন অর্থ গ্রহণ করিল না। অনুচরটি মহাবিপদে পড়িয়া অগত্যা বুড়ীর পীড়াপীড়িতে তাহার সহিত ইউসুফের সাক্ষাৎকার ঘটাইয়া দিতে রাজী হইল। যথাসময় ইউসুফ রাজ-প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া অন্তঃপুরে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। এই সুযোগে অনুচরটি বৃদ্ধাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিল। বৃদ্ধাকে দেখিয়া ইউসুফ বিরক্ত হইলেন ও তাহার নিকট বৃদ্ধার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন তখন—

বুঢ়ী বোলে শুনহ আজিজ সুবদন।
একেবারে তুহ্মি আহ্মা হৈলা বিসরন॥
তোহ্মার কারণে মোর এথেক আবথা।
শেষ মাত্র জীবন আছএ মন ব্যথা॥

সত্যই ইউসুফ জলিখাব কথা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। বুড়ীর কথা শুনিয়া আকস্মিকভাবে সমস্ত কথা তাঁহার মনে পড়িল। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

আস্তে ব্যস্তে আসন ত্যজিলা মনে গুণি।
তুহ্মি নি জলিখা বিবি তৈমুছ নন্দিনী॥
সাচা নি জলিখা বিবি কহ সত্য করি।
এথ কাল কোথাত আছিলা একসরি॥

এই বলিয়া ইউসুফ অতর্কিতে জলিখার সম্মানার্থে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং প্রকাশ্যে সমস্ত অতীত -স্মৃতি রোমন্থন করিয়া প্রবোধ দিতে দিতে জলিখাকে তাঁহার নিকট অসংকোচে মনের ভাব প্রকাশ করিতে বলিলেন। জলিখা মরিয়া হইয়া ইউসুফকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিকট প্রথম বর প্রার্থনা কবিলেন;--

তুহ্মি ভক্ত পরম ঈশ্বর মনোগত।
বর মাগ হউ আহ্মা নয়ন মুকত।

যথাবিধি বর মাগা হইল। জলিখা তৎক্ষণাৎ চক্ষুষ্মতী হইলেন। অমনি ইউসুফের চেহারার প্রতি জলিখার দৃষ্টি পড়িতেই, তাঁহার মূর্ছা হইল। ইউসুফ শশব্যস্ত হইয়া নিজের হাতেই তাঁহাকে ব্যজন করিয়া সুস্থ করিলে পব, তাঁহাব অন্য কোন প্রার্থনা থাকিলে জলিখাকে তাহাও নিবেদন করিতে বলিলেন। তাই, আবার-

জলিখা বোলন্ত শুন আজিজ স্বরূপ।
সপ্তখণ্ড টঙ্গীতে আছিল জেহি রূপ॥
সেহি রূপ যৌবন মোর পুনি দেউ বিধি।
তোহ্মার প্রসাদে হউ মনোরথ সিদ্ধি॥

জলিখার এই দ্বিতীয় প্রার্থনা শুনিয়া ইউসুফ আল্লার কাছে দোয়া কবিলেন যেন জলিখাকে এই বর দেওয়া হয়। প্রার্থিত বর তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করা হইল,– দেখিতে দেখিতে জলিখা তাঁহার বিগত- যৌবন ফিরিয়া পাইলেন। তারপর, ইউসুফ জলিখাকে "পুছিলেন্ত কহ আর আছে কি বাঞ্ছিত"। জলিখাও ছাড়িবার পাত্রী নহেন। এইবার শেষ বাসনা জ্ঞাপন করিতে গিয়া–

কন্যা বলে তোহ্মা পদতলে মোর ছায়া।
নিশি গোঙাইতে চাহোঁ লুবুধিত কায়া॥
ডুবিলুঁ বিরহ সিন্ধু ঢেউএ পোড়ে মন।
পদ অবলম্বে মোর রাখহ জীবন॥

এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া ইউসুফের মাতা হেঁট হইয়া গেল। তিনি অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এই সময়ে আকাশ হইতে এক ফেরেশতা অবতরণ করিয়া ইউসুফকে জানাইল যে, জলিখা ইউসুফের ধর্মপত্নী এবং তিনি যেন তাঁহাকে বিবাহ করেন।

১০.

এতদিনে ইউসুফের নিকট সমস্ত ব্যাপার খোলসা হইল। তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন যে, জলিখাকে তাঁহার বিবাহ করিতে হইবে। কেননা, ইহাই খোদা তায়ালার হুকুম। বলা বাহুল্য, 'অন্তরীক্ষবাণী' লাভ করিয়া ইউসুফ পাত্রমিত্রকে ডাকিয়া এই সংবাদ দিয়াছিলেন। পাত্রমিত্রেরাও ইহাতে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইউসুফ তাহাদিগকে জলিখার সহিত তাঁহার শুভপরিণয়ের আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। ফলে, যথারীতি এই বিবাহের মহা-আয়োজন চলিল,–

শুভক্ষণে চন্দ্রাতপ তুলিলেক রঙ্গে।
ধর্মরি (?) পতাকা তুলিলা ধ্বজ সঙ্গে॥
জথ বাদ্য ভাণ্ড আছে সর্ব রাজ্য দেশ।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে পুরিআ বিশেষ॥
ঢাক ঢোল দণ্ডী কাঁসী দুন্দুমি নিশান।
মন্দিরা মাদল ভাল তবল বিষাণ॥
দোসরি মোহরি বাজে মৃদঙ্গ বহুল।
শঙ্খনাদ সিঙ্গা ভেরী বাজএ তম্বুল॥
জয়তুব শরমণ্ডল যন্ত্রতন্ত্র পুর।
নৃত্যগীতে নৃত্যক নাচএ জেহ্ন শূব॥
ঝনঝনি ঝাঁঝরি ঝুমুবি ঝনাকার।
বাঁশী কাঁশী চৌরাশী বাজন অনিবার॥
সানাই বর্গোল বাজে ভেউব কর্ণাল।
করতাল মন্দিরা বাজএ সুমঙ্গল॥
বিপঞ্চী পিণাক বাজে অতি মৃদুস্বর।
কপিলাস রুদ্র বাজএ নিরন্তর॥
বিদ্যাধরী কুমারী নাচএ নানা ছন্দে।
সুর সিন্ধু শৃঙ্গার মদন রস বন্দে॥
সুরপুরী জিনিআ আজিজপুরী সাজ।
বহুল নৃপতি আসি ভরিল সমাজ॥

এইরূপে ইউসুফের সহিত জলিখার বিবাহ সাড়ম্বরে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গেল। অতঃপর, তাঁহারা মহানন্দে বাসর যাপন করিলেন। নবদম্পতিরূপে বসবাস করার জন্য ইউসুফ-জলিখা অন্তঃপুরে এক সুরম্য টঙ্গী রচনা করিলেন। ইহার নাম রাখা হইল 'উদ" মঙ্গল'। এই প্রমোদ টঙ্গীতেই পর পর তাঁহাদের দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। দেশের নিয়ম-অনুসারে ধাত্রীর হাতে সন্তান দুইটির লালন-পালনের ভার পড়িল। তাই,–

ধাত্রি সবে ছাওয়াল পালএ মহানন্দ।
দিনে দিনে বাঢ়ে জেহ্ন দুতিয়ার চান্দ॥

এই সময়ে ইউসুফের রাজত্বের শস্যপূর্ণ প্রথম সাত বৎসর পূর্ণ হইল। অষ্টম বৎসরে দেশে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ প্রকট হইয়া দেখা দিল। এই দুর্ভিক্ষ শুধু মিসরে সীমাবদ্ধ রহিল না। পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ফলে,–

মিছিরের বড় বড় জথ পুষ্করিণী।
শুখাই পড়িল সব জেহ্ন সে মেদিনী॥
বরিষাএ মেঘ নাই বরিখিতে জল।
শুখাইল খাল নাল জেহ্ন ভূমি থল।

দুর্ভিক্ষের প্রথম বৎসরে মিসরের লোক ধান্য বেচাকিনা করিয়া দুর্ভিক্ষের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিল; দ্বিতীয় বৎসরে মালমাত্তা বিক্রয় করিয়া প্রাণ বাঁচাইল; তৃতীয় বৎসরে কাহারও কাছে আহারের জন্য এক কণা শস্যও অবশিষ্ট রহিল না। এইরূপ অনন্যোপায় হইয়া মিসরের লোক ইউসুফকে কহিল,–

ভক্ষ্য দিআ কিন আহ্মা পুত্র পরিজন।
দাস দাসী করিআ রাখহ প্রাণধন॥

ইউসুফ পূর্ব-সঞ্চিত শস্য ভাণ্ডারের দ্বার একে একে খুলিয়া দিতে লাগিলেন। মিসরবাসীরা সরকারী শস্য-ভাণ্ডার হইতে বিনামূল্যে জীবন -ধারণের উপযোগী শস্য লাভ করিয়া আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল। ইহাতে মিসরের লোক কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইউসুফের দাস-দাসী তুল্য হইয়া গেল। ইউসুফ খোদার কাছে প্রার্থনা করিলেন–

বৃদ্ধ নবী মোর বাপ আছে মহা দুখী।
মোহোর বিচ্ছেদে কান্দি হৈছে অন্ধ আক্ষী॥
কৃপা কর তান মোর হউ দরশন।
অন্ধজন জেহ্ন পাউ ফিরিয়া নয়ান॥

তখন আকাশ -বাণী হইল, "হে ইউসুফ নিশ্চিন্ত হও, অবিলম্বে তোমার সহিত তোমার পিতার দেখা হইবে।"

ক্রমেই, ঘোরতর দুর্ভিক্ষে মিসর ও তৎচতুষ্পার্শ্ববর্তী সকল দেশের অবস্থা সংকটাপন্ন হইয়া পড়িল। শাম-রাজ্যের কেনান (কনয়ান) গ্রামে এয়াকুব নবী ও তাঁহার দশ পুত্র বাস করিতেন। এই শাম-দেশও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইল না। এই সময় এয়াকুব নবীর দশ পুত্র শস্যের অন্বেষণে মিসরে আসিল। ইউসুফ তাহাদের পরিচয় লইলেন ও নিজের পরিচয়টি গোপন রাখিয়া তাহাদিগকে পরম সমাদরে আপ্যায়িত করিলেন; আর প্রচুর শস্য ও গোপনে তৎসহ শস্যের মূল্য ফেরত দিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। বিদায়কালে বলিলেন যে, তাহারা যদি শস্যআহরণে পুনরায় মিসরে আসে, তখন যেন তাহাদের সর্বকনিষ্ঠ ভাই বনি আমীনকে সঙ্গে লইয়া আসে, তাহা হইলে, তাহাদিগকে আরও অধিক শস্য দেওয়া হইবে। এয়াকুব নবীর পুত্রগণ স্বদেশে ফিরিয়া–

ধান্যের জথেক গুনি করন্ত মুকত।
তাহার অন্তরে ধন দেখন্ত বেকত॥

ইহাতে তাহারা আশ্চর্য হইয়া গেল। অনেক কল্পনা-জল্পনা ও আলাপ-আলোচনার পর স্থির হইল, মিসর-রাজ এক মহাজন ব্যক্তি, তাঁহার ধনের কোন অন্ত নাই, প্রয়োজনও নাই· এত ধন দিয়া তিনি কি করিবেন? এই জন্যই তিনি 'গুনি'- অভ্যন্তরে সংগোপনে শস্যের প্রদত্ত মূল্য ফেরত দিয়াছেন।

এই ঘটনার পরে পরেই. কিছু দিনের মধ্যে এয়াকুব নবীর পুত্রগণ তাহাদের কনিষ্ঠ ভাই বনী আমীনকে সঙ্গে লইয়া আবার শস্য সংগ্রহ করিতে মিসর গমন করিল। এইবারও তাঁহারা পূর্বের ন্যায় মিসরে সমাদরে গৃহীত হইল ও রাজগৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া ইউসুফের সহিত আহার করিল। এইখানেই একান্তে রাজ-অন্তঃপুরে বনী আমীনের সহিত ইউসুফের পুনর্মিলন ঘটিল । তখন ইউসুফ তাঁহাকে গোপনে বলিয়া দিলেন যে,-

ভাই সব সঙ্গে জাইতে তোহ্মাক ন দিমু।
সংকেত সন্ধান করি তোহ্মাক রাখিমু॥
কনকেব এক কাটা ধান্য মাপি দিতে।
তোহ্মাব গুণির মাঝে রাখিব গোপতে॥
ফিরাই আনিব পাই অনুচর সব।
তবে ভাই সব মেলে ন হৈব রৌরব॥

এই পবামর্শ অনুসারে কাজ হইল। শস্য লইয়া এয়াকুব নবীব পুত্রগণ শামদেশাভিমুখে রওয়ানা হইল। মিসরের সীমা অতিক্রম কালে বিদেশীয়দের সকলের খানাতল্লাশী হইতেছিল। এয়াকুব নবীর পুত্রগণের খানাতল্লাশী শুরু হইল। এই সময় বনী আমীনেব শস্য 'গুনিতে' স্বর্ণনির্মিত ধান্যের 'কাটা' পাওয়া গেল। ফলে বনী আমীনকে চোররূপে রাজদ্বারে চালান দেওয়া হইল এবং অপর ভাইদিগকে শাম-দেশে শস্য লইয়া চলিয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইল। ভ্রাতৃগণ ইউসুফের নিকট বনী আমীনের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ইউসুফ ক্ষমা করিলেন না, বরং বলিলেন যে, তিনি একটি "পাখরিয়া অশ্ব" বৃদ্ধ নবীকে আনিবার জন্য দান করিতেছেন; নবী না আসিলে বনী আমীনকে ছাড়া হইবে না।

অগত্যা নবীব পুত্রগণ পিতাকে মিসরে আনিবার জন্য "পাখরিয়া অশ্ব" লইয়া শামদেশে ফিরিয়া গেল। যথাসময়ে পিতাকে সঙ্গে লইয়া পুত্রগণ মিসরে রওয়ানা হইল। যখন তাহারা মিসর- সীমান্তে পৌঁছিল, পিতাকে অভ্যর্থনা দান করিবার জন্য আজিজ-মিসর ইউসুফ সপারিষদ ও সসৈন্যে সীমান্ত-অভিমুখে রওয়ানা হইলেন; আর-

অন্তঃপুর নারীগণ পুষ্পবৃষ্টি অনুক্ষণ
আজিজ অগ্রত নানা ভাতি।
ধন্য ধন্য বোলে লোক শুনিয়া শ্রবণ সুখ
আজিজ মিছির শুদ্ধমতি॥

অন্তঃপুর-চারিণীদের শুভেচ্ছাজ্ঞাপক "পুষ্পবৃষ্টি" মাথায় লইয়া ইউসুফ পিতৃসংবর্ধনায় রাজধানী ত্যাগ করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া মিসরের লোক আনন্দে

আত্মহারা হইলেন। সাত দিন পথ চলার পর, ইউসুফ যখন মিসর-সীমান্তে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি পাত্র-মিত্র সকলকে সম্বোধন করিয়া আদেশ দিলেন—

রথ হোন্তে লামহ জথ রথ রথিগণ।
পদে হাঁটি দেখি গিআ বাবার চরণ॥
চলিলেন্ত সৈন্য সব পদরথি হৈআ॥
নৃপ সঙ্গে চলে সব আনন্দে পুরিআ॥

সীমান্তেই পিতাপুত্রে মিলন হইল। তাঁহারা আনন্দে অধীর হইলেন ও মিসরের রাজপুরী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। পথ চলিতে চলিতে নীল নদের তীরে উপস্থিত হইলে, ইউসুফ পিতাকে বলিলেন যে, এই নদীতে স্নান করিলে অধিক পুণ্য লাভ হয়। তখন ইয়াকুব নবী নীল-নদের জলে স্নান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন, এবং—

সেহি পদ পরশনে নীলে পাইল মুক্তি।
সেহি জল বর্ণ হৈল দুধের আকৃতি॥

যথাসময়ে পিতাপুত্র রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুচর দ্বারা জলিখার কাছে সংবাদ পাঠাইয়া দেওয়া হইল যে, যেন "জলিখা আসউ শীঘ্রে মঙ্গল-বিধান" করিতে। অমাত্য-কুমারীদের কাহারও হাতে দূর্বা, কাহারও হাতে ধান ও কাহারও হাতে নানা পুষ্পলতা দিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া—

নানা দ্রব্য সঙ্গে করি মঙ্গল-বিধান।
আইলা জলিখা বিবি সভা বিদ্যমান॥
সর্বতনু বসনে ঢাকিআ আজ্ঝী মুখ।
নবীর চরণ বন্দে মনে বাসি সুখ॥
অমাত্য রমণীগণে হৈলা দণ্ডবত।
স্বর্গ হোন্তে ইন্দ্রাণী আইলা জেহ্ন মত॥

নবী একে একে সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। জলিখাকে পুত্রবধূরূপে পাইয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে লইয়া গিয়া সুবর্ণ-বেদিকায় স্থাপিত এক রত্ন-সিংহাসনে বসানো হইল। চারিপাশে দাঁড়াইয়া অনুচরগণ চামর দোলাইতে দোলাইতে বাতাস করিতে লাগিল। তখন—

জলিখাকে আদেশ করিলা নৃপবর।
কনক ভিঙ্গার ভরি আনহ সত্বর॥
বাপ-পদ আপনে পাখালে নৃপমণি।
জলিখাএ জল ঢালে অবিরত পুনি॥
পাখালি নবীর পদ নির্মল করিলা।
জলিখা মস্তক কেশে উপস্কার কৈলা॥
পুত্রক বুলিলা তবে জলিখা সুন্দরী।
সম্মুখে দণ্ডাই রহ পদ অনুস্মরি॥

বনী আমীনও আসিয়া পিতার সহিত মিলিত হইলেন। ইউসুফের দশ ভাই এই সময়ে 'উদয়-মঙ্গল' টঙ্গীতে বিশ্রাম করিতেছিলেন। পিতাকে পরম যত্নে আদর-

আপ্যায়ন করিয়া, বনী আমীন সহ তাঁহাকে এই টঙ্গীতে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। তথায় ইয়াকুব নবী, তাহার দ্বাদশ পুত্র, দুই নাতি ও এক পুত্রবধূ লইয়া আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

মিসরাধিপতি ইউসুফ আবার রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করিলেন। এইবার তিনি তাঁহার বড় ভাইকে মুখ্যপাত্র করিলেন; অপর ভাইদিগকেও যথোপযুক্ত রাজকার্যের ভার দেওয়া হইল। তাঁহার সুশাসনে রাজ্যে কাহারও অভাব-অভিযোগ রহিল না । যখন–

হেন মতে সপ্তম বরিখ গঞিঃ গেল।
রাজ্যের দুর্ভিক্ষ নাহি শুভ দশা ভেল॥

দুর্ভিক্ষান্তে ধরিত্রী পুনরায় শস্যশ্যামলা হইল। মিসরেও পুনরায় পূর্ববৎ শস্য ফলিতে লাগিল। এই রূপে দেশে সুখ-শান্তি ফিরিয়া আসিলে, ইউসুফ তাঁহার পুত্রদ্বয়ের বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক করিবার জন্য জলিখার সহিত পরামর্শ করিলেন। ঠিক হইল যে –

মহাসাধু আছএ বারহা তান নাম।
তান কন্যা রূপবতী আছএ অনুপাম॥
সেহি কন্যা ইছুফ জ্যেষ্ঠপুত্র লাগি।
বিবাহ নির্বন্ধ কৈলা মন অনুরাগি॥
পরিণয় কৈলা নৃপ পুত্র সমাহিত।
মণিরত্ন কাঞ্চন ভূষিত কৈল নিত॥
আর এক নৃপতি আমির তান নাম।
চীন রাজ্যে নিবাসন্ত মহিমা উপাম॥
সেহি রাজকন্যা এক রূপেত পার্বতী।
ত্রিভুবনে তান সম নাহি রূপবতী।
সেহি কন্যা ছোট পুত্রে কৈলা পরিণয়।
রাজ্য সঙ্গে কন্যা দান কৈলা মহাশয়॥

অতঃপর, স্ত্রী-পুত্র ও পরিবার-পরিজন লইয়া ইউসুফ সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে যাঁহাকে যে রাজকার্যের ভার দেওয়া হইয়াছিল, তিনি সে -কাজ অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত সমাধা করিতেছিলেন। মিসররাজ্যে শান্তি-সুখের অবধি রহিল না।

১১

এই সময়ে একদিন মিসর-রাজ ইউসুফের দিগ্বিজয়ে বাহির হইবার বাসনা হইল। পিতা ইয়াকুব নবী পুত্রের এই বাসনার কথা জানিতে পারিয়া উপদেশ দিলেন যে, ইউসুফ যেন দিগ্বিজয়ে বাহির হইবার পূর্বে খোদার কাছে প্রার্থনা করিয়া নিজের মনোবাঞ্ছা জানাইয়া দেন। ইউসুফ তাহাই করিলেন। প্রার্থনান্তে দূতবর জিব্রাইল তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে,–

প্রভু আজ্ঞা হৈল তুহ্মি সর্বরাজ জিন।
কাফির সকল মারি করহ অধীন॥

মহামন্ত্র কলিমা ন কহে জেহি জন।
তাহার উপরে কর অস্ত্র বরিষণ॥

স্বর্গীয় দূতমুখে এই সংবাদ শুনিয়া ইউসুফের পূর্ব-সংকল্প সুদৃঢ় হইল। তিনি পাত্রমিত্রগণকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহাদিগকে তাঁহার দিগ্বিজয় বাসনার কথা জানাইয়া দিলেন। অতঃপর, মিসরের সেনা-বিভাগে 'সাজ-সাজ' রব পড়িয়া গেল। কারণ, আদেশ দেওয়া হইল—

সুসজ্জ করহ সৈন্য জথ অশ্ববর।
সুবর্ণ কৃমীজ জীন পাখর॥
জথেক পদাতিগণ রণেত জুঝার।
তা সভাক দেঅ আনী রত্ন অলঙ্কার॥
মহাবলী সেনা সেই সমরে তুখড়।
সিংহ সম পরাক্রম হাতে ধনুশর॥
গজ বাজী রথ ধ্বজ পতাকা সুসাজ।
চতুরঙ্গ সেনা সাজে নৃপতি সমাজ॥

এইরূপে এক সুসজ্জিত প্রবল-বাহিনী গঠন করিয়া, ইউসুফ তৎসহ দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। তিনি যেই দিকে গমন করিলেন, সেই দিকেই ভয়ে থরহরি কম্পিত হইয়া উঠিল। তথাকার রাজন্যবর্গ আজিজ-মিসর ইউসুফের সহিত বিবাদ এড়াইয়া, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়া, মনের আনন্দে তাঁহার সহিত দিগ্বিজয়ে চলিলেন। অধিকন্তু, রাজ-রাজড়ারা—

সুবর্ণ মণ্ডিত ছত্র শিব পবে ধরি।
চারিপাশে চামর দোলাএ সারি সারি॥
কোহ্ন রাজা সঙ্গে কভো ন করিল রণ।
সব রাজা আজিজক পশিল শরণ॥

এইভাবে ইউসুফ দিগ্বিজয় করিয়া চলিলেন। অবশেষে তিনি 'সুবর্ণপুর' ('সোনার গাঁও' কি?) নামক নগরে প্রবেশ করিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, আর—

সৈন্য অধিকারী ছিলা পাত্র একজন।
ইবিন আমিন ভাই আপনা ভবন॥

এইস্থানে বিশ্রাম কালে ইউসুফ একদিন প্রভাতে মৃগয়ায় বাহির হইলেন। পথে এক বনে অপূর্ব জন্তু দৃষ্টিগোচর হইল। ইউসুফ জন্তুটিকে ধরিতে তৎপ্রতি অশ্ব-ধাবন করিলেন। আর, জন্তুটি প্রাণরক্ষার্থে অরণ্যের অভ্যন্তর ভাগে অনেক দূরে চলিয়া গেল। জন্তুর পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে ইউসুফ কাতর হইয়া পড়িলেন। তথাপি তিনি—

পন্থের নির্গম ন পারন্তি লখিবার।
ন জানি কি গতি হয় অরণ্য ভিতর॥

ইউসুফ বনে পথ হারাইয়া যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন মধ্যাহ্ন কাল পরিশ্রমে তাঁহার অশ্বের মুখে ফেনা বাহির হইতেছিল ও তৃষ্ণায় তাঁহার ছাতি ফাটিয়

যাইতেছিল। এই সময়ে অদূরে বনমধ্যে "আচম্বিতে শুনে রাজ হংসের কল্লোল"। নিকটেই জল আছে মনে করিয়া ইউসুফ সেই দিকে অশ্ব ধাবিত করিতেই দেখিতে পাইলেন যে, তথায় এক দিব্য ·সরোবর বিদ্যমান। এই সরোবরে জল টলমল করিতেছিল এবং তাহাতে–

পদ্ম উতপলে ক্রীড়ে হংস চক্রবাক।
নানা পক্ষী কেলি রঙ্গে আছে লাখে লাখ॥...
সেহি জলে নামি নৃপ অঙ্গে পাখালিলা।
তীরে উঠি বসন ভূষণ বিভূষিলা॥
ঘোটক আনিলা শীঘ্রে জল পান দিলা।
জলেত লামাই অশ্ব সিনান করাইলা॥

অতঃপব, এই সরোবর-তীরে শিলাসনে বসিয়া তিনি বিশ্রাম করিতেছিলেন। এই সময়ে সরোবরের পশ্চিম দিকস্থ অরণ্য হইতে সুললিত সংগীত ভাসিয়া আসিতে লাগিল। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে পর, তিনি তথায এক সুরম্যপুরী দেখিতে পাইলেন এবং আবও দেখিতে পাইলেন–

তার মধ্যে এক কন্যা রত্ন সিংহাসনে।
তান সম রূপ নাহি এ তিন ভুবনে॥

ইহার নাম বিধুবতী বা বিধুপ্রভা। তিনি তখন মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির জন্য মহেশ দেবতার পূজায় ব্যস্ত ছিলেন। পূজা সারিয়া তিনি নবাগত অতিথি ইউসুফকে আদর আপ্যায়নে তুষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যেখানে কাহারও আসিবার শক্তি নাই, তিনি কিভাবে সেখানে আসিলেন এবং তিনি কে? ইউসুফ তাঁহার পরিচয় দিলে কুমারী বলিলেন যে, "মনোরথ সিদ্ধি এবে কৈল নিরঞ্জন"। তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহাকে এক নবীপুত্র স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার মত রূপবান পুরুষ তিনি কখনও দেখেন নাই। তিনি তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট বাঞ্ছিতকে না পাইয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে চাহিলে এক আকাশ-বাণী শুনিতে পাইলেন,–

ন মরিঅ আএ কন্যা দুক্ষিত হৃদয়।
তোহ্মার মানস আহ্মি পুরিব নিশ্চয়॥

এই প্রসঙ্গে কন্যা বিধুপ্রভা এই বলিয়া ইউসুফকে জানাইলেন যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটায়, তিনি বুঝিতে পারিতেছেন যে, তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। বিধুপ্রভার এহেন উক্তি শুনিয়া–

আজিজ বোলন্ত শুন রাজার নন্দিনী।
জার মুখে স্বপ্নে তুহ্মি দেখিলা আপনি॥
তাহান বৃত্তান্ত আহ্মি জানি ভালমতে।
কহিব তোহ্মাত আহ্মি সর্ব কথা তত্ত্বে॥
আহ্মার কনিষ্ঠ ভাই ইবিন আমিন।
জার লাগি মনস্তাপ ভাব রাত্রিদিন।

এই কথা শুনিয়া বিধুপ্রভা ইউসুফের পদস্পর্শ করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ইউসুফ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে। ইউসুফের কথায় আশ্বস্ত হইয়া,–

আজিজ প্রণাম করি বোলে বিধুবতী।
মোর বাপ রাজ্যেত আইস মহামতি॥

আজিজ- মিসর ইউসুফ বিধুবতী বা বিধুপ্রভার এই আবেদনে সাগ্রহে সাড়া দিলেন। অতঃপর, তিনি অশ্বে ও বিধুপ্রভা রথে আরোহণ করিয়া কন্যার উদ্দিষ্ট পিতৃপুরীতে যাত্রা করিলেন। এই রাজপুরীর নাম 'মধুপুরী'। ইহা বিধুপ্রভার পিতার রাজধানী। যাত্রান্তে ইউসুফ ও বিধুপ্রভা–

অবিলম্বে পাইল গিআ সেহি মধুপুবী।
জিনিআ অমরাপুর রাজার উয়ারী॥

মধুপুরী (ভাওযালের অন্তর্গত মধুপুব কি?) পৌছিয়াই, বিধুবতী-বিধুপ্রভা রথ হইতে অবতরণ করিয়া পিতৃমাতৃ-পদে প্রণাম করিলেন ও তাঁহাদের কাছে নিবেদন কবিলেন যে,–

জার লাগি মনস্তাপ পাঙ (পাওঁ) রাত্রি দিনে।
তান জ্যেষ্ঠ সহোদর আসিছে আপনে॥
তোহ্মা পুরী মধ্যে আনি দেখহ যতন।
তান রূপে পুরী মোর হৈছে সুশোভন॥

বিধুপ্রভার পিতার নাম শাহবাল; তিনি গন্ধর্বদের রাজা ছিলেন। কন্যার অনুরোধে তিনি ইউসুফকে অভ্যর্থনা দান করিবার জন্য 'মধুপুরী' হইতে "পদরথি হাঁটিআ আইলা শীঘ্রগতি"। দেখা হইতেই, তিনি ইউসুফকে জোড়হস্তে প্রণাম করিয়া কি কারণে এই গন্ধর্বপুরে তাঁহার আগমন, তাহা জানিতে চাহিলেন। ইউসুফ মধুপুরপতিকে সমস্ত কথা সুস্পষ্টভাবে জানাইলে, গন্ধর্বরাজ শাহাবাল সন্তুষ্ট চিত্তে বলিলেন,–

তোহ্মার অনুজ এবে আন শীঘ্র করি।
কুমারী বিবাহ সজ্জ এথা আহ্মি করি॥

গন্ধর্বরাজ-কুমারী বিধুপ্রভার এক শুক-পক্ষী ছিল। ইহার নাম "সুধীর ললিত"। এই পক্ষী "বহুল পড়িছে শাস্ত্র জানে তত্ত্ব সার" । পক্ষীটি আজিজের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। আজিজ-মিসর ইউসুফ পক্ষীকে বলিলেন যে, সৈন্য-সামন্তসহ 'সুবর্ণ পুরীতে' তাঁহার ভ্রাতা বনী আমীন অবস্থান করিতেছেন, অথচ তিনি সে পুরীর পথের সন্ধান জানেন না। পক্ষীটি যেন 'সুবর্ণ পুরীর' উদ্দেশ তাঁহাকে জানাইয়া দেয়। তখন 'সুবর্ণপুরী' হইতে বনী আমীনকে আনিবার জন্য, চন্দ্রপ্রভা তাঁহার শুক "ললিত সুধীরকে" পাঠাইয়া দিতে পরামর্শ দিলেন। তাহার পরামর্শ অনুসারে–

নৃপতি লেখিল পত্র ভাই সন্নিধানে।
পাত্রগণ প্রতি পত্র লেখে জনে জনে॥
এথা মধুপুরী আহ্মি আছি সাবধানে।

কোহ্ঙ চিন্তা তুহ্মি সব ন চিন্তঅ মনে॥
আহ্মার কনিষ্ঠ ভাই ইবিন আমিন।
শুক সঙ্গে দি পাঠাঅ ন ভাবিঅ ভিন॥
আহ্মি এথা শাহাবাল নৃপতি সঙ্গতি।
কুটুম্বিতা তান মোর সম্বন্ধ পিরীতি॥

পত্র লইয়া শুকপক্ষীকে 'সুবর্ণ পুরীতে' পাঠানো হইল। পক্ষী যখন সুবর্ণ পুরীতে পত্র লইয়া উপস্থিত হইল, তখন নিরুদ্দিষ্ট আজিজ-মিসরের খোঁজাখুঁজিতে তাঁহার পাত্র-মিত্র, সৈন্য-সেনা ও ভ্রাতা বনী আমীন ব্যস্ত-সমস্ত ছিলেন। পক্ষীর পত্র দেখিয়া খবরের প্রত্যাশায় সকলে বলিয়া উঠিল, "পত্র দেঅ পক্ষীরাজ এড়হ ভূমিত"। কিন্তু , কাহাকেও চঞ্চুস্থ পত্র না দিয়া -

পক্ষী বোলে ইবিন আমিন কার নাম।
সেহি আসি পত্র মোর লেহু এহি ঠাম॥

পক্ষীর মুখে এই উক্তি শুনিয়া বনী আমীন তাহার মুখ হইতে পত্র লইয়া দেখিলেন যে, ইহা আজিজ-মিসব ইউসুফের পত্র। পাঠ করিয়া সকলে আশ্বস্ত হইলে, শুক পক্ষী বনী আমীনকে বলিল,–

শাহাবাল নামে বাজা গন্ধর্বেব পতি।
তান কন্যা বিধুপ্রভা রূপেত পার্বতী॥
স্বপনেত দেখিল সুরূপ মনোহর।
ইবিন আমিন মোর প্রাণের দোসর॥

পক্ষীর মুখে এই কথা শুনিয়া এক বিস্মৃতপ্রায় অতীত স্বপ্নের স্মৃতি বনী আমীনের মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি এক গন্ধর্বসুতাকে বহুদিন পুর্বে স্বপ্নে দেখিয়া প্রাণেশ্বরী-রূপে বরণ করিয়াছিলেন। এখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই সেই গন্ধর্ব-নন্দিনী, যাঁহাকে তিনি স্বপ্নে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার হৃদয়ে সুষুপ্ত প্রেম বাত্যাবিক্ষুব্ধ বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ধৈর্যধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া শুকপক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া ফেলিলেন–

সুধীর ললিত তোর পড়ঙ্ চরণে।
শীঘ্র করি কন্যা সঙ্গে করাঅ মিলনে॥
পক্ষী বোলে শুন আএ নবীর সন্ততি।
এক মন্ত্র তোহ্মাক শিখাঙ ভাল অতি॥
সেহি মন্ত্র প্রভাবে হৈবা খগচর।
অবিলম্বে জাইবা তুহ্মি কুমারী গোচর॥

এই মন্ত্র 'গন্ধর্ব-মহামন্ত্র' নামে পরিচিত। ইহার কার্যকরী ক্ষমতা সম্বন্ধে অবগত হইয়া , খগচররূপে উড়িয়া তিনি 'সুবর্ণপুর' হইতে 'মধুপুর' যাইবেন কিনা , সে-বিষয়ে পাত্রমিত্রদের সহিত পরামর্শ করিলেন। ঠিক হইল যে, এইভাবে বনী আমীনের মধুপুর যাওয়া চলে।

অতঃপর, শুক বনী আমীনের কানে 'গন্ধর্ব-মহামন্ত্র' কহিল। বনী আমীন পক্ষীর ন্যায় নভঃচারী হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই 'মধুপুর' চলিয়া গেলেন। তথায় ইউসুফের সহিত বনী আমীনের পুনর্মিলন ঘটিল। তখন ইউসুফ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। বনী আমীন এই কাহিনী শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনিও তাঁহাব স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট বিবৃত করিয়া কহিলেন,—

সেহি হোন্তে মোর মনে ন ভাবএ আন।
স্বপ্নে দেখা দিআ মোর হরিলেক প্রাণ॥

গন্ধর্বরাজ শাহবাল মধুপুরে ইউসুফ ও বনী আমীনকে পরম যত্নে ও আদর-আপ্যায়নে সন্তুষ্ট রাখিয়া অতিথি-সৎকার করিতেছিলেন। ভৃত্যেরা তাঁহাদিগকে বাতাস কবিতেছিলেন ও গন্ধর্ব-কন্যারা নাচিয়া-গাহিয়া আনন্দ করিতেছিলেন। এই সময়ে বিধুপ্রভা তাঁহাব স্বয়ম্ববেব আয়োজন করিবার জন্য পিতাকে অনুরোধ কবিলেন।

১২.

বিধুবতী-বিধুপ্রভার অনুরোধে মধুপুরে স্বয়ম্বর-সভার উদ্যোগ চলিল। চতুর্দিকে বিধুপ্রভার স্বয়ম্বরের আশুসম্ভাবনার কথা প্রচার করিয়া দেওয়া হইল। নানা দিগদেশ হইতে তরুণ রাজ-রাজড়াবা এ -স্থানে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনোরঞ্জনের জন্য—

বেযাল্লিশ বাদ্যের ধ্বনি বাজে সুললিত।
মধুপুবী মধ্যে জেহ্ন অম্রুত পুরিত॥
জথ দেবগণ আছে আইল দেবপুবী।
ইন্দ্র বিদ্যাধরী নাচে হাথেত চামরী॥
পশু পক্ষী হরিষে করএ মৃদুধ্বনি।
রভস বিলাসে নাচে গন্ধর্ব-রমণী॥

বিধুপ্রভাও স্বয়ম্বর সভায় গমন করিবার জন্য স্নানান্তে নানা বস্ত্রে ও আভরণে সজ্জিতা হইতে লাগিলেন। তিনি অর্ধচন্দ্র আকৃতির কবরী বাঁধিলেন, বক্ষে অনুপম কাঁচুলি পরিধান কবিলেন, বাহুতে তাড়, সু-অঙ্গুলে অঙ্গুরী, কটিদেশে কিঙ্কিণী, পদে মঞ্জীর পরিলেন। অধিকন্তু—

দেব আর গন্ধর্ব কুমারী জথ আছে।
সকল জোগান হৈল কন্যা চারিপাশে॥

এমন আড়ম্বরপূর্ণ স্বয়ম্বরের আয়োজন দেখিয়া ইউসুফের মনে কষ্ট হইল। কারণ, তখনও তাঁহার সৈন্যগণ সুবর্ণপুরীতে অবস্থিত বলিয়া এহেন নৃত্যগীত-সম্বলিত বিবাহের উপভোগ হইতে বঞ্চিত। তখন 'সুধীর-ললিত' নামক শুক পক্ষীটিকে ইউসুফ ও বিধুপ্রভা আদেশ দিলেন,—

অবিলম্বে চলি জাঅ সুবর্ণের পুরী।
সর্ব-সৈন্য আন গিআ কার্য অনুসরি॥

শুক "সুধীর ললিত" পত্র লইয়া সুবর্ণপুরীতে চলিয়া গেল ও অল্পকাল মধ্যে ইউসুফের সৈন্যগণকে পত্র দিল। পত্র-পাঠান্তে সৈন্যগণ মধুপুরী অভিমুখে বিধুপ্রভার

বিবাহে যোগ দিতে রওয়ানা হইল। যথাসময়ে তাহারা মধুপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফলে,–

দেব সৈন্য রাজ সৈন্য একত্র হইআ।
স্বয়ম্বর স্থানে বৈসে সমাজ করিআ॥
দুই রাজ্য বাদ্য বাজে জয় শঙ্খ ধ্বনি।
বিবাহ মঙ্গলা গাহে দেবের রমণী॥

তখনও বিধুপ্রভা স্বয়ম্বর- সভায় প্রবেশ করেন নাই। তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় সমবেত পাণিপ্রার্থিগণ অধীর। দর্শকগণের অবস্থাও প্রকৃতপক্ষে তথৈবচ। অত্যল্পকাল মধ্যে সখী ও সহচরী সংবেষ্টিতা হইয়া, বিধুপ্রভা কুঞ্জর-গমনে স্বয়ম্বর-সভায় প্রবেশ করিলেন। অমনি-

উৎকণ্ঠ নৃপ সভ নয়ান চঞ্চল।
দেখিআ কন্যার রূপ হইলা বিকল॥
কার আড়ে কেহো চাহে অলক্ষিত হৈআ।
কুমারী আসিছে সভে আছিল হেরিয়া॥
পশুপক্ষী হরিষে অদ্ভুত করে ধ্বনি।
স্বর্গেত হরিষে নাচে অমর রমণী॥

বিধুপ্রভার হাতে পুষ্পমালা ছিল। এই বরমাল্য তিনি কাহার গলায় পরাইবেন, তখনও তাহা কাহারও জানা ছিল না। মালা হাতে বিধুপ্রভা সভায় প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে হাঁটিয়া চলিলেন। তাঁহার পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে হইতে তিনি যাঁহাকে পাছে ফেলিয়া আগাইয়া চলিলেন, তাঁহার মানসিক দুর্দশার অন্ত রহিল না। চলিতে চলিতে বনি আমীনের সমীপবর্তিনী হইয়া তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিতেই–

জয় জয় শব্দ হৈল স্বয়ম্বর পুর।
দোহানে দোহান দেখি আনন্দ মন ভোর॥
মুখরোল কৈল জথ গন্ধর্বের নারী।
দুহু জন বসাইল নিআ অন্তঃপুরী॥

নানা হাসি-ঠাট্টা ও আমোদ- প্রমোদে স্বয়ম্বর-দিবস অতিবাহিত হইল। নিশাভাগে বিধুপ্রভা ও বনী আমীন বাসর যাপন করিলেন। প্রভাতে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া বিধুপ্রভা বনী আমীনকে বলিলেন,–

আউল হইল কেশ মুকল কুন্তল।
কানড়ী কবরী বান্ধি দেঅ পুষ্পদল॥

এইরূপ ভোগ-উপভোগে সাত রাত্রি সাত দিন কাটিয়া গেল। গন্ধর্বরাজ শাহবাল সভা করিয়া বসিলেন। আজিজ-মিসর ইউসুফ এবং তৎ ভ্রাতা বনী আমীনও সেই সভায় যোগ দিলেন। গন্ধর্ব ও মানব একত্র বসিয়া নানাবিধ চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্রব্যাদি আহার করিল। আহারান্তে শাহাবাল বলিলেন–

পুত্র নাহি মোর ঘরে দিতে রাজ্য ভার।
জামাতাক রাজ্য দিমু দেব অধিকার॥

আজিজ-মিসর এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বনী আমীনকে শুভক্ষণে রাজ্য দানের জন্য আয়োজন করিতে বলিলেন। অতএব, নরপতি শাহবাল অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া জামাতাকে রাজ্যভার অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। অভিষেকের আয়োজন চলিল—

নানান তীর্থের জল আনে ঘট ভরি।
সুরভি দুগ্ধ আনি অভিষেক করি॥
পাত্র সভে বসাইল রাজ সিংহাসনে।
চামর দোলাএ আসি জথ দেবগণে॥
বিধুপ্রভা ইবিন আমিন সঙ্গে করি।
তান ঠাঁই সমর্পিল রাজ্য অধিকারী॥

মধুপরীতে বনী আমীনের রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া, ইউসুফ মিসর দেশে ফিরিয়া গেলেন। মিসর যাত্রাকালে তিনি বনী আমীনকে বলিলেন যে,—

তুহ্মি রহি থাক এথা রাজ্য অধিকার।
পশ্চাতে জাইবা তুহ্মি বাপ দেখিবার॥

ইউসুফ মিসরে পৌছিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বৃদ্ধ নবীকে বলিলেন। নবী এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সুখী হইলেন। অতঃপর, ইউসুফ এমন সুখ্যাতি সহকারে রাজ্য পালন করিলেন যে,—

রামেহো নারিল হেন রাজ্য পালিবার।
বলি কর্ণ দানে সম ন হৈল তাহার॥

এদিকে মধুপুরীতে বনী আমীন বেশ কিছুদিন বাপ ভাই-এর বিচ্ছেদে কাটাইয়া দিয়া অস্বস্তিবোধ করিতেছিলেন। এই সময়ে তাহাকে প্রায়ই শোকাকুল দেখাইত। এমন কি, তাঁহাকে কখনও কখনও রোরুদ্যমান অবস্থায়ও দেখা যাইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন বিধুপ্রভা তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া কি কারণে তিনি এহেন বিষাদিত মনে কালাতিপাত করিতেছেন, তাহা জানিতে চাহিলে—

কুমারে বোলন্ত শুন রাজক নন্দিনী।
বাপ ভাই বিনে নিত্য জলএ আগুনি॥
বাপভাই পদ প্রণামিআ এক মতি।
আজ্ঞা দেঅ জাইআ আসিমু শীঘ্রগতি॥
কুমারী বোলএ আহ্মি জাই তোমা সঙ্গে।
বৃদ্ধ নবী চরণ বন্দিমু গিআ রঙ্গে॥
এথ শুনি কুমার সন্তোষ হৈল মন।
কুমারী চলিলা সঙ্গে লৈআ পরীগণ॥

যথা সময়ে বনী আমীন ও বিধুপ্রভা মিসরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যে ভ্রাতা ও পিতার সহিত মিলিত হইবার জন্য দেশে আগমন করিতেছেন, এই সংবাদ দেখিতে দেখিতে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। আজিজ- মিসর ইউসুফ তাঁহাদিগকে সাদরে ও সানন্দে অভ্যর্থনা দান করিলেন। তাঁহারা নবীর পদধূলি লইলেন। নবী

তাঁহাদের মস্তকে চুমা দিয়া তাঁহাদিগকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন। অতঃপর বধূ-বরণ প্রভৃতি স্ত্রী-আচার শুরু হইল। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া–

মঙ্গল করিআ তবে জলিখা সুন্দরী।
অন্তঃপুর মধ্যে কন্যা নিলা হাথে ধরি॥
অন্যে অন্যে দুই দেবী সম্ভাষা আছিল।
বিধুপ্রভা জলিখাক চরণ বন্দিল॥
প্রেমভাবে আলিঙ্গিআ কোলে বসাইলা।
সন্তোষে জলিখা বিবি আশীর্বাদ কৈলা॥
কন্যা সঙ্কে ইবিন আমিন মুখ দেখি।
আজিজ জলিখা মন হৈল বহু সুখী॥
ইছুফ জলিখা বন্ধু বান্ধব সংহতি।
সুখে নিবাসএ হৈআ রাজ্য অধিপতি॥
মধুপুরী ইবিন আমিন অধিকার।
পরিচর্যা গন্ধর্বে করন্তি অনিবার॥

এইভাবে ইউসুফ আজিজ-মিসর বা মিসরের রাজারূপে সপরিবারে মিসরেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার পিতা ইয়াকুব নবী ও ভ্রাতৃবর্গও ছিলেন। কিন্তু, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বনী আমীন বিধুপ্রভাকে লইয়া মধুপুরীতেই চলিয়া যান এবং তথায় গন্ধর্ব-রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

এইখানে "ইউসুফ জলিখা" -কাব্য শেষ হইয়াছে।*

* ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : সাহিত্য-পত্রিকা, শীতসংখ্যা, ১৩৭১ সাল। বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১১. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক

পরিণত বয়সে প্রয়াত দীর্ঘজীবী ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ছিলেন দেশের শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রখাত-প্রবল পুরুষ। তাঁর মন মনন বুঝবার জন্যে, তাঁব দানের মূল্য উপলব্ধি করবার জন্যে , যে-যুগে তাঁব জন্ম ও লালন সে- যুগের তত্ত্ব জানা দরকার।

সাতশ' বছর পরে বিদেশী তুর্কী-মুঘল শাসনের অবসানে মনস্তাত্ত্বিক কারণে আনন্দিত ও কোম্পানীর কৃপা পেয়ে আশ্বস্ত নগরবন্দরের হিন্দুরা অনূর্ধ্ব শত বছরের মধ্যেই শিক্ষাব প্রসারে, বিদ্যার বিকাশে, চাকুরীব ও বৃত্তির বৃদ্ধিতে, অর্থ-সম্পদের সঞ্চয়ে যেমন বিত্তে ঋদ্ধ, শক্তিতে শক্ত, সাহসে স্বস্থ এবং আত্মপ্রত্যায়ে দৃঢ় আর মননে উন্নত হচ্ছিল, তেমনি হিন্দুর স্বার্থ সংরক্ষণ, হিন্দুর কল্যাণ সাধন , হিন্দুর ঐতিহ্য স্মবণ, হিন্দুর সমাজ ও সংস্কৃতি দৃঢ়ভিত্তিক করণ, প্রতীচ্য শিক্ষা সংস্কৃতি- শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিব অনুকৃত অনুশীলনে আধুনিক হিন্দু জাতি গঠন প্রভৃতি কাজেও তারা ব্রতী হচ্ছিল।

ধর্মভাবের মাধ্যমে নির্জিত মুসলিম সমাজে ইসলামের উন্মেষযুগের জাগরণ আনয়নে ওয়াহাবী-ফরায়েজীরা ব্যর্থ হওযায় ১৮৬০ সনেব পব থেকে শিক্ষাব ঐতিহ্যবিরহী দেশজ মুসলিম সমাজে আত্মোন্নয়নের অপর পন্থা হিসাবে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে মৃদু আগ্রহ জাগে, এবং বিশ শতকেব গোড়ার দিকে তা আত্যন্তিক প্রযত্নে পবিণত হয় বটে, কিন্তু বাধা ছিল বহু এবং বিবাট— স্থানীয় বিদ্যালয়ের অভাব, আজলাফ বা আতবাফ শ্রেণীর শিক্ষায় অনধিকারবোধ, প্রান্তিক চাষীর ও ক্ষেতমজুরের এবং তিলি-কুমার-কৈবর্ত-জুলহার সাধারণ দারিদ্র্য, গাঁয়ে-পরিবারে-সমাজে পড়ুয়ার শৈশবে-বাল্যে সহপাঠী সঙ্গীর অনুপস্থিতিজাত প্রাতিবেশিক প্রতিকূলতা প্রভৃতির দরুন মুসলিম সমাজে ১৮৭০ সালের পরেও শিক্ষা আশানুরূপ প্রসার লাভ করে নি।

এদিকে শিক্ষিত হয়েই মুসলিম তরুণরা দেখল গাঁয়ে গাঁয়ে জমিদার হিন্দু, মহাজন হিন্দু, অর্থকর প্রায় বৃত্তিই হিন্দুর, বিদ্যা হিন্দুর, বিত্ত হিন্দুর, আফিসের চাকুরীও হিন্দুর। ফলে মুসলিম মাত্রই শাসিত, শোষিত, নিঃস্ব, নিরক্ষর, দাস ও ভূমিদাসরূপে নিজেদের প্রত্যক্ষ করছিল। তা ছাড়া শিক্ষিত মুসলিমরা আরো দেখল,— বাঙলা ভাষার বর্ণপরিচয়ের বই থেকে মধু-হেম-নবীন- বঙ্কিম- রবীন্দ্রের বই অবধি সব রচনায় হিন্দু আছে, হিন্দুয়ানী আছে, হিন্দু বাঙলা ও হিন্দু ভারত আছে, নাই কেবল মুসলিম ও তার সভ্যতা-সংস্কৃতির কথা। মুসলিমের কথা কোথাও লিখিত হলেও তা কেবলই নিন্দা বা. অবজ্ঞা-উপহাস-ব্যঙ্গ করবার জন্যেই, কাজেই ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী মুসলিম তার অজান্তেই অবচেতন মনে মনস্তাত্ত্বিক কারণেই হিন্দুকে জানল তার পয়লা নম্বরের শত্রু এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগী বলে। এবং সাম্রাজ্যিক স্বার্থপ্রণোদিত উনিশশতকী ইংরেজ ঐতিহাসিকদের এবং হান্টার প্রমুখ প্রশাসকদের লিখিত চালবাজিতে বিভ্রান্ত ও অর্থ-সম্পদক্ষেত্রে আর্ত মুসলিম মনে হিন্দু বিদ্বেষ, ক্ষোভ এবং আত্মগ্লানি তীব্র হয়ে ওঠে।

এ বিদ্বেষের ও গ্লানির প্রতিবেশে লালিত হয়েছে মুহম্মদ এনামুল হকের সমকালীন শিক্ষিত মুসলিমের মানস। কাজেই শিক্ষিত মুসলিম মাত্রই আত্মবোধনের প্রয়োজনে আরবের, ইরানের ও মধ্য এশিয়ার এবং ভারতের তুর্কী-মুঘলের গৌরবময় ঐতিহ্যকে স্বধর্মীর স্বজাতির ঐতিহ্যরূপে স্মরণ করতে থাকে; স্বদেশের ভাষায়, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, ইতিহাসে নিজেদের খুঁজে না পেয়ে তারা স্বদেশে প্রবাসীর মন নিয়ে স্বধর্মীর বিদেশে স্ব-ভূম খুঁজতে থাকে। সারা উনিশ শতকে এবং বিশশতকেরও প্রথম দশক অবধি শিক্ষিত বাঙালী ছিল এমনি বিড়ম্বিত মন-মননের শিকার। বাঙালী বা ভারতীয় মুসলিমদের এ সময়কার চিন্তাচেতনার বিষয় ছিল ষোল শতকের পূর্বেকার মুসলিম জগৎ। এক্ষেত্রে বিশ শতকের প্রথম পাদ অবধি ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। তিনি ছিলেন বাঙলার ও বাঙালীর সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুধ্যানে নিরত। বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ দশকে যখন উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ল, রাজনীতিক অধিকারাদিও স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানাদির মাধ্যমে জনগণপ্রতিনিধির হাতে আসতে লাগল, তখন থেকেই শিক্ষিত মুসলিমরা আত্মপ্রত্যয় ও শক্তি সাহস ফিরে পেয়ে স্বদেশে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। এখনকার চিন্তাচেতনার বিষয় প্রধানত বাংলা ও ভারত, তবে মুসলিম জগৎও অবহেলিত নয়।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এমনি সময়ের উচ্চ শিক্ষিত মননশীল বাঙালী মুসলিম। তাই স্বধর্মীর উন্নতি লক্ষ্যে উনিশ শতকের হিন্দুদের আদলে তাঁরও চেন্তাচেতনা, ভাব-অনুভব মুসলিমের জীবন, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও দর্শনের পরিসরে আবর্তিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল ভাষাতত্ত্বে। আর লেখক হিসেবে তাঁর বিশেষ বিচরণ ক্ষেত্র ছিল মধ্যযুগের মুসলিম বাঙলা সাহিত্য, মুসলিম বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতি, সুফীদর্শন আর প্রাচীন ও বর্তমান বাঙলা ভাষার শব্দতত্ত্ব, বানান, ব্যাকরণ ও পরিভাষা।

যে-কোন একটা মানুষের জীবন-কথা বর্ণনা করতে হলে তিনশ বা পাঁচশ কিংবা সাতশ পৃষ্ঠার একটা বই লিখতে হয়। কেননা একটা জীবনের উচ্চ-তুচ্ছ,-বড়-ছোট-মাঝারি ঘটনার ও ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের বৃত্তান্ত প্রাত্যহিকতার একঘেঁয়েমি অতিক্রম করেও অনেকতায় বিপুল হয়ে ওঠে। দীর্ঘজীবী ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হককে আমি আবাল্য জানতাম। পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে তাঁর আটপৌরে, পোষাকী এবং কর্মজীবন সম্বন্ধে অনেক অনেক বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিতে জমা হয়ে রয়েছে। সব কথা কখনো বলা হবে না, বলা যাবে না। তাছাড়া কর্মে আচরণে অভিব্যক্ত অংশই কোন মানুষের চিন্তাচেতনার, জীবন-চর্যার পূর্ণাঙ্গ রূপের প্রতীক নয়, মূর্ত জীবন থেকে অমূর্ত চেতনাই অনেক বেশী প্রতিবেশ-নিরপেক্ষ ও অকৃত্রিম— যা সত্তার প্রকৃত স্বরূপ হলেও অপরের এমনকি নিজেরও দৃষ্টির এবং অনুভবের বাইরে। তাই কোন মানুষের পুরো পরিচয় অপর মানুষ কখনো জানতে পায় না । ভাব-চিন্তা-কর্ম- আচরণের মাধ্যমে অভিব্যক্ত জীবন বৃত্তান্তই সামাজিক প্রয়োজনে মানুষের বিবেচ্য ও আলোচ্য হয়ে থাকে । ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের ছিল কৃতি-কীর্তিবহুল খ্যাতিধন্য জীবন। তাঁকে তাঁর প্রাত্যহিক কর্ম-আচরণের মধ্যে, তাঁর রচনার মধ্যে নানা মানুষ নানা সূত্রে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিচিত্রভাবে দেখেছে, চিনেছে ও বুঝেছে।

আমি এখানে তাঁর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা লিখতে বসিনি। সাধারণভাবে এবং সংক্ষেপে তাঁর অঙ্গের ও অন্তরের রূপ উদ্ভাসিত এবং কৃতি ও কীর্তির মূল্য আভাসিত করবার চেষ্টা করব মাত্র।

ছিমছাম দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ, উজ্জ্বল চোখ, প্রশস্ত কপাল, গোল মাথা , উন্নত সরু নাক, উপর পাটির দাঁত আবাল্য উঁচু-তবু মুখাবয়ব লাবণ্যলিপ্ত, আর মুখ হাস্যসুন্দর। সামগ্রিক চেহারায় সুপুরুষ বলে মানতে হয়। ষাট-ঘেঁষা বয়সে বাঁধানো দাঁতে মুখশ্রী আরো উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় হল।

এক হিসেবে বাঙলার গাঁ -গঞ্জের মুসলিম পরিবারে ও সমাজে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও তাঁর সমবয়সীরা প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত। এনামুল হক স্বয়ং পুরোনো মৌলবী বংশের মৌলবীর সন্তান এবং অনার্স অবধি আরবীর ছাত্র, তবু শাস্ত্রশাসন এড়িয়ে তিনি পরমতসহিষ্ণু, জিজ্ঞাসু, উদার, সংস্কৃতিবান পুরুষ হয়েছিলেন। তিনি মুমীন ছিলেন অবশ্যই, কিন্তু প্রচলিত অর্থে ধর্মধ্বজী ধার্মিক বা পরহেজগার ছিলেন না। যুগপ্রভাবে স্বধর্ম ও স্বজাতিনিষ্ঠ হয়েও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বা আবুল ফজলের মতো তিনিও য়ুরোপীয় উদার মানবতার অনুরাগী ছিলেন। তাঁর ভাবচিন্তায় কর্মে আচরণে পোশাকে আলাপে আড্ডায় কিংবা ঘরোয়া সামাজিক জীবনে প্রাত্যহিকতার মধ্যেই তাঁর জগৎচেতনার ও জীবন-ভাবনার বৈশিষ্ট্য আভাসিত হয়েছে। তাতে ছিল সুদৃঢ় নৈতিক চেতনা, নিয়ম-নীতিনিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবুদ্ধি, বহুজনহিত ও বহুজন-সুখচিন্তা, আত্মসম্মানবোধ, ন্যায়বুদ্ধি ও বিবেকানুগত্য। সর্বোপরি ছিল সর্বসংস্কারমুক্তি। মুহম্মদ এনামুল হক ছিলেন স্থিরবিশ্বাসের ও ধীরবুদ্ধির মানুষ।

অন্য অনেকের মতো তিনি কেবল মুসলিম থাকতে চান নি, মানুষ হবার মানসসাধনাও করেছিলেন। কোন খেলাধুলায়, তাস-পাশায়, গান-বাজনায় তাঁর কোন আকর্ষণ দেখিনি, কেবল ধূমপানে আসক্তি ছিল প্রবল। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তাও ছাড়তে হয়েছিল। ভালো পোশাকে স্যুটে হ্যাটে ছিল অনুরাগ। তাঁর আকর্ষণ ছিল আড্ডায় নয়- আলাপে। পছন্দসই যে-কোন বয়সের মানুষ পেলে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস , দর্শন, সরকার, লোকচরিত্র, রাজনীতি, দুর্নীতি, ব্যক্তিনিন্দা, গুজব প্রভৃতি যে-কোন বিষয়ে ঘরে বা অফিসে অবসর থাকলে এক টানা দুতিন ঘন্টা কথা বলতে ও শুনতে তাঁর ক্লান্তি ছিল না।

কেবল চাকরীগত নয়, যে-কোন আরোপিত দায়িত্ব পালনে ও কর্তব্য সম্পাদনে তিনি ছিলেন অনন্য। তিনি ছিলেন কর্মব্রতী, কাজ ছিল তাঁর কাছে উপাসনার মতো— ফাঁকি কাকে বলে তিনি জানতেন না। এক্ষেত্রে আলস্য বা সামান্য অবহেলাও ছিল না তাঁর। কথা দিলেই তিনি কথা রাখতেন, কোন কাজের দায়িত্ব নিলে তা যারই হোক, যেমনই হোক, প্রশংসাপত্র লেখা, সুপারিশ প্রভৃতি যা কিছু ঠিক সময়ে সযত্নে করতেন। যথাসময়ে যথাকর্তব্য সম্পাদনে তাঁর কর্মতৎপরতা কখনো কখনো আমাদের উপহাসের বিষয় হত । এমনি চরিত্র ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারেরও ছিল বলে শুনেছি। এনামুল হক সাধারণত একখানা তুচ্ছ চিঠিরও প্রথমে খসড়া তৈরী করতেন পেন্সিল দিয়ে, তারপর লাল নীল পেন্সিল দিয়ে তা দাগাতেন গুরু লঘু চিহ্নিত করার জন্যে, তারপরে কালি দিয়ে পুনর্লিখন চলত তার। তারও পরে প্রয়োজনবোধে টাইপ

করাতেন। অর্থাৎ সুচিন্তিত যুক্তিপূর্ণ কথাই সুনিশ্চিত অর্থে ও ভাষায় পরিব্যক্ত করে তিনি নিশ্চিত হতেন। সব ফাইল খুঁটিয়ে দেখতেন, এজন্যেই তাঁর অফিসের কাজ কখনো হতো না, সকালে অফিসে গিয়ে তিনি প্রায়ই সন্ধ্যায় ফিরতেন, বাড়িতে বসেও কখনো কখনো অফিসের কাজ করতেন।

তাঁকে আমি প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে প্রায় আটচল্লিশ বছর ধরে জানতাম, এ সুদীর্ঘকালে তাঁকে নানাভাবে দেখেছি। অফিসে তাঁর কর্মচারী ও সহকর্মীদের প্রতি তাঁর ব্যবহারে তাচ্ছিল্য কিংবা অসৌজন্য ছিল না বটে, তবে তিনি মৃদুস্বভাবের বা নরম মেজাজের লোক ছিলেন না। সহকর্মীদের কাছে তিনি দায়িত্বচেতনা ও কর্তব্যকাজ আর কর্মদক্ষতা প্রত্যাশা করতেন। তাঁর প্রতি কর্মস্থলেই কিছু কর্মচারী সহকর্মী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান অনুরক্ত থাকতেন, তাঁকে অপছন্দ করার লোকও ছিল।

কোন মানুষকে পছন্দ অপছন্দ করার মধ্যে তাঁরও একটা অন্ধতা ছিল। যাকে একবার ভাল বলে জেনেছেন, শত দোষ পরে জানা গেলেও তাঁর অনুরাগ হ্রাস পেত না। তেমনি কোন কোন গুণীজনের প্রতিও তাঁর বিরূপতা ছিল অন্ধ। তাঁর স্বভাবে যে সব দোষগুণ লক্ষ্য করেছি সেগুলো এই : তিনি ঠকে গিয়ে প্রতারিত হয়ে দাগা পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কখনো কারো কাছে ক্ষোভ বা দুঃখ প্রকাশ করতেন না, চেপে রাখতেন। জীবনে তিনি কখনো তদবীর করে তকদীর বদলাতে চাননি, অর্থোপার্জনের কাজ খুঁজে বেড়াননি— ধনী হবার চেষ্টাই করেন নি। পারিবারিক জীবনযাত্রায় তাঁর আর্থিক কার্পণ্য ছিল না। সৌজন্য আর অতিথিপরায়ণতাও ছিল নিখুঁত। সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক রূপেই তাঁর চাকুরী শুরু। পাকিস্তান আমলে যথাসময়ে তাঁরই জনশিক্ষা পরিচালক বা ডি.পি. আই. হওয়ার কথা। কিন্তু তাঁর কর্মদক্ষতা ও প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব এবং বিদ্যাবত্তা ও মনীষা অন্য কাজের জন্যে স্বীকৃত হলেও ঐ পদ তদবীরের অভাবে তাঁর জোটেনি। তিনি বৈঠকখানায় কিংবা অফিসেও বন্ধু জনের কাছে তাঁর অপছন্দের লোকের নিন্দা করতেন উচ্চকণ্ঠেই। কিন্তু কারো বাস্তব ক্ষতি কামনা করতেন না। মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে বলেছিলেন- "আমি জীবনে স্বেচ্ছায় কারো ক্ষতি করি নাই। তবু পরিচিত জনদের দেখা পেলে বল-আমাকে মাফ করে দিতে।" তবে তিনি চাকুরে হিসেবে আক্ষরিক অর্থেই সরকারের বা 'বস'-এর অনুগত থাকতেন, সব সরকারের প্রতিই ছিলেন তিনি সমান অনুগত। একে তিনি নৈতিক দায়িত্ব বলে মানতেন; যদিও আড্ডায় আলাপে রাজনীতিকের মতোই সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ অবজ্ঞা বিদ্রূপ উপহাস প্রকাশ করতেন। সব সরকারই তাঁকে পছন্দ করেছে, তাঁর যোগ্যতায়-দক্ষতায় বুদ্ধিমত্তায় ও ব্যক্তিত্বে আস্থা ছিল বলেই সব সরকারই তাঁকে দায়িত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছে। বেসরকারী দৌলতপুর কলেজে ও জগন্নাথ কলেজে প্রশাসনিক সংকট দেখা দিলে তাঁকেই সংকট নিরসনের জন্যে অধ্যক্ষ করে পাঠানো হয়। স্কুল টেকস্টবুক বোর্ড সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন করবার জন্যে তাঁকেই চেয়ারম্যান করে দায়িত্ব দেয়া হয়। জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাঙলা একাডেমীর এবং বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ও বিন্যাস তাঁর হাতেই সম্ভব হয়। এসব ক্ষেত্রে তাঁর সাংগঠনিক শক্তি ছিল অসামান্য। স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে তাঁর কর্মজীবনের শুরু আর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য, বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপাচার্যরূপে সে -জীবনের সমাপ্তি। তাছাড়া তিনি ছিলেন সিতারা-ই-ইমতিয়াজ আর রাষ্ট্রপতি পদক ও পুরস্কার, বাঙলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি। ১৯৭৯ সনে শের-ই-বাঙলা স্বর্ণপদক, আর ১৯৮১ সনে মুক্তধারার সাহিত্য পুরস্কারও তিনি পান। ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তানের (ও পরে বাঙলাদেশের) এবং বাঙলাদেশ ইতিহাস পরিষদের তিনি কয়েকবারই সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। সরকারী সাংস্কৃতিক মিশনের সদস্য হিসেবে তিনি ইরান, চীন ও মস্কো হয়ে বুলগেরিয়া ভ্রমণ করেন। চিরকাল সরকারের অনুগত বিশস্ত চাকুরে এবং সরকারী কর্মের সহযোগী হলেও বাঙলা ভাষার স্থানেব ও রূপের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্রেব তিনি সাহসী উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদী ছিলেন ১৯৪৭ সন থেকেই এবং শেষ বয়সে কোন কোন জাতীয় সংকটেও সাড়া দিয়েছেন কোন কোন যুক্ত বিবৃতিতে সই দিয়ে। ১৯৬৯ সনের মার্চ মাসে গণ-দাবীর ফলে তিনি বর্জন করেছিলেন সিতারা-ই-ইমতিয়াজ উপাধি। এসব কারণে ১৯৭১ সনে অনেকের মতো তাঁকেও পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল।

তাঁর অভিপ্রায় ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি নির্বিঘ্ন নিশ্চিন্ত অবসরের অভাবে লেখাকে ও গবেষণাকে ব্রত হিসেবে ধবে বাখতে পারেননি । চাকুরী জীবনে তিনি প্রায় চিরকালই ছিলেন বিদ্যালয়ের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক। কেবল রাজশাহী কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালযে কিছুকাল অধাপক ও ডীন ছিলেন। ঐ সময়েই তিনি লিখেছিলেন পাকিস্তান সরকারের আগ্রহে তাঁর 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' আর প্রকাশকের অনুরোধে 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' নামের প্রবেশিকা শিক্ষার্থীদের দ্রুতপঠন-গ্রন্থ। স্কুল ছাত্রের জন্যে করেন কয়েকটি সাহিত্যসংকলন গ্রন্থ। আর ঢাকা বোর্ডের অনুরোধে করেন প্রবেশিকার বাঙলা গদ্য ও পদ্য পাঠ সংকলন। এ দুটোতে বাঙলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার রূপরেখা বর্ণিত ছিল। তাঁর চাকুরী জীবন শুরু হওয়ার আগেই ১৯২৯-৩৬ সন অবধি তিনি তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভ ও তার সংক্ষিপ্ত বাঙলা তর্জমা 'বঙ্গে সূফী প্রভাব', 'চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্যভেদ', 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য,' মধ্যযুগের প্রখ্যাত কবি শেখ চান্দ , সৈয়দ সুলতান, দৌলতউজির বাহরাম খান সম্বন্ধে গবেষণা প্রবন্ধ, মোহর-ই-নবুয়ত প্রভৃতি ইসলামী কাহিনীমূলক প্রবন্ধ রচনাও প্রকাশিত করেন। ১৯৩৭ থেকে জীবনাবসানের মুহূর্ত অবধি (কয়েক মাসের বিরতি বাদ দিয়ে) তিনি চাকুরেই ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি 'আদ্য-পরিচয়' নামের যোগতত্ত্বভিত্তিক অধ্যাত্মতত্ত্বের গ্রন্থের সটীক সম্পাদনা করেছিলেন। আরো করেছিলেন বাঙলা একাডেমীর বাঙলা অভিধানের স্বরবর্ণাংশের সম্পাদনা। আদিকবি শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের তাঁর বহু-বাঞ্ছিত সটীক সম্পাদনা কাজ শেষ করার সময়ে তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্ন উপস্থিত হল। আর একটি স্বপ্নও তাঁর ছিল— সেটি হচ্ছে বাঙলা সাহিত্যের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা। এগুলো ছাড়াও প্রায়োজনিক ও পার্বণিক রচনা হিসেবে রয়েছে নানা ভাষণ, ভাষা, সংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ। অতএব তিনি যা রেখে গেছেন, তাও পরিমাণে কম নয়, গুণেতো নয়ই। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে-মেজাজে ছিলেন তথ্য ও যুক্তিপ্রিয় গবেষকপ্রাবন্ধিক। তাঁর লেখায় তাই যুক্তি আছে, ভঙ্গী নেই। ষ্টাইল নেই বটে তবে ষ্টাডির স্বাক্ষর আছে। তার লেখায় যুক্তির ঠাঁস বুননি কোন আনমনা পাঠকেরও দৃষ্টি

এড়ায় না। তাঁর লেখার বাহন ছিল সাধুরীতি; বুড়ো বয়সে চলতি রীতিও গ্রহণ করেছিলেন।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতো পণ্ডিত-গবেষকের অভাব হবে না দেশে, কিন্তু এমন মানুষ লাখে একজন মিলবে কিনা সন্দেহ। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক অসংখ্য ভদ্রলোকের মধ্যে ছিলেন একজন ভালো মানুষ, দুর্লভ গুণের মানুষ, বিরল চরিত্রের মানুষ। তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, সরলতা, সৌজন্য, আশ্রিত বাৎসল্য- ন্যায়বোধ, নীতিনিষ্ঠা, দায়িত্বচেতনা ও কর্তব্যবোধ ছিল প্রশ্নাতীত। নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করার, নিশ্চিন্তে নির্ভর করার আর উপচিকীর্ষায় ভরসা করার মতো মানুষ ছিলেন তিনি।

হিন্দু সমাজে উনিশশতকী স্বধর্মী জাতীয়তাবাদের যে- যুগের ১৯১৫ সনের দিকে বিলুপ্তি, মুসলিম সমাজে সে- যুগের অবসান ঘটে ১৯৪৭ সনে । ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ছিলেন সেই যুগেরই শেষ প্রতিনিধিদের একজন। হাসপাতালে তাঁর রোগশয্যায় তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য-সম্পাদনার অসমাপ্ত কাজের ভার দেয়ার জন্যে। সে কি আকুলতা! ব্যাকুল কণ্ঠে সে-সূত্রে উচ্চারণ করলেন,"মুসলিম বাঙলা সাহিত্য, মুসলিম বাঙলা সাহিত্য"! তাঁর তখনকার চেহারা দেখে মনে হল তাঁর উদ্দিষ্ট অব্যক্ত কথা ছিল- "মুসলিম বাঙলা সাহিত্যই মুসলিমদের মনের মননের ধারক বাহক ও ঐতিহ্য, মুসলিমদের সমাজের, সংস্কৃতির, চিন্তার ও চেতনার ভাবী বিকাশ ঘটবে ঐ সাহিত্যকে ভিত্তি ও দিশারী করেই। কাজেই ঐ সাহিত্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা, আলোচনা সযত্নে চালু রাখা আবশ্যিক জাতীয় সত্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ও বিকাশের প্রয়োজনেই।" আরো বলেছিলেন- "আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব আমি সারাজীবন প্রাণপণে পালন করেছি।"

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের জন্ম চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার বখতপুর গ্রামে ২০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯০২; ৪ঠা আশ্বিন, ১৩০৯ তারিখে। পিতা : মৌলানা আমীনউল্লাহ। তাঁর স্ত্রী জ্ঞাতি চাচা নুর আহমদের কন্যা । সন্তানাদি : তিন পুত্র ও চার কন্যা। মৃত্যু ১৬ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ সন।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কর্মজীবনপঞ্জী

১. ১৯২৩ সনে ১ম বিভাগে প্রবেশিকা পাশ এবং মহসীন বৃত্তি লাভ।

২. ১৯২৫ সনে ১ম বিভাগে আই. এ.পাশ।

৩. ১৯২৭ সনে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আরবীতে (২য় শ্রেণীতে) অনার্স-সহ বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৪. ১৯২৯ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে ১ম হয়ে ভারতীয় ভাষা-সমূহে স্বর্ণপদক পেয়ে বাঙলায় এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

৫. ১৯২৯-৩৪ সন : বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক হিসাবে পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ রচনা সমাপ্ত : History of Sufism in Bengal.

৬. ১৯৩৫ : পি-এইচ.ডি. উপাধি লাভ।

৭. ১৯৩৬ : ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.টি. উপাধি লাভ ও চট্টগ্রামের মীরসরাই-এর জোরওয়ারগঞ্জ স্কুলে প্রধান শিক্ষক।

৮. ২৫.৫.১৯৩৭ : চব্বিশ পরগনাব বারাসত সরকারী উচ্চ ইংবেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে যোগদান ।

৯. ২৫.৮.১৯৪১ : হওড়া জেলা স্কুলে প্রধান শিক্ষকরূপে যোগদান।

১০. ১০.৯.১৯৪২ : মালদহ জিলা স্কুলে একই পদে যোগ দান।

১১. ১৪.৭.১৯৪৫ : ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষক।

১২. ১০.৪.১৯৪৮ : রাজশাহী সরকারী কলেজে বাঙলাব অধ্যাপক।

১৩. ১.৭.১৯৫২ : বেসরকারী দৌলতপুর কলেজে অধ্যক্ষ।

১৪. ২৫.৪.১৯৫৪ : রাজশাহী সরকারী কলেজে বাঙলার অধ্যাপক।

১৫. ১৯.৬.১৯৫৪ : জগন্নাথ কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ।

১৬. ২৭.১১.১৯৫৪ : চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে অধ্যক্ষের পদে বদলী।

১৭. ১.১১.১৯৫৫ : পূর্ব বাঙলা স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের চেয়ারম্যান।

১৮. ১. ১.১৯৫৬ : পূর্ব বাঙলা সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান।

১৯. ১.১২.১৯৫৬ : বাঙলা একাডেমীর বিশেষ কর্মকর্তার পদ গ্রহণ।

২০. ১৬.১২ ১৯৫৬ : বাঙলা একাডেমীর পরিচালক পদে নিযুক্তি।

২১. ৪.১.১৯৬১ : বাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলার অধ্যাপক।

২২. ১৯৬৪-৬৮ : কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক।

২৩. ১৯৬৯-৭৩ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলার সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক।

২৪. ২৪.৪.৭৩-১.২.৭৫ : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন- সদস্য।

২৫. ১.২.৭৫-৭৬ : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

২৬. ১৯৭৭ : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান।

২৭. ১৯৭৯-৮০ : কর্মহীন।

২৮. ১৯৮১-৮২ : (আমৃত্যু) ঢাকা যাদুঘরে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের রচনাপঞ্জী

১. আবাহন, (গীতি-কবিতা সঙ্কলন), ১৯২০-২১ (চট্টগ্রাম)।

২. ঝর্ণাধারা (কবিতা সঙ্কলন), ১৯২৮ (কলিকাতা)।

৩. প্রাচীন মুসলমানের শিক্ষা ও সাধনা, সওগাত, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা।

৪. চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্য-ভেদ, ১৯৩৫ (চট্টগ্রাম)।

৫. আরাকান রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সঙ্গে একযোগে রচনা), ১৯৩৫ (কলিকাতা)।

৬ বঙ্গে সুফী প্রভাব, ১৯৩৫ (কলিকাতা)।

৭. বাঙলা ভাষার সংস্কার, ১৯৪৪ (মালদহ)।

৮. পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ১৯৪৮ (ঢাকা)।

৯. ব্যাকরণ মঞ্জরী, ১৯৫২ (রাজশাহী)।

১০. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ১৯৫৭ (ঢাকা)।

১১. বাঙলাদেশের ব্যবহারিক অভিধান (স্বরবর্ণাংশ সম্পাদনা), ১৯৭৪ (ঢাকা)।

১২. A History of Sufism in Bengal, Asiatic Society of Bangladesh, 1976 (Dhaka)

১৩. মনীষা মঞ্জুষা, ১ম খণ্ড, ১৯৭৫ (ঢাকা), প্রবন্ধ সংকলন।

১৪. মনীষা মঞ্জুষা, ২য় খণ্ড, ১৯৭৬ (ঢাকা)

১৫. বুলগেরিয়া ভ্রমণ, ১৯৭৮ (ঢাকা)।

১৬. আদ্য পরিচয়, শেখ জাহিদ, সম্পাদনা, ১৯৮০ (ঢাকা)।

১৭. তাঁর সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থ :

ক) Perso-Arabic Elements in Bengali- Dr. G.M. Hilali, 1967 (Dhaka)

খ) Abdul Karim Sahityavisharad Commemoration Volume, Asiatic Society of Bangladesh, 1972 (Dhaka).

গ) Dr Mohammad Shahidullah Felicitation Volume. Asiatic Society of Pakistan, 1966.

ঘ) ইমরুল কায়েসের কাব্য- নূরউদ্দিন অনূদিত

গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রবন্ধ:

১. পাঁচ পীর সমষ্টি, মোহাম্মদী ৮ম বর্ষ ১ সংখ্যা কার্তিক ১৩৪১।

২. বঙ্গে ইসলাম বিস্তার ঐ, ১৩৪৩-৪৪, ১০ম বর্ষ ১-৯ সংখ্যা।

৩. Impact of Islam on the Goudian Form of Vaisnavism, JASP, August. 1968.

৪. Panchpira, JASP, August, 1970.

এছাড়া তাঁর আরো কিছু প্রবন্ধ অসঙ্কলিত রয়েছে। প্রবেশিকা শ্রেণী অবধি কিছু স্কুল-পাঠ্য বইও তিনি রচনা বা সঙ্কলন করেছিলেন।

ইউসুফ-জোলেখা

শাহ মুহম্মদ সগীর প্রণীত

। আল্লাহ ও রসূল বন্দনা ।

প্রথম প্রণাম করোঁ[১] পরবর্দিগার।
যে আল্লা বকশিন্দা খোদা করিম ছত্তার॥
বিশ্বরূপী নিরঞ্জন নহি রূপ রেখ।
ঘটে ঘটে সর্বত্র আছএ পরতেক॥
করতার ব্রহ্মরূপে ধরিছে সংসার।
ত্রিজগত নিলক্ষ্যে রাখিছে নিরাকার।
দেবতা মনুষ্য রূপ সৃজিলা জগত।
ব্রহ্মজ্ঞান মহাধ্যান তদন্তরে জথ॥
অবর্ণ বিধাতা সেহ পরম নিরাশ[২]।
নিচল বিমল[৩] মূল জগত উদাস॥
অনাদি নিদান সেহ পুরুষ পুরাণ[৪]।
কাম অনুভাব জোগ পিরীতি সন্ধান॥
গোপতে[৫] বেকত ভাব জ্যোতির্ময় নিধি।
নিমিখ কল্পিত ভাবে সৃজিলেক 'দাধি॥
সেহ সে পরম বিধি[৬] জীবন সাগব।
জগত জীবনস্থলী জ্যোতি- সুধাকর॥
ঈশ্বর অগ্রত তাক ধরিল দর্পণ।
দিষ্টিগত মথিয়া সৃজিল ত্রিভুবন॥
জীবাত্মায় পরমাত্মা মোহাম্মদ নাম।
প্রথম প্রকাশ তথি হৈল অনুপাম॥
জথ ইতি জীব আদি কৈলা ত্রিভুবন।
মোহাম্মদ হোন্তে কৈলা তা সব রতন॥
নিরঞ্জন মকারেত প্রেমে সে মজিলা।
এহি লক্ষ্যে জথ জীব সৃজন করিলা॥
পরম ঈশ্বর তানে বুলিলেক বন্ধু।

পাঠান্তর ১. প্রণাম করম মুঞি : ঢা. বি. ২২৫ সংখ্যক পুথি ('ক' চিহ্নিত পুথি)
২. সেই পরম নৈরাস — ঐ
৩. নির্মল — ঐ
৪. 'অনাদিনিধন সেহ পুরুষ-প্রধান।' — ঐ
৫. আপনে — ঐ
৬. নিধি — ঐ

সপ্ত স্বর্গ মুক্তি পাইল তান পদ বিন্দু॥
তান প্রেম অনুভাবে সৃজিলা জগত ।
কহিতে পারিএ কথ তাঞি যে মহৎ[৭]॥
এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবিকুল ।
মোহাম্মদ তান মধ্যে[৮] প্রধান আদ্যমূল॥
তান গুণ কীর্তি কথ কহিমু বাখান ।
বিস্তারিআ ন লিখিলুঁ অল্প সমাধান॥
অনন্ত ছজিদা মোর সর্ব অঙ্গ ভরি' ।
অনেক প্রণাম তান পদ অনুসরি'॥ .
মোহাম্মদ ছগির দাসক[৯] দাস তান ।
তাহা হোন্তে 'বাড়'[১০] ভাগ্য মোক নাহি আন॥

। মাতাপিতা ও গুরুজন বন্দনা ।

দ্বিতীয়ে প্রণাম করোঁ মাও বাপ পাএ ।
যান দয়া হন্তে জন্ম হৈল বসুধায়॥
পিপিড়ার ভয়ে মাও ন থুইলা মাটিত ।
কোল দিলা বুক দিআ জগতে বিদিত॥
অশক্য আছিলুঁ মুই দুধক ছাবাল ।
তান দয়া হন্তে হৈল এ ধর বিশাল॥
ন খাই খাওয়ায় পিতা ন পরি পরাএ ।
কত দুক্ষে এক এক বছর গোঞাএ॥
পিতাক নেহায় জিউ জীবন যৌবন ।
কনে বা সুধিব তান ধারক কাহন॥
ওস্তাদে প্রণাম করোঁ পিতা হন্তে বাড় ।
দোসর জনম দিলা তিঁহ সে আহ্মার॥
আহ্মা পুরবাসী আছ জথ পৌরজন ।
ইষ্ট মিত্র আদি জথ সভাসদগণ॥
তা সভান পদে মোহর বহুল ভকতি ।
সপুটে প্রণাম মোহর মনুরথ গতি॥
মোহাম্মদ ছগির হীন বহোঁ পাপভার ।
সভানক পদে দোয়া মাগোঁ বার বার॥

৭. 'কহিতে পারিএ কথা তাহান মহত (মহত্ত্ব)' (ক) (২২৫,ঢা.বি.)
৮ মোহাম্মদ সকল-ক ।
৯. দাসের -ক ।
১০. বর (বড়)-ক ।

। রাজ-প্রশস্তি ।

পয়ার ছন্দ

তিরতিএ পরণাম করোঁ রাজ্যক ঈশ্বর ।
বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডর॥
রাজ রাজেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত ।
দেব অবতার নৃপ জগত বিদিত॥
মনুষ্যের মধ্যে জেহ্ন ধর্ম অবতার ।
মহা নরপতি গ্যেছ পৃথিবীর সার॥
ঠাঁই ঠাঁই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজএ ।
পুত্র শিষ্য হন্তে তিহঁ মাগে পরাজয়॥
মহাজন বাক্য ইহ পূরণ করিআ ।
লইলেন্ত রাজপাট বঙ্গাল গৌড়িয়া॥
করুণা হৃদয় রাজা পুণ্যবন্ত তর ।
সবগুণে অসীম অতুল মনুহর॥
পূর্ণিমার চান্দ জেহ্ন বদন সুন্দর ।
মধুর মধুর বাণী কহন্ত সুস্বর॥
রমণীবল্লভ নৃপ রসে অনুপমা ।
কনে বা কহিতে পারে সে গুণ মহিমা॥
জিনিলা নৃপতি সব করিয়া সমর ।
জয়বাদ্য দুন্দুভি বাহন্ত উঞ্চ স্বর॥
ভকত বৎসল নৃপ বিপক্ষ বিনাশ ।
পরজা পালন করে মনে হাবিলাষ॥
জাবত জীবন মুঞি দেখিলুঁহি কাম ।
তান ভক্তি বিনা ধিক নাহি আর ধাম॥
মোহাম্মদ ছগির তান আজ্ঞাক অধীন ।
তাহান আছুক জস ভুবন এতিন॥

। পুস্তক রচনার কথা ।

চতুর্থে কহিমু কিছু পোথাক কথন ।
পাপ ভয় এড়ি লাজ দড় করি মন॥
নানা কাব্য কথা রসে মজে নরগণ ।
যার যেই শ্রদ্ধায় সন্তোষ করে মন ।
ন লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পাএ॥
দোষিব সকল তাক ইহ ন জুয়াএ॥
গুনিয়া দেখিলুঁ আহ্মি ইহ ভয় মিছা ।
ন হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা॥
শুনিয়াছি মহাজনে কহিতে কথন ।
রতন ভাণ্ডার মধ্যে বচন সে ধন॥

বচন রতন মণি জতনে পুরিআ।
প্রেম রসে ধর্ম বাণী কহিমু ভরিআ[১]॥
ভাবক ভাবিনী হৈল ইছুফ জলিখা।
ধর্মভাবে করে প্রেম কিতাবেত লেখা॥
ন হৈতে প্রেমক ভাব ইছুফ অন্তর।
জলিখা মজিল তাক বিরহ সায়র॥
পুরাণ কোরান মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ।
ইছুফ জলিখা বাণী 'অমৃত'[২] অশেষ॥
কহিমু কিতাব চাহি সুধারস পুরি।
শুনহ ভকত জন শ্রুতি -ঘট ভরি॥
দোষ খেম গুণ ধর রসিক সুজন।
মোহাম্মদ ছগির ভনে প্রেমক বচন॥

। জোলেখার জন্ম -বৃত্তান্ত ।

পয়ার ছন্দ -কেদার রাগ

পশ্চিম দিকের রাজা আছিল প্রধান।
নৃপতি তৈমুছ নামে ইন্দ্রেব সমান॥
কামদেব সম রূপ জিনি বিদ্যাধর।
রূপে গুণে মহারাজা ধর্মেত তৎপর॥
বুদ্ধি বৃহস্পতি সম বিক্রমে কেশরী।
পৃথিবী[১] মণ্ডল মধ্যে এক দণ্ডধারী॥
সংগ্রামে বিষম বীর প্রচণ্ড প্রতাপ।
রিপুগণ হত হএ শুনি বীর দাপ॥
অশ্ব গজ জথ সৈন্য গণিতে ন পারি।
মহা বীর্যশালী সব নানা অস্ত্রধারী॥
ত্রিভুবনে অশক্য ন ছিল কোন কর্ম।
মনের বাঞ্ছিত তান পূরিলেক ধর্ম॥
মণি মোতি জরি চয়[২] শিরে সুশোভিত।
কনক জড়িত পাট রতনে মণ্ডিত।
বলি কর্ণ সম দানে নৃপ সুচরিত।
তাহান তুলনা রাজা নাহি পৃথিবীত[৩]॥
লোকেত ভকত বর বিনয় বেভার।
হীন জন প্রতি অতি সদয় অপার॥
পাত্র মিত্র পুত্র তুল্য করন্ত পালন।

---

১. 'জুরিয়া' (জুড়িয়া)-ক ২. 'অশ্রুত'-ক
১. পৃথিম্বি-ক ২. 'মণি মুক্তা জরি ছত্র'-ক
৩. পৃথিম্বিত-ক

সাম দান দণ্ড ভেদ রাজ আচরণ॥[৪]
একদিন নরপতি সঙ্গে পাটেশ্বরী।
পালঙ্কেত বসিছন্ত জেহ্ন সুরনারী॥
চারিভিতে সখীগণ পরিচর্যা করে।
তাম্বুল জোগাএ কেহো বিচএ চামরে॥
কেহো নৃত্য করে কেহো বাহে কপিনাস।[৫]
পুলকে পূরল তনু অধিক উল্লাস॥
হেন কালে অসন্তোষ হৈল নরপতি।
সুখ ভোগে কোন্ কার্য বিহনে সন্ততি॥
পৃথিবীত সন্ততি নাহিক মোর নাম।
নৃপতি মনেত নিত্য এহি মনস্কাম॥
কত জপ তপস্যায় ভাবে নিরঞ্জন।
কায়মনে স্তবএ যে হইতে নন্দন॥
দেবধর্ম আরাধি বহুল পুণ্য ফলে।
মহাদেবী গর্ভবতী হৈলা কত কালে॥
দশমাস গর্ভ জদি হৈল সপূরণ।
কন্যাবত্ন প্রসবিলা জগত মোহন॥
শুভখনে বাজসুতা হইলা প্রসব।
চন্দ্র জেহ্ন প্রকাশিত জগত বল্লভ॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা জেহ্ন শশী -কলা।
মেঘ জনি[৬] উঠে জেহ্ন তড়িৎ উঝলা॥
সুনাম স্থাপন কৈলা জলিখা সুন্দরী।
ত্রিভুবন মধ্যে জেহ্ন রূপে অপছরী॥
মোহাম্মদ ছগির ভনে ইছুফ জলিখা।
প্রেমরসে ধর্ম বাণী কিতাবেত লিখা॥

। জোলেখার রূপ-বর্ণনা ।

পয়ার ছন্দ -রাগ আশাবরী

কহিতে অশক্য আছোঁ তান রূপ কথা।
কিছু মাত্র কহিমু বাঞ্ছিত মনোগতা॥
ইষ্ট মিত্র হস্তে তাক মাগোঁ সুধাপান।
যে কিছু কহিতে পারি করিমু বাখান॥
মদন মঞ্জরী তনু ত্রিবলি সুবলি।
অরবিন্দে কুসুমিত জেহ্ন পেখি অলি॥

---

৪. জার জেই শ্রধাএ সন্তোষ করে মন-ক
৫. 'কবিলাস' (কপিলাস)-ক
৬. 'জিনি' ঐ

তনু কান্তি নির্মল কমল কলাবতী।
প্রভাতে উদয় জেহ্ন সুরুজ দীপতি॥
হিমকর জনি জ্যোতি[1] বদন প্রকাশ।
আকাশ প্রদীপ কি প্রফুল্ল মণিহাস॥
বদন নির্মল জেহ্ন বিকচ কমল।
জেহ্ন পূর্ণ শশধর জ্যোতি নিরমল॥
চাচর চিকুর কেশ চামর নব ঘন।
মলয়া সমীর জনি[2] সুগন্ধি পবন॥
কেশ বেশ সুভেস অলক বঙ্ক ফন্দি।
সুর পরী হুর কিবা হেরি কাম বন্দী॥
সুগন্ধি কুসুম তাত ঘন বিস্তারিত।
মুখচন্দ্র সঘন অক্ষত পরাজিত॥
অধিক[3] অলকাবলি ভালেত শোভিত।
অর্ধচন্দ্র জিনিআ ললাট সুবলিত॥
ভুরু কামচাপ জনি লোচন কুরঙ্গ।
কটাক্ষ বিশিখ বিখ নির্মিখ তরঙ্গ॥
কাজলে উঝল জ্যোতি[4] সর্বগুণজিত।
চমকে ফরকে জেহ্ন চঞ্চল চরিত॥
যুগল নয়ন জ্যোতি চন্দ্র সূর্য তুল।
জগৎ জিনিআ আঁখি বিশাল বিপুল॥
আঁখি জ্যোতি বিভূতি সলিল রূপ -সিন্ধু।
তার মর্ম মধ্যেত মজিল শত ইন্দু॥
কিবা চোখ সচকিত[5] চঞ্চল চকোর।
কিবা মধ্যে মধুকর সুধারসে ভোর॥
বিষম সন্ধান তাক জুতি জাএ সানে।[6]
তন্ত্র মন্ত্র ঔখদ সঞ্চিত এহি বাণে॥[7]
শ্রবণ গৃধিনী জনি অতি সুললিত।
রত্ন মণি কুণ্ডল দোলিত সুশোভিত॥
উঞ্চল নাসিকা দণ্ড তিল ফুল জিত।
পরিমল পারিজাত গন্ধ আমোদিত॥

১. 'জিনি জুতি'-ক
২. 'জিনি' ঐ
৩ 'অধীব' ঐ
৪. 'জুতি' ঐ
৫. 'চারুসুচরিত 'জুতি'-ক
৬. বিসম সন্ধান তান জুতি জাএ সান-ক
৭. মনি মন্ত্র ঔসদে সঞ্চিত এহি বাণ-ক

সুরপুর বৃন্দাবন লাবণ্য মুখ-জ্যোতি ।[৮]
পারিজাত কুসুম্ভ কোমল দেহ কান্তি॥
বিমল উঝল মুখ তারাগণ বৃন্দ ।
মধ্যে মধ্যে তিলক মণ্ডলী মুখচান্দ॥
রক্তবর্ণ অধর অমৃত ফল জিত ।
কনক কুণ্ডক[৯] তীর মাণিক্য রচিত॥
আনন বিকাশ জেহ্ন সুধারস ধার ।
বিজুলি উঝল দন্ত মুকুতা সঞ্চার॥
কুচযুগ মধুপূর্ণ কাঞ্চন কটোরা ।
সুবলিত সুধাতনু মণি ফল জোড়া॥
সুবর্ণ ডালেত দুই দাড়িম্ব রতন ।
নীলমণি উদিত অন্তরগত ধন॥
কাঞ্চন লতিক জেহ্ন ভুজ সুবলিত ।
কণ্টক ইচ্ছিল মৃত্যু মৃণাল ললিত॥
দুই কর মদন মঞ্জরী সুবলিত ।
ফুলফল বেষ্টিত লম্বিত সুফলিত॥
চম্পক কলিকা মধ্যে রতন অঙ্গুরী ।
সুরঞ্জিত অঙ্গুরী রচিত মধুকরী॥
বতন কমল তুল দর্পণক বর্গ ।
সেহ কর পরশেতে ইন্দ্রপুর স্বর্গ ।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জেহ্ন নক্ষত্র নির্মাণ ।
নখঘাতে বিদরে বিরহী জন প্রাণ॥
রোম্যাবলী সর্প কুচ গিরিক[১০] সঙ্কিত ।
কিবা পূর্ণ হেম ঘট রতন মণ্ডিত॥
মধ্যদেশ ডমরু আওর[১১] সিংহ জিত ।
করী কুম্ভ নিতম্ব গুরুয়া গর্ভরীত॥
নাভি সুধা- সরোবর সুরম্য গভীর ।
সেহ কুণ্ড ইন্দ্রগত পরিপূর্ণ নীর ।
করী শুণ্ড উরু কিবা এ রামকদলী ।
মদন মঞ্জরী কিবা ত্রিজগত বলি॥
নির্মল কোমল পদ ভুবন মঙ্গল ।
স্থল কমলিনী দল সুরঙ্গ শীতল॥

৮. সূর বৃন্দাবনের লাবন্য জথ জুতি -ক
৯. কুম্ভের-ক
১০. গিরির-ক
১১. 'আওরে' -ক

। জোলেখার আভরণ ।

এক এক[১] হৈল জদি অঙ্গক লক্ষণ ।
আভরণ কিছু মাত্র করিমু বর্ণন॥
কি কহিমু আভরণ অঙ্গ সুশোভিত ।
এক এক রতন ভূষণ মূল্য জিত॥
কনক রচিত মণি মাণিক্য নির্মাণ ।[২]
গীমগত হীরা হার নক্ষত্র প্রমাণ॥
শ্রবণে রতন মণি অধিক শোভন ।
অঙ্গুরী বিচিত্র চিত্র সুরঙ্গ বসন॥
নাসা পাশে নথ মোতি কনক নির্মিত ।
দোলনি চালনি জেহ্ন প্রবাল[৩] মণ্ডিত॥
করেত মণ্ডিত তার কাঁকন[৪] উঝর ।
কনক বলয়া করে চন্দ্র দিবাকর॥
মধ্যদেশে গোপত কিঙ্কিণী বিরাজিত ।
বাজএ বিজয় শব্দ গতি অলক্ষিত॥
নখ' পরে মেহেন্দী রঙ্গিল অর্ধ বেলা ।
চন্দ্র সূর্য জেহেন একত্র হৈছে মেলা॥
হংসগতি চলিতে নেউর পদে[৫] বাজে ।
সুরাসুর মোহিত কুমারী রূপ লাজে॥
তাহান জথেক সখী রূপে অপছরী ।
চন্দ্র জেহ্ন বেষ্টিত নক্ষত্র অবতরি॥
রতন মন্দিরবাস উঞ্চল প্রবন্ধ ।
কনক সারঙ্গ পূর্ণ কুসুম[৬] সুগন্ধ॥
নেতপাট সুশয্যা নির্মিল সুবাসিতা ।
সখীগণ সঙ্গে কেলি করে সুচরিতা॥
বৃন্দাবনে বিহার করএ মনু[৭] রঙ্গে ।
পাত্রমিত্র কুমারী খেলাএ তান সঙ্গে॥
নহলী[৮] যৌবন কন্যা সর্বকলা জিত ।
শরৎ চন্দ্রিমা জেহ্ন নক্ষত্র বেষ্টিত॥
মাতৃপিতৃ আঁখিযুগ পুতলি সমান ।[৯]
জগত জিনিআ তান রূপক বাখান॥
শুনহ ভকতি ভরে রসিক সুজন ।
মোহাম্মদ ছগির ভনে অমিয়া বচন॥

---

১. 'একে একে'-ক
২. কাঞ্চন রত্ন আর শোভিত শোভন -খ (বাংলা একাডেমী পুথিঃ ২২১)
৩. 'পলাএ' -খ ৪. 'কঙ্কণ' ঐ ৫. 'অতি' -ক , ৬. কুসুম-ঐ
৭. নানা -খ (২২১ সং বাংলা একাডেমী পুথি), ৮. নবিন-ক
৯. আঁখির পুতলি হেন মান-খ । আঁখির-ক

। জোলেখার প্রথম স্বপ্ন ।

পয়ার ছন্দ -কেদার রাগ

এক রাত্রি সঘন আছিল ঘনঘোর ।
শয্যা সুখে সখী সঙ্গে নিদ্রা যায় ভোর॥
পক্ষিগণ নীরব বিরল জীব জন্তু[১] ।
সে সুখে আঁখিত মাত্র সুখে হৈল তন্ত্র[২]॥
রক্ষিগণ নিদ্রায় আকুল ঘোর মতি ।
অচেতন সর্বজন জেন মৃত্যু গতি॥
জলিখা কুমারী বালা জৌবন সম্পদ ।
চৈতন্য হারাই নিদ্রা যায় নিশবদ॥
শয্যাগত শরীর আলস্য মতি ভোর ।
জীবন আতমা মাত্র জাগএ প্রচুর॥
অলক্ষিতে আইল পুরুষ অবতার ।
চন্দ্র দিবাকর জিনি জ্যোতিরূপ সার॥
তেজোময় সর্বাঙ্গ স্বরূপ[৩] রূপবান ।
ত্রিজগত জিনি রূপ অশক্য বাখান॥
শুদ্ধ সুধাকর রূপ লাবণ্য সুন্দর ।
অতি অদভুত রূপ জিনি পুরন্দর॥
ত্রিভুবনে জথেক সমস্ত রূপময় ।[৪]
তান মুখ চন্দ্র জ্যোতি সর্বত্র উদএ॥
সে মহামহিম রূপ ইন্দ্রদেব সিদ্ধি ।
গুরুয়া গৌবব করি সৃজিলেন বিধি॥
তান শির কেশ জেহ্ন জিতি নিশি রঙ্গ ।
আমোদিত মলয়া বহএ তার সঙ্গ॥
মুখে রবি শশী গ্রহ উদয় প্রকাশ ।
ললাটেত সুধা ইন্দু বিজু জিনি হাস॥
লোচন জুগল জেন জ্বলে জ্যোতি বাণ । .
সফরী ফরকে জেন নিমেখ নির্মাণ॥
তার মধ্যে হরি বিন্দু নীলমণি জিতি ।
জীবন পুতলি ছায়া অনন্ত বিভূতি॥
কিবা অলিকুল[৫] সচকিত চিত্ত চোর ।
প্রেম রসে জীবন পিরীতে নিল মোর॥[৬]

১. 'জন্ত্র'-ক ওঘ ২. 'তন্ত্র' ঐ ৩. 'সরূপ'-ক
৪. ভুবন মধ্যে আর জথ রূপমএ-খ
৫. 'আলিংগন' -ক। মানিস্যকুল-খ
৬. পিরীতি অতি ভোর-খ

ভুরু জুগ ভঙ্গিমা কামধনু বিখ্যাত।
নিমেখ নির্মাণ বাণ মর্মান্তরে ঘাত॥
নাসিকা কনক দণ্ড জেন চঞ্চুকির[৭]।
সুরস সৌরভ পূর্ণ মলয়া সমীর॥[৮]
অধর বান্ধুলী জিনি মাণিক্য আকার।
মুখচন্দ্র অমৃত কুণ্ডল রত্নাধার॥
বিজুলি ছটকে দন্ত মুকুতা সঞ্চার।
সুরপুর জন্ত্র সুসারি রত্ন সার॥
ভুজজুগ বলিত[৯] আকাশ তরুলতা।
কনক মৃণাল বাহু মঙ্গল বনিতা[১০]॥
করতল কমল দর্পণ নিরমল।
সুরচিত অঙ্গুলি শোভিত[১১] সুশীতল॥
রোমাবলী সুরেশ্বরী ধার ধীরমান।
ত্রিবলি বলিত অঙ্গ বিচিত্র নির্মাণ।
নাভি সরোবর জেন অমৃতের কুম্ভ।[১২]
মহাপুণ্য স্থলী তথি ত্রিজগতে মুণ্ড॥[১৩]
কটিদেশ সিংহ জিনি অতুল সরুয়া।
গজ কুম্ভ থল জিনি নিতম্ব গুরুয়া॥[১৪]
মনুষ্যের প্রধান পুরুষ অবতার।[১৫]
রূপে গুণে অসীম মহিমা তনুসার॥[১৬]
নিরঞ্জনে নিরুপম লক্ষ রূপ কৈল।[১৭]
ধর্ম রূপ বিদিত স্বরূপ নর[১৮] হৈল॥
স্বপ্নেত দেখিল রাজকন্যা তান[১৯] মুখ।
সর্ব অঙ্গে পুলক নয়নে অতি সুখ॥
প্রেমের সাগর মধ্যে মজি গেল মন।
বুদ্ধি সুদ্ধি হারাইল দেখি সে বদন॥
চৈতন্য পাইআ কন্যা হইল নিঃশব্দ।
ভাবিতে ভাবিতে মনে হইলেক তব্ধ॥

---

৭. চুঞ্চরির (সম্পাদক অনুমিত পাঠ)
৮. সুধারি সৌরভ পূর্ণ মলয়া শরীরে -গ (ঢা. বি. ২২৬ পুথি)
৯. 'বল্লরী'-খ, ১০ বলিতা -ক,খ, ১১. 'সুরংগ'
১২. তুল্য-ক , অমৃত কণ্ডল-খ।
১৩. মূল্য ক, স্থান তথি ত্রিজগত মংগল-খ।
১৪. গরু কুম্ভ তুল জিনি স্থবরে (?) সরুয়া-গ (ঢা. বি. ২২৬ সং পুথি)
১৫. মনুস্য ন হএ সেই পুরুস অবতার-খ। মনুস্য মূরতি সেই পুরুষ প্রধান-গ।
১৬. জে ভুবন বাখান-গ
১৭. নিরঞ্জন নৈরূপ মনুস্য রূপ কৈল-খ.গ।
১৮. রূপ-খ। ১৯. সেই -খ।

কার সঙ্গে বচন না কহে পুনি আর।
অহি সে উঠএ মনে বিমরিষ ভার॥
পুছিলে ন কহে বাক্য কিছু নহি জানি।
অধোমুখী রহিল স্থগিত হৈল বাণী॥

। জোলেখার প্রথম প্রেমানুরাগ ।

ভাবিতে বিকল হৈল রাজার কুমারী।
দুঃখিত রুক্ষিত মতি কি কহিতে পারি॥
খেনে জ্ঞানবন্ত হএ খেনেকে পাগল।[১]
কতক্ষণে[২] বুদ্ধিমন্ত কার্যেত কুশল॥
মন দুঃখ ভাবি[৩] কন্যা বাড়এ সন্তাপ।
বিরহে ব্যাকুল চিত্ত মনে মনে জাপ॥[৪]
চন্দ্রিমা বদন[৫] রাখে হেট করি মাথা।
অশন বসন ত্যজি হইল কামহতা॥[৬]
কমল নয়ন যুগে বহে জল ধার।
মুকুতা প্রবাল তুল্য ঝরে অনিবার॥[৭]
চিন্তাকুল[৮] হই কন্যা ভাবে মনে মন।
নিদ্রাত দেখাই রূপ হরিল জীবন॥
শবীর রাখিয়া মোর হরিলেক প্রাণ।
করুণা ন হৈল মোক ন করিলা ত্রাণ॥
থিব[৯] নহে বুদ্ধি মোর অহি সে[১০] কারণ।
নিষ্ফল হইল মোর জীবন জৌবন॥
বিরহ সাগর মধ্যে ডুবি[১১] গেল চিত।
কোন মত হৈল মোর ন বুঝি চরিত॥
সর্ব নারী মেলে মুঞি হৈল কলঙ্কিনী।
জগতে রহিল মোর অজশ কাহিনী॥

১. তিলে তিলে জ্ঞান মন্ত তিলেকে পাগল-খ তিলেক বিকলে তিলে হএত পাগল-গ।
২. খেনে হএ -গ।
৩ মনে মনে ভাবে -খ। মন দুক্ষ ভাবি কন্যা কবে মনস্তাপ-গ।
৪ দুক্ষ ভাবে আপ-গ।
৫. চন্দ্রবদনি-খ।
৬ বসন বর্জিত কন্যা হই কামযুতা -গ।
৭. মুকুতা সঞ্চরে যেন গলে অনিবার-গ।
৮. চিন্তা যুক্ত হৈয়া -খ।
৯. স্থির -ক,খ।
১০. সেই সে -খ
১১. মজ্জি-খ।

অনুক্ষণ উতরোল মন বিমরিষ।
সঘন নিঃশ্বাস ছাড়ে চাহি চতুর্দিশ॥
নিশি উজাগর আঁখি ঝামর বদন।
পবনের সঙ্গে বাত কহে অনুক্ষণ॥
শুনরে পবন মোর দুক্ষের কাহিনী।
দণ্ডেক বরিখ মোর দীঘল জামিনী॥
মোর পিয়া থানে[১২] গিয়া কহ রে সম্বাদ।
কেমন সহ্য[১৩] তান দাসী সঙ্গে বাদ॥
মলয়া সমীর মোর শমন সমান।
এ চান্দ[১৪] চন্দনে দেহ দহএ নিদান॥
সঘন গহন ঘন বিজু চমকিত।
নয়নে বহএ[১৫] নীর চিত্ত বিচলিত॥
কুসুম[১৬] সুগন্ধি জথ আগর চন্দন।
অতাপে তাপিত তনু দহএ মদন॥
হৃদয় অন্তরে ভাব অনাসৌধে [অনাষুধ] ব্যথা
কার তরে[১৭] ন কহে সহজে এক কথা॥
হেন মত বিরহে গোঞাএ আপন।
জানিলেক সখীগণে তার বিবরণ॥[১৮]

। জোলেখার দ্বিতীয় স্বপ্ন ।

রুদিতে রুদিতে এক নিশি গোঞাইলা।
কতঞ্চিৎ ঘূর্ণিত নয়নে নিদ্রা আইলা॥[১]
নিশি শেষে উষা কালে দেখিলা প্রতেক।
সেহি সে লাবণ্য[২] অনন্ত রূপ রেখ॥
দেখিয়া কুমারী তান গেলেন্ত নিকট।
প্রণামিয়া ভজিল পরশি পদ-ঘট॥
বিশেষ বুলিলা বাণী বিনয় ভকতি।
ন জানিলুঁ কুলশীল হও কোন জাতি॥
কি কারণে আহ্মাক দেখাহ নিজ মুখ।

---

১২. স্থানে-ক। ১৩. আ.পা. সহাস্য. সহায্য-ক; সোহজ্জ. সহাজ তুল.-গ।
১৪. তুল, চন্দ চন্দন. গন্ধ নিন্দিত অংগ।'-গোবিন্দ দাস।
আদর্শ পাঠে চাঁদ চন্দ- অগুরু।
১৫. বরিখে-খ। ১৬ কুসুম-ক।
১৭. ন জান এ কোন সখী তার বিবরণ-খ। ০ক.খ.ঘ., 'ভাবে ঔষধের'
১৮. (গ) অনুমতি শুদ্ধপাঠ-অন+ ওষুধ- অনাষুধ- যে ব্যথার ঔষধ নেই।
১. মুহুচ্চিত নয়ানে ভূমিত নিদ্রা আইলা-ঘ।
২. সেই লাস লাবণ্য -ক

কোন্ কার্য সাধিলা পাইলা কোন্ সুখ॥
বধিলা মৃগয়া করি যেই জন্তু চিত।
আপনার সঙ্গে তাক নিবারে উচিত॥
কি নাম তোহ্মার ন জানি জাতি কুল।
বৈসহ কেমন রাজ্য[৩] কহ আদ্য মূল॥
মোব প্রাণ হবিয়া সাধিলা কোন্ কর্ম।
আবাধিলা কোন দেব জীবি বধি ধর্ম॥
নিজ নাম গ্রাম বাক্য কহ মহাশয়।
ভকতি প্রণতি করি বোলম নিশ্চয়॥
কুমারে বোলন্ত তবে শুনিয়া রহস্য।
তুহ্মি মোর মুঞি তোব হইব অবশ্য॥
দেবাসুর[৪] নহি আহ্মি জাতিএ মানব।
নবিসুত উৎপন্ন মহা বংশোদ্ভব॥
তোমাব মনেত আহ্মা জথ প্রেম লাভ।
তা হন্তে অধিক মোর তোহ্মা প্রেম ভাব॥
তোমার অন্তবগত আছে জেহি ধন।
বহু জত্ন করি তাহা রাখিবা আপন॥
দুষ্ট দস্যু হন্তে ধন সম্বরি বাখিবা।
তবে সে আহ্মাব তুহ্মি প্রিয়জন হৈবা॥
জদি সে তোহ্মার ধন অন্য জনে হবে।
নিশ্চয় জানিবা তুহ্মি ন পাইবা আহ্মাবে॥
এ বলিয়া কুমার চলিল নিজ গেহে।
চৈতন্য পাইয়া কন্যা জীবন সন্দেহে॥
এবে সে জানিলুঁ মুঞি নিবন্ধ প্রমাণ।
কর্ম ফলে বিরহে দগধে বিধি জান॥
বরিখেক গোপত গঞিল তাপ মতি।
ভোজন শয়ন ত্যজি[৫] শোকাকুল অতি॥
সখী সবে আসিয়া পুছন্তি তানে বাত।
কিবা তোর সোয়াস্তি কহত সহসাত॥
কি কারণে হ্যকলি বিকলি চিন্তা মতি।
কহ কন্যা সব মর্ম কেহ্নে হেন গতি॥
সখীক কহন্তি দুঃখ জলিখা যোগিনী।
মোহাম্মদ ছগির ভনে বিরহ কাহিনী॥

৩. রাজ্যে-খ।
৪. দেবসুর-খ,ঘ
৫. 'খুধা তৃষা নিদ্রা' -ঘ

। জোলেখার প্রেমাভিব্যক্তি ।

সুহী রাগেন গীয়তে

শুন সখীগণ মোহোর বচন[1]
কহিতে বহু দুঃখ ভার ।
জে কিছু দেখিলুঁ নয়নে লখিলুঁ
বিচিত্র পুতলি[2] আকার॥
ভুবন শোহন মদন মোহন
সিদ্ধ বিদ্যাধর জিত ।
হেরি রূপ তান হরে মোর প্রাণ
নিমেখে হৈলুঁ মুহুশ্চিত॥
কামানলে মোর দহএ অন্তর
ঔখদ না মানে আন ।
জাইতে নাহি ঠাঁই সোয়াস্তি ন পাই
কি বুদ্ধি রাখিমু প্রাণ॥
আখি সান বাণ সুধীর সন্ধান
হৃদয অন্তরে ঘাত ।
সেহি চান্দ মুখ হেরি বাড়ে সুখ
চিন্তিতে হএ দেহ পাত॥
শুনি সখীগণ কন্যার বচন
রূক্ষিক দুক্ষিক হৈয়া ।
তান এক ধাত্রিও আছএ তথাই
তাক জানাইল গিয়া॥
মহা বুদ্ধি মন্ত সর্বগুণ বন্ত[3]
মন্ত্রী যেন বৃহস্পতি ।
অতি সুচরিতা সর্বগুণ জুতা
শাস্ত্রে অবধান অতি॥
শীঘ্রগতি আইল কন্যাত পুছিল
বিষণ্ন বদন তাপে ।
তোহ্মা মনোহিত[4] কি আছে বাঞ্ছিত
সব কহ মোত আপে[5]॥
বিবিধ সাধন দেব আরাধন
গুরু পদে পরসিদ্ধি[6] ।

১. মোর নিবেদন-খ ২. মূরতি-গ
৩. য়ন্ত -ক ৪. খ, মনুহিত-ক
৫. ক, সেসব কহত মোকে -খ
৬. সব সিদ্ধি-ঘ

আছউ নরজন দেবাসুরগণ
তোহ্মা আগে দিমু বান্ধি॥
ধাঞি বাণী পত্য শুনি কন্যা সত্য
লজ্জা পরিহরি বুদ্ধি।
সাবধান মনে কহএ আপনে
সেই রূপ রেখ শুদ্ধি[৭]॥
এথ বাক্য শুনি ধাঞি মনে গুনি
বুলিল উত্তর তানে।
মন উচাটন দেখিলা স্বপন
মিথ্যা হেন অনুমানে॥
কন্যা বোলে ধাঞি মনে কিছু নাই
চিত্ত উপহাস বাচ।
অচিন্তা চিন্তক স্বপ্ন পরতেক
জে কিছু দেখিলুঁ সাচ॥
ধাঞি বোলে পুনি তৃষ্ণিত কামিনী
নবীন জৌবন বন্ত।
প্রেত জক্ষগণ ছলিতে তোহ্মা মন
সুরূপ[৮] রূপ দেখায়ন্ত॥
কন্যা বোলে পুনি জক্ষ প্রেত জানি
মনুষ্য নয়ন আগে।
রহিতে ন পারে ছুরতি ন ধরে[৯]
শকতি নাহি তার ভাগে॥
স্বপ্ন নহি দেখা জেন পরতেখা
অপরূপ রূপ ঠানে।
কি কহিমু কথা তান গুণ গাথা
তার মর্ম কেবা জানে॥
সেই অপরূপ প্রভাতে আলোপ[১০]
আঁখি মুখ চন্দ্রজিত।
জুতি প্রজ্বলিত ভুবন মোহিত
তনু ভানু সমুদিত॥
সেই মহামতি জেহ্ন সুরপতি
অদভুত অবতার।
হেরিতে হরে প্রাণ ন রহে জ্ঞান ধ্যান

৭. খ, ঘ, সিদ্ধি-ক
৮. সরূপ-খ ৯. মুর্ত্তি নর ধরে-গ
১০. এক এক রূপ না পুছ স্বরূপ-ঘ

বুদ্ধি শুদ্ধি পরকার॥

সখী সবে শুনি অপমান শুনি
গেল মহাদেবী থান[১১]।
কহিতে মন ব্যথা কন্যার জথ কথা
স্বপ্নের বৃত্তান্ত জান॥
জেমত দেখিল চিত্তেত লেখিল
পুরুখ রূপ অবতার।
জগত উঝর[১২] রূপ মনুহর
মদন মোহিত ভার॥
জলিখার জ্ঞান সেই মূল ধ্যান
হেরএ জেহ্ন পরতেখে।
সেই বিনু আন মনে নাহি জান
অবিরত আঁখি[১৩] দেখে॥
মহাদেবী শুনি পুছে পুনি পুনি
শুনি বাড়ে মন দুখ।
আসি শীঘ্রগতি[১৪] দেখি তান মতি
দুঃখিত রুক্ষিত মুখ॥
চিন্তা মনুগত সে জে অবিরত
ন বুঝি কন্যার রীত।
বাউর আকৃতি অস্থির প্রকৃতি
ধিক চিত্ত বিচলিত[১৫]॥
সখীগণ কাছে রক্ষী তান পাশে[১৬]
রাজাক[১৭] জানাইতে গেল।
নৃপ আসি দেখে কন্যামতি লখে
দুঃসহ[১৮] সংকট ভেল॥
হেন সর্প রাজ দংশে[১৯] হিয়া মাঝ
মন্ত্রে নহে নিরবিষ।
তেন মোর মন দহে সর্বক্ষণ
বোল জাইমু কোন্ দিশ॥
সখীগণ ঠাঁই কহিল বুঝাই
রাখিবা প্রাণপণ মতি।

১১. স্থান-ক ১২. উঝল-খ উঝার-ক
১৩. মুখ-গ ১৪. (গ) (ঘ)
১৫ বিকলিত-খ ১৬. রাখি তার পাছে ঘ
১৭. রাজোতে -গ
১৮ (ক), দুস্ট খ, বহোত-ঘ
১৯. ডংসি- ক

গারুড়ী জন তার　　　　করিতে প্রতিকার
নাহিক এথাত সম্প্রতি॥
দেখিয়া রাজন　　　　বিষণ্ন বদন
এড়িল কন্যার আশ।
মহাদেবী সমে　　　　সব অনুক্রমে
পুরীত আইল হতাশ॥
সর্ব সখীগণ　　　　পুছন্ত কারণ
কিরূপ দেখিলা ভাতি।
জে কিছু দেখিল　　　　সকল কহিল
সেই রূপে দেখ কান্তি॥

। জোলেখা কর্তৃক স্বপ্নাবির্ভূত মূর্তির অনুধ্যান ।

লাচারী দেশ বরাড়ী (বরাটী)

মুঞি ত অবলা বালা
রাজ্য সুখে ছিলুঁ ভোলা
নিদ্রায় মোহিত ভেল মতি।
হেন কালে শীঘ্র গতি
আইল পুরুষ মতি
রূপেত জিনিয়া সুরপতি॥ ধ্রু॥
সখী ল শুনহ জতন।
কি পেখিলুঁ পুরুষ রতন[১]॥
অপরূপ তার　　　　ভুবন মোহন সার
তুলনা দিবারে নাহি সীমা।
নবীন অবলা[২] দেহা　　　　হেরিতে উপজে নেহা
কি কহিমু মহত্ত্ব[৩] মহিমা॥
সেই সুধাকর জুতি　　　　হৃদয় অন্তরে মোতি
গাঁথিয়া রাখিমু সর্বক্ষণ।
সেই বিনু অন্যমন　　　　নহে মোর বিস্মরণ
অবিরত দহএ মদন॥
মুঞি নারী কাম-হতা[৪]　　　　বিধি মোরে দিল ব্যথা
কোন মতে নাহি প্রতিকার।
মোর মুখ চাহি পুনি　　　　কহিল অমৃত বাণী[৫]

১. কি দেখিলু আপনা নয়ানে-ঘ ২. 'লবণি'-ঘ
৩. তাহান-ঘ ৪. কামরতা-ক
৫. মোর মোখ চাহি বানি　অমৃত মথিল জানি-ঘ

স্মরিতে সে হৃদয় বিদার॥

আহ্মারে ভরসা দিয়া অন্তরে রহিল গিয়া

নিমেখেত বিজুলি লুকিত।

নয়ন বিচ্ছেদ খেদ মরম অন্তরে ভেদ[৬]

দশ দিশ দেখোঁ আলোকিত॥

গেল মোর প্রাণ পিউ কেমতে ধরাইমু জীউ

হৈল মোর দুঃখ দশা ভার।

আপনা শরীর নাশা বিরহ সাগরে ভাসা

কেহ নাহি করিতে উদ্ধার[৭]॥

। বিরহিণী জোলেখার কথা-চিত্র ।

পয়ার ছন্দ——রাগ আশাবরী[৮]

কাম রস মতি সতী হৈল শতগুণ।
বুদ্ধি শুদ্ধি হারাইল আর পাপ পুণ্য॥
সখীগণে চারি পাশে করিল কুণ্ডলী।
চন্দ্রিমা বেষ্টিত জেহ্ন নক্ষত্র মণ্ডলী॥
কেহ জদি নিকটে ন রহে বিদ্যমান।
টোন হস্তে অলক্ষিতে ছুটে জেন বাণ॥
চপল চঞ্চল ভেল বাউর মূরতি।
খেনে কান্দে খেনে হাসে বিপরীত গতি॥
উফর ফাফর[৯] হৈআ ধরণীত ধরে।
আপন পাসরি থাকে খেনে উঠে পড়ে॥
বসন ভূষণ বর্জি মুকল কুন্তল।
দুঃখিত হৃদয় তান নয়ন চঞ্চল[১০]॥
একাকী নিকলি জাইতে চাহে নিরন্তর[১১]।
পুরীর বাহিরে জাইতে নহে স্বতন্তর॥
পক্ষী রব শুনিতে জে বিদরএ হিয়া।
অনুক্ষণ সন্তাপেত স্মরে পিয়া পিয়া॥
পিউ নাদ চাতক শুনিতে দুক্ষ ভার।
বিকল হৃদয় অনুক্ষণ ধন্ধকার॥

৬. নআন বিছেদ ভেদ মরম অন্তরে খেদ -ঘ
৭. কেহ না করএ উদ্ধার-ঘ
৮. আছোআরি-ক আচওরি- খ ৯. উপার পাপর -খ
১০ বসন ভুসন ধ্রুলি ধুসরে মণ্ডিত।
দুক্ষিত হৃদয় আর চঞ্চল চরিত॥ -ঘ
১১. একাকিনি নিজ হৈতে চাহে নিরন্তর-খ,
একাকিনি চলি জাইতে চাহএ অন্তর-ঘ

পক্ষী সনে কহে কথা ধারা বহে জল।
মোর অনুগত হৈয়া থাক এহি স্থল॥
অবশ্য উড়িয়া জাইবা মোর পতি স্থান।
তান পদে নিবেদন বিনয় বিধান॥
এহি গীত মুখ ভরি গাহ সুললিত।
তবে বা স্মরণ মোরে হএ তান চিত॥
আক্ষার দুক্ষের কথা কহিবা নিশ্চয়।
দাসী হেন নাম তান মনে জেন লএ॥
তান অনুরাগে নিশি জাগোঁ সর্বক্ষণ।
দাদুরীর নাদ জেন তরল নিস্বন॥
গগনেত ধনু জেন মদন সন্ধান।
ঘনবৃন্দ ধারা বাণ তুল অনুমান॥
মেঘেব হুঙ্কার নাদ মোর প্রতি বরি[12]।
পিউ বিনে জিউ মোর ধরাইতে ন পারি॥
কুসুম্ব সুগন্ধি আর মলয়া সমীর।
মোর অঙ্গ পরশে অনঙ্গ বাণ দৃঢ়[13]।
সর্বক্ষণ উতরোল চিত্ত আসোয়াস্ত।
নিশি ন পোহাএ তার দিন ন জাএ অস্ত॥
জদি রাত্রি বিরাম উদয় ভেল ভানু।
তার তাপে তাপিত কম্পিত সর্ব তনু॥
হেন গতি মতি জদি নৃপতি দেখিল।
বাউর চরিত্র[14] হেন ভূপতি জানিল॥
লোকাচারি জাতি কুল কিছু নাহি ভিত।
সদায় উদাস বাস[15] চিত্ত বিচলিত॥
কনকের দাণ্ডুকা[16] জড়িত রত্ন সার।
করে পদে পৈহ্রাইল জেহ্ন অলঙ্কার॥
জেহ্ন গলে হেমহার[17] করেত কঙ্কণ।
জেহ্ন নাগে ছান্দিত মণ্ডিত মহাধন[18]॥
ক্ষুধা তিষ্ণা নিদ্রা নাহি বর্জিত বসন।
পরস্পর ভেদ নাহি ভাব অনুক্ষণ॥
প্রমথ স্বপ্নেত ছিল লজ্জা উপরোধ।

---

১২. বরি --বৈরী।
১৩. মোর অংগ তরংগ অনংগ বান বির-ঘ
১৪. বায়ুর প্রকৃত্তি-ঘ
১৫ খ. ঘ. সদাএ উদাস সে-ক
১৬. দারোকা-খ
১৭. জেহেন গলেত হাসা -ঘ
১৮. জেন নাসা ছান্দিত মণ্ডিত সব ধন-ঘ

দ্বিতীয় স্বপন দেখি হারাইলা বোধ॥
দিনে দিনে কৃশ তনু খিন কলেবর।
দুর্বলি কুবরি দেহা দগধে অন্তর[19]॥
বরিখেক গোপত বঞ্চিত কামহতা।
অন্তর[20] তাপিত মন বিরহ -জ্বলিতা॥
দোসর বরিখ স্বপ্ন ভেল পরস্থিত।
নিশ্চয় দর্শন কান্তি পাইলা প্রতীত॥
জেহ্ন চান্দ ঘনান্তরে দেখাই লুকায়[21]।
তা দেখিয়া জোলেখায় আপনা হারায়[22]॥
মরম অন্তরে তান হাকলি -বিকলি।
দোসর বরিখ ভেল অবলা দুর্বলি॥
নিরন্তর চপল চঞ্চল মনুদাস[23]।
তাপিত কম্পিত অঙ্গ ছাড়ন্ত নিশ্বাস॥
অনুক্ষণ শ্রদ্ধা তান নিদ্রা জাইবার।
মদন বেদন বাণে নিদ্রা নাহি তার॥

। জোলেখার তৃতীয় স্বপ্ন ।

এক রাত্রি কন্যা আছে নির্জন মন্দির।
সঘন বরিখে তান নয়নের নীর॥
অতি আসোআস্ত মন কাতর মূরতি।
নিরঞ্জন পদে কহে বহুল মিনতি॥
তুহ্মি নিরঞ্জন মোর নিরাকার ধর্ম।
তুহ্মি অন্তর্যামী[1] মোর সর্ব তত্ত্ব মর্ম॥
জল বিন্দু হোন্তে মোক কৈলা মূর্তিমন্ত।
ন জানি কি রূপে মুক্ত কৈলা মোর পন্থ॥
কোন দেব মূর্তি দেখাইলা স্বপ্নপুর।
তান অনুভাবে মোক কৈলা কামাতুর॥
দোসর বরিখ ধরি নিদ্রায় বঞ্চিত।
পূর্বজন্ম পাপ ফলে মোর হেন রীত॥
নিদ্রায় আকুল মন অন্তর্গত শোক।
কিবা মোর সৌভাগ্য দেখাও চান্দ মুখ॥

১৯. (ক) দুবলি কুবলি দেহা ভেল নিরন্তর -ঘ
২০. (খ) অন্তরে -ক
২১ জেন চান্দে ঘন মাঝে দেখী লুকাইল-ঘ
২২. আপনে হারাইল-ঘ
২৩. নিরন্তর চঞ্চলিত চপল উদাস-ঘ
১. অন্তজামি-ক,খ

নিদ্রা হেন সম্পদ বাঞ্ছিএ পুনর্ব্বার।
এহি ভিক্ষা মাগম দেখাও করতার॥
হৃদয় অন্তরে ব্যথা সঘন সঞ্চার।
কাম বাণে[২] দহএ নয়নে বহে ধার॥
বহুল রুদিত আঁখি বিচলিত হিয়া।
মুর্চ্ছিত পড়িল ভূমি আলিঙ্গন দিয়া॥
কান্দিতে কান্দিতে বালা চৈতন্য হরিল।
ভূমি আলিঙ্গন করি ধরণী গড়িল॥
সেই রাত্রি ঘন-ঘোর ছিল সবিশেষ।
তমসী গভীর ধীর ভরিপুর দেশ॥[৩]
শোকাকুল তৃতীয় প্রহর নির্ব্বহিল।
নিশি শেষ আলসে শয়নে নিদ্রা আইল॥
জেন মত পূর্ব রূপ বেখ মতিগতি।[৪]
সে লাস লাবণ্য দেখা হৈল ঊষা রাতি॥
জলিখা দেখিযা তানে হৈলা সলজ্জিতা।
অস্তে-বেস্তে[৫] চবণ বন্দিলা সুচরিতা॥

। স্বপ্নে আলাপ ।

ধানশ্রী রাগ-দীর্ঘ ছন্দ

বিনয় ভকতি বালা   জোলেখা করিয়া ভালা
নিবেদন্তি নিজ দুক্ষবাণী।
আক্ষার জীবন বধি   সাধিলা কেমন নিধি
কোন বর্গে[৬] তোক্ষাক বাখানি॥
মুঞি নারী রূপবতী   তোক্ষাত মজিল মতি
লোকাচারে হৈলুঁ অপরাধী।
তোক্ষার নয়ন -বাণ   সতত সন্ধান সান
ব্যাধের আকৃতি প্রাণ বধি॥
দেয়রে আপনা নাম   বাস তুক্ষি[৭] কোন গ্রাম
কোন জাতি হও উতপন।
সে চান্দ বচন চাইয়া   ধরিলা অঞ্চলে গিয়া
প্রবোধন্তি সম্ভাষা বচন॥
শুনিয়া কন্যার বাণী   অমৃত সিঞ্চিল জানি[৮]

---

২ 'কামানলে'-ঘ
৩ তমসি গম্ভীর ধীর ভরিপুর দেস -ঘ
তমসি গভির বির ভরিপূর দেস-ক
৪. 'জেন পুর্ব রূপ রেখ তেন মত গতি' (আ.পা),ঘ
৫. 'আথিবিথি' (আ পা.)   ৬. 'বাক্যে'-ক, 'গর্ব্বে'-খ, ;শাস্ত্রে'-ঘ
৭. বাসভূমি'-ক।   ৮ সুনিআ কুমারি বানি মধুর সঞ্চিত জানি-ঘ

পরিচয় দেয়ন্ত সুমতি।
আজিজ মিছির নাম সেই রাজ্যে মোর ঠাম
আহ্মি হই সে রাজ্যের পতি॥
আহ্মারে পাইবা তথা মনে ত না কর ব্যথা[৯]
তথা গেলে পাইবা দর্শন।
এমন কহিলা বাণী শুন প্রিয়া সুবদনী
জেহ্ন মেঘে লুকিত তপন॥[১০]

।আজিজ মিছিরের পরিচয় ও তাঁহার স্বয়ম্বরের আয়োজন।

ভাটিয়াল রাগ-জমক ছন্দ

নিদ্রা ভঙ্গে কুমারীর বিদরএ বুক।
অলক্ষিতে কুমারী বিজুলী জেন লুক॥
নাম গ্রাম কুমারের পাইল জেন শুদ্ধি।
ছন্ন মতি বর্জিত ফিরিয়া হৈল বুদ্ধি॥
হরিষ বিষাদ ভেল কুমারীর মন।
আনন্দে নয়ন জল স্রবএ সঘন॥
সর্ব সখী আসিয়া বেড়িল চারি পাশ।
পতঙ্গে বেষ্টিত জেহ্ন গণ্ডক প্রকাশ॥[১]
আপনার অঙ্গ দেখে ছান্দিত[২] লক্ষণ।
বোলএ মুকত কর আহ্মার বন্ধন॥
জেই মোর প্রাণ ধন বলে হরি নিল।
সেই পিউ মোর জীউ পুনি আনি দিল॥
জাহার উদ্দেশ্যে মুঞি ফিরোঁ[৩] বনে বন।
সেই মোরে আপনে দিলেক দরশন॥
জাহার বদন জুতি জিনি রবি -শশী।
সেই মোরে স্বপ্নেত ভরসা দিল আসি॥
এ তিন বরিষ ধরি জার প্রতিআশ।
তৃতীয় স্বপ্নেত[৪] আপে করিলা প্রকাশ॥
জাতিকুল স্থান স্থিতি[৫] এবে সে জানিলুঁ।

---

৯. মনেত ন ভাব বেথা-ঘ
১০. এসব বচন কহি চলিলা আকাস গতি
বিদ্যুত চপলা জেন-ঘ
এমন কহিলা বানি শুন প্রিআ সুবদনী
জেন মেঘে লুকিত তপন-খ
১. প্রদীপ বেরিয়া জেন পতঙ্গ প্রকাস-ঘ
২. বলিব -ঘ ৩. ফিরি-খ
৪. বরিখে-ঘ ৫. খিতি-ঘ

পরিচয় মনে মোর এবে সে মানিলুঁ॥
মোর সঙ্গে কহিলেন্ত মধু রস বাণী।
হরিয়া জীবন মোর পুনি দিল আনি॥
সকল কহিলা কথা সখীগণ সঙ্গে।
গাঁথিলা মুকুতা মালা জেহ্ন মনোরঙ্গে॥
জেমত আজিজ মিশ্র[৭] কহিলেক নাম।
কহিল আপনে সেই মোর মনস্কাম॥
আজিজ মিছির নামে মিশ্রের নৃপতি।[৮]
সেই সে মুখেত জাপ আন নাহি মতি॥
জানিল কুমারী মনে হৈল শুভ দশা।
এবে সে পুরিল তান মনুরথ আশা॥
আজিজ মিছির সঙ্গে বিয়হ সম্বন্ধ।
ন জানি কি আছে তার লিখিত নিবন্ধ॥
সখী মুখে জলিখার শুনি বিবরণ।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত জেন[৯] অপূর্ব কথন॥
হরিষ বিষাদ হৈল শুনি এহি কথা।
রাজা মহাদেবী দুই মনে পাইল ব্যথা॥
দশ দিশ প্রচারিল কন্যার মহিমা।
তৈমুছ নৃপতি সুতা রূপের প্রতিমা॥[১০]
ত্রিভুবন মধ্যে নাহি হেন রূপবতী।
আকাশ মণ্ডলে জেন চান্দের দীপতি॥
একে একে অষ্টাঙ্গ নির্মল কলাবতী।
ভুবন মোহন রূপ অপছরা জিতি॥
জথেক নৃপতি সুত জুবরাজ বলি।
দূত পাঠাইলা সবে মনে আবকলি॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূত দেশে দেশে গেল।
একে একে সব কথা নৃপতিক[১১] কৈল॥
দূত মুখে শুনি বার্তা নরপতি গণ।
হরিষে পুলক চিত্ত প্রসন্ন বদন॥[১২]
স্বয়ম্বর হৈব কন্যা শুনিয়া বচন।

৬. মোর সংগে কহিলেক সুধারস বানি-ঘ
৭. মিশ্রে-ক,খ
৮. মিশ্রিরের পতি-ঘ
৯. সপন ব্রেথন্ত তার -খ
১০. রূপে অনুপামা-ঘ
১১. নৃপত্তিক-ঘ
১২. হরিস বিসাদ কেহ্ন বিসন্য বদন-ঘ

সসৈন্য সাজিয়া চলে নৃপ-সুতগণ॥
অবশ্য বরিব কন্যা বরের দর্শন।
নৃপতির সুত সব আনন্দিত মন॥
একে একে নৃপসুত জুবরাজ বলি।
সাজিয়া আইলা সব সেই রাজ্যস্থলী॥
দূতে আসি বার্তা দিল নৃপতির থান।
জলিখাক[১৩] প্রেম ভাবে কর অনুমান॥
একদিন তৈমুছ নৃপতি মহারাজ।
সভা করি বসিছন্ত ভরিয়া সমাজ॥
দূত সবে ভেটিলেন্ত জার জেই রীত।
অপরূপ ভেট সব দিলেন্ত বিদিত॥
জার জে রাজার নাম লইলেক জাতি।
জলিখা শুনিযা হৈলা বিমরিষ মতি॥
বিশেষ শুনিলা জদি এসব কথন।
বিষণ্ন বদনে বালা কহিলা বচন॥
এ সকল দূত সঙ্গে নাহি কোন কাম।
আজিজ মিছির হেন ন লইল নাম॥
মিছির রাজ্যের দূত নহি আইল[১৪] এথা
বিফল এসব দূত মোর মন-ব্যথা॥
কন্যার এসব কথা শুনিয়া নৃপতি।
পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা করন্ত জুকুতি॥
হতভাগী কন্যা মোর বিধবা বঞ্চিত।
ত্রিভুবন বহির্ভূত কুবুদ্ধি রচিত[১৫]॥
জেই কুলবন্ত হএ রাজবংশে জাত।
নিজ দেশে স্বয়ম্বর করএ সভাত[১৬]॥
বরএ আপনা মনে তান জোগ্য পতি।
কথঞ্চিত চলি জাএ পতির সঙ্গতি[১৭]॥
মোর কর্ম দোষে হেন কন্যা উপজিল।
হেন মতি তান গতি বিধাতা রচিল॥
আপনার ইচ্ছা নহে জেই করে ধর্ম।
তাহান নিবন্ধ জে লিখিত হেন কর্ম॥

১৩ জলিখার-ক
১৪ নহি আইসে-ক, ন আইল-ঘ
১৫ বিবোদ্ধি চরিত-ঘ
১৬ নজ মনোরথ রংগে চিনহু সভাত -ঘ
১৭ বরহ আপনা মনে তোর জগ্য পতি।
কদাচিত চলি জাও প্রভুর সংহতি॥-ঘ

। তৈমুছরাজ প্রেরিত দৌত্যে সাফল্য ।

মন দুক্ষ ভাবিয়া আনাইলা এক দূত ।
মিছির রাজ্যেত জাউক কার্য্যগত জুত[১]॥
ইঙ্গিতে জানাই সব কন্যার বৃত্তান্ত ।
কিবা ভাব মনে লএ বুঝিবা একান্ত॥
শুনিয়াছি আজিজ মিছির মহাশয় ।
তাহান সৌভাগ্য জদি হেন কন্যা পাএ॥
রাজার আরতি লই গেল দূতবর ।
অশ্ব আরোহণ করি চলিলা সত্বর॥
কথ দিনে পাইল গিআ মিছিরের দেশ ।
আজিজের দ্বারে দূত করিল প্রবেশ॥
দেখিল মিছির রাজ্য অতি মনুহর ।
বিচিত্র মন্দির সব নগর চাতর॥
নৃপতির মন্দির[২] প্রাচীর মণিপুর ।
ইন্দ্রের উয়ারী জেহ্ন কনক প্রচুর॥
সেই রাজ্য অধিপতি আজিজ মিছির ।
কামদেব সম রূপ রণে মহাবীর॥
বহুল বাহিনী তান সৈন্য সেনাপতি ।
দশলক্ষ অশ্ববার[৩] দ্বারে খাটে নিতি॥
রতন[৪] নির্ম্মিত খাট মাণিক্য মণ্ডিত ।
তাত বসি আছে রাজা ধার্ম্মিক পণ্ডিত॥
পাত্র মিত্রগণ সব বসিছে সভাত ।
দাণ্ডাইছে অনুচর জুড়ি দুই হাত॥
হেনকালে দ্বারপালে রাজাত জানাইল ।
তৈমুছ রাজার দূত আসিয়া মিলিল[৫]॥
আদেশিল নৃপতি আনহ দূতবর ।
দ্বারী গিয়া আনিলেক রাজার গোচর॥
প্রণাম করিল দূতে জুড়ি দুই কর ।
তৈমুছ রাজার আহ্মি হই দূতবর[৬]॥
আদেশিল নরপতি বৈসহ সভাত ।
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন্ত সমাচার বাত॥
কহিতে লাগিল দূতে জথ সব কাজ ।
মহারাজা তৈমুছ জে প্রধান সমাজ॥

---

১. কার্জ অদভুত-ঘ ২. উআরি-ঘ
৩. আসোয়ার-ঘ ৪. সুবর্ণ-ঘ
৫. পশ্চিমের রাজ্য হোন্তে এক দূত আইল-ঘ
৬. প্রণামিল নৃপতিরে জুরি দুই হাত
নির্পতি পুছিল তারে সমাচার বাত-ঘ

বহুল গৌরব ধরি সম্ভাষা সম্বাদ।
কহিছন্ত তোহ্মাক বহুল আশীর্বাদ॥
তোহ্মা সঙ্গে পিরীতি বাঢ়াইতে[৭] তান মন।
তুহ্মি ইষ্ট কুটুম্ব পরম বন্ধুজন॥
কিন্তু এক বচন কহিতে বাসি লাজ।
বিধাতা রচিত তান অনুবন্ধ কাজ॥
তান এক কন্যা আছে জলিখা সুন্দরী।
ত্রিভুবন জিনি অতি রূপে বিদ্যাধরী॥
পৃথিবীত তান সম নাহি রূপবতী।
জগতে ঘোষএ তান রূপের খেয়াতি॥
এক বাত্রি স্বপ্নেত তোহ্মার রূপ দেখি।
বহু ভাব জন্মিল হৃদয়গত দুখী॥
বরিষেক গোপত বিরহে কামমতী।
দোসর বরিষে দেখে লই সে মূরতি॥
বহুল বিকল হৈল চঞ্চল চরিত।
তৃতীয় বরিষে স্বপ্নে পাইল স্থান স্থিত॥
আজিজ মিছির ভাব বিনে নাহি আন[৮]।
একারণে তোহ্মাক বরিতে অনুমান॥
শুনিয়া নৃপতি হৈল সানন্দিত মতি।
হাতে স্বর্গ পাইল হেন মনের আরতি॥
দূতক গৌরব করি দিলেক প্রসাদ।
তুষিয়া ভূষিয়া দূত কহিলা সম্বাদ॥
বসন ভূষণ দিলা নানা অলঙ্কার।
নৃপতিক স্তুতি কৈঅ বিনয় বেভার॥
মহারাজা পদে মোর জানাইঅ প্রণাম।
বিনয় ভকতি তান পদে মনস্কাম॥
তাহান দুহিতা মোর নহে জোগ্যবর।
হেন ভাগ্য আছে কার জগত ভিতর॥
কেবল নৃপতি মোরে মহানিধি দিল।
মর্ত্য ভূমি হন্তে জেন স্বর্গেত তুলিল॥
এক নিবেদন মোর নৃপতি চরণে।
সেই দেশে জাইবারে নারিমু আপনে॥
আপনার সীমাথু[৯] জাইমু কথ দূর।
আগমন তোহ্মার সীমাত নাহি মোর॥
ইহার সঙ্কেত কহি তোহ্মাক বুঝাই।

---

৭. বাঢ়াইত-ক বারাইতে-খ
৮. ভাবে আন নাহি মনে-খ
৯. সিমাতে-খ

জে কারণে তোহ্মার রাজ্যেত নহি জাই॥
বৃদ্ধ রাজ পিতা মোর আছে অন্তস্পুরে।
আপনার সিংহাসন ছত্র দিলা মোরে॥
আজিজ মিছির করি দিল রাজ্য ভার।
মিত্র রূপে বহু শত্রু আছএ আহ্মার॥
তে কারণে রাজ্য ত্যজি নহি জাই দূর।
এহি মর্ম তোহ্মা তরে[১০] কহিল প্রচুর॥
আর এক দূত আহ্মি তোহ্মা সঙ্গে দিব।
মোর নিবেদন জথ রাজাত কহিব॥
তবে মহারাজে বাজি[১১] হএ অনুমতি।
বিধাতা রচিত কার্য করিব সম্প্রতি॥
জদি রাজসুতা মোর দেশেত প্রবেশে।
আগুসারি আনিমু সমূহ সৈন্য দেশে॥
এথ শুনি দূত ভেল বিমরিষ মতি।
দুহু দূত এক সঙ্গে গেল শীঘ্রগতি॥
তৈমুছ নৃপতি তরে[১২] গেলেন্ত সত্বর।
আজিজের জথ কথা কহিল গোচর॥
আজিজে শুনিলা জদি কন্যার বৃত্তান্ত।
হাতে স্বর্গ পাইল হেন মনে মানিলেন্ত॥
আপনার প্রণতি বহুল স্তুতি ভাষা।
বুলিলা আছএ তান সম্বন্ধের[১৩] আশা॥
তান এক অমাত্য আসিছে মোর সঙ্গে।
কন্যা চালাইযা দেঅ মনুরথ রঙ্গে।
কিন্তু এহি রাজ্যেত আসিতে ন পারিল।
তাহান সঙ্কেত[১৪] তোহ্মা পদে জানাইল॥
শুনিয়া নৃপতি হৈল বিষণ্ন বদন।
মহাদেবী সঙ্গে রাজা করএ[১৫] রোদন॥
মহাদেবী রাজা সঙ্গে কন্যা কোলে করি।
করুণা করিয়া কান্দে সুতা অনুস্মরি॥
ইষ্ট মিত্র পৌরজনে করএ কান্দন।
জলিখারে কোলে করি সজল নয়ন॥

১০. 'থবে'-খ
তর, থব,' থল স্থল (সং)
১১. তবে মহাবাজা জেন -খ
১২. থরে -খ
১৩. সমুন্দর-খ
১৪ সাম্বদ-খ সম্বোধ (সম্বোধন) সং
১৫. করেন্ত-খ

। আজিজ মিছিরের উদ্দেশে জলিখার যাত্রা

লাচারী ভাটিয়াল—— দীর্ঘ ছন্দ

রাজ পত্নী দুক্ষমতি জলিখা সম্বোধ[1] গতি
শুন সুতা মোহোর বচন।
বহু দান ধ্যান কর্ম আরাধিয়া দেবধর্ম
তবে সে তোক্ষার উতপন॥
অনেক সাধন সিদ্ধি বহুল পালন বুদ্ধি
পালিলুঁ তুক্ষি কন্যা বালা।
মরম গৌরব কৈলা বাঢ়াইলুঁ চন্দ্রকলা
পুত্র হেন তুক্ষি মাত্র হৈলা॥
আক্ষাক অনাথ কবি জাঅ পরদেশ স্মরি
কথ চিত্ত ধরাইমু সঙ্কট[2]।
তোক্ষাব বিচ্ছেদ দুখ অন্তবে পোড়এ বুক
তিল মাত্র বৈসহ নিকট॥
নৃপতি কদিত আঁখি কন্যাক বিষণ্ণ দেখি
সকরুণ সজল নয়ন।
তুক্ষি মোর পুত্রবৎ[3] নিধনীর ধন মত[4]
চন্দ্র তুল্য দেখিলুঁ বদন॥
মোর জথ ধন জন রাজ্য পাট করোঁ পণ
মোর মনে এহি মনস্কাম।
রাজেশ্বরী তোক্ষা করি জপতপ অনুস্মরি
তাতে বিধি মোকে হৈল বাম॥
নিদয়া হৃদয় মূল জেহেন পাষাণ তুল
তোক্ষার অন্তর মন লখি।
আক্ষা সব পরিহরি জাঅ পতি অনুসরি
প্রত্যক্ষ জানিলা স্বপ্ন দেখি॥
এথ সব বাক্য জাল জোলেখার কর্ণে শাল
কার বোল মনে ন মানিল।
বচন রচনা[5] গুণি সর্ব লোকে কহে পুনি
ছেদ ঘটে জল ন রহিল॥

১ সম্বন্ধ-খ
২. ক,খ. চিত্ত প্রাণ ধরাইতে সঙ্কট-গ
৩. তুল্য-গ
৪. মূল্য-গ
৫. বচন বচন-খ

নিশ্চয় জানিল রাজ ভেল পরিশেষ কাজ
তান মনে অহি সে ধেয়ান।
নানা রত্ন ধন জথ তার সঙ্গে দিলা কথ
তার সজ্জ করহ সন্ধান॥
সহস্রেক অশ্ববর শীঘ্রগামী খরতর
তার জিন রত্নময় মণি।[৬]
চলিতে পবন গতি দিক্ দিগন্তর অতি
ঘৃণায় জে ন ছোঁএ মেদিনী॥
দশ সহস্র উট মত্ত তরুণ সমান বর্ত
চটক ফটক[৭] প্রতি চাল।
আভরণ রত্নসার শকট[৮] পূর্ণিত ভার
শোভন আম্বারি প্রতি পাল॥
সহস্র সুন্দর দাস সুরস লাবণ্য লাস
রত্নময় আভরণ বেশ।
অপছরা রূপগতি চলিলা বিবিধ ভাতি
সুগন্ধি আমোদ তার কেশ॥
সহস্রেক দাসী দিব চন্দ্রমুখ অভিনব
মণিমুক্তা অলঙ্কার পুর।
তাহান কটাক্ষ শরে মুনিগণ মন হরে
নিমেখে মোহিত সুরাসুর॥
সহস্র সন্দুক ভরি বসন ভূষণ পুরি
নেত পাট বিচিত্র রঙ্গিত।
বহুল বিবিধ বাস নাটি পাট শাড়ী লাস
চারু চির অঙ্গ সুরচিত॥
কনকের বাটা বাটি বহু ভাণ্ড ঘট ঘটি[৯]
সুবিচিত্র ঝাড়ু গাড়ু বর্গ॥
রতন প্রদীপ জুতি সহস্র নক্ষত্র জিতি
জেহেন উঝল মণি স্বর্গ॥
ভাণ্ডারের ধন ভরি রতন কাঞ্চন পুরি
মণিময় আভরণ সাজ।
মাণিক্য প্রবাল মোতি হীরা মণি নানা ভাতি
মূল্য নাহি ভুবনের মাঝ॥
দশ সহস্র রথ সজ্জ তাহার উপরে ধ্বজ

৬. তবে দিল রত্ন মোহামনি -খ
৭. চটক পটক -খ
৮. সটক-ক
৯. ঘটাঘটি-খ

রথ 'পরে বিচিত্র মন্দির।
পুরী মাঝে অন্তস্পট সুবর্ণ নির্মাণ ঘট
দ্বারে দ্বারে বসন প্রাচীর॥
তদান্তরে কন্যা বসে অমাত্য কুমারী রসে
সমান বয়স এক মতি।
বাপ মাও নমস্কারি চলিলেক ধর্ম স্মরি
মিছির উদ্দেশ করি সতী॥
সহস্রেক আছোয়ার কন্যা সঙ্গে জাইবার
নিজ রাজ্য সীমা জথ দূর।
পাইলে মিছির ভূমি ফিরিয়া আসিঅ তুহ্মি
হেন আজ্ঞা কৈলা নৃপ-সুর॥
পাত্র কন্যা জথ জন জেন অপছরাগণ
জোলেখার সঙ্গে সখীগণ।
জার আছে সঙ্গে পতি মহারাজ অনুমতি
সমলগে করিলা গমন॥
চলিতে চলিতে গেল মিছির নিকটে[১০] পাইল
বাসা করি রহিলা সানন্দে।
নানা বাদ্য ভাণ্ড সঙ্গে জন্ত্র সব বাজে রঙ্গে
নৃত্য গীত বিশেষ আনন্দে॥
জোলেখা স্থগিত [১১] অতি ন জানো কেমন গতি
কর্ম-তরু ধরে কোন্ ফল।
অনুক্ষণ দুক্ষ ভাব বিরহ অনল তাপ
চিন্তিতে হইল খীন বল॥
হেন কালে দূত গেল মিছির নগর পাইল
আজিজের উআরি প্রবেশ।
দাণ্ডাইল করজুড়ি বহুল প্রণতি করি
কার্য সিদ্ধি[১২] বুলিল বিশেষ॥
শুন রাজা মহামতি তৈমুছ নন্দিনী সতী
তোহ্মাক আইল বরিবার।
জদি থাকে অনুরাগ[১৩] আগুবাড়ি আন তাক
পৃথিবীতে তুহ্মি ভাগ্য সার॥

১০ সমীপে-খ
১১. স্থকিত-ক , সুখিত-খ
১২. কন্যা সিদ্ধি-খ
১৩. ক, খ, গ

। জোলেখা আজিজ মিলন ও জোলেখার ভাগ্য-বিপর্যয় ।

খর্ব ছন্দ-কেদার রাগ

শুনিয়া আজিজ হৈলা সানন্দিত মতি ।
মিছির নিকটে আইল কন্যা রূপবতী॥
মিছির রাজ্যের লোক সকলে কহেন্ত ।
আজিজ মিছির রাজা বড় ভাগ্যবন্ত॥
তৈমুছ রাজার কন্যা বরিতে আইল ।
শুনিয়া আজিজ দেহ[১] সানন্দে পূরিল॥
হেন কালে দূত[২] ডাকি পুছিল সত্বর ।
সত্য করি কহ বার্তা আহ্মার গোচর॥
কি হেতু বরিতে চাহে কৈয়ার[৩] স্বরূপ ।
কেমত প্রকার বালা কিবা গুণ রূপ ।
পূর্বে জেন রাজ দূতে কহিল খবর ।
সে বৃত্তান্ত পুনি দূতে কহিলা সত্বর॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা রামচন্দ্র রামা ।
রম্ভা তিলোত্তমা তার রূপে নহে সমা॥
ভুবন মোহন রূপ লোক মুখে শুনি ।
গোচরিলুঁ তোহ্মা স্থানে স্বরূপ কাহিনী॥
নৃপতি আদেশ কৈল বাজিতে বাজন ।
সৈন্য সেনাপতি মোর করউ সাজন॥
দুন্দুভির শবদে পূরিল দিগান্তর ।
ঢাক ঢোল দণ্ডি কাঁসি বাজএ সুস্বর॥
জত সেনাপতি আছে সেই মিশ্র দেশ ।
আপনার অনুরূপে সাজিল বিশেষ॥
অশ্ব সব বলবন্ত তেজবন্ত ঘুড়ী ।
রজত কাঞ্চন জিন ভাল পৃষ্ঠ পূরি॥
অশ্ব আরোহণ সে বিচিত্র রূপ বেশ ।
নানা অলঙ্কার পড়ি সুবাসিত কেশ॥
নানা অস্ত্র টোন ভরি ধনুক টঙ্কারি ।
পদরথিগণ চলে খড়্গ চর্মধারী॥
রথী সব চলিল বিচিত্র মনুহর ।
চলিলেক বীর সব ত্রিলোক সুন্দর॥
বৃষ সব সুবলিত গাড়ী[৪] চলে নিত ।

---

১. দেষ -খ
২. দুতে-খ ৩. কহিও -খ
৪. গাত্রি-খ গত্রী(সং)

তার পরে আম্বারী সুবর্ণ সুরচিত॥
অন্তস্পুর নারী সব অপছরা রঙ্গ।
রত্ন আভরণ পড়ি সুশোভন অঙ্গ॥
ভুবন মোহন খোপা সুবাসিত কেশ।
বসন ভূষণ সব পড়ি নানা বেশ॥
জথেক নৃত্যক[৫] আছে রূপে বিদ্যাধরী।
সুবেশ করিয়া সব চলিল সুন্দরী॥
ধাত্রিও সব চলি ভেল করিয়া সাজন।
কন্যার কারণে জথ লই আভরণ॥
নানা অলঙ্কার জথ রত্ন মণিপুর।
হীরা হার কনক বলয়া তাড় জোড়॥
মাণিক্য কঙ্কণ মণি অঙ্গুরী কিঙ্কিণী।
মুকুতা জড়িত পাট বিচিত্র সাজনী॥
পদস্থল নূপুর কনক জোড় মাজ।
আর কত আভরণ সুরচিত সাজ॥
বসন ভূষণ জথ চির চারু রীত।
পাট পাটাম্বর নেত কনক মণ্ডিত॥
নানা মত সুসজ্জা[৬] করিয়া নারীগণ।
নৃপতির অনুভাব বিবাহ কারণ॥
জথ সেনাপতি সব লৈয়া মনুরঙ্গে।
জেহ্ন সুরপতি সাজে বিদ্যাধরী সঙ্গে॥
ধ্বজছত্র পতাকা ভরিল মিশ্র দেশ।
চতুরঙ্গ বল সঙ্গ সাজিল বিশেষ॥
পাট করীবর ভেস কনক মণ্ডিত।
তছু 'পরে কনক আম্বরি সুরচিত॥
সুবর্ণ জড়িত রত্নে নানা চিত্রকারী।
হীরা মণি মাণিক্য লাগিছে সারি সারি॥
আপনে বসিলা তথা আজিজ মিছির।
পরিল বিচিত্র বাস কনক সুচির॥
বিবিধ বিচিত্র বেশ করিয়া আনন্দ।
চলি ভেল আজিজ বিবাহ অনুবন্ধ॥
স্থানে স্থানে রহি রহি চলিলেন্ত রঙ্গে।
জথা আছে জোলেখা আপনা সৈন্য[৭] সঙ্গে॥
দুই সৈন্য দেখা দেখি হৈল কোলাহল।
শব্দ মাত্র পূরিত ন শুনি কর্ণে বোল॥

---

৫. ক, নির্ত্যকী- খ
৬. সুসাজ্জ-খ ৭. সখি-খ

নানা বাদ্য দুন্দুভি উঠিল কোলাহল।
বহু সৈন্য বিবিধ বাদিত্র সুমঙ্গল॥
তাম্বু টাঙ্গি আজিজ রহিলা সেই স্থান।
নৃত্যগীত বাদ্য বাজে বিবিধ বিধান॥
আজিজের সেনা সব করিয়া মণ্ডলী।
সৈন্য মধ্যে বসিলা আজিজ মহাবলী॥
স্থানে স্থানে সেনাপতি আনন্দিত চিত।
রহিলেন্ত জার জে শোভন সমুদিত॥
দোসাদু রহিল তথা অচেতন গতি।
পাটোয়ার ধরিলেক জথেক পদাতি॥
জলিখার সঙ্গে আইল জথ সৈন্যগণ।
আজিজ দেখিতে আইল প্রসন্ন বদন॥
সে সকল লোকে আসি আজিজ দেখিল।
মিছির নৃপতি দেখি হরিষ জন্মিল॥
সভান প্রসাদ দিলা পিরীতি বচনে।
জার জেন অনুরূপ কৈলা সম্ভাষণে॥
সভানের মনুরথ পূরিলা বিশেষ।
অস্ত গেল দিবাকর রজনী প্রবেশ॥
স্থানে স্থানে সৈন্য সব রহিলা বিশেষ।
দিবাকর উদিত রজনী হৈল শেষ॥
সাজ করি চলিল আজিজ মহাশয়।
কনক আম্বারী 'পরে চড়ি রঙ্গময়॥
বসিছে আজিজ নৃপ হরষিত মন।
চতুর্দ্দিকে জোগান ধরিল সৈন্যগণ॥
পদরথী সৈন্যগণ হৈল আগুয়ান।
নানা মত বাদ্য বাজে দুন্দুভি নিশান॥
সুবর্ণ মণ্ডিত ছত্র শিরের উপর।
মণিময় মুকুতা প্রবাল মনুহর॥
চারিদিকে চামর দোলএ[৮] চমকিত।
বিচিত্র পতাকা তাত দেখিতে শোভিত॥
চলিলেক দুই সৈন্য করি সমবায়।
এত সব জলিখার মনে নাহি ভাএ॥
অনুক্ষণ চিন্তামতি মন অসোয়াস্ত।
ন পোহাএ[৯] রজনী দিবস নহে অস্ত॥

৮. ঢোলএ-খ
৯. ন পোসাএ-ক,খ

ধাত্রিক সম্বোধি কহে জলিখা ব্যাকুল।
শুন ধাত্রি তুহ্মি মোর মাতৃ সমতুল॥
মাতৃ হন্তে ধিক মোরে তুহ্মি সর্বকাল।
জীবন যৌবন মোর তুহ্মি প্রতিপাল॥
তোহ্মা সঙ্গে করি মুঞি আইলুঁ ভিন্ন দেশ।
তুহ্মি মোর অন্ধকের লড়ি সবিশেষ॥
তোহ্মার গৌরবে মোর রহিছে পরাণ।
তুহ্মি বিনা গতি মোর পুনি নাহি আন॥
জার তরে এত দূর হৈলুঁ দেশান্তর।
জার লাগি দুঃখ মুঞি পাম নিরন্তর॥
প্রথম ববিখ স্বপ্ন দেখাইলা ছল।
বুদ্ধি শুদ্ধি জ্ঞান[১০] মোর হরি নিল বল॥
দ্বিতীয় স্বপন দেখি জ্যোতি হরি নিল।
ইঙ্গিত আকার মুঞি এক ন জানিল॥
তৃতীয় স্বপ্নেত দিল জাতি পরিচয়।
আজিজ মিছির নাম কহিল নিশ্চয়॥
তান প্রেম অনুক্ষণ ভবিয়া গৌরব।
তে কারণে হৈল মোর এথেক রৌরব॥
জাতিকুল শীল নাম লইল আপনে।
মিছির আইলুঁ মুঞি এহি সে কারণে॥
মোহোব জীবন বধি আছে অভিমান।
অশক্য অপূর্ব হেন মোর মনে জান॥
করহ উপায় ধাত্রি দেখোঁ[১১] তান মুখ।
তবে সে খণ্ডিত মোর জন্মান্তর দুখ॥
কি বুদ্ধি করিমু ধাত্রি করহ সন্ধান।
আয়ু শেষ হৈল মোর দেও প্রাণ দান॥
এহি রাজ্য কার্য সিদ্ধি মনেত ন লএ[১২]।
ন জানোঁ কি আছে মোর কর্মেত নিশ্চয়॥
করহ উপায় ধাত্রি দেখোঁ পরতেখ।
স্বপ্নেত দেখিলু মুঞি জেন রূপ রেখ॥
কন্যার বচন শুনি ধাত্রি বোলে পুনি।
হেন অসম্ভব বাক্য কভো নাহি শুনি॥
তুহ্মি অকুমারী বালা জগত বিদিত।
বিবাহ সম্বন্ধ আগে দেখা অনুচিত॥

১০. গ
১১. দেখাও -খ
১২. ভাএ-খ

তার অনুসন্ধান করিতে নাহি বুদ্ধি ।
কেবা জানে উপায় করিতে পন্থ শুদ্ধি॥
দেখিতে লক্ষিতে কিছু নাহিক প্রকাশ ।
কথ সৈন্য তাহান অগ্রত আশপাশ॥
পুনি ধাঞিও তরে[১৩] কহে বিনয় বিধান ।
অবশ্য করিবা তার উপায় সন্ধান॥
জদি তার যোগ্য যুক্তি ন করহ বুদ্ধি ।
নিশ্চয় মরণ মোর এহি পন্থ শুদ্ধি॥
কন্যার বচন শুনি ধাঞিও ত্বরমান ।
রচিলেক এক বুদ্ধি করি অনুমান॥
আম্বাবীর বেড়া দেখি কনক রচিত ।[১৪]
গবাক্ষ করিল এক অতি সুচরিত॥
এহি গবাক্ষের পন্থে দেখ পরতেখ ।
জেহ্ন মত আজিজের কান্তি রূপ রেখ॥
সেই বন্ধ্র পন্থ দিয়া কৈলা নিরীক্ষণ ।
মূর্ছিত পড়িল দেখি হই অচেতন॥
স্বপ্নে দেখিছিলা কন্যা দিব্য কান্তি মুখ ।
সে রূপ আজিজ নহে দেখি পাইলা শোক॥
মূর্ছিত পড়িলা কন্যা নাহিক সিদ্ধান্ত ।
বহু অনুবন্ধে তাক করিলেক শান্ত॥
সখীগণে পুষ্পজল সিঞ্চে ধাঞিও সঙ্গে :
বিচিত্র চামরে বাও করে কন্যা অঙ্গে॥
ধাঞিও আদি সখীগণে পুছিলেন্ত বাত ।
কেহ্ন হেন গতি কন্যা কহত আক্ষাত॥

। জোলেখার প্রতি আক্ষেপোক্তি ।

লগ্নিকা ছন্দ-রাগ গুঞ্জরী

তুহ্মি হঅ রাজার কুমারী ।
কোন দুক্ষে মতি তোর ভারী॥
স্বপনে দেখিলা জার রূপ ।
তান রূপ জপহ স্বরূপ ॥
প্রাণের সখি হে॥ ধ্রু॥
আজিজ মিছির তোর পতি ।
আর কেহ্নে বোল হেন গতি॥

---

১৩. 'থরে'-খ
১৪ 'জড়িদ'-খ

তান নাম তুহ্মি কর জাপ।
সেই সে তোহ্মার মনে তাপ॥
প্রাণের সখি হে॥ ধ্রু॥
আর কেহ্নে হৈলা বিরকতা।[১]
তাব কেহ্নে ন বোল বাবতা॥
আজিজ তোহ্মার তত্ত্বজ্ঞান।
অবিরত সেই সে ধেয়ান॥ ধ্রু॥
মোত কহ স্বরূপ বচন।
মোহ হৈলা কিসের কারণ॥
আপনাব রাজ্য আইলা এড়ি।
বাপ মাও বন্ধু পরিহরি॥ ধ্রু॥
জার তরে আইলা দেশান্তর।
আপনে ন হঅ সতন্তব॥
তোহ্মার এহেন কেহ্নে গতি।
দেখিয়া পোড়এ মোর মতি॥ ধ্রু॥
আহ্মি সব তোহ্মা সহচরী।
এথা আইলুঁ তোহ্মা অনুসরি॥
পুনি তুহ্মি কৈয়ার বচন।
মূর্ছিত হৈলা কি কাবণ॥ ধ্রু॥

। জোলেখার উত্তর ।

লগ্নিকা ছন্দ লাচারী-বাগ কোরা

শুন শুন সখি।
জার তরে[১] হৈলুঁ দুখী।
প্রাণের সখি ল।
প্রথম স্বপ্নেত দেখ
হৃদয় অন্তরে কামহতা॥
এ তিন বরিখ ধরি।
রজনী বসিয়া ঝুরি।
প্রাণের সখি ল।
বিরহ আনলে পুড়ি
কাহাত কহিমু এহি কথা॥ ধ্রু॥
মোর হেন বিপরীত কাজ।

১ বিরকতা, বিরক্তা। বিরকথা-ক

১. থরে -খ

কলঙ্কিনী ভুবন সমাজ।
সে জন ন হও এহি।
স্বপ্নেত দেখিলুঁ জেহি।
প্রাণের সখি ল।
মোর[২] তরে গেল কহি
সেই মোর পরমার্থ বাণী॥
দোসর স্বপ্নের[৩] কথা।
কহিতে মরম ব্যথা
প্রাণের সখি ল।
কহিল সে মোক[৪] কথা।
আকুল হইলুঁ তথা।
শুনিতে হইলুঁ বুদ্ধি হানি॥
চঞ্চল হইল মতি।
চপল হৃদয় গতি।
প্রাণের সখি ল।
প্রমাদ হইল অতি
কথা পাইমু তাহান উদ্দেশ॥
তৃতীয়[৫] স্বপ্নেত দেখি।
আঞ্চলে ধবিলুঁ পেখি।
প্রাণের সখি ল।
প্রত্যক্ষ দেখিলুঁ আঁখি
চিন্তিতে হইল তনু শেষ॥
মুঞি নারী কামরতা।
বিহি মোর বিড়ম্বতা।
প্রাণের সখি ল।
আপনা রাখিমু কথা
পাষাণে চাপিল কর মোর॥
বিষণ্ন[৬] হইল কাজ।
জাইমু কমন[৭] রাজ।
প্রাণের সখি ল।
কহিতে আপনা কাজ
ভাবিতে হইল মন ভোর॥
করিমু কেমন বুদ্ধি।

২. তোর-খ
৩. সপন-খ ৪. সমুখে-খ
৫. তিতিয় -খ
৬. বিসন্য-ক,খ ৭. কেমন -খ

কেবা জানে তার শুদ্ধি।
প্রাণের সখি ল।
কথা পাইমু গুণনিধি
কে মোর করিব প্রতিকার॥
কহে মোহাম্মদ সার।
বিরহ সমুদ্র পার।
প্রাণের সখি ল।
করহ উদ্দেশ তার
পীর[৮] বিনে মনে নাহি আর॥

। জোলেখার প্রার্থনা ।

জমক ছন্দ -রাগ পটমঞ্জরী

আজিজের নাম কহি ভাণ্ডিলেক ছলে।
দেখাই আকৃতি জিউ হরি নিল বলে॥
মুঞি বড় অভাগিনী আছে কর্মদোষ।
বিধি বিড়ম্বিল মোক কাকে করোঁ রোষ॥
পূর্ব জন্ম পাপ ফলে বিধাতা বঞ্চিত।
মুঞি হেন ত্রিভুবনে নাহিক দুক্ষিত॥
নিগতির গতি মোর নাথ নিরঞ্জন।
কোন অপরাধ কৈলুঁ তোহ্মার চরণ॥
বারেক করহ দয়া তুহ্মি গুণনিধি।
তোহ্মার প্রসাদে হৌক মনুরথ সিদ্ধি॥
বিনয় ভকতি করি কহোঁ রাঙ্গা পায়।
এ শোক সাগর হন্তে উদ্ধার আহ্মায়॥
ডুবিতে আছম মুঞি কামানল সিন্ধু।
চরণে ঠেলিয়া রাখ তুহ্মি কৃপা বন্ধু॥

। জোলেখার আত্মবিলাপ ।

চন্দ্রাবলী ছন্দ-রাগ— ভাটিয়াল

হা হা মোর কর্ম কি লেখিলা ধর্ম
দৈবদশা মোর মন্দ।
দেখাই একরূপ হইলেক আলোপ
মোহোরে দিয়া গেল ধন্দ[১]॥
দেখাই এক ভাতি করিলা আন রীতি

৮. ক,খ ও গ। এক্ষেত্রে অন্যতর অনুমিত পাঠ, 'পিয়'।
১. মোহোরে দি গেল দন্দ-খ

ছলে হরি নিলা প্রাণ।
কহিলা বাক্য স্থির আজিজ মিছির
এহি রাজ্য অনুমান॥
আইলুঁ দেশান্তর হৈল অথান্তর
জেই কৈল নাহি দেখি।
ন পূরিলে মন ত্যজিমু জীবন
ধর্ম্ম করোঁ মুঞি সাক্ষী॥
মুঞি মহাদুঃখী করম নহে সুখী
দরিদ্র আকৃতি মান।
দৈববাণী জার কনক ভাণ্ডার
দেখিলুঁ নির্জন স্থান॥
তা দেখি হৈলুঁ মূর্চ্ছা মনেত নাহি উশ্চা
ন জানিল পূরিল কাম।
বাজাইতে কপিনাসে সর্বপ্রাণী মোর রোষে
ভাঙ্গিতে মোর প্রাণি বাম[২]॥
আছৌক ধন পাইব পরাণ লইয়া জাইব
জীবন হইল সন্দেহ।
মুঞি অভাগিনী জনম দুক্ষিনী
অতাপে তাপিত দেহ॥
মুঞি মর্কট বুদ্ধি[৩] জনম অবধি
বণিজ পাইলুঁ হেন মতি।
নৌকা ভগ্নগত দৈবে ধন হত
পাট অবলম্ব গতি॥
গগনে উঠএ পাতালে পশএ
ঢেউএ মোর প্রাণ শেষে।
নয়ন ভূষিত দেখি সুললিত
এ হেন আইসে না আইসে[৪]॥
আনন্দ বহু হৈল পরানি রহিল
আপনা মনে হেন জানি।
মকর নর্কর খাইতে জীউ মোর
হেন মনে অনুমানি[৫]॥

২ হইতেক না হাসে পূর্ব প্রাণী মোর বশে
ভাঙ্গিতে মোর প্রাণী বাম।-ক
বাজাইতে কবলাসে সর্ব রাযো রোসে
ভ্রমিতে মোর প্রাণ ধাম।-ঘ
৩. ক, খ ৪. এক তারা জেন আসে-ঘ
৫. ক। মগর এক ঘোর খাইতে জিউ মোর প্রত্যক্ষ দেখম নয়ানে-ঘ

মুঞি জেহ্ন এক পন্থিক দুক্ষিক
তৃষ্ণায় বিকল হৈয়া।
জলের উদ্দেশ ন পাই প্রাণশেষ
চলিলুঁ বিকল হৈয়া॥
দিঠ ভরমএ অন্তরে দহএ
জলরূপ অনুমান।
গেলুঁ সন্নিকট পাইলুঁ সঙ্কট
নবীন রৌদ্রের বান॥
মুঞি পাপী ঘোর দুক্ষমতি ভোর
তীর্থের উদ্দেশে ভ্রমি।
দেখিলুঁ প্রতেখ মণি রূপ রেখ
ব্যর্থ আশ পরিশ্রমি॥
বিনয় ভকতি বহুল আরতি
ভজিমু পদ-জুগ তাহে।
দেখিলুঁ ধর্ম ভেস সেই সে রাক্ষস
খাইতে পরাণী চাহে॥

। জোলেখার মূর্চ্ছা ও আকাশবাণী ।

খর্ব ছন্দ- রাগ সূহী

বহুল বিলাপ করি পরে চান্দমুখী।
মলিন হইল মুখ রক্তবর্ণ আঁখি॥
ধর্ম উদ্দেশিয়া সাক্ষী করি চারি দিশ।
নিশ্চয় করিলুঁ মনে খাই মরি বিষ॥
শুন মোর নিবেদন ত্রিভুবনপতি।
কৃপার সাগর নাথ অনাথের গতি॥
জদি ন মিলাঅ[১] মোর প্রভুত সদয়।
সমর্পিবা নাকি ভিন্ন জনের আলয়॥
কদাচিত দুষ্ট দস্যু সঙ্গে ন মিলাঅ।
ভিন্ন পুরুষের মুখ কভু ন দেখাঅ॥
পাষাণ হৃদয় মোর ন জাএ বিদার।
জেরূপ দেখিলুঁ পিয়া ন দেখম আর॥
কান্দিতে কান্দিতে কন্যা চৈতন্য হরিল।
মূর্চ্ছিত হই কন্যা ভূমিত পড়িল॥
চৈতন্য হরিল কন্যা নাহি কোন বুদ্ধি।
সঙ্গীগণে খুঁজিয়া ন পাইল কোন শুদ্ধি॥
হইল আকাশ বাণী অন্তরীক্ষ গতি।

---

১. মিলাও খ

জলিখা শুনিলা মাত্র অলক্ষিত মতি॥
উঠ উঠ আয় কন্যা তাপিত হৃদয় ।
তোহ্মার মনের বাঞ্ছা পূরিব নিশ্চয়॥
আজিজ মিছির তোর নহে মনস্কাম ।
সুখ ভোগ তার সঙ্গে হইবেক বাম॥
আজিজ মিছির তোর পতি মাত্র লেখা ।
তাব যোগে হৈব তোর প্রভু[২] সনে দেখা॥
জেবা তুহ্মি ভীত[৩] কর সঙ্গম তাহার ।
সুখ ভোগ তার সঙ্গে ন হৈব শৃঙ্গার॥
রতন মন্দির তোর বজ্রের কপাট ।
তার জুক্ত নহে মুক্ত করিতে সে বাট॥
জলিখা শুনিলা জদি এথেক আশ্বাস ।
মৃত কায়া হোন্তে জেন আইল নিশ্বাস॥
উঠিয়া বসিলা কন্যা চৈতন্য পাইআ ।
সখীগণে তান পাশে আইল লড় দিআ॥
ধর্মক স্মরিয়া কন্যা হৈলা দণ্ডবৎ ।
প্রভুত মাগিলা কন্যা কৃপার মহৎ॥
সহস্রেক প্রণাম কবিলা ভূমি লাগি ।
প্রভু পদে ভকতি কবিলা অনুরাগী॥
বহিলা আপনা মনে এক চিত্ত মান ।
আপনা শোণিত আপে জেন কৈল পান॥
ধাত্রিও তরে কহিল এসব বিবরণ ।
জথ কিছু শুনিলেক আকাশ বচন॥

। জোলেখা- আজিজের বিবাহোত্তর বিড়ম্বনা ।

হেন কালে আজিজ মিছির মহীপাল ।
আপনার সৈন্য সব সাজাইলা ভাল॥
সব সৈন্য চলিতে আজ্ঞা করিলা ভূপতি ।
কন্যালোক রাজলোক হৈয়া এক মতি॥
চলি ভেল আজিজ চৌদোলে আরোহণ ।
কনক মণ্ডিত ছত্র শিরেত শোভন॥
বহুল আটোপ করি চলে সেনাপতি ।
নানা অস্ত্র ধরি সৈন্য চলে শীঘ্রগতি॥
ধ্বজ ছত্র পতাকা চলিল সারি সারি ।
জথেক পদাতি চলে কি কহিতে পারি॥
বহু বাদ্য জন্ত্র ধ্বনি দশ দিশ পুর ।

২. পতি-খ
৩. ক ও খ । ভীত>ভীতি (সং),) । ৪. থরে -খ

ঢাক ঢোল দণ্ডী কাঁশী শব্দ জাএ দূর॥
সানাই বিগোল[১] বাজে বাঁশী করতাল।
কবিলাস বিপঞ্চিক মন্দিরা বিশাল॥
মৃদঙ্গ তবল বাজে দুন্দুভি নিশান।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে বিবিধ বিধান।
নৃত্যগীত আনন্দে নাচএ নৃত্যকরে।
এ ঝাম ঝাঝরি[২] ধ্বনি বাজে ঝনকারে।
জেন বিদ্যাধরী নৃত্য সুচরিত কলা।
নাচএ গাবএ ছন্দ পদবন্ধ মেলা॥
ব্রাহ্মণে পড়এ বেদ মন্ত্র উপচারি[৩]।
কবিত্ব পড়এ[৪] ভাট পিঙ্গল বিচারি॥
বহু গুণীগণ সঙ্গে রঙ্গ অভিলাষ।
বিবাহ আনন্দ রঙ্গ মনেত উল্লাস॥
রথ'পরে আম্বারী জলিখা দুক্ষমতি।
নিবেদন্ত ধর্ম পদে পূরিতে আরতি[৫]॥
মুঞি হেন পাপী জান নাহি ত্রিভুবন।
এত দুক্ষ অনুভব কি ফল জীবন॥
দেহ মোব দগধএ মদনের বাণে।
উপায় ন দেখি ভাল জীবন রক্ষণে॥
স্বপ্নে মোরে দেখাইলা জেই রূপ রেখ।
এথা আনি আন রূপ দেখাইলা[৬] প্রতেখ॥
অন্তরীক্ষ বচন ভরসা দিল ভালে॥
মাতৃ পিতৃ হস্তে ভিন্ন কৈলা দেশান্তরী।
জদান্তরে প্রেমানল নিতি উঠে পূরি॥[৭]
কথ দিন পাগল করিলা হতবুদ্ধি।
কথ দিন মুকত করিলা দিয়া শুদ্ধি॥
এবে মোরে ভোলাইলা দিয়া আন আশা।
জীবন রাখিলুঁ মুঞি তোহ্মার ভরসা॥
ন জানোঁ কি আছে মোর কর্মেত লিখিত।
তোহ্মার চরণে ভাল সকল বিদিত॥

১. ভেগুন-খ, বর্গোল-ক
২. এ ঝাঝ ঝাঝরি -খ
ঝামবি ঝাঝরি -ঘ
৩. উচ্চারি-ঘ ৪. করএ -ঘ
৫. বিনয় ভকতি -ঘ ৬. দেখাও -ঘ
৭. মাতৃপিতৃ হস্তে মোরে কৈলা একাকিনী।
হৃদএ জ্বালাইলা মোর জলন্ত আগুনি॥-গ

বিনয় ভকতি করোঁ ধর্মরাজ পায় ।
চিত্ত নিবারণ তত্ত্ব গুণি শত ভাএ॥
সৈন্য সব চলিতে আছএ গতি ধীর ।
পাইলেক সর্ব লোকে নীল গঙ্গা তীর॥
কথক্ষণ তথাত রহিলা নরপতি ।
সৈন্য সব পার হএ জার জেই মতি॥
আজিজেব মনে ভাব জথ সেনাপতি ।
কন্যা শির নিছিল[৮] সুবর্ণ মণি মোতি॥
নীল গঙ্গা কাঞ্চন মুকুতা বিস্তারিত ।
জেন বত্নাকর গঙ্গা রতনে পূরিত॥
আজিজের অন্তস্পুবে জথ নারীগণ ।
বাঢ়িয়া নিবারে আইলা হরষিত মন॥
ঘট দীপ লৈয়া লোক হৈলা আগুয়ান ।
যুবক যুবতী সবে ধরিল জোগান॥
দোহান উপবে কৈলা পুষ্প বরিষণ ।
গুলাল চামেলী[৯] চম্পা সুবর্ণ গঠন॥
রতন মণ্ডিত মালা কুসুম নির্মাণ ।
আজিজ জলিখা গলে কবিল সন্ধান॥
জেন বিধি আছে যুক্ত বিবাহ রচিত ।
তেন মত কর্ম কৈলা জার[১০] যোগ্য রীত॥
রতন মন্দির মধ্যে পালঙ্কে শয়ন ।
সঘনে দেখএ নৃপ কন্যার বদন॥
কিন্তু কন্যা সঙ্গে বাজা নাহি ওসমিস[১১] ।
কৃপণ সঞ্চিত ধন দেখে অহর্নিশ॥
জেহেন প্রতিমা রূপ[১২] দেখএ বিদিত ।
তেন মত নৃপ কন্যা সঙ্গম বর্জিত॥
কন্যার নিকটে গেলে হএ আন রীত ।
রতি সুখ সমযুক্ত নহে কদাচিত॥
এহেন নিবন্ধ তার বিধির নির্মাণ ।
কেহ তার উপায় রচিতে নাহি জান॥
তে কারণে আজিজ দুক্ষিত অতি হৈল ।
মুনি মন্ত্রে উপায় রচিতে ন পারিল॥
রহিলা আপনা মনে আন নারী সঙ্গে ।
পূর্বে জেন আছিল আপনা মনুরঙ্গে॥

৮. নিছনি-খ ৯. চাপেলি-ক ও খ
১০. রাজ -গ ১১. উসমিস-গ
১২. 'তুল্য' -গ

। জোলেখার নিঃসঙ্গ বাস ।

জলিখা একেলা থাকে আপনা মন্দির ।
চিন্তায় বিকল মন চিত্তে নহে স্থির॥
আপনক সখী সঙ্গে খেলায়ন্ত খেড়ি ।
আন মন করিয়া সকলে থাকে বেড়ি॥
খেনে এথা খেনে ওথা ভ্রমে চারিদিশ ।
উঠি বসি গোঞাএ দিবস অহর্নিশ॥
গগন তারক দেখি চাহে এক মন ।
তার সঙ্গে কাহিনী কহএ সর্বক্ষণ॥
তুহ্মিসব ভ্রমিতে আছহ রাত্রি দিন ।
তোহ্মা অবিদিত নাহি ভুবন এতিন॥
দুক্ষের কাহিনী কহি গোঞাএ রজনী ।
বিশেষ তাপিত মন বিরহ আগুনি॥
চান্দ ভেল মলিন বিরল তারাগণ ।
অরুণ উদয় হৈলে হএ আনমন॥
প্রভাতে পাখালে মুখ নয়ানের জলে ।
রুদিত বদন তান প্রতি ঊষা কালে॥
প্রতি মাসে ঋতুরঙ্গ দেখএ প্রকাশ ।
সময়ে সঞ্জোগ বাস মদন বিলাস-[১]॥
ঋতুরঙ্গ তরঙ্গ হেরিতে তনু শেষ ।
মদন বেদন দুক্ষ বড়হি কেলেশ॥

। নিঃসঙ্গ জোলেখার বারমাসী ।

দীর্ঘছন্দ -ধানসী রাগ

ইতি দ্বাদশ মাস

মাঘ হৈল পরকাশ কানন কুসুম হাস
শুভ ছিরি পঞ্চমী প্রকাশ ।
মউলিত পুষ্পবন মদন মোহন ঘন
তা দেখিআ মোর মনোদাস॥
বিকশিত আম জাম ভ্রমর ভ্রমএ কাম
সৌরভ ধাবন্তি চতুর্দিশ ।
মলয়া সমীর ধীর হৃদয় অন্তরে পীড়
বিরহিনীজন অহর্নিশ॥
ফাগুনে চৌগুণ রীত নানা পুষ্প বিকশিত
যুবজন ফাগু বিভূষিত ।

---

১. সমএ সঞ্জোগ বাস মদন বিলাস- ক
সঞ্জোগ, সংযোগ (সং) ।

নবীন পরব বেশ সুরঙ্গ দুর্লভ দেশ[১]
তরুলতা নবরঙ্গ হাস।
জুবক জুবতীগণ নানা বস্ত্র বিভূষণ
আভবণ বিচিত্র বিলাস॥
চৈত্র হৈল সুললিত[২] নানা পুষ্প বিকশিত
চম্পক চামেলী যূথী জাতী।
নাগেশ্বর শতবর্গ লবঙ্গ গুলাল স্বর্গ
আমোদিত প্রতি পাতি পাতি[৩]॥
ভ্রমর ভ্রমরী জোড় কেলি কলা রসে ভোর
গুঞ্জরে মঞ্জরী পরি রঙ্গে।
তা হেরি চঞ্চল মতি কাম বিহারিত গতি
কামিনী ব্যাকুল মন ভঙ্গে॥
বৈশাখ সময়ে দেশ রবির কিরণ বেশ
নিদাঘ দহএ নিরন্তরে।
আম জাম সুফলিত তরুসব সুললিত
দুলিত লম্বিত ফলভরে॥
অলিকুল কলবব কেলিকলা রসে সব[৪]
পক্ষীসব ববএ মধুর।
দক্ষিণ মলযা বাত হৃদয়ে অনঙ্গ ঘাত
তা হেরি ধাবএ মন দূব॥
জ্যৈষ্ঠ আইল বল[৫] চূত সুপক্কিত ফল
ডালে সব হৈল সুশোভিত[৬]।
পেখিতে আহ্মাব মন চারু চমকিত ঘন
উদয় মঙ্গল সুচরিত॥
নানা বর্ণ ফলবর্গ জেহেন নক্ষত্র স্বর্গ
কনক কটোরা মধুপূর।
তরুসব সুচরিত জীববন্ত হরষিত[৭]
বিরহিণী হেরি কাম ভোর॥
আষাঢ় আইল ঘন সঘন তিমির বন
নিশি দিশি নাহিক প্রকাশ।
বরিখএ অনিবার ধরণী পূরিত ধার

১. ক. নবীন প্রসন্ন দেশ সুরঙ্গ দুর্লভ বেশ-ঘ
খ. পলব (পরব স্থলে) আ পা.
২. সুলম্বিত -ক ৩. সুগন্ধি আমোদ পাতি পাতি-ঘ
৪. রস ভব-ক ৫. হৈল বিওবল-ঘ
৬. ডাল সব নালেত শোভিত-ঘ
৭. তরু সব সুরচিত জীব বর্ণ হরষিত-ক

জীবজন্তু অধিক উল্লাস॥
বিদ্যুৎ তরঙ্গছটা চৌদিকে অম্বর[৮] ঘটা
মোর মন ভয়ে চমকিত।
নানা পক্ষী করে রব মঙ্গল পঞ্চমী সব
সুললিত মধুর সঙ্গীত[৯]॥
শ্রাবণ আইল ঋত মেঘছত্র চতুর্ভিত
নির্ভরে বরিষে জলধার।
নির্মল শীতল জল সতত বিরহানল
বিশেষ দহএ দেহা মোর॥
চাতক পিয়ার পিউ পক্ষীরবে দহে জীউ
শিখী সুখে গিরি গর্জে নাদ।
দাদুরীর রোল ঘোর ভাবেত হইলুঁ ভোর
শুনিতে গুণিতে পরমাদ॥
ভাদ্র জে আইল ধীর ভূমি ভরপূর নীর
খাল নাল গহন গম্ভীর।
গগন গর্জিত ঘন চারু চমকিত মন
জলপূর্ণ সরসীর তীর[১০]॥
বরিষে নির্ভর ঝরি ঝিঝিরব ঝনকারি
ডাউক শবদ করু পূর।
উন্নত তাহার বাণী জেন বিশ্বধারা মানি
তা শুনি ধাবএ মন দূর॥
আশ্বিন জে পরবেশ বরিষা হইল শেষ
খেনে ঘোর খেনেকে বিদ্যুৎ।
কেতকী বকুল ফুল তাহাতে ভ্রমরা রোল
তা দেখি ধরাইতে নারি চিত॥
খণ্ড খণ্ড মেঘগণ শশধর সমে রণ
ডুবকি উঠএ ঘন জিত।
তাহাত নির্মল নিশি সুধা বিস্তারিত হাসি
তা দেখিয়া মন বিচলিত॥
আইল কার্তিক মাস চতুর্দিক পরকাশ
মন্দ মন্দ দেহ প্রতুসাএ।
তা হেরি উদাসী পিয়া বিরহে বিদরে হিয়া
মনপক্ষী উড়িতে উচ্ছাএ॥

৮. অভ্রের-ঘ
৯. মধুরস গীত-ক মধু, সত গীত-ঘ
১০. সমর সতির-ক, সমর সমির-খ

নিশি দিশি উঝলিত তারাগণ বিস্তারিত
বহএ সমীর ধীর ধারি।
ধবল কাচিয়াফুল জেহেন পতাকা তুল
মদন চামর চমৎকারি॥
আঘ্রাণ আইল ঋত নবশালী সমুদিত
সুগন্ধি সৌরভ জায় দূর।
শারীশুক করে বোল নানা বর্ণ ধান্য কুল[১১]
বিকশিত সব ক্ষিতিপূর॥
ঘবে ঘরে ধান্য বাশি নব পশুগণ হাসি
গগন রুচিত পরকাশ।
বাজা প্রজা উল্লসিত প্রবাস বঞ্চিত রীত
মোব লৈক্ষে[১২] জেহ্ন বনবাস।
পৌষ আইল ওসা ঋত ভুবন পূরিত শীত
খোহামর[১৩] জেহ্ন বৃষ্টিকার।
যুবক যুবতী মিলি কর্পূর তাম্বুল তুলি
বিলসিত[১৪] নানা সুখ সাব॥
মুঞি বড় হতভাগী অহনিশি রহোঁ জাগি
প্রভু মোর নিদয়া হৃদয।
মোহাম্মদে কহে দুখী অবশ্য হইবা সুখী
নিশি শেষে রবিব উদয়॥

। নিঃসঙ্গ জোলেখা সম্বন্ধে কবির মন্তব্য ।

খর্ব ছন্দ -বড়ারী রাগ

দিনে দিনে জলিখা হইলা চিন্তামতি।
জোগ যুক্তি বুদ্ধি শুদ্ধি হারাইলা প্রণতি॥
বিধি অনুসন্ধানে ভরসা বাক্য পাল।
রহিলা আপনা মনে গোঞাইতে কাল॥
অন্তরীক্ষ বাণী বিধি দিলেক আশ্বাস।
এহি মাত্র পরমার্থ মনে মনে আশ॥
আছিল তাপিত মন অন্তঃপুর মাঝ।
সখী সব সঙ্গে করি অন্য মন কাজ॥
কথা বৈসে দূরান্তর দেশ কনআন।
ইছুফের জন্মভূমি সেই রাজ্যস্থান॥
কথাত পশ্চিম দিক জলিখার দেশ।
পরিচয় জন হেন নাহিক উদ্দেশ॥

---

১১. ফুল -খ পুথি   ১২. পৈক্ষে আ.পা.
১৩. খোআময়-খ   ১৪. বিনাসিত -খ

ইছুফ জলিখা ভাব পিরীতি সন্ধান।
কর্মেত লিখিত দোহো নিবন্ধ প্রমাণ॥
বিধি ভালে দেখিতে চাহএ ক্ষিতি রঙ্গ।
নারীর অন্তরে ভাব পুরুষের সঙ্গ॥
বাদিয়া লুকাএ জেন বাজির মাঝার।
পোতলা নাচএ কৃত সৃতের সঞ্চার॥
করতলে করের অঙ্গুলিসূত্র গাঁথা।
মনুষ্য পোতলি কৃত নাচে জথা তথা॥
পূর্ব এক দিন জান লিখিয়াছে কর্ম।
ভূত ভবিষ্যৎ জথ কৃত মনু[১] ধর্ম॥
সেই নহি ফিরে পুনি জে লেখিছে সার।
জার জেথা ভোগ জোগ ভুঞ্জএ সংসার॥
তার ইচ্ছা ভাবক দহিতে কামানলে।
জ্বালিয়া পরীক্ষি চাহে তার কর্ম ফলে॥
হেন মত জলিখাক ইছুফ দেখাই।
*[প্রেমানলে দহিলেক আজিজের ঠাঁই॥
বিরহের পদবন্ধে কল- সংগীত।
মোহাম্মদ সগীরে রচিল সুরচিত॥
জোলেখার স্বপ্ন খণ্ড প্রেমের রচিল।
ইছপের বৃত্তান্ত এবে নিশ্চয় কহিল॥
জেনমতে জোলেখা ইছপ দেখা পাইল।
তারো পাছ দোহানর বিবাহ মিলিল॥
কহিব রসিক জন শুন দিয়া মন।]*

। ইউসুফের জন্ম ও আম্বা প্রাপ্তি ।

খর্ব ছন্দ-বড়ারী রাগ

পূর্বকালে আছিল ভুবন মৈদ্ধে স্থান।
কনআন নাম দেশ জগৎ প্রধান॥
এয়াকুব নামে নবী সেই রাজ্যপতি।
মহাসিদ্ধা ধর্মশীল কুলবন্ত অতি[১]॥
জ্ঞানেত পণ্ডিত অতি শাস্ত্রে অবধান।
স্বর্গ-মর্ত্য পাতাল তাহান বিদ্যমান॥
দুই পত্নী তাহান আছিল সর্বকাল।
মহা কুলবতী সতী পতিব্রতা ভাল॥
এক গর্ভে দশ পুত্র জন্মিল তাহান[২]।

---

*[চিহ্নিত অংশটুকু গ- পুঁথিতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত পাঠ]।

১. মন-খ

১. জাতি-ক, খ ও গ। ২. তাহার-ক।

আর গর্ভে এক কন্যা দুই পুত্র জান[৩]॥
দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে[৪] ইছুফ সুমতি।
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল জিনিয়া রূপ কান্তি॥
সৃজিলেন্ত প্রভু তাক জগৎ মাঝার।
সকল মনুষ্যরূপ[৫] করিল সঞ্চার॥
ধর্মের স্বরূপ রূপ আছে এক সিন্ধু।
তাহাক মথিয়া সার কৈল এক বিন্দু॥
দশ ভাগ করিলেক সর্ব রূপ সার।
সব লোক তরে[৬] দিল এক ভাগ তার॥
নব ভাগ রূপ দিলা ইছুফের তরে।
তে কারণে ইছুফে অনন্ত রূপ ধরে॥
ইছুফ সমান রূপ ত্রিভুবনে নাই।
হেন মত কহিলুঁ শাস্ত্রেত লেখা পাই॥
কোরানেঁত আছে তান সব[৭] বিবরণ।
আপনে কহম নহি এসব বচন॥
তে কারণে বাপের আদর বহুমান।
ইছুফের তরে তান পিরীতি সন্ধান॥
সকল নয়ন ভরি দেখি তান মুখ।
সেই মুখচন্দ্র বিনু আন নহি সুখ॥
এয়াকুব নবীর ইছুফ জেহ্ন আঁখি।
সর্বক্ষণ ইছুফ নয়ন থাকে পেখি॥
আর দশ পুত্র তান গৌরব সমান।
তে কারণে তা সবার মনে দুক্ষমান॥
এয়াকুব নবীর পুরীর বিদ্যমান।
এক তরু আছে ধর্মতরুর সমান॥
অতি সুবলিত বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর।
বিধির নির্মাণ তরু অতি মনুহর॥
এক পুত্র নবীর জেখনে উতপন।
বৃক্ষ হোন্তে এক ডাল উপজে তখন॥
জুবক হইলে পুত্র বড় হএ ডাল।
আষা রূপ করি ডাল হস্তে দেন্ত ভাল॥
দশ ডালে দশ পুত্র সন্তোষ করিল।
তবে তরু হোন্তে আর ডাল না জন্মিল॥
ইছুফের তরে আষা দিতে নাহি আর।

৩. সার-ক ৪. ঘরে -ক ৫. লোক-ক
৬. সর্ব রূপ তরে আ.পা.
৭. জথ-খ

এ কারণে নবীর মনেত চিন্তা ভার॥
নিরঞ্জন তরে নবী মাগিলেন্ত বর।
স্বর্গ হোন্তে এক আষা নামিল সত্বর॥
নির্মল স্বরূপ আষা বিধির নির্মিত।
হেন আষা ইছুফক দিলেন্ত বিদিত॥
সর্বলোকে করে দেখি আষার বাখান।
অপরূপ রূপ আষা বিধির নির্মাণ॥
হেন আষা দেখিয়া ইছুফ করগত।
সর্ব লোকে কহিলেন্ত আষার মহত্ত্ব॥

। ইউসুফের স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া ।

এক রাত্রি ইছুফ আপনা বাসঘর।
অচেতন হই নিদ্রা জাএ ঘোরতর॥
শয্যাসুখে অলক্ষিতে দেখিলা স্বপন।
হেন অপরূপ নাহি দেখে[১] কোন জন॥
একাদশ নক্ষত্র আওরে[২] রবি -শশী।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ভূমি তলে পশি॥
চৈতন্য পাইয়া স্বপ্ন বাপেত কহিলা।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত জথ সকল জানাইলা॥
ইছুফক নিষেধ করিলা বাপে সার।
কার তরে এহি স্বপ্ন ন কর প্রচার॥
ভাই সবে তোহ্মার অন্তরে বহু রোষ।
সর্বক্ষণ চাহন্ত তোহ্মার জথ[৩] দোষ॥
বহু হিংসা পিশুন তা সব মর্মান্তরে।
এহি বাক্য বেকত না কর কার তরে॥
নিভৃতে ইছুফ তরে করিলা নিষেধ।
দৈব বলে কেহ তাক করিলেক ভেদ॥
এহি কথা ভাই সবে সকল শুনিল।
বিধির নিবন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারিল॥
মনের অন্তরে তারা রাখিল বিরোধ।
হৃদয়ে কপট বহু মুখে উপরোধ॥
ইছুফক সম্মুখে দেখিলে বোলে ভাই।
অন্তুত করএ মুখে মনে কিছু নাই॥

---

১. দেখি-ক

২. আওরে ঃ [সং আরু (পিংগল বর্ণ)- শুকাইয়া লালাভ বা আরক্ত হয় বলিয়া।] [আরু (পিংগল বর্ণ)। শুকাইয়া আরু বা আউর।] শুষ্ক বা ম্লান হয়, শুকায়। (জ্ঞা. মো. ১৭০)।- ক ও খ পুথির পাঠ আওরে। আ. পা. আওর, অঅর অপর (সং)।

৩. কথ-ক।

দশ ভাই মিলি তবে করন্ত জুকতি ।
বাপ হোন্তে অন্তর করিব কোন ভাতি॥
এহি পুত্র প্রতি বাপে বহু দয়া মনে ।
ভাল মন্দ কিছু আর ন বুঝে বচনে॥
এহি পুত্র শিশু সঙ্গে তান কোন কাম ।
ইছুফ বিহনে[৪] আর নহি লএ নাম॥
বাপের পিরীতি ইছুফক মনুরথ ।
সর্বক্ষণ সেবিতে ইছুফ পদগত॥
দিন হৈলে ছাগল রাখএ বনমাঝ ।
রাত্রি হৈলে রক্ষক ঘরেত সর্ব কাজ॥
শত্রুগণ[৫] জিনিল আপনা বাহুবলে ।
মিত্রগণ আহ্মাক গৌরব রাখি ভালে॥
এক ভাই বোলে বুদ্ধি জানি অনুপাম ।
জগ হোন্তে লুকাইমু ইছুফের নাম॥
আর ভাই বোলে এহি মন্ত্রণা উপায় ।
বাপ হোন্তে দূরান্তর করিতে জুয়ায়॥
বুদ্ধি পরকারে তাক নিমু বনমাঝ ।
আপনা মনের জথ সাধিবাম কাজ॥
এহি যুক্তি সার করি সব সহোদর ।
ইছুফ নিকটে গেলা কপট অন্তর॥
শুন ভাই তুহ্মি আহ্মা প্রাণের দুর্লভ ।
মর্মান্তরে প্রেম তুহ্মি জগত বল্লভ॥
মৃগয়া করিএ আহ্মি অরণ্যে বিশাল ।
তুহ্মি রহ বাপের নিকটে সর্বকাল॥
বৃদ্ধ বাপ মুখ দেখি থাকহ বসিয়া ।
কিরূপ করিএ কেলি দেখহ আসিয়া॥
হৃদয়ে কপট করি মুখে মায়া ছলে ।
মধুর বচনে তানে ভাই সবে বোলে॥
বাপের নিকটে গেলা করিয়া ভকতি ।
ইছূফক আহ্মা সঙ্গে দেঅ মহামতি[৬]॥
আহ্মি সবে বিহার করিএ মনুরঙ্গে ।
ইছুফক এড়ি দেঅ আহ্মি সব সঙ্গে॥
আহ্মার কনিষ্ঠ ভাই প্রাণ সমসর ।
বন ভ্রমি বিহারিতে তানে কিবা ডর॥
পুত্র সব তরে নবী কহিলা বচন ।
বনে পাঠাইমু শিশু কোন প্রয়োজন॥

---

৪. বিহীনে -খ ৫. শত্রুগণে-খ
৬. অনুমতি আ.পা.

এথা জদি বাপের ন পাইলা অনুমতি।
ইছুফ ভোলাইতে গেলা হই শীঘ্রগতি[৭]॥
শুনহ ইছুফ তুহ্মি সভান পরাণ।
আহ্মি তোহ্মা প্রতি জান বহু দয়ামান॥
কোন হেন পাপীজন আছএ অবোধ।
মর্মান্তরে ভাইক ছাড়এ উপরোধ॥
ত্রিভুবন মধ্যে মাত্র ভাই মহাধন।
অপকার ভাইর করএ মূঢ় জন॥
এথ শুনি ইছুফের হরষিত মন॥
বাপের নিকটে গেলা প্রসন্ন বদন॥
শুন মহাশয় আহ্মা করহ আদেশ।
ভাই সকলের সঙ্গে জাই বনদেশ[৮]॥
বনভূমি ভ্রমিয়া ভক্ষিব ফলমূল।
মৃগয়া করিব রঙ্গে কৌতুক বহুল॥
ভ্রাতৃগণে আহ্মাক বহুল অনুরাগ।
কোন শত্রু আছএ আহ্মার সঙ্গে লাগ॥
আজ্ঞা দেঅ মহাশয় করি বন কেলি।
কুতূহল মনে থাকি ভাই সব মিলি॥
দৈবের নিবন্ধ আছে কর্মেত[৯] লিখিত।
ইছুফ বচনে নবী হৈলা সচিন্তিত॥
পুত্র সব সম্বোধিয়া নবী কহে পুনি[১০]।
শুন পুত্র সব মোর পরম কাহিনী॥
তুহ্মিসব বলবন্ত সর্বকলাজিৎ।
অশক্য নাহিক কিছু তোহ্মারা বিদিত॥
হিতাহিত ন বুঝএ আর শিশুবুদ্ধি।
নবীন পড়এ শাস্ত্র সঞ্চারিতে শুদ্ধি॥
*[শিশুকালে হৈল তার মাতৃ পরলোক।
অনাথ হইয়া মনে পাইল বহু শোক॥
এ কারণে বহু জত্ন করিএ আপন। ·
আমার সাক্ষাতে শিশু থাকে সর্বক্ষণ॥
দূরান্তরে গেলে শিশু মনে দুক্ষ পাএ।
ভাই সবে দেখি তারে মারিবারে ধাএ॥]*
তুহ্মি সবে মনেত ভাবহ এহি দুখ।
এ কাজে তোহ্মার সঙ্গে দিতে নাহি সুখ॥
পুনি বলে পুত্র সবে পিতৃ সঙ্গে বাত।

৭. একমতি -ঘ ৮. ভাত্রিগণ সংহতি ফিরিব বন দেশ-ঘ
৯. কর্মের-খ ১০. বাণী-ঘ
[*চিহ্নিত অংশ-গ পুথিতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত পাঠ]

কেন বাপ মনেত করহ উৎপাত॥
তোহ্মার মনেত বাপ আছে এহি ধন্ধ।
আহ্মি কি দেখিব আঁখি ইছুফের মন্দ॥
সেহি চক্ষু আহ্মার হউক জান অন্ধ।
ইছুফের হিত বিনে ন চিন্তিএ মন্দ॥
চিন্তিয়া করহ কর্ম তুহ্মি মহাবল।
পশ্চাতে জানিবা সব কার্যের সাফল॥
হেন কি দুর্জন আছে জগত ভিতর।
দেবধর্ম বহির্ভূত করএ দুষ্কর[১১]॥
হেন পুত্র জাউক জে যমের সদন।
পুত্র হই বাপের দুক্ষিত করে মন॥
তোহ্মার গৌরব জথ ইছুফের প্রতি।
তার পঞ্চগুণ আছে আহ্মি সব মতি[১২]॥
এথ শুনি নবীর সদয় হইল মতি।
ইছুফ জাইব বনে ভাইয়ের সংহতি॥
নবী আসি ইছুফক পৈড়াইল বসন।
মাথেত পাগড়ী দিলা অঙ্গেত ভূষণ[১৩]॥
বাপক প্রণাম করি বহু স্তুতি ভাষ।
ভাই সঙ্গে চলিলা উদ্দেশি বনবাস॥
বাপক প্রণতি করি হৈলা প্রদক্ষিণ।
ভাই সব চারি ভিতে নাহি ভিন্নাভিন॥

। বনে ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপণ ।

বনের অন্তরে জদি গেলা ভ্রাতৃগণ।
ইছুফক প্রহার করিতে হৈল মন॥
কোহ্ন ভাই করাঘাত অঙ্গেত মারিল।
কেহো দুষ্ট বাণী বলি কর্ণ মোচড়িল॥
কেহো মারিলেন্ত ঠেলা মারিয়া চাপড়।
একে একে কাড়ি লৈল গায়ের[১] কাপড়॥
কোহ্ন ভাই ক্রুদ্ধ হই মারে অনুরাগে[২]।
আর ভাই নিকটে জায়ন্ত দয়া ভাগে॥
সেহো ভাই ঠেলা দিয়া ফেলে একপাশ।
আর ভাই কাছে গেল হইয়া হতাশ॥
সেহো ভাই নিদয়া হৃদয় হইয়া মারে।
আর ভাই নিকটে জায়ন্ত বস্ত্র আড়ে॥

---

১১. হেন কি পাপিষ্ঠ আছে জগত মাঝার।
দেবধর্ম নষ্ট হএ বড় দুরাচার॥-ঘ
১২. প্রতি-খ,গ ও ঘ   ১৩. পৈড়ন-ঘ
১. অঙ্গর -ঘ।   ২. মারিলেক রাগে-ঘ।

কোহ্ন ভাই মায়া নাই সবে মারে বেঢ়ি ।
কান্দিতে লাগিলা তবে বাপ অনুস্মরি॥
হাহা পিতা তুহ্মি মোর প্রাণের দুর্লভ ।
তুহ্মি জীবমানে[৩] মোর এতেক লাঘব॥
জার জথ আছে ক্রোধ সব উদ্ধারিল ।
মন্দ ছন্দ বুলি তানে বহুল মারিল॥
কেহো ভাই বোলে তার লইব পরাণ ।
কেহো বিমরিষ মতি কেহো ক্রোধমান॥
জ্যেষ্ঠ ভাই বলে এহি নবীর সন্ততি ।
প্রাণে মারিবারে তাক ন আইসে জুকতি॥
গহন বিপিন মধ্যে এক কূপ ঘোর ।
তাহার নিকটে গেলা সব মতিভোর॥
গহন গম্ভীর নীর অতি ঘোরতর ।
দিবাদিশি চিন নাহি অতি ভয়ঙ্কর॥
ইছুফ বান্ধিল নিয়া কটি দেশে দড়ি ।
বসন কাঢ়িয়া লই পেলাইল ধরি[৪]॥
নিদয়া হৃদয় তারা নাহি ধর্মাচার ।
সব ভাই এক যুক্তি করিলেক সার॥
ইছুফ পেলিল নিয়া কূপের মাঝার ।
শাস্ত্র বহির্ভূত কর্ম নাহিক বিচার॥
জেখনে পেলিল নিয়া ইছুফ সুমতি ।
সেইক্ষণে ফিরিস্তা আইলা শীঘ্রগতি॥
পরম ঈশ্বর আজ্ঞা জানাই সম্ভাষা । .
আশীর্বাদ করিলা পূরিতে মন আশা॥
ইছুফ কূপের তরে জবে নহি পড়ে ।
সত্বরে ফিরিস্তা আসি ধরিলেন্ত করে॥
স্বর্গ হোন্তে এক পাট অতি মনুহর ।
আনিয়া দিলেন্ত তানে কূপের অন্তর॥
তোহ্মা পিতামহর পৈঢ়ন এ বসন[৬] ।
আপনা অঙ্গেত পৈঢ় শুভের লক্ষণ[৭]॥
জে সকল ভাই তোহ্মা কৈল হেন কর্ম ।
ভুবন ভরিয়া রৈল তাহার অধর্ম॥
ফিরিস্তার মুখে শুনি বচন আশ্বাস ।
কূপের অন্তরে রহি মনেত উল্লাস॥
আপনার মনে ভাবি রহিলা আপন ।
ধর্ম জ্ঞান ধ্যান জুক্ত শান্ত করি মন॥

৩. জীববন্ত -ঘ ৪ বসন কাড়িয়া লৈল পৈঢ়াইল দড়ি-গ ।
৫. ইছপ ফেলাইল গিয়া -ঘ ৬. লওত পৈঢ়ন-ঘ ।
৭. আপনার অঙ্গে পৈঢ় সেই সে বসন॥-ঘ ।

জদি সব সহোদর ইছুফ পেলিল।
উল্লসিত মনে সবে গৃহেত চলিল॥
পছে পছে জাইতে মনেত চিন্তে বুদ্ধি।
কপট রচনা করি সৃজিলেক শুদ্ধি॥
জখনে কাড়িয়া লৈল ইছুফ বসন।
স্থানে স্থানে বিদারিলা সে বস্ত্র আপন[৮]॥
শোণিত মাখিয়া বস্ত্র রাখিল অগ্রতে।
কান্দি কান্দি জায় সবে বাপক ভাণ্ডিতে॥
হেন জুক্তি সার করি সহোদরগণ।
ব্যাঘ্রে ধরি নিল হেন কহিমু বচন॥
ইছুফ পাঠাই নবী ভ্রাতৃগণ সঙ্গে।
এক দৃষ্টে নেহালন্ত পন্থ মনোভঙ্গে॥
আগে পাছে ন গুনিলুঁ[৯] দৈবের নিবন্ধ।
পাছে মনে ভাবিতে চিন্তিতে হৈলুঁ ধন্ধ॥
ন জানি কি গতি হএ বনের মাঝার।
চিন্তিতে আছএ নবী মনে দুক্ষভার॥
স্থির নহে মন তান চিন্তায় বিকল।
হেনকালে শুনিলা কান্দনা কোলাহল॥
ভাইসব পড়িল বাপের আগে[১০] আসি।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে কপট হুতাশি॥
শুন বাপ ইছুফ সংহতি গেল বন।
মৃগয়া করএ কেহ বিপিন গহন॥
খেড়ি মনে সর্বজন ছিলা কুতূহলে।
আচম্বিত ব্যাঘ্র আসি ধরি নিল বলে॥
আহ্মি সব খেড়িতে আছিল মগ্ন হৈয়া।
ইছুফ আছএ বসি কৌতুক চাহিয়া॥
হেনকালে ব্যাঘ্রে আসি ইছুফ ধরিল।
জমরূপ হই ব্যাঘ্রে তানে হরি নিল[১১]॥
পুত্রসব মুখে শুনি এসব বচন।
মূর্ছিত[১২] পড়িলা নবী হই অচেতন॥
হা হা পুত্র বলি নবী করন্ত ক্রন্দন[১৩]।
নয়ন জুগলে জল স্রবএ সঘন॥
নবীর কান্দনা দেখি কান্দে পৌরজন।
ইষ্ট মিত্র বেড়ি সবে করন্ত রোদন॥

---

৮. ঠাঁই ঠাঁই বিদারিল আপনা পৈড়ন॥-ঘ পুথি।
৯. চিন্তিলুঁ-ক পুথি। ১০. পদে -ঘ পুথি।
১১. তাহাক হরিল -ঘ পুথি। ১২. মোহশ্চিত-ঘ পুথি।
১৩. কান্দন -ক

। ইয়াকুব নবীর পুত্রশোক ।

চন্দ্রাবলী ছন্দ-রাগ পটমঞ্জরী

হা হা পুত্র মোর আপ[১] হৈলুঁ ভোর
বুঝিতে নারিল শুদ্ধি ।
পাঠাই বনদেশ ন পাইলুঁ উদ্দেশ
কাহাত পুছিমু বুদ্ধি॥
শিশুকাল হতে তোহ্মাক পালিতে
বহুল সাধনে সিধি ।
নয়ন বিচ্ছেদ তিল নাহি ভেদ
অন্তরে পোড়এ[২] বিধি ॥
পুত্র গেল জথা আহ্মি[৩] জাইমু তথা
ভ্রমিমু বনে একসর ।
পশুগণ সব মোহোর বল্লভ[৪]
হৈব মোর অনুচর॥
ইছুফ একসর প্রাণের দোসর
চন্দ্রমুখ অবতার ।
হেন পুত্র মুখ ন দেখি মনদুখ
ত্রিভুবন রূপ সার॥
বিনে পুত্র পিয়া বিদরএ হিয়া
কাত কৈমু এহি কথা ।
সর্বপ্রাণ মোর পুত্র গেল দূর
হৃদয় অন্তরে ব্যথা॥
নয়ন পুতলি গেলেক নিকলি
আঁখি থাকি হৈলুঁ অন্ধ ।
গেল মোর বুদ্ধি নাহি কোন শুদ্ধি
মোক দিয়া গেল ধন্ধ॥
মোর কর্ম দোষ বিধি কৈল রোষ
কোন পাপ মোর বাধা ।
জাই ভিন[৫] দেশ ব্রহ্মচারী ভেস
পূরিতে মনের সাধা॥
ঘরে ঘরে জাই পুত্র জথা পাই
পুত্র হেন ভিক্ষা মাগোঁ ।
কোন ধর্ম শিক্ষা পুত্র দিব ভিক্ষা
তান পদগত লাগোঁ॥

১. মুঞি-ঘ ২. ধরিল -ঘ পুথি ।
৩. মুই-ঘ ৪. দুর্লভ-ঘ
৫. ভিন্ন-ক, খ

শুন পুত্রগণ দারুণ দুর্জন
তুহ্মি সব আত্মবধি[৬]।
কোন মতে[৭] পাইল কোন ব্যাঘ্রে খাইল
মোর আগে আন বান্ধি॥
সব সহোদর খেত্রি সমসর
মহাবলী সেই রাজ।
বাপেব বিষাদ দেখি পরমাদ
ধাবন্তি সে বন মাঝ॥
ব্যাঘ্র এক বনে শোকাকুল মনে
পড়ি আছে তনু শেষ।
ধবি তাক বলে বান্ধি নানা ছলে.
আনিলা বাপ আদেশ॥
নবী পুছে তত্ত্ব তুহ্মি ব্যাঘ্র সত্য
ইছুফ খাইলানি সাচ।
কহ সত্য বাক্য মোর পুত্র ভৈক্ষ
স্বরূপ কহত খাস॥
ব্যাঘ্রে কান্দে জথ দেখি অবিবত
ন বুঝে বাঘের বাত।
আকাশ বাণী হৈল নবীএ শুনিল
ব্যাঘ্র মুখে দেঅ হাত॥
নবীবব দুখে পুছে ব্যাঘ্র মুখে
ব্যাঘ্র কহে তত্ত্ববাণী।
শুন নবী তুহ্মি তত্ত্ব কহি আহ্মি
আপনা দুক্ষ কাহিনী॥
ভাই এক মোব এহি বনপুর
বাস বহু জুগ কালে।
শুনি পশু মুখে ভাই বড় দুখে
ব্যাধে বান্ধিলেক জালে॥
ভাই হেন ধন নাহি ত্রিভুবন
শরীর দুই এক জীউ।
মোর সহোদর প্রাণের দোসর
পাইতে দুর্লভ পিউ॥
বাপ মুখ হতে শুনিয়াছি তত্ত্বে
তুহ্মি নবী বংশক্রম।
নবী মাংস জথ জেন বিষ মত
কহে নীতি শাস্ত্রে[৮] ধর্ম॥

৬. অন্য বিধি-ঘ ৭. কেমতে -ঘ
৮. ব্যাঘ্র-ক

শুন ব্যাঘ্র তত্ত্ব তুহ্মি কহ সত্য
জাননি পুত্রের শুদ্ধি।
ব্যাঘ্রে কহে ভক্তি মোর নাহি শক্তি
ব্যক্ত করোঁ হেন বুদ্ধি॥
প্রভু জেই তত্ত্ব করএ গোপত
ব্যক্ত করে কোন জন।
তোহ্মা পুত্র কর্মে জে লেখিছে ধর্মে
সেই ভাবি রহ মন॥
ব্যাঘ্র উপদেশ শুনিয়া বিশেষ
রৈলা শোক তাপ ক্লেশ।
নবী প্রণামিয়া ব্যাঘ্র গেল কৈয়া
বিপিন অন্তর দেশ॥
বৃদ্ধ নবী[৯] কায় রৈল শত ভাএ
দুক্ষিত হৃদয় আকুল।
ফিরিস্তা আইলা নবীক সান্ত্বাইলা
থাক জ্ঞান ধ্যান মূল॥

। মণিরু সাধু কর্তৃক ইউসুফের উদ্ধার ।

জমক ছন্দ-রাগ বড়ারী

হেনকালে দৈবজোগে এক বণিজার।
মিশ্র হোন্তে আইল বণিজ[১] করিবার॥
মণিরু তাহান নাম মিশ্রেত বসতি।
সব বণিজার মুখ্য মহা ধনপতি॥
বহু সাধু সব উট বৃষ লই সঙ্গে।
চলিতে চলিতে আইল বণিজার রঙ্গে॥
পন্থশ্রমে বাসা কৈলা সেই বন দেশ।
কোথাত ন পাএ কেহো জলের উদ্দেশ॥
বিচার করিয়া সবে দেখে বনপুর।
সেই কূপে দেখিলেন্ত জল আছে দূর[২]॥
ঘটি ঘড়া লই লোক গেলেন্ত নিকট।
দেখিলেন্ত মহাকূপ[৩] গম্ভীর সঙ্কট॥
বহুল দীঘল দড়ি ঘড়াত বান্ধিয়া।
খেপিলেন্ত কূপের অন্তরে ছাট দিয়া॥
সেই ক্ষণে অন্তরীক্ষ বাণী উপজিল।

---

৯. বুদ্ধি করি-খ ১. সদা-ঘ
২. বিচারিতে বিচারিতে সেই বনপুর।
সেই কুআ দেখিলেন্ত জল আছে দুর॥-ঘ
৩. মহা ঘোর -ঘ

ইছুফে শুনিলা গোপ্তে কেহো ন শুনিল॥
শুনহ ইছুফ কুম্ভ ধর জত্ন[৪] করি।
এহি বনিজার সঙ্গে জাঅ অনুসরি॥
কর্মফল লিখিত তোহ্মার হেন জান।
সাধু সঙ্গে জাঅ তুহ্মি আজ্ঞা পরিমাণ[৫]॥
এহি জে মণিরু[৬] নাম সাধুর প্রধান।
শীঘ্র করি উঠ তুহ্মি হইব কল্যাণ॥
এই উপদেশ পাই ইছুফ সুমতি।
কুম্ভ 'পরে বসিলেন্ত ধর্ম অনুমতি॥
এক অনুচরে কুম্ভ তুলিতে লাগিল।
জল হোন্তে উদ্ধারিতে মনুষ্য দেখিল॥
মনুষ্য[৭] মূরতি জেন দেব অবতার।
সপূর্ণ বদন জিনি চন্দ্রিমা আকার॥
এহি সাধু পূর্বকালে স্বপ্ন দেখিছিল।
পূর্ণিমার শশী তার ঘরে প্রবেশিল॥
কূপ হোন্তে ইছুফ তুলিল জেই জন।
পূর্ণিমার চন্দ্র জেহ্ন দেখিল নয়ন॥
তিমির নাশিয়া জেহ্ন রবির প্রকাশ।
দেখিয়া অপূর্ব রূপ সাধু মনে হাস॥
মোর শুভ দশা ফলে সৌভাগ্য বিদিত।
বিধি মিলাইল গুণনিধি আচম্বিত॥
মনুষ্য মূরতি এহি দেব অবতার।
মোর ঘরে আইল এহি রতন ভাণ্ডার॥
বহু অন্তস্পট করি ঘুরিলেক মুখ।
আপনা নির্জন স্থানে রাখিলা সমুখ॥
সাধু বোলে বণিজ হইল মোর সার।
ফিরিয়া জাইমু পুনিদেশে আপনার॥
আপনার সমাহিতে চলি জাই দেশ।
ন জানি কি হএ এহি কার্যগত শেষ॥
এহি যুক্তি সাধু মেলে নিশ্চয় করিল।
রন্ধন ভোজন সবে করিতে লাগিল॥
দুই চারি অন্তরে আসিয়া কূপ -পাশ।
ইছুফ চাহিয়া জায় মনের উল্লাস॥
দশ সহোদরে তবে একত্র হইয়া।
আইসহ ভ্রাতৃগণ ইছুফ চাহি গিয়া॥

---

৪. দড়-ঘ ৫. পরমাণ-ঘ
৬. মল্লিকা-ঘ । এ পুথিটির সর্বত্র 'মণিরু' -স্থলে এই শব্দটি ব্যবহৃত।
৭. মনিস্য-খ

কৌতুকের মনে সবে সত্বরে চলিয়া।
কূপের নিকটে আইলা হরষিত হৈয়া॥
আজি কেন কূপের অন্তরে আন রীত।
তা দেখিয়া দশভাই বহুল চিন্তিত॥
কূপের অন্তরে তবে করি নিরীক্ষণ।
ইছুফ ন দেখি হৈলা বিষণ্ন বদন॥
কি হৈল কি হৈল নির্ণ[৮] কহিতে ন পারে।
চতুর্দিকে ভ্রমিয়া লাগিল চাহিবারে॥
কেহো বোলে গতায়াত[৯] নাহিক কাহার।
কেহো বোলে কি হৈল ন বুঝিএ সার॥
*[কেহো বোলে বন -পন্থ বিচারিয়া চাহি।
অবশ্য নির্ণয় পাইব গেলে কোন ঠাঁঞি॥]*
বন বিচারিয়া দেখে সাধুব পয়ান।
সাধু তুলি নিলা হেন করে অনুমান॥
মণিরু কহএ কথা শুন সাধুগণ।
পন্থে বাটোয়ার সব আছে দুষ্ট জন॥
আপনার সমাহিতে চলি জাই দেশ।
ন জানি কি ফলে পাছে কার্যগত শেষ॥
হেন কথা কহিতে আইল ভ্রাতৃগণ।
সাধুক বেঢ়িল আসি তুরিত গমন॥
নিজ তেজ বল ধবি দশ সহোদর।
এক বাক্য কহি আহ্মি শুন সাধুবর॥
আহ্মি সভানের এক দাস দুরাচার।
কোপ করি ফেলিয়াছি কূপের মাঝার॥
কূপ হোন্তে তুলি তুহ্মি আনিছ তাহারে।
আপনা ভালাই চাহ দেহত আহ্মারে॥
জদি সে কিনিতে চাহ দেহ তুহ্মি ধন॥
নতুবা আহ্মার সঙ্গে দেহ তুহ্মি রণ[১০]॥
এ সব বচন শুনি সাধু পাইল ভয়।
ইছুফক পুছে আসি করিয়া বিনয়॥
ইছুফে বোলেন্ত আহ্মি হই তান দাস।
আকাশের দিক মুখ করিয়া প্রকাশ॥*

৮ জুক্তি-ঘ
৯ গতাগম্য-ক * ঘ, নতুন পাঠ।
১০. নহেত আমার সনে করিবা কি রণ॥-ঘ
* তা দেখিয়া ইছুফ জে সঘন নিশ্বাস।
ন জানিএ প্রভু মোরে লৈ জাএ কোন্ দেশ॥ -ঘ, নতুন পাঠ।

সাধু বোলে মোর ঠাঁই ধন নাহি আর।
তামার ঢেপুয়া লহ এই মূল্য তার॥
ভাই সবে বোলে জেই দেঅ ত সত্বর।
আহ্মা হোন্তে দূর হোক[11] দিক্ দিগন্তর॥
তামার ঢেপুয়া মূল্য লই ততক্ষণ।
চলিলেক দশ ভাই আপনা ভুবন॥
এক দিন করে ধরি ইছুফে দর্পণ।
আপনার মুখ জদি দেখিলা আপন॥
নিজ মূর্তি বহু রূপ দেখিলেন্ত জুতি।
ত্রিভুবনে নাহি রূপ অনন্ত মূরতি॥
বুলিলেন্ত এ ভুবনে নাহি মোর মূল্য।
তে কারণে তামার[12] ঢেপুয়া সমতুল্য॥
বিধাতার হেন বিধি আছে ব্যবহার।
জে জনে ধরন্ত মিত্র দেন্ত দুক্ষভার॥
হেন মতে ইছুফ চলিলা সাধু সঙ্গে।
তামার ঢেপুয়া দিয়া কিনিলেন্ত বঙ্গে॥
সাধু সঙ্গে ইছুফ চলিলা অশ্ব'পবে।
আগে পাছে সাধু সব তান অনুচবে॥
পন্থেত জাইতে সে সকল লোকগণ।
বাল বৃদ্ধ তরুণ ধাইল সর্বজন॥
দেখিয়া আইল সব অপরূপ রূপ।
বিস্মিত মোহিত লোক দেখিয়া সুরূপ॥
কেহো বোলে এহি নহে মনুষ্য মূরতি।
রতন ভাণ্ডার এহি ত্রিভুবন জুতি॥
কেহো বোলে স্বরূপ ঈশ্বর অবতার।
চন্দ্র সূর্য জিনি জুতি জগত প্রচার॥
কেহো বোলে এহি ব্রহ্মা রূপ প্রজাপতি[13]
তান পূজা[14] কৈলে হৈব মুক্তি পদগতি॥
এসব বচন শুনি ইছুফ বিমন।
শুনরে মনুষ্য[15] মোর মরম কথন॥
পরম ঈশ্বর আছে সমুদ্র নির্মাণ।
ত্রিভুবনে তিন ঢেউ তাহান বাখান[16]॥
তান এক বিন্দু[17] আহ্মি দেখ পরতেখ।

---

১১. জান্তক-ঘ ১২. তাম্রের-ক
১৩. কোহো বোলে এহি ব্রহ্মারূপ প্রজাপতি-ঘ
১৪. সবা -ঘ ১৫. মনিস্য-খ
১৬. প্রমাণ-ঘ ১৭. সখা-ঘ

সেই মহা অবোধ্য বর্জিত রূপ রেখ।
মহা জ্যোতির্ময় সে জে নিলক্ষ্যের লক্ষ্য।
তান পদরেণু আহ্মি নাহিক অশক্য॥
এ বোল শুনিয়া লোক হৈল সবিস্মত[১৮]।
প্রণামিয়া গেল লোক নিজ সমাহিত॥

। আজিজ সমীপে ইউসুফ ও জোলেখার মূর্ছা ।

চলিতে চলিতে গেলা মিশ্র সীমা মাঝ।
দুতে জানাইল গিয়া তুরে মহারাজ॥[১]
সাধু নাম মণিরু মিছির তান বাস।
দূরেথু আনিছে এক অপরূপ দাস॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর দেবগণ[২] রূপ জিত।
তান সম রূপ নাহি এ তিন ভূমিত॥
রূপের ঈশ্বর হেন বোলে সর্বজন।
অতি অপরূপ রূপ জগত মোহন।
দূত মুখে শুনিয়া আজিজ রাজেশ্বর।
আদেশ করিলা সব মিছির ভিতর॥
জথ রূপবন্ত আছে নারী বা পুরুখ।
সুবেশ পরিআ আইস আহ্মার সমুখ॥
মিছিরে উপজে ভাল সুরূপ সুঠাম[৩]।
তা হোন্তে অধিক রূপ নাহি কোন স্থান॥
এহি সমবায়[৪] করি আজিজ মিছির।
চলিতে বাজনা দিল সাজন সুচির॥
নীল নামে গঙ্গা আছে মিছির ভূমিত।
তার তীরে মণিরু হৈলা উপস্থিত॥
ইছুফ সম্বোধি বোলে সাধু গুণবান।
এহি নীল গঙ্গা নীরে করহ[৫] সিনান॥
পন্থ শ্রমে জথ দুঃখ পাইছ নিরন্তর।
এহি জলে স্নান কৈলে হইব নির্মল[৬]।
সাধুর আদেশ পাইআ জলেত নামিলা।
জল সুখমান ধর্ম জাপ্য আচরিলা[৭]॥

---

১৮. হইল বিসিত -ঘ
১. চলিতে চলিতে গেলা মিছির সম্পাস।
দুতে গিয়া রাজা তরে কহিল প্রকাশ॥-ঘ
২. গুণ-খ ৩. সুঠান-ঘ
৪. সম্বাসা-ঘ ৫. ধোও-ঘ
৬. নির্মল শরীর হৈব জলের ভিতর॥-ঘ
৭. জল মৈদ্ধে মুখে ধর্ম কর্ম জে পুরিল॥-ঘ

তান পদ পরশে নীলের পুণ্য নীর।
সুরেশ্বরী ধারা জেহ্ন সুধাবর্ণ ক্ষীর॥
চন্দ্র জেন জলের অন্তরে প্রবেশিল।
পাখালি শরীর সব নির্মল করিল॥
জল হোন্তে উঠিয়া পরিলা সুবসন।
বিচিত্র সুচারু বস্ত্র সুচির শোভন॥
বহুমূল্য বসন অঙ্গেত সুরুচিত।
দুগুণ লাবণ্য রেখ অঙ্গে সুশোভিত॥
সাধু বোলে শুনহ ইছুফ মহাজন।
হরষিতে চল তুহ্মি অশ্ব আরোহণ।
জথা বসি আছন্ত আজিজ নরপতি।
সেই দিকে গমন করহ শীগ্রগতি॥
ইছুফ চলিলা সঙ্গে সাধুবর সুখে।
দেখিলেক সভাসব[৮] আছে এক মুখে॥
উজ্জ্বল কনকপাট রতন জড়িত।
তথা বসি পাছে রাজা অতি সানন্দিত॥
পাত্র মিত্র বেষ্টিত পণ্ডিত সভাপুর॥
পুরন্দর সভা জেন দেখি স্বর্গসুর[৯]॥
অপছরাগণ জেন গগন মণ্ডিত।
মহা রূপবন্ত সব সভা সমুদিত॥
মণিরু ইছুফ আইল রাজ বিদ্যমান।
আসন আনিয়া দিলা বিচিত্র নির্মাণ॥
সেই সিংহাসন মধ্যে ইছুফ বসিলা।
লোক সবে অপরূপ দেখিতে আইলা॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জেন উঝল বিশেষ।
কেহো ন দেখএ হেন ত্রিভুবন বেশ॥
সেই দিন আছিলেক এ ঘোর আকাশ।
রবির কিরণ অল্প আছিল প্রকাশ॥
ইছুফের মুখশশী জ্যোতির্ময় হাস[১০]।
সেই দিন উদ্‌ব্যক্ত[১১] হইল আশ পাশ॥
আর জথ রূপবন্ত অপছরা জিৎ॥
অরুণ উদয়ে জেহ্ন নক্ষত্র লুকিত॥
মিছির লোকের হৈল কোলাহল রোল।
বাল বৃদ্ধ জুবকে ঘোষএ এহি বোল॥
সিদ্ধ বিদ্যাধররূপ জিনি তান তনু।

---

৮. সভাসদ -ঘ ৯. আছে স্বর্গ পুর-ঘ
১০. ইছুফের মুখ জেন চন্দ্র জুতি হাস-ঘ
১১. উদএ ব্যক্ত-ঘ, ওদবেক্ত-খ, উদ্‌বেক্ত-ক, উষা ব্যক্ত-আ.পা.

মানব[12] মূরতি ধরি মর্ত্যে আইল ভানু॥
সাধু সব লক্ষ কোটিপতি আইল তথা।
ইছুফ কিনিতে মূল্য পুছিতে বারতা॥
রাজ্যের সকল লোক ধাএ সেই মুখী।
জুবক জুবতী ধাএ কিবা দুক্ষী সুখী॥
এহি সমজুক্ত[13] হই বসিছে[14] সমাজ।
জলিখার বিবরণ কহি কিছু কাজ॥
সাধু সঙ্গে ইছুফ চলিতে পথান্তর[15]।
আছিলেন্ত মহাদেবী মিছির ভিতর॥
হেনকালে জলিখার হৈল মনুদাস।
উটের আম্বারী 'পরে চলিলা হুতাশ[16]॥
আপনার ধাঞি সঙ্গে এক দুই সখী।
পুরীর বাহিরে গেলা সকল উপেখি॥
দারুণ বিরহানলে মন নহে থির।
পক্ষীরব শুনি দহে[17] মলয়া সমীর॥
সঘন নিশ্বাস ছাড়ি গোঞাএ রজনী।
বিরহে তাপিত[18] তনু কিছু নহি জানি॥
আওর দিবস[19] হোন্তে দুগুণ সন্তাপ॥
মদনে দগধে তনু ন করে আলাপ॥
ধাঞি মিলি সখী সবে বুঝাএ সম্বোধ[20]।
ফিরাই আনন্ত সবে করিয়া প্রবোধ॥
পুরের[21] ভিতরে আসি শুনে কোলাহল।
লোক সব ধাই জাএ হইয়া বিকল।
ধাঞি পুছে কি কারণে ধাঅন্ত[22] বিশেষ।
কেমন সঙ্কট পড়িআছে এই দেশ॥
লোক সবে বোলে সাধু মিছির নিবাস।
কোন স্থান হোন্তে কিনি আনিয়াছে দাস॥
নাম দাস ভুবনে ঈশ্বর হেন পেখি।
জগত ভরিল তান রূপ-রেখ আঁখি[23]॥

১২. মনুষ্য-ঘ ১৩. সব জুক্ত-ঘ
১৪. বসিলা-ঘ
১৫ পন্থান্তর-ক
১৬. হুতাশ-আ.পা. ১৭. বহে-ঘ
১৮. বিরহে দহিত -ঘ, বিশেষ তাপিত -আ.পা.
১৯. আওরে রজনী -খ
২০. জানাএ সম্বোধ-খ, বুঝাএ সংবাদ-আ.পা.
২১. পুরীর—— আ. পা. গরের-খ, ঘরের-ঘ, পরের-ক
২২. ধাও-খ ২৩ রূপ সুলক্ষি-খ

মানব[12] মূরতি ধরি মর্ত্যে আইল ভানু॥
সাধু সব লক্ষ কোটিপতি আইল তথা।
ইছুফ কিনিতে মূল্য পুছিতে বারতা॥
রাজ্যের সকল লোক ধাএ সেই মুখী।
জুবক জুবতী ধাএ কিবা দুক্ষী সুখী॥
এহি সমজুক্ত[13] হই বসিছে[14] সমাজ।
জলিখার বিবরণ কহি কিছু কাজ॥
সাধু সঙ্গে ইছুফ চলিতে পথান্তর[15]।
আছিলেন্ত মহাদেবী মিছির ভিতর॥
হেনকালে জলিখার হৈল মনুদাস।
উটেব আম্বারী 'পরে চলিলা হুতাশ[16]॥
আপনার ধাঞি সঙ্গে এক দুই সখী।
পুরীর বাহিরে গেলা সকল উপেখি॥
দারুণ বিবহানলে মন নহে থির।
পক্ষীরব শুনি দহে[17] মলয়া সমীর॥
সঘন নিশ্বাস ছাড়ি গোঞাএ রজনী।
বিরহে তাপিত[18] তনু কিছু নহি জানি॥
আওব দিবস[19] হোন্তে দুগুণ সন্তাপ॥
মদনে দগধে তনু ন করে আলাপ॥
ধাঞি মিলি সখী সবে বুঝাএ সম্বোধ[20]।
ফিরাই আনন্ত সবে করিয়া প্রবোধ॥
পুরের[21] ভিতরে আসি শুনে কোলাহল।
লোক সব ধাই জাএ হইয়া বিকল।
ধাঞি পুছে কি কারণে ধাঅত[22] বিশেষ।
কেমন সঙ্কট পড়িআছে এই দেশ॥
লোক সবে বোলে সাধু মিছির নিবাস।
কোন স্থান হোন্তে কিনি আনিয়াছে দাস॥
নাম দাস ভুবনে ঈশ্বর হেন পেখি।
জগত ভরিল তান রূপ-রেখ আঁখি[23]॥

১২. মনুষ্য-ঘ ১৩. সব জুক্ত-ঘ
১৪ বসিলা-ঘ
১৫. পন্থান্তর-ক
১৬. হুতাশ-আ.পা ১৭. বহে-ঘ
১৮. বিরহে দহিত -ঘ, বিশেষ তাপিত -আ.পা.
১৯. আওবে রজনী -খ
২০. জানাএ সম্বোধ-খ, বুঝাএ সংবাদ-আ.পা.
২১. পুরীর— আ. পা. গরের-খ, ঘরের-ঘ, পরের-ক
২২. ধাও-খ ২৩ রূপ সুলক্ষি-খ

অপরূপ রূপ তান নাহি সংখ্যা সীমা।
মিছির ভরিল[২৪] তান রূপের মহিমা॥*
এসব বচন শুনি জলিখা হুতাশ[২৫]।
চলিলা আম্বারী চড়ি আজিজের পাশ॥
রাজ-রাজেশ্বর জথ মহামহিজন।
মিলিয়াছে সভাসদ সিদ্ধ সাধু[২৬] গণ॥
আসিয়া দেখিল তানে হৈয়া সচকিত।
সর্ব তনু নয়ন[২৭] ভরিয়া এক চিত॥
দেখিয়া চিনিল তানে ঐহি[২৮] মহাজন।
পড়িল মূর্ছিত হৈয়া হরিল চেতন॥
জলিখার হেন গতি দেখিয়া জে ধাঞি।
তুরিত গমনে গেল আম্বারী ফিরাই॥
চৈতন্য করাইলা তানে বহু অনুবন্ধে।
চামর সমীরে সেবি চৈতন্য সুগন্ধে॥
ধাঞি পুছে কহ মোত সব মর্মকথা।
কি কারণে পড়িলা মূর্ছিতা কামহতা॥

। ধাত্রীর প্রতি জোলেখার নিবেদন ।

লাচারী— গুঞ্জরী[১] রাগ

শুন ধাঞি মোহোর বচন।
এহি মোর হরিল জীবন ॥ধ্রু॥
দেখাইল আপনক মুখ।
দিলেক বিরহ মনে দুখ॥
অন্তরীক্ষে দিল দরশন।
সে অবধি পোড়ে মোর মন॥

দীর্ঘ ছন্দ— সূহী রাগ

বরিখেক তাপমতি পবন বাহন গতি
প্রাণি নিল করি ঘট শূন।
পাছে দেখাইল মুখ হৃদেত বাড়িল দুখ
এহি রূপে দিল মনে ঘুণ॥
দুক্ষিক রূক্ষিক হৈয়া বরিখ গঞিল চাইয়া
আর দিন দিল দরশন।

২৪. ভরিয়া-খ
*তাহাকে দেখিতে আমি সব জাব ধাই।
ধাঞি পুনি কহিলেক জলেখার ঠাঁই।।-ঘ নতুন পাঠ
২৫. হতাশ আ. পা. ২৬. সাধু সিদ্ধ-ঘ
২৭. নয়ানে-খ ২৮. ওহি-খ
১. গান্ধার-গ, ছুহি-ঘ

তবে সে জানিলুঁ তত্ত্ব মোহোক বুলিল সত্য
পুনি লুক দিল সে বদন॥
মুঞি হৈলুঁ বুদ্ধি নাশ হইলুঁ উদাস বাসঁ
সে বরিখ আপনা হারালুঁ।
পুনি হৈল সে বিদিত কৈল কথা কথঞ্চিৎ
আজিজ মিছির নাম পাইলুঁ॥
মনেত আইল বুদ্ধি মিছির পাইলুঁ শুদ্ধি
একারণে আইলুঁ দেশান্তর।
আইলুঁ মিছির দেশ দেখিয়া আজিজ ভেস
নৈরাশ হইলুঁ তৎপর॥
ন পাই দর্শন পিয়া বহুল কুটিল হিয়া
মোহ পাই পাসরিলুঁ আপে।
পরম ঈশ্বব বব অনাথের গতি মোর
শুনাইলা আশ্বাসবাণী তাপে॥
শুনি হৈলুঁ আশা পিউ ফিরিয়া আইল জিউ
আপনাক করিলুঁ প্রবোধ।
স্বপ্নেত দেখিলুঁ এক সেই হৈল পরতেখ
অন্তরীক্ষ শুনি অনুরোধ॥
এহি সে হরিল প্রাণ নিলেক মোহোর জ্ঞান
এক মুখে কহিমু কথেক।
সেই বিনে প্রাণ মোর হইল বিবহে ভোব
অনুদিন পোড়ে অতিরেক॥
বিশেষ বঞ্চিত সুখ বিরহে অন্তরে দুখ
জীবন সঙ্কট হৈল মোর।
করিমু কেমন বুদ্ধি কে জানে তাহার শুদ্ধি
ভাবিতে চিন্তিতে হৈলুঁ ভোর॥
এহি জে রতন মাল মাণিক্য জড়িত ভাল
কাহার গলার[২] হৈব হার।
ন জানিএ চন্দ্র জ্যোতি কেমন মন্দিরে গতি
হইব উদয়[৩] পরচার॥
এহি বিধু অবতার ন জানো প্রতাপ তার
কেমন পূরিত পরকাশ।
এহি সুধাকর নিধি ন জানোঁ কি করে বিধি
কেমন ভূমিত করে হাস॥
তাহান চরণ ধুরি জেহেন চন্দন পরি
কার হএ শীষের সিন্দুর।
মোহোর করম ফলে ন জানোঁ সম্পদ বলে

২. গীমের -আ. পা. ৩. উঝল-ম

নিশি কি হৈব জ্যোতিপূর॥
এহি মোর প্রাণেশ্বর দেখিমু কি সতন্তর
বিশেষ[৪] ভকতি তান সেবা।
হৈমু কি তাহান বশ পিমু কি অধর রস[৫]
এহি মোর পরতেখ দেবা॥

। নিলামে জোলেখার ইউসুফ-ক্রয় ।

জমক ছন্দ- শ্রীরাগ[১]

ধাত্রিঙর সমুখে কহি এসব কাহিনী।
ফিরিয়া আইলা কন্যা জথা নৃপমণি॥
ইছুফ কিনিতে আইল জথ বণিজার।
জার জেই মনে ভাএ মূল্য করিবার॥
এক বুঢ়ী কথখানি সুতা হাতে লৈয়া।
ধাইতে ধাইতে জাএ আন[২] উপেক্ষিআ॥
লোকে পুছে কেনে ধাঅ কহ বৃদ্ধ নারী।
বুঢ়ী বোলে মোর এহি পুঁজি ধন কড়ি॥
সাধুর মেলেত মোক গণিতে জুয়াএ।
মোর কর্ম্মফলে তাক কিনিতে ন ভাএ[৩]॥
লোক সব হাসএ বুঢ়ীর বুঝি মতি।
ন পাএ কিনিতে তাক লক্ষ কোটিপতি॥
ডাকোয়ালে ডাকি বোলে শুন সাধুগণ।
ইছুফ কিনিতে আইস জার জথ ধন॥
প্রথমে আইল সাধু এক লক্ষ লই।
মণিরু বুলিল তান জোগ্য নহে এই[৪]॥
আর সাধু তার দুনা করিলেক মূল।
জলিখা বুলিল তান নহে সমতুল॥
আর সাধু দেখিয়া জে ইছুফ বদন।
বুলিলেক তান মূল্য পঞ্চ[৫] লক্ষ ধন॥
সাধু তার জলিখাএ কহিলেক মনে।
দুক্ষী সবে তান জোগ্য মূল্য নাহি জানে॥
তান জোগ্য মূল্য হএ কনক রতন।
মুকুতা প্রবাল হীরা চুনি মণি ধন॥
সব সমতুল্য[৬] করি জুখিবেক সার।

৪. বিনয়-ঘ
৫. কমল মুখের বাণী নিশিদিসি বসি দেখি-ঘ
১. ধানসীরাগ-গ ২. প্রাণ-খ ৩. কি পাত্র-ঘ
৪. সেই-খ ৫. তিন-ঘ ৬. সমতুল-ঘ

কিনিবারে আইস এহি মূল্য হৈল সার॥
এত মূল্য শুনি সাধু সকল নিরাশ।
জলিখা আইল ঝাটে[৭] আজিজক পাশ॥
আজিজ শুনিল জদি ইছুফের মূল।
বিশেষ ধনের নামে হইল আকুল॥
বুলিল আহ্মাথু'ধিক[৮] আছে রাজেশ্বর।
সব রাজ[৯] চক্রবর্তী পাটের ঈশ্বর॥
ন জানি কিনিতে কার আছে অনুমতি[১০]।
তাহাক পুছিলে আহ্মি কিনিব সম্প্রতি॥
জলিখা বুঝিল তবে আজিজের মন।
পুত্র বাচ দেঅ তুহ্মি কিনিব আপন॥
শুনহ আজিজ তুহ্মি না হৈঅ বিমন।
ইছুফ কিনিব আহ্মি দিয়া নিজ ধন॥
মোর পিতা দিছে জথ কনক রতন।
ইছুফ কিনিব আহ্মি দিয়া সেই ধন॥
এক এক মাণিক্য মিছির মূল্য জান।
সেহি রত্ন আনি দিলা সাধু বিদ্যমান॥
ইছুফ জলিখা সঙ্গে বত্ন মণি মূল্য[১১]।
তথাপিহ ইছুফেব নহে সমতুল্য[১২]॥
মণিরু বুলিল ভাল সাফল্য আহ্মার।
ইছুফ কারণে পাইলুঁ বতন ভাণ্ডার॥
লোকে বোলে মণিরু বড়হি ভাগ্যবন্ত।
ধনের ঈশ্বর হইল সাধু গুণবন্ত॥
ইছুফ চরণে সাধু করিল ভকতি।
তোহ্মা পদতলে আহ্মা রাখিবা সুমতি[১৩]॥
মোর কিবা শক্তি আছে তোহ্মা বেচিবার।
তোহ্মা সঙ্গে বিধি আহ্মা রচে ব্যবহার॥
মোর শুভ দশা আছে কর্মের লিখন।
তোহ্মা উপজোগে মুঞি পাইলুঁ মহাধন॥
ইছুফে বোলন্ত তবে সাধুক সম্ভাষি।
নিজ সহোদর হেন তোহ্মা মনে বাসি॥
ইছুফক প্রণামিয়া সাধু গেলা ঘর।
আনন্দিত হৈল সাধু হরিষ অন্তর[১৪]॥

৭. শীঘ্র-ক ৮. আমার হোন্তে-ঘ ৯. রাজ্য-খ
১০. ন জানি কিনিতে তানে আছএ কি মতি -ঘ
১১. মূল -খ,ঙ ১২. তথাপিহ ইছুফ না হৈল সমতুল॥-খ,ঘ
১৩. সম্পুতি-খ ১৪. সাধু সদাগর-ঘ

ইছুফক আগুসারি আনি নিজ পুরি।
জলিখার মনুরথ আইল ঘর ভরি॥
নৃত্যগীত জন্ত্রতন্ত্র দুন্দুভি নিশান।
জুবক জুবতী সবে ধরিল জোগান॥
জলিখায় বোলে ধর্ম স্মরি নিরঞ্জন।
পরতেখ দেখোঁ কিবা এহিত স্বপন॥
মোর মনে ছিল জথ মনুরথ ভব।
বিধি পরসনে পাইলুঁ প্রাণের দুর্লভ[১৫]॥[১৬]
মোহোর তিমির নিশি হইল প্রকাশ।
ধর্মের প্রসাদে আজু পুরিলেক আশ॥
তপ্তজল মৈদ্ধে জেন আছিলেক মীন।
অনুক্ষণ তাপিত বিরহে তনু খীন[১৭]॥
মোর ভাগ্য স্রোত এক খরতর আইল।
আচম্বিত সুধানিধি মর্ত্যেত নামিল॥
শির আদি লোম প্রতি জদি মুখ হএ।
প্রভুর কৃপার গুণ কহন ন জাএ॥
দুক্ষরাত্রি সব মোর হইল প্রভাত।
শুভ দিনে সমীপে আইল প্রাণনাথ॥
হীরামণি মাণিক্য পাষাণ সমতুল।
মোর প্রাণেশ্বর পদ নখ নহে মূল[১৮]॥
বহুল আনন্দ ভাগ্য সম্পদ মিলিল।
সুধা মধ্যে বিষ আছে তাক না জানিল॥
ইছুফের পরিচর্যা করে নানা ভাতি।
বসন ভূষণ চীর সুরচিত অতি॥
সুবর্ণ রচিত[১৯] মণি রত্ন-সিংহাসন।
সুখ শয্যা সুবাসিত কনক আসন॥
ঘৃত মধু শর্করা বহুল উপহার।
ভুঞ্জনের দ্রব্য সব বিবিধ প্রকার॥
সুগন্ধি চন্দন গন্ধ চতুঃসম তুল[২০]।
ইছুফক জোগায়ন্তি[২১] নানা বর্ণ ফুল॥

১৫. মোর মনে ভাব জথ প্রাণের বল্লভ-ঘ
১৬. পরম দুর্লভ-ঘ
১৭. অনুদিন বিরহে তাপিত তনখীন-ঙ
১৮. লক্ষ নাহিমুল-ঘ
১৯. জড়িত-গ,ঘ
২০. চতুশ্রমতুল-ক, চতুরশ্রম তুল-খ, চতুর সমতুল-ঘ
২১. পৈরায়ন্তি-ঘ

। বারেহা কন্যার দীক্ষা গ্রহণ ।

পাত্রের[1] কুমারী এক মিছির প্রধান ।
বহু ধনবন্ত সে জে অতি রূপবান॥
সর্ব লোকে ঘোষে তান রূপ অনুমানি[2] ।
শুনিলেক ইছুফ মহিমা তত্ত্ববাণী॥
আর এক সাধুর বারেহা ছিল নাম ।
তার এক কন্যা রূপে গুণে অনুপাম॥
ত্রিভুবনে হেন কন্যা কথা[3] নাহি আর ।
তে কারণে অনুভাব জন্মিল তাহার॥
একদিন ইছুফ অশ্বেত আরোহণ ।
কৌতুক দেখিতে জাএ নগর ভ্রমণ[4]॥
সেহি কন্যা সখীগণ সংহতি করিয়া ।
ইছুফ দেখিয়া আইল পন্থে উভা[5] হৈয়া॥
ইছুফ দেখিয়া মোহে পড়িল ভূমিত ।
সখীগণে চৈতন্য করাইল কথঞ্চিৎ॥
বহুল প্রণতি করি ইছুফ সম্বোধ ।
তিলেক রহিয়া মোরে করহ প্রবোধ॥
কেমন বিধিএ তোহ্মা করিল নির্মাণ ।
এহি শুভ চন্দ্র তোর প্রকার প্রমাণ॥
তোহ্মার নির্মল জুতি দেখি রূপরেখ ।
কোন মহামুনিএ অক্ষর এড়িলেক॥
জগত জিনিয়া আছে তোহ্মা মুখ[6] জুতি ।
জীবন পোতলি ছায়া অনন্ত মূরতি॥
এসব বচন যদি ইছুফে শুনিলা ।
পদুত্তর কহ্লি মনে পিরীতি বুলিলা॥
শুন কন্যা তোহ্মাত কহিএ তত্ত্বকথা ।
পরম ঈশ্বর আছে ত্রিভুবন কর্তা॥
সপ্ত স্বর্গ মিলি[7] তার এ মহী মণ্ডল ।
একহি অক্ষর তার জগত কুণ্ডল॥
তাহার স্বরূপ রূপ গুপ্ত ছিল মর্ম ।
পরমার্থ মুকুর তুলনা কৈল ব্রহ্ম॥
আপনা দর্শন আপ দর্পণে দেখিল ।

---

১. বরের-গ
২. সকল লোকের মুখে তাহার কাহিনী-গ
৩. খ ৪. ভুবন-খ ৫. ভীতা-ঘ
৬. আঁখি -ঘ
৭. বেড়ি -গ

তথা হোন্তে জথ-রূপ জুতি উপজিল॥
সেই জুতি মথিয়া রাখিল তত্ত্বসার।
সেই হৈল মনুষ্য দেবতা অবতার॥
তার পাছে[৮] মথি কৈল ত্রিজগ সংসার।
চন্দ্র সূর্য তারা আদি দিল চক্ষু তার॥
পশ্চাতে মথিয়া পাইল তেজ রস ধার।
পাতালে সৃজিল নাগ দানব আকার॥
ভুবন স্বর্গের জথ সুরূপ সুঠাম।
প্রভুর উদয় জান এহি ব্রহ্ম জ্ঞান॥
আহ্মি তুহ্মি ফলফুল সেই তরুমূল।
তার জথ ডাল লতা সৃজন[৯] বহুল॥
ফল[১০] মধ্যে তরুমূল করহ উদ্দেশ।
বিন্দু মধ্যে সমুদ্রের করহ প্রবেশ॥
ইছুফক মুখে শুনি অশক্য[১১] কাহিনী।
তত্ত্বজ্ঞান লভিলেক সেই সে কামিনী॥
ইছুফ মানিল গুরু সেই শিষ্যমতি।
তোহ্মার প্রসাদে হৌক মোহর মুকতি[১২]॥
দণ্ডবতে প্রণামিল দুই পদ ধরি।
জথ উপদেশ কৈলা ধর্ম তত্ত্ব স্মরি॥
ইছুফ আদেশে লেখা নীলতীর স্থলে।
মণ্ডপ করিলা সজ্জ[১৩] তরল বিরলে॥
পাটাম্বর ত্যজি মৃগ-চর্ম পরিধান।
পালঙ্ক ছাড়িয়া[১৪] ভূমি করিল শয়ান॥
ঘৃত মধু এড়িয়া বনের শাক ভক্ষ্য।
জ্ঞাতি গোত্র এড়িয়া নীলের তীরে লক্ষ্য॥
তিঁরি[১৫] হৈয়া পুরুষসিংহের পরাক্রম।
পদ আরোপিয়া রহে এক মন ধর্ম॥
নীলগঙ্গা তীরেত গোফার মৈদ্ধে বাস।
সর্বক্ষণ সমাধি করএ মনুদাস[১৬]॥
এহি বিবরণ শেষে ইছুফ সুমতি।
জলিখার অগ্রেত চলিলা শীঘ্রগতি॥

৮ পাছেত-ঘ ৯. সৃজিল-খ ১০ ফুল-ঘ
১১. অনন্ত -গ এসব-ঙ
১২. তোহ্মার প্রাসাদে মোর যউক মুকতি-খ
১৩. শয্যা? ১৪ তেজিয়া-খ
১৫. স্তিরি-খ
১৬. সর্বক্ষণ সম্বোধিয়া নয়ান উদাস-ঘ

। জোলেখার আবাসে ইউসুফ ।

সত্বরে জলিখা আসি নিলা আগু বাড়ি ।
বহুল সম্ভাষা কৈলা হইয়া কাতরী[১]॥
বহুবিধ বসন ভূষণ বিধি বাস[২] ।
কনক জড়িত তাড় বিবিধ বিলাস॥
সুরচিত অঙ্গুরী রতন সুরুচির ।
ইছুফ বিলাস জোগ্য উঝল শরীর॥
জেন ইষ্ট দেবতা পূজএ নিতি[৩] নিতি ।
বিবিধ বিধানে সেবা কৈলা দিবা রাতি॥
অনুক্ষণ দেখে কন্যা ইছুফের মুখ ।
নয়ন পোতলি হেন রাখএ সমুখ॥
একদিন ইছুফে আপনা দুক্ষ কথা ।
জলিখা অগ্রত কহে জথ মন ব্যথা॥
ভাই সব বৃত্তান্ত কূপেব বিবরণ ।
জেন মতে সাধু সঙ্গে হৈল দরশন॥
এসব বচন শুনি জলিখা দুক্ষিত ।
এহি সে কারণে মোর হৃদয় তাপিত॥
এ নিমিত্তে চিত্ত মোর তাপিত তবঙ্গ ।
সেইক্ষণে বিশেষ জ্বলএ মনভঙ্গ॥
পতি প্রিয়া প্রেম জেন দহে কামানল ।
প্রাণের দুর্লভ হেন ইছুফ সকল॥
হেনমত ইছুফ জলিখা নিবাসন্ত ।
জলিখার কি ভাব[৫] ইছুফ ন জানন্ত॥
ইছুফ জানন্ত মোক গৌরব করন্ত ।
বহুল আদর করে এহি অনুবন্ধ॥
জলিখা জানএ বহু প্রেমরস সন্ধি[৬] ।
পিরীতি সন্ধানে তানে করিবাম বন্দী ।
বহু ভাব ভকতি ভজিমু তান পায় ।
কায়মনে প্রাণপণ করিমু সদায়॥
ইছুফের সঙ্গে কন্যা খেড়ি খেলে রঙ্গ ।
ইসিত[৭] করিতে চাহে তান লজ্জা ভঙ্গ॥
ইছুফ নবীন ব'স জথ শত ধীর ।
ধর্ম অনুভাব মতি সুধীর গম্ভীর[৮]॥

---

১ হই সকাতরী-ঘ ২. বহবিধি বসন দিবস নিশিবাস-ঘ
৩ প্রতি-গ.ঘ ৪-ঘ ৫. মতি -ঘ
৬. জলিখা জানিল প্রেম মনুরথ সন্ধি-ঘ ৭. ইসিত, ঈষত সং.
৮. ধর্ম অনুভাব বুদ্ধি সুমতি গম্ভীর -ঘ

জলিখাব মনবাঞ্ছা দেখৌ সমদৃষ্টে॥
ইছুফে হেরএ হেটমাথা পদপৃষ্ঠে॥
বুঝিলেক ইছুফে কন্যার মনভাব।
চিন্তিত হইল মন হৃদয়ে সন্তাপ॥
বহুল সন্ধানে ভোলাইতে চাহে মন।
ইছুফে আপনা রাখি থাকে সর্বক্ষণ।
ব্যাধে জাল পাতে জেন হেন করে ছন্দ
প্রেমভাব ভকতি প্রণতি অনুবন্ধ॥
কথ লাস লাবণ্য কটাক্ষ তীক্ষ্ণশর।
ইছুফ বান্ধিতে চাহে ফান্দের ভিতর॥
ইছুফ কল্পিত তান নহে মনপক্ষী।
ধর্ম অনুভাব তান নহে ঘোর অক্ষি॥
কন্যা মন চঞ্চল ইছুফ দরশনে।
দেখিতে উত্তম ফল ন পাই ভক্ষণে॥
এহি চিন্তা করিতে হইল কৃশ তনু।
মেঘেব অন্তরে জেন জ্যুতিহীন ভানু॥
দিবসের চন্দ্র জেন তাহান বদন।
হৃদয় অন্তরে ভাব দহএ মদন॥
তে কাবণে দুক্ষমতি মলিন বসন।
তেজিল সকল সুখ আসন ভূষণ॥
ইছুফ দর্শনে দুক্ষ বাড়এ বিশেষ।
ভাবিতে চিন্তিতে তান তনু ভেল শেষ॥
মনে মনে অভিমান ভাবে আন আশা।
ধন দিয়া কিনিলুঁ আপনা[১০] দৈব দশা॥
বিধি বিড়ম্বিত বুদ্ধি আপনা হারাইলুঁ।
সামান্য জনের সঙ্গে পিরীতি বাড়াইলুঁ॥
তাহান বিচ্ছেদ জোগ ছিল ভাল মন।
খাইতে ন পারি মধু দেখি সর্বক্ষণ॥
পরিতে ন পারি ফুল দেখি পুষ্পমালা।
ধরিবারে ন পারি আকাশ চন্দ্রকলা॥
জলিখার আকৃতি দেখিয়া অনুমানি।
পুছিলেক ধাঞি তানে তত্ত্ব মর্ম বাণী॥
উদ্দেশে করিলা জাক[১১] শত নমস্কার।

৯ তেজিল আপনা সুখ সকল ভুষণ-ঘ
১০ আপনে-খ
১১. জুড়ি-ঘ

নিশিদিশি এহি চিন্তা আছিল তোহ্মার॥
স্বপ্নেত দেখিলা তুহ্মি জেই রূপরেখ।
হেন জন তোহ্মার অগ্রত পরতেখ॥
এবে কেন কর চিন্তা আয়[১২] রাজ সুতা।
অধিক দেখম তোর মনুগত ব্যথা॥
ধাঞির বচন শুনি কুমারী বুলিল।
মোর কর্ম বিফল মানস ন পূরিল॥
ধিক মোর জীবন জৌবন অকারণ।
কি বুদ্ধি করিমু কার লইমু শরণ॥
দেখিতে আছম দিষ্টে ন পূরএ আশ।
মোর সনে বামাচারে[১৩] ন জানি কি ভাস॥
মোব সেবা পরিচর্যা চাহে কবিবার।
সম দিষ্টে মোর মুখ নহি চাহে আর[১৪]॥
মোর আজ্ঞা আদেশ পালএ প্রতি কাম।
নির্জনে ন বৈসে দূরে করএ প্রণাম[১৫]॥
এ সব প্রকার বাণী কন্যা মুখে জানি।
প্রকার রচিয়া ধাঞি বুলিলেক পুনি[১৬]॥
আহ্মি গিয়া তান স্থানে. কহিব[১৭] বুঝাই।
আদি অন্ত বৃত্তান্ত কহিমু তান ঠাঁই॥

। ইউসুফকে কামাতুর করার প্রয়াস ।

আপনে চলিল ধাঞি ইছুফের পাশ।
সাম দণ্ডে বুঝাই কহএ ইতিহাস॥
শুনহ ইছুফ বাক্য সমাহিত কাজ।
জে কারণে জলিখা আইল এই রাজ॥-
আজিজের সঙ্গে তান জেমত সম্বন্ধ।
জেনমত আজিজ বিবাহ অনুবন্ধ॥
জে কালে তৈমুছ সুতা নবীন জৌবন।
সে কালেত তুহ্মি স্বপ্নে দিলা দরশন॥
স্বপ্নেত দেখিয়া তোহ্মা হৈল কামহতা।
ভুবন বিদিত তান মনুরথ কথা॥
বরিখেক চপল চঞ্চল মনুদাস।

১২. কহ -ঘ ১৩. বামাচার-খ,ঘ
১৪. সমদিস্টে মোর ভিতে না চাহএ আর -ঘ
১৫. নির্জনে ন বৈসে সঙ্গে দূরেত প্রণাম-ঘ
১৬. বাণী-খ ১৭. কহিএ -খ

তৃতীয় স্বপন দেখি হইল হতাশ॥
তৃতীয় স্বপ্নেত তানে দিলেন্ত[১] ভরসা।
আজিজ মিছির নাম কহি দিলা আশা॥
আইল মিছির দেশ আজিজ দেখিল।
আজিজ ন হঅ তুহ্মি এমত লক্ষিল॥
একারণে মুহুশ্চিত হইল আপন।
তেজিবারে চাহে তবে আপনা জীবন[২]॥
শুনিল আকাশ[৩] বাণী বিধি পরশন।
আজিজ প্রকারে[৪] প্রভু পাইবা দরশন॥
সেহি সে কারণে প্রাণ[৫] রাখিল আপনা।
আজিজের সঙ্গে তান বিবাহ রচনা॥
নাম মাত্র আজিজ জলিখা পতি লেখা।
আজিজেব উপলক্ষ্যে তোহ্মা সঙ্গে দেখা॥
আজিজ জলিখা কভু নাহিক সঙ্গম।
ইছুফ জলিখা প্রেমে বচিত উত্তম॥
তুহ্মি বিনা জলিখার নাহি অন্য মতি।
তোহ্মার চবণে তান পরমার্থ গতি॥
শুনহ ইছুফ তুহ্মি এহি জান সার।
তুহ্মি 'পরে জলিখাব নাহি প্রতিকাব॥
ধাঞি মুখে শুনিযা ইছুফ জথ কথা।
কান্দিতে লাগিল তবে মনে ভাবি ব্যথা॥
শুন ধাঞি মোহোর জথেক বিবৃবণ।
দুক্ষ দশা ভুঞ্জি আমি জাহার কারণ॥
শিশুকালে হৈল জদি মাতার বিয়োগ।
বাপে মোকে পালিলেন্ত দিয়া উপভোগ॥
বহুল গৌরবে বাপে পালিলা আহ্মারে।
করিলা আদর পিতা নানান প্রকারে॥
শিশুকাল গেল জদি হৈল মোর জ্ঞান[৭]।
তিলেক বিচ্ছেদে বাপে ন দেখে নয়ান॥
এক নিশি স্বপন দেখিল তত্ত্বে আহ্মি।
প্রণামিল রবি শশী তারাগণে নামি॥
এহি স্বপ্ন বাপেত কহিল আহ্মি ভেদ।
বাপে মোরে ন কহিতে করিলা নিষেধ॥
বাপে বোলে এহি স্বপ্ন ন কর বেকত।

১ দিলেক-খ ২. বসন-খ ৩ অশক্য-খ ৪. কারণে-ঘ
৫ সেহি সে ভবসা কাজে-খ, ক সেহি সে ভরসা জোগ্য-ঘ
৬. মোবে-খ ৭. হইল গেয়ান-খ,ঘ

দৈব জোগে ভাই সবে জানিলেক তত্ত্ব॥
তেকারণে ভাই সবে বৈরী ভাব হৈল।
বাপ হোন্তে দূরান্তর কপটে করিল॥
ভাইসবে আহ্মাক কূপেত বিসর্জিল।
মণিরুএ আহ্মাক কূপেথু[৮] উদ্ধারিল॥
ভাইসবে আহ্মাক বেচিল সাধু হাত।
সাধু আনি বেচিলেক আজিজ সভাত॥
আহ্মার নিবন্ধ কর্মে আছে দুক্ষভার।
ন জানৌ জলিখা তরে কি আছে আহ্মার॥
বহু জত্নে ধন দিয়া রতন সঞ্চিত।
আজিজে কিনিল মোরে জলিখা বাঞ্ছিত[৯]॥
বাপের গৌরব তরে[১০] হৈলুঁ ভিন্ন দেশ।
জলিখার ভাবে মোর কি আছে বিশেষ॥
পুত্র বাচ দিয়া মোরে পুরীর ভিতর।
সমর্পিল জলিখার হাতের উপর॥
তাহান পালনে মোর রহিল জীবন।
পুত্র সমতুল্য হেন বোলে সর্বজন॥
ধর্মেত বিবোধ বাক্য কভু ন ধরিব।
ত্রিভুবন বহির্ভূত কর্ম ন করিব॥
হেন কি পাপিষ্ঠ আছে জগত মাঝার।
আপনা ইচ্ছায় বিষ খাএ মরিবার॥
মহাদেবী জেন গুরুপত্নীর সমান।
রাজপত্নী মাতৃতুল্য মোর অনুমান॥
আজিজে বুলিল মোক তুহ্মি পুত্র ধর্ম।
পুত্রধর্ম ন হএ করিতে হেন[১১] কর্ম॥
কেহো জদি শুনে এহি দুরাচার বাণী।
ভুবন ভরিয়া হৈব[১২] অজশ কাহিনী॥
ন কহ ন কহ ধাত্রিঞ মোত হেন কথা।
শুনিতে বিদরে হিয়া বড় লাগে ব্যথা॥

। জোলেখার প্রেমনিবেদন ।

শুনিলেক ধাত্রিঞ জদি ইছুফ উত্তর।
বিমরিষ মনে গেল জলিখা গোচর॥
ধাত্রিঞ মুখে শুনিয়া ইছুফ বাক্যজাল।
কুমারী কর্ণেত জেন ফুটিলেক[১] শাল॥

৮. কূপেত-খ ৯. বিদিত-খ, বঞ্চিত-খ
১০. হস্তে -খ ১১. এহি -ঘ
১২. সংসারে রহিব মোর-ঘ ১. প্রবেসিল-ঘ

আপনে চলিয়া গেলা ইছুফের স্থান।
ইছুফে কুমারী দেখি হৈলা তুরমান॥
দণ্ডাইলা কন্যার অগ্রত কর জুড়ি।
রহিলেন্ত চিন্তাজুক্ত অধোমুখ[২] করি॥
শুনহ ইছুফ তুহ্মি নবীর সন্ততি।
আহ্মার দুক্ষের কথা শুন[৩] তত্ত্বমতি॥
তত্ত্ববুদ্ধি ভূতশুদ্ধি তোহ্মা বিদ্যমান।
স্বপ্ন আদি অন্ত কথা তুহ্মি ভাল[৪] জান॥
আজিজ দেখিয়া মুঞি হৈলুঁ হতবোধ।
অন্তরীক্ষ বাণী শুনি হইলুঁ প্রবোধ॥
আজিজের সঙ্গে জথ হৈছে[৫] গতাগত।
অবশ্য তোহ্মার পদে হইব বেকত॥
তুহ্মি মোর প্রাণেশ্বর আহ্মি তোহ্মা দাসী।
আর জথ রাজ্যলোক সব উপহাসি॥
তোহ্মা পদতলে মোর জীবন জৌবন।
কথ পুণ্য ফলে পাইলুঁ তোহ্মা দরশন॥
কোন ইষ্ট আহ্মাক আনাইল এহি দেশ।
তোহ্মার কারণে আইলুঁ দেশান্তরী ভেস॥
তোহ্মার কারণে মুঞি হইলুঁ দূরান্তর।
তোহ্মা উপলক্ষে মোর জথ[৬] অথান্তর॥
সর্বলোকে বোলন্ত বিদেশী মোর নাম।
মুঞি দুক্ষমতীর ন পুরে[৭] মনস্কাম॥
মোর মনুরথ বিনে জদি কর আন।
বিষ ভক্ষি মরিমু তোহ্মার বিদ্যমান॥
ইছুফে শুনিলা জদি কন্যার বচন।
অধোমুখ[৮] করিয়া রহিলা ততক্ষণ॥
গদগদ কান্দি[৯] কহে জলিখা সুন্দরী।
ইছুফে উত্তর দিলা ধর্ম অনুসরি॥
শুন কন্যা তোহ্মাক কহিএ কিছু শুদ্ধি।
রাজার কুমারী হৈয়া নহি জান বুদ্ধি॥
জথ কিছু কহ তুহ্মি কিছু নহে আনে।
এক দেখি আন করে প্রভু ভাল জানে॥
তোহ্মার আহ্মার হোন্তে নহে কোন কাম।
আপনা ভুলাএ ভুলি থাকে সর্ব ঠাম॥
আহ্মাক দেখাই তোহ্মা করিল পাগল॥
বেচিল আহ্মারে জেন এ ভেড়া ছাগল॥

---

২. হেটমাথা-ঘ ৩. কহি-ঘ ৪. সর্ব্ব-ঘ
৫. আজিজের সনে মোর জথ-ঘ ৬. এথ-ঘ
৭. মুঞি দুক্ষমতীরে পুরাও-ঘ ৮. হেট মাথা-ঘ ৯. ভাষে-ঘ

এহি সে লেখিল মোর কর্ম প্রজাপতি।
জেহি ইচ্ছা সেহি করে তান অনুমতি[১০]॥
আজিজের পত্নী তুহ্মি জানে ত্রিভুবন।
মনভঙ্গ দোহান ন জানে কোন জন॥
কিনিয়াছ আহ্মাক জানএ ত্রিজগত।
পুত্র কবি তোহ্মা সমর্পিল পদগত[১১]॥*
তুহ্মি রাজমহিষী জানএ সর্বজন।
তোহ্মাব সেবক আহ্মি বিদিত ভুবন॥
হেন কর্ম জুক্ত নহে করিতে আহ্মার[১২]।
তিলেক পরশে হৈব জগতে প্রচার॥
শ্বেত বাস[১৩] তোহ্মাব নবীন অনুদিন।
বুন্দেক পড়িলে কালি সর্বত্রে মলিন॥*
তিলেক এ সুখ হৈব জন্মান্তরে পাপ।
কেমন মুগধ আছে বিগারএ আপ॥
মোক খেমা করহ ভজিলুঁ তোহ্মা ঠাই[১৪]।
হেন ঘোরতর পাপ ভুবনেত নাই॥
মুঞি অগ্নি তুহ্মি তুলা একত্র উপেক্ষি।
ঘৃত বহ্নি সমজুক্ত কদাপি ন রাখি॥
ইছুফের মুখে শুনি এমত বচন।
বিষাদিত বাজসুতা বিষণ্ন বদন[১৫]॥

। বৃন্দাবনে রূপসীপরিবৃত-ইউসুফ ও জোলেখা

সেই পুরী মধ্যে আছে এক টঙ্গী ঘর।
ইছুফ বসিলা গিয়া তাহার অন্তর॥
ধাঞি তরে পুছিলা জলিখা তাপমতি।
কি করিব কহ ধাঞি কি আছে জুকতি॥
ধাঞি বোলে মোর ঠাঁই আছে এক বুদ্ধি॥

---

১০ জেই তাব মতি। -ঘ
* সমর্পিল নৃপতি তোমার পদ গ
বহিবা জে উচিত জে সেবকেব মত
- ঘ নতুন পাঠ।
১১ কিনিয়াছ তুহ্মি মোবে আপনাব ধনে।
আজিজে বোলিল পুত্র মোরে ধর্ম জ্ঞানে॥ -ঘ
১২ ধর্ম লঙ্ঘি এহি কর্ম ন শোভে আহ্মার -ঘ
১৩. শুকুল বসন-গ
* আমার হইব জান প্রাণের সঙ্কট।
ধর্মে ন সহিব জান কহিল প্রকট॥ -ঘ নতুন পাঠ
১৪. মোর খেমা কর তুহ্মি ধর্ম পন্থ চাই-ঘ
১৫. বিষাদ ভাবিআ কন্যা রহিল আপন-ঙ।

ইছুফ ন জানে কভু তিরি রস শুদ্ধি॥
বহু লজ্জা বাসে কন্যা সঙ্গম আচার।
রতি সুখ সম্ভোগের ন জানে বিচার॥
তোহ্মা জথ সখী আছে নৌআলি জৌবন।
তা সব পাঠাই দেঅ জাউক বৃন্দাবন॥
ইছুফক বোলহ জাউক নিধুবনে[১]।
তুলিযা আনৌক পুষ্প তোহ্মার কারণে॥
অমাত্য কুমারী জথ রূপে কামাতুর।
লাস বেশ করি জাই বৃন্দাবন পুর॥
জথেক নাগরীপনা কামাকুল রূপে।
ইছুফ ভুলাঅ গিয়া সুরতি আলাপে[২]॥
নৃত্যগীত জন্ত্র তন্ত্র সখী সমুদিত।
কটাক্ষ নিমিখ বাণে করিব মোহিত॥
জদি তারে সুবতে কল্পিতে[৩] পার মন।
সাফল্য তোহ্মাব সব জীবন জৌবন॥
কন্যাব আদেশে গেল সর্ব সখীগণ।
কুতূহলে বিহার করিতে বৃন্দাবন॥
জলিখার আদেশে ইছুফ গেলা তথা।
দেখিলেক বৃন্দাবন নানা পুষ্পজুতা[৪]॥
ইছুফ দেখিয়া তবে জথ সখীগণ।
বিনয ভকতি কৈল চরণ বন্দন॥
কেহ নৃত্য করে রঙ্গে কেহ গীত গাএ।
কেহ কবিলাস বেণু রুদ্রাক্ষ বাজাএ॥
কেহ লাস লাবণ্য নয়ন তীক্ষ্ণ বাণ।
ইসিত সন্ধানে সব[৫] বিবিধ বিধান॥
ইছুফে বুঝিলা জথ কন্যাগণ ভাতি।
আহ্মাক করিতে চাহে কামাতুর অতি[৬]॥
শুনবে কুমারী সব[৭] কর অবধান।
ধর্ম শাস্ত্র অনুস্মরি লঅ তত্ত্বজ্ঞান॥
পবম ঈশ্বর এক আছে নিরঞ্জন।
জথ কিছু ত্রিজগত তাহান সৃজন॥
জীবন জৌবন ধন কেহ্নে কর আশ।

১ ইছুফ আদেস কর জাইক পুস্পবন-ঘ
২ জথেক নাগরীপনা কাম কলা রঙ্গ।
সে সব করৌক গিয়া ইছুপের সঙ্গে।-ঘ
৩ জদি তারে ইঙ্গিতে ভুলাইতে -ঘ
৪. দেখিলেন্ত বৃন্দাবনে নানা পুস্পলতা-ঘ
৫. তবে -খ ৬. গতি - খ৭. গণ-খ

জীবন তুলনা দেখ কুসুম বিকাশ[৮]॥
নিশি মাত্র বিলাস ঝামর রূপ তার।
প্রতিমা আকৃতি জেহ্ন প্রকৃতি তোহ্মার॥
পৃষ্ঠভাগে জমদূত আছে তোর[৯] বসি।
পাপের কারণে এথ কর উপহাসি[১০]॥
জৌবন রতন তোর ঢলিব[১১] তুরিত।
পরমার্থ শরণ পশহ এক চিত॥
কন্যা সবে ইছুফের শুনি তত্ত্ব কথা।
মন্ত্র শুনি সর্পে জেহ্ন হেঁট কৈল মাথা॥
জানিলা ইছুফ বড় ধর্মবন্ত ধীর।
আহ্মার নাগরীপনা ন রহিল থির॥
ধীরে ধীরে জলিখা আইলা সেহি স্থান।
দেখিলেন্ত ইছুফের আছে ধর্মজ্ঞান॥
কন্যা সব রহিছে ইছুফ অনুরোধ।
পরম ভকতি শুদ্ধি জথ সব বোধ॥
বিবিধ বিধানে[১২] বুদ্ধি করিয়া রচন।
তথাপিহ ন টলিল ইছুফের মন॥
এথ অনুবন্ধে জদি ন হইল কাজ।
সব বিবরণ কহে ধাঞির সমাজ॥
কি বুদ্ধি করিমু ধাঞি করহ উপায়।
কোন মতে ইছুফ আহ্মা মনে ভাএ॥
ধাঞি বোলে তুহ্মি হঅ অপছরা জিত[১৩]।
তোহ্মা সম রূপ কেহো নহি পৃথিবীত[১৪]॥
নৌআলী জৌবন তোহ্মা সর্বকলাজিত।
এ লাস লাবণ্যে তানে করহ মোহিত॥
তুহ্মি হেন কামিনী ভুবন মধ্যে নাই।
আছৌক মানবী দেবী ভজে তোহ্মা ঠাঁই॥
ধাঞি মুখে হেন কথা জলিখা শুনিল।
বিমরিষ মন করি উত্তর ন দিল[১৫]॥
বহুবিধ প্রকারে জে রচিল সন্ধান।
মুনি মন্ত্র সব শুদ্ধি বিবিধ বিধান॥
সম দৃষ্টে ন চাহে হেরএ পদপৃষ্ঠ।

৮. জীবন জৌবন সব তান মায়া রূপ।
জন্মিলে মরণ আছে জানিঅ স্বরূপ॥-ঘ
৯. জান -ঘ ১০. পাপ করিবার চাহে এমত উল্লাসি-ঘ
১১. টলিব-গ ১২. বন্ধনে-খ ১৩. তুল -ঘ,গ
১৪. ত্রিভুএন নাহি রূপ তুমা সমতুল-ঘ,গ
১৫. বিমর্সিয়া মনে ভবে পদুত্তর দিল-ঘ,গ

মোর বশ ন হইব কহিলুম নিষ্ঠ॥
শুন ধাত্রিও তুহ্মি মোর জননী সমান।
কি জান চিন্তহ আর বুদ্ধি পরিমাণ॥
মোর দুক্ষ তান মনে কিছু নহি জ্ঞান।
নিবেদন করিতে ন করে অবধান॥
আছৌক সম্ভোগ মোর সঙ্গে নাহি কথা।
অনুক্ষণ থাকএ করিয়া হেঁট মাথা॥
ধাত্রিও বোলে উপায় রচিতে[১৬] আছে শুদ্ধি।
মনুরথ পূরিতে সৃজিব[১৭] এক বুদ্ধি॥
হেন এক মন্দির রচিব সুরচিত।
জীবজন্তু নক্ষত্র পূরিয়া[১৮] সমুদিত॥
ইছুফ জলিখা কেলি চিত্রে লেখি আর।
অঙ্গভঙ্গ সঙ্গম জে বিবিধ প্রকার॥
ইছুফে দেখিয়া সেই হৈব কামাতুর।
রতি সুখ কেলি রঙ্গে হৈব মতি ভোর॥

। জোলেখার আদেশে কামোদ্দীপক টঙ্গী নির্মাণ

জলিখা শুনিলা জদি এসব আশ্বাস।
অধিক সন্তোষ[১] হৈল মনেত উল্লাস॥
আদেশ করিল জথ আছে অনুচর।
বিচাবিয়া আন শীঘ্রে[২] জথ কারিগর॥
বহুল সুবর্ণ মণি রতন প্রবাল।
হীরা মণি মণিক্য মুকুতা কষা লাল॥
ঘরকর্মী চিত্রকর বণিক সুঠাম[৩]।
ছত্তিশ বিধানে কর্ম আনিল প্রধান॥
ধর্ম আরাধিয়া করে ঘরের আরম্ভ।
আরোপণ কৈল সব ফটিকের স্তম্ভ॥
গগন সদৃশ চারু চিরবন্ধ চাল।
সমলগ্নে সপ্ত খণ্ড টঙ্গী বান্ধে ভাল॥
কনক নির্মাণ ঘর চিত্র সারি বর্গ।
হীরামণি মাণিক্য জড়িত জেন স্বর্গ[৪]॥

১৬. চিন্তিতে -ঘ ১৭. রচএ-ঘ
১৮. জীব জন্তু জথ ইতি সব-ঙ
১. সানন্দ-খ ২. ঝাটে-ঘ
৩. সুঠান-ক
৪. কনক নির্মাণ টঙ্গী বিচিত্র সুবর্ণ।
হীরামণি মাণিক্য জিনিল হেম স্বর্গ॥-ঘ

কৌতর খঞ্জন পিক শুক সারী শিখী।
চকোয়া চাতকবর্গ রাজহংস পক্ষী॥
এসব মূরতি চিত্র লেখিয়া ইঙ্গিত।
মন্দির নির্মাণ নানা রঙ্গ সুচরিত[৫]॥
বৃন্দাবন লিখিত মন্দির উপস্কার।
নানা পুষ্প বিকশিত ডালেত অপার॥[৬]
ডালে বসি পক্ষী সব করে নানা কেলি।
বিহারিত ফলফুল রঙ্গ কুতূহলি॥
নানা চিত্র সুরচিত কনক কলিকা।
ইছুফ জলিখা ক্রিয়া সমজুক্ত দেখা॥
জলিখা মূরতি চিত্র আভরণ সাজ।
ইছুফ সংহতি জেহ্ন শচী দেবরাজ॥
চিত্রেত লেখিত জথ অঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ।
শৃঙ্গার করএ সুখে রতি রস রঙ্গ॥
কামভাব বলে তাক করে আলিঙ্গন।
খেনে খেনে ক্রিয়াছলে চুম্বয়ে বদন[৭]॥
কোহ্ন চিত্র মূরতি অধর রস পান।
করে করে গলে গলে সুদিঢ় সন্ধান॥
কোহ্ন চিত্র মূরতি শৃঙ্গার রসপুর।
রতি রসে কামাতুর দুহোঁ প্রেমে ভোর[৮]॥
জলিখাক কোলে বসাইল ধরি বলে।
বিবিধ বন্ধনে কেলি করে নানা ছলে॥
কোহ্ন চিত্রে অঞ্চলে ধরএ কাম রঙ্গে।
খেনে ধাএ খেনে চাহে খেনে বসে সঙ্গে॥
কাহাক খাওয়াএ[৯] কোহো কর্পুর তাম্বুল।
কাকে কেহো পৈরায়ন্ত নান বর্ণ ফুল॥
জে সকল সখী আছে জলিখার সাথী।
ইছুফের পরিচর্যা করে নানা ভাতি॥
কনক কটোরা ভরি মধু মিষ্ট সুখে।
জলিখা তুলিয়া দেন্ত ইছুফের মুখে॥
হেনহি মূরতি সব বিচিত্র আকার।
চালে বেড়ে[১০] লেখিয়াছে বিবিধ সুসার॥

---

৫ এসব মুরতি চিত্র ঝাল্লরে রঞ্জিত।
মন্দির নির্মিত নানা রঙ্গে সুরঞ্জিত॥-ঘ
৬. নানা পুষ্প ডালেত লম্বিত শোভাকার॥-গ,ঘ
৭. চিবুক চুম্বন-গ,ঘ
৮. কোন চিত্র মুরতি শৃঙ্গার সমজুক্ত।
রতি রসে কেলি অতি সর্ব অঙ্গ মুক্ত॥-গ
৯. খাবাএ -ঘ ১০. চান্দুআত-ঘ

রতি রস আলস্য নিদ্রাএ মতি ভোর।
গলে গলে বুকে বুকে ছন্দে বন্দে জোড়[১১]॥
কেহো মুখ বিমুখ ভাবন্তি মন দুখী।
কেহো কেহো হাসে কেহো অবনত মুখী॥
বাহু ছাট করে করে মনুরঙ্গ আশা[১২]।
খেনে পৃষ্ঠে খেনে দৃষ্টে খেনে রঙ্গ হাসা॥
হেনহি বিচিত্র সব চিত্রেত লেখিত।
কিবা খাট পালঙ্গি বিচিত্র চমকিত॥
টঙ্গী দেখি জলিখা বহুল মনে হাস।
ইছুফ জলিখা মূর্তি লিখিত[১৩] প্রকাশ॥

। টঙ্গীতে ইউসুফ-জোলেখা ।

দীর্ঘ ছন্দ[১]

সজ্জ[২] হৈল টঙ্গীঘর সর্বস্থান মনুহর
জলিখা আইল দেখিবার।
হেরিতে মন্দির রঙ্গ কামবাণে হানে অঙ্গ
গগন সদৃশ রূপ তার॥
আছৌক মানবীগণ দেবের হরএ মন
অদভুত দেখি সর্বজন।
জগত উঝাল টঙ্গী বিচিত্র মন্দির রঙ্গী
অপরূপ ভুবন মোহন॥
জলিখা করএ বেশ চিকুর চামর কেশ
বান্ধএ কানড়ী[৩] খোপা লাস।
নানা কুসুমিত জুতি[৪] দেখি চমকিত মতি
ঘন মধ্যে নক্ষত্র প্রকাশ॥
নয়ন খঞ্জন তুল অঞ্জনে রঞ্জিত মূল
চঞ্চল চকোর সমুদিত।
নিমেখে নির্মল বাণ কটাক্ষেত সুসন্ধান
বিরহিণী জন সচকিত॥
শীষেত সিন্দুর ভাস[৫] জেহ্ন রবি পরকাশ
মুখচন্দ্র জুতি সমুদিত।

১১. গলে গলে ছন্দে বন্দে উরু জোড় -ঘ
১২. বাহু ছাট করে করে অনুরঙ্গ আসা-খ
বহু চাটুকার করে মনুরঙ্গ আশা-আ.পা.
১৩. উৎঝল-ঘ ১. ধানসী রাগ -গ ২. সাজ্জ-খ
৩. কনারী -খ ৪. নানান কুসম জুতি-ঘ
৫. হাস -গ

শ্রবণে গুম্ফিত মোতি রতন কুণ্ডল জুতি
তারা প্রভা জিনিয়া বিদিত॥
গীমগত হীরাহার রচিত সুবর্ণ সার[৬]
গজমোতি বিরাজিত পাঁতি।
তাহাত কুসুম মালা বিশেষ শোভিত ভালা
বিনা সুতে গাথে কথ ভাতি॥
কস্তূরী কুঙ্কুম বুন্দ কপালে তিলক চন্দ
জেহ্ন চন্দ্র নক্ষত্র পুরিত।
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ কেশের[৭] সুগন্ধি সঙ্গ
জিনি তনুকান্তি সুশোভিত॥
কাঞ্চুলী মণ্ডিত হার সুরচিত পয়োভার
বসন ভূষণ আভরণ।
সুলক্ষ্য লাবণ্য বেশ মোহিত সকল দেশ
উনমত্ত নবীন জৌবন॥
কবেত কঙ্কণ বর জেহ্ন চন্দ্র দিবাকর
কনক মাণিক্য জুতি সার।
নানা অলঙ্কাব বঙ্গ সুবর্ণ রতন সঙ্গ
রূপে শচী জেহ্ন অবতাব॥
বাহু দণ্ডে তাড় তারি সুবর্ণ উঝল ধারী
চুনি মণি বিচিত্র নির্মাণ।
অঙ্গুরি মাণিক্য জুড়ি দশাঙ্গুলে ভবিপুরি
বহুমূল্য ভূষণ বিধান[৮]॥
কটিত কিঙ্কিণী বাজে জেহ্ন চন্দ্র সূর সাজে
কি কহিমু তাহার বাখান।
চরণে নূপুর বাজে কনক রতন সাজে
তাত জুতি চমকে চরণ[৯]॥
আভরণ আর জথ কহিতে পারিএ কথ
জুতির্ময় ঝলকে সঘন।
সুরঙ্গ বিচিত্র বাস করিয়া বিবিধ লাস
দেখিতে মোহএ ত্রিভুবন॥
এক সখী গেল ধাইয়া ইছুফ আনিলা গিয়া
জলিখা অগ্রত শীঘ্রগতি।
দেখিয়া ইছুফ মুখ বাড়এ অন্তরে দুখ[১০]
করিলেন্ত বহুত প্রণতি॥
ধরিলেন্ত তান হাথে বুলিলা মধুর বাতে

---

৬. ´জড়িত জে স্বর্ণ তার-গ ৭. কেশেত-গ কেশর আ.পা.
৮. ভূষন প্রধান-ঘ ভুবন বিধান আ.পা
৯. রতন-ঘ, বয়ান? ১০. সুখ -ঘ

চল জাই টঙ্গী দেখিবার।
করিব ঈশ্বর[১১] সেবা নিরাকার রূপ দেবা
তুহ্মি আহ্মি এক চিত্তকার॥
দেখিব মন্দির ভাতি তুহ্মি আহ্মি এক মতি
করিবাম ধর্ম জ্ঞান শুদ্ধি।
ইছুফ চলিলা সঙ্গ তান মনে নাহি রঙ্গ
আপনা ইচ্ছাএ নাহি[১২] বুদ্ধি॥
ধীরে ধীরে দ্বারে গেল মন্দিরে প্রবেশ কৈল
কপাট বান্ধিল দঢ় করি।
কনক পালঙ্গী মূলে ইছুফ বসাই বলে
নিবেদন্ত দুঃখ আপনারী॥

। জোলেখার আত্মনিবেদন ।

পটমঞ্জরী রাগ-পরিতাল ছন্দ
আপনার মনুরথ কহিতে লাগিলা জথ
শুনহ ইছুফ মহাসত্য[১]।
মোর জথ বিবরণ সব আছে সোঙরণ
তোহ্মার চরণে ভাল মত॥
মুঞি বড় ভাগ্যহীন নাহিক ভুবনে তিন
কথা মোর জন্ম নিজ দেশ।
বাপ মাও এড়ি রাজ্য বের্থে[২] আইলুঁ এহি কার্য
তোহ্মা মূলে মোর তনু[৩] শেষ॥
তুহ্মি স্বপ্নে দিলা আশা তেকারণে দুরদশা
দেশান্তরি[৪] আইলুঁ এথ দুর।
আজিজের নাম কহি কপটে ভাণ্ডিলা অহি[৫]
তোহ্মা দেখি হৈলুঁ কামাতুর॥
মুঞি তোর[৬] অনুগ ত নিরাশ ন কর তত[৭]
এহি নহে তোহ্মার বেভার।
দেব ধর্ম করি সাক্ষী তোহ্মার অগ্রত থাকি
তোহ্মা 'পরে দিমু বধ ভার॥
ইছুফে উত্তর কহে হেঁট মাথা করি[৮] রহে

---

১১ প্রভুরি -খ ১২. নহে -ঘ
১. একচিত্তে -ঘ ২. বৃথা-খ
৩. প্রাণ-ঘ ৪. রাজ্য ছাড়ি-ঘ
৫. মুঞি-ঘ ৬. তোমা-ঘ
৭. নাথি-ঘ ৮. হই-ঘ

মুঞি হওঁ তোহ্মার অনুচর।
কোন শাস্ত্রে কহে ধর্ম করিবারে হেন কর্ম
এহি কার্য জুক্ত নহে মোর॥
তুহ্মি অগ্নি মুঞি তুলা উচিত ন হএ মেলা
ঘৃত বহ্নি সঙ্গে নহে ভাল॥
ধন দি কিনিলা মোক জানএ সকল লোক
তোহ্মার সঙ্গম মোর কাল॥*
শুনিয়া ইছুফ বাণী কন্যা হৈল বুদ্ধি হানি
আর খণ্ড[৯] অন্তরে সমাইল।
ইছুফ করিয়া সঙ্গ[১০] পালঙ্গী বসিলা রঙ্গ[১১]
দুক্ষ ভাবি কান্দিতে লাগিল॥
গদগদ কহে কথা হৃদএ লাগএ ব্যথা
শুনহ ইছুফ তত্ত্বে জান।
তোহ্মাবে কিনিতে স্বর্ণ ভাণ্ডার করিলুঁ শূন্য[১২]
আপনার প্রাণ তুল্য মান॥
মোব হেন অনুমান দিবা মোর প্রাণদান
অবশ্য পুরিবা[১৩] মনস্কাম।
মুঞি হতভাগ্য দোষে তোহ্মা হেন পরিহাসে
বিধি মোক হইলেক বাম॥
মোর আজ্ঞাপাল গতি রাখিবা মোহোব মতি
করিবা মোহোক প্রতিপাল।
মুঞি জাম এক পথে তুহ্মি জাও আন ভিতে
কোন মতে গোঙাইমু কাল।।
ইছুফে কহিলা ভাল আহ্মি তোহ্মা আজ্ঞাপাল
জেই কর্ম হএ সাচা ভাএ[১৪]।
জে কর্মেত পাপ আছে ন জাই তাহার কাছে
সর্বথাএ আহ্মা ন জুয়াএ[১৫]॥
ইছুফ বচন শুনি দুক্ষিত হইল পুনি
তাহানে লইলা করে ধরি।

* শাস্ত্রে কহে সিধি হেন তুমি গুরু পত্নী জেন
এসকল কিছু নহে ভাল-ঘ, নতুন পাঠ
৯. খন্ডা -ঘ ১০. সঙ্গে-ঘ ১১. রঙ্গে-ঘ
১২. তোমারে কিনিলুম পূর্ণ ভান্ডার করিলুম উন-ঘ
১৩. পুরাইবা-ঘ
১৪. জে কার্য করিবার জুয়াএ-ঘ
জেই কর্ম হএ সত ভাএ-খ
১৫. আমার না বোলে সর্ব থাএ-ঘ

আর খণ্ডে প্রবেশিল মন্দির অন্তরে গেল
কপাট বান্ধিলা দঢ় করি॥
খণ্ডে খণ্ডে কথালাপ উত্তরে উত্তরে তাপ[১৬]
কোন ঠাঁই ন পুরিল কাম।
সপ্ত খণ্ড মাঝে টঙ্গী বিচিত্র মন্দির রঙ্গী
ইছুফক নিলা সেই ঠাম॥
দেখিয়া মন্দির ভাতি ইছুফ লজ্জিত অতি
সব দিকে বিচিত্র প্রকার[১৭]।
মনে মনে চিন্তাজুক্ত[১৮] রাখিরারে জথ সত্য
বিধি জদি করে প্রতিকার॥

। জোলেখার যৌবন নিবেদন ও ব্যর্থতা ।

প্রথম দৃশ্য

শ্রীরাগ-জমক ছন্দ

সপ্ত খণ্ড মৈদ্ধে গেল ইছুফ সুমতি।
বসিল পালঙ্গী[১] পরে জলিখা সংহতি॥
সুবর্ণের থাল[২] ভরি জথ[৩] উপহার।
ইছুফ অগ্রত আনি দিল খাইবার॥
আগর চন্দন ফাগু সুবাসিত রঙ্গে।
জলিখাক হাথে দিলা ইছুফের অঙ্গে॥
তারপরে জলিখা বসিলা সিংহাসনে।
বিনয় ভকতি করি বুলিলা আপনে॥
শুনহ ইছুফ তুহ্মি প্রাণের ঈশ্বর।
তুহ্মি বিনা নাহি মোর জীবন[৪] দোসর॥
এহি জে নির্জন পুরি তরল[৫] বিরল।
দোসর বর্জিত এথা নাহি চলাচল॥
এহিত নির্জন স্থান মোহোর অধীন।
তুহ্মি আহ্মি বিনা আর কেহো নাহি ভিন॥
নয়ানে গলএ জল মুকুতার ধার[৭]।

১৬. উত্তরে পত্র দুত্তরে তাপ-ঘ
১৭. সর্ব দিকে দেখে চিত্রাকার-ঘ
১৮. মনে মনে চিন্তে জথ -ক
১. পালঙ্গ -খ ২. ভাণ্ড-ঘ
৩. বহু-ঘ ৪. প্রাণের -ক
৫. টঙ্গী-ঘ ৬. বচিত্র-ঙ
৭. নয়ানে বহএ জল অবিরথ ধার-ঙ

গদগদ কহে বাণী অমৃত সঞ্চার॥
মোর দুক্ষ আনল ন লাগে তোহ্মা গাএ।
মোর জীউ বেদনা তোহ্মা মনে ভাএ॥
হেট মাতা[৮] করি তবে ইছুফ রহিল।
জেই দিকে হেরে চিত্র মূরতি দেখিল॥
আপনার মূরতি জলিখা সঙ্গে দেখি।
লজ্জাএ বিকল হৈলা সে সব উপেখি[৯]॥
বিবিধ সন্ধানে কেলি শৃঙ্গার সুভাব।
ইছুফে দেখিয়া তাক পাইল সন্তাপ[১০]॥
জেহি দিকে পড়ে দিষ্টি সেহি সে দেখিল।
ইছুফের মনেত সন্দেহ[১১] উপজিল॥
কোহ্ন দিকে হেরিতে নাহিক তান সুখ।
তবে সে দেখিলা মাত্র[১২] জলিখার মুখ॥*
আজি সে সাফল্য মোব সর্ব অঙ্গে সুখ।
সম দিষ্টে ইছুফে দেখিল মোর মুখ॥
রুদিত নয়ন তান সন্তাপিত মন।
ঝল ঝল নয়ান জল বহএ সঘন[১৩]॥
মুঞি শুষ্ক শস্য তুহ্মি জলদ নিপুণ।
বুন্দেক পড়িলে জল ন হৈবেক ঊন॥
জাচক[১৪] তুলনা আহ্মি তুহ্মি দাতা জন।
ভক্ষ্য দান দিলে কভো ন টুটিব ধন॥
তুহ্মি সুধাকর আহ্মি তিষ্ণাএ বিকল।
আহ্মা অল্প দিলে তোহ্মা ন টুটিব জল॥
তুহ্মি মহা কল্পতরু ফলিত নির্মল।
আহ্মা এক ফল দিলে ন হৈব নিষ্ফল॥
জেই বিধি তোহ্মাক সৃজিল রূপসিন্ধু।
গগন পূরিত ভরি তোহ্মা পদ বিন্দু॥
জুতি মুখ উদয় বেকত চন্দ্র হাস।
রূপ সিন্ধু[১৫] বিন্দু হোন্তে সর্বত্রে প্রকাশ॥
তোহ্মা কেশে বন্দী হএ সুর নর পাখী।

৮ অধোমুখ-ক ৯ সে সকল পেখি-ঘ
১০. পাইলেন্ত তাপ-খ ১১. সম্ভ্রম-ঘ
১২. জে দিকে হেরএ দেখে-ঘ
* কন্যা বোলে শুন দয়া আজি হৈল মোর।
চতুর্দিকে হেরি চিত্র ভাবে হৈলা ভোব॥ -ঘ নতুন পাঠ
১৩. ঝল ঝল নয়ান সজল বহে ঘন॥ আ.পা.
১৪. চাতক, আ.পা.
১৫. ইন্দু-ঘ

এক দিষ্টে নেহালন্ত সর্ব তনু আঁখি॥
নয়ান চঞ্চল তোহ্মা চকিত চকোর।
হেরিতে হরএ জ্ঞানবন্ত মতি ভোর॥
কির্পিনের ধন জেহ্ন করএ সঞ্চিত।
জাচক[১৬] জনেরে কভো ন কর বঞ্চিত॥
এথেক শুনিলা জদি কন্যার মিনতি।
পদুত্তর কহ্মিলেন্ত ইছুফ সুমতি॥
শুন কন্যা তোহ্মাক বুলিএ কিছু কাজ।
নীতি শাস্ত্রে তোহ্মাত কহিতে বাসি লাজ॥
আসোয়াস্ত মন তোহ্মা নহ হতবুদ্ধি[১৭]।
অবশ্য হইব তোহ্মা মনুরথ সিদ্ধি॥
খেমা কর মোর তরে কিছু কর দয়া[১৮]।
অপকীর্তি হৈব তোহ্মা জগত ভরিয়া॥
সকল লোকের মনে সুবুদ্ধি প্রকৃতি।
বড় দুবাচাব মন মুগধ আকৃতি॥
জেই কুলবতী হএ সতী মতি জন।
চিত্ত নিবারিয়া নিত্য থাকে সর্বক্ষণ॥
ক্ষুধা হৈলে বিভক্ষ্য ভক্ষে নি দুই করে।
তিষ্ণাএ বহুল জল[১৯] ন পিএ সত্বরে॥
পাথরে চাপিলে কর করিবেক কল।
জৌবন গরবে কন্যা ন হইঅ বিকল।
এথ শুনি হৈল কন্যা হুতাশ মূরতি।
বুলিল উত্তর বাণী[২০] বিচলিত মতি॥
অনেক বরিখ ধরি জলের পিয়াসা।
শেষ মাত্র জীবন আছএ এক আশা[২১]॥
তাক আশা দেঅ কেহ্নে দিবা জল ধার।
প্রাণ গেলে কি ফল জলক উপকার[২২]॥
দংশিলেক[২৩] নাগে মোক প্রাণ মাত্র শেষ।
বিষে আচ্ছাদিল তনু মোহিত বিশেষ॥
তাক আশা দেঅ কালি নামাইবা বিষ।
এহি ভরসাএ প্রাণ ন রহে উদ্দিশ॥
ব্যাধিএ পীড়িত মোর বিকল শরীর[২৪]।

১৬ চাতক-গ
১৭. স্থির কর বুদ্ধি-ঘ
১৮. জদি আছে দয়া -ঘ
১৯. বিখল হৈলে -ঘ
২০. তবে -ঘ
২১. পাইলে খাইব জল মনেত ভরসা-ঘ
২২. সে জলে উপকার-ঘ
২৩. ডংসিলেক-খ
২৪. ব্যাধিএ বিকল মোর সকল শরীর -ঘ

ঔখদ দর্শনে প্রাণ ন রহে সুস্থির[২৫]॥
এ হেন নির্জ্জন পুরী বিরল সম্ভোগ।
পরিহরি লজ্জা[২৬] ভীত কর উপভোগ॥
ন জানি কেমন আছে নিষেধ কারণ।
বুঝিলুঁ তোহ্মার ইচ্ছা আহ্মার মরণ॥
ইছুফে বুলিলা দুই[২৭] বাধা আছে বড়।
আজিজের ভয় আর নিরঞ্জন ডর॥
আজিজের কৃপাণ শমন সমসর।
শিরছেদ করিয়া পাঠাইব জম ঘর।
ধর্মত বিরোধ হএ এহি আর ভয়।
পরলোকে নরকে ডুবিব অতিশয়॥
কন্যা বোলে শুনহ ইছুফ মহামতি।
এ দুই কারণে চিন্তা ন কর সম্প্রতি॥
কিছু মাত্র ন করিঅ আজিজের ভীত।
আজিজ মারিতে আহ্মি পারিব ইঙ্গিত[২৮]॥
বিষ দিয়া মারিব করিয়া ঘোর মতি।
চৈতন্য হারাই[২৯] তার পরলোক গতি॥
আর কহি ধর্মত বিরোধ এহি কর্ম।
নিমেষেক মহাপাপে হরে সেই ধর্ম॥
বহু ধন ভাণ্ডার আছএ মোর পাশ।
দান ধর্ম করিলে হইব পাপ নাশ॥
ইছুফে বোলন্ত মোর ন আইসে জুকতি।
আজিজ মারিতে নার তোহ্মার শকতি॥
জীবন মরণ পতি পরম ঈশ্বর।
হেন কর্ম করে হেন কোন সতন্তর॥
জেবা বোল দান ধর্ম পাপ হএ ক্ষয়।
এহি কর্মে নিয়ম নাহিক অতিশয়॥
হেন কোন অবোধ আছএ বুদ্ধি নাশা।
আগে পাপ করি পাছে দান ধর্মে আশা॥
পরম ঈশ্বর কর্ম নিয়ম বর্জ্জিত।
দান হোন্তে পাপ ক্ষয় নহে কদাচিত॥
এথ শুনি কন্যা মন হইল উদাস।
কান্দিতে কান্দিতে হৈলা বিশেষ নিরাশ॥

২৫. ঔসদে উপায় প্রাণ কভু নহে স্থির-ঘ
২৬. লাজ-ঘ ২৭. মোর -ঘ
২৮. আজিজ বধিব আমি করিয়া ইঙ্গিত -ঘ
২৯. হরিয়া-খ

কাতর নয়নে জল পড়ে অবিরত।
বিকল হৃদয় তান শোক মনগত[৩০]॥
শুনহ ইছুফ তুহ্মি নবীর সন্ততি।
কেমন রাজ্যেত তোর আছিল বসতি॥
সামান্য মনুষ্য তুহ্মি বুঝিলুঁ আপন।
তুহ্মি আগে স্বপ্নে আসি দিলা দরশন[৩১]
এবে তোর মর্মান্তরে নাহিক স্মরণ।
তোহ্মার মনেব ভাবে আহ্মাব মরণ॥
প্রেমানলে জ্বলিত জলের প্রিয় আশ[৩২]।
তা হোন্তে অধিক গুণ নাহিক প্রকাশ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

। জোলেখার গান ।

লাচাবী-পটমঞ্জরী

১.
মুঞি কুলবতী সতী তোহ্মাব চবণ গতি
কবপুটে তোহ্মাত মিনতি।
তুহ্মি বিনে নাহি আর কত সৈমু দুক্ষভার
শুন মোর প্রাণপতি।
কামানলে দহিমু না কতি[১]॥

২.
ডুবিলুঁ অঘোব দধি উদ্ধারহ গুণ নিধি
শুন মোব প্রাণপতি।
কর মোব মনুরথ সিদ্ধি॥

৩.
মোহোর জনম'বধি[২] কামানলে পোড়ে বিধি
শুন মোর প্রাণপতি।
তোহ্মার কলঙ্কে অপরাধী॥

৪.
নিরাশ করহ কথ কর মোর প্রাণ হত
শুন মোর প্রাণপতি।
মোর মন দহে মনমথ॥

৩০ কাতর নযনে জল বহে অনিবাব।
শোকাকুল বিখল হৃদয় অতি তার॥ -ঘ
৩১ পশু বুদ্ধি হেন তোব জানিলুম ধারণ-ঘ
৩২ প্রেমানলে জ্বলিতে জলের জুয়াএ আশ-খ
১ কর মোর মনুরথ নিদ্ধি-খ
২.· মো জন্ম অবধি-খ

৫.
জদি মোর মনুরথ ন পুরাহ তুহ্মি তত
শুন মোব প্রাণপতি।
আপনা বধিমু মুয়ি তত্ত্ব॥
৬.
মোব দেখি মৃত অঙ্গ আজিজেব মন ভঙ্গ
শুন মোব প্রাণপতি।
তোহ্মাক বধিব নিবাতঙ্ক॥
৭.
সেই জন্মে তোহ্মা[৩] সঙ্গ থাকিব অনঙ্গ বঙ্গ
শুন মোব প্রাণপতি।
তবু না ছাড়িব তোহ্মা[৪] সঙ্গ॥

। গানের ভিন্ন পাঠ ।*

চৌপদী-পঠমঞ্জবী বাগ

কঠিন কুলিন অতি জানিলুম তুমাব মতি
সুন সুন মোব প্রাণ মতি।
তোমা পদে বিনয় ভকতি॥
তুমি মোব চিত্রকাব মোহোর চিত্রিত সাব
সুন সুন মোর প্রাণপতি।
তুমি বিনে মোব নাহি গতি॥
কথ সহি মো দুক্ষভার কব মোরে প্রতিকাব
সুন সুন মোব প্রাণেশ্বব।
বিরহ সাগব কর পার॥
ডুবিলুম এ ঘোর'দধি উদ্ধার কর গুণনিধি
সুন সুন মোর প্রাণ নিধি।
মোর মনুরথ কর সিদ্ধি॥
মোর জন্ম অবধি কামানলে পুড়ে নিধি
সুন সুন মোর প্রাণ'দধি।
তোমার কলঙ্ক অপরাধী॥
নৈরাস না কর নাথ কর মোর প্রাণ হাত
সুন সুন মোর প্রাণনাথ।
মোর মনে দহে তত্ত্ব॥
জদি মোর মনুরথ ন পুরাহ তুমি তত্ত্ব
সুন সুন মোর প্রাণপ্রিয়া।

---

৩. তুয়া-খ ৪. তুয়া -খ
* ঘ-পুথির পাঠ

আপনার বধিমু হিয়া॥
মোর দেখি মতি অঙ্গ আজিজের মনভঙ্গ
সুন সুন মোর প্রাণের অনঙ্গ।
আবস্য বঞ্চিবা মোর সঙ্গ॥

। গানের আর এক পাঠ ।*

দীর্ঘ ছন্দ

রাগ-পটমঞ্জরী

মুয়ি কুলবতী সতী তোমার চরণ গতি
ষুন মোর প্রাণপতি।
করপুট মোহর মিনতি॥
কঠিন হৃদয় মতি জানিল তোমার প্রতি
ষুন মোর প্রাণপতি।
তুয়া পদে বিনয় ভকতি॥
তোমা মূর্তি চিত্রকার সেই মোর চিত্ত সার
ষুণ মোর প্রাণপতি হে
সেই বিনে মর॥
কথ দুক্ষ সুক্ষভার কর মোর প্রতিকার
ষুণ মোর প্রাণপতি হে।
বিরহ সমুদ্র কর পার॥
ডুবিলুঁ এ ঘোর 'দধি উদ্ধারহ গুণনিধি
ষুন মোর প্রাণপতি হে
কর মোর মনুরথ সিদ্ধি॥
হা মোর কর্ম্মর অবধি কামবাণে পোড়ে বিধি
ষুণ মোর প্রাণপতি হে
তোমার কলঙ্কি অপরাধী॥
নৈরাস কর কতি ষুন মোর প্রাণপতি হে
মোর মনে মানিলুম তত্ত্বে॥
জদি মোর মনুরথ না পুরাও তুমি সত
ষুন মোর প্রাণপতি হে
আপনা বধিমু জান তত্ত্ব॥
মোর দেখি মুক্তি রঙ্গ আজিজের মনোভঙ্গ
ষুন মোর প্রাণপতি হে
তোমারে বধিব কন রঙ্গি॥
জে কাল তুয়া সঙ্গি থাকিব কতুক রঙ্গি
ষুন মোর প্রাণপতি হে
আনন্দে থাকিব রঙ্গি বঙ্গি॥

---

* গ- পুথির পাঠ।

তৃতীয় দৃশ্য

। কামান্ধ জোলেখা ।

রাগ-পাহিরা[১]

বিধাতা রচিত সন্ধি   তোহ্মা ভাবে মুঞি বন্দী
কর্মফল মোর নহে ভাল ।
তে কারণে তোহ্মা   চিত্ত বরি ভাব মোর নিত্য[২]
নিষ্ফলে গোঙাইলুঁ এথ কাল॥
ইছুফে বুলিলা হীন   মোর প্রাণ পরাধীন
মুঞি ত ন হওঁ[৩] সতন্তর ।
তোহ্মা সেবা পরে গতি   মোর নাহি আন মতি
সর্বক্ষণ তোহ্মা আজ্ঞা 'পব[৪]॥
জলিখা কাতর হৈয়া   অন্তরে দগধে হিয়া
বুঝিল ইছুফ সম্বোধিয়া ।
বিধি হৈল পরসন   তোহ্মা সঙ্গে দবশন
কথ দেব ধর্ম আরাধিয়া॥
ইছুফে বুলিলা বাত   কিছু[৫] নাহি মোব হাত
মোহোর মিছিব হৈলা নাম ।
পবম ঈশ্বর এক   আছে মোর পরতেক
তান আজ্ঞা বিধি জুক্ত কাম॥
ইছুফ বোলম তোরে   প্রাণ দান দেঅ মোবে[৬]
ধর্মাধর্ম তোহ্মার বিচার[৭] ।
রহৌক মোহোর প্রাণ   দেঅ আলিঙ্গন দান
ডুবিতে করহ প্রতিকার[৮]॥
শুন কন্যা হঅ স্থির   মনে ধৈর্য ধর ধীর[৯]
বিচারিয়া দেখ পরিণাম ।
জলিখা কাতর চিত   নিবারণ কর হিত[১০]
অবশ্য পূরিব মনস্কাম॥
ইছুফ নিমায়া মতি   নিরাশ করহ কথি
আহ্মাক বধিতে তোর মন ।

১ পাহারি আল-ঘ, পহিরা-খ ২. বরি, বৈরী-সং
৩. হম -খ,গ ৪. আজ্ঞাপাল -ঘ ৫. রাজ্য-ঘ
৬. নৈরাস না কর মোরে-ঘ
৭. ধর্মাধর্ম তোর বিদ্যমান-ঘ ৮. পরিত্রাণ-ঘ
৯. মন কর তুমি স্থির-ঘ
১০. জলিখা কাতর রীত নিবার করন্ত চিত-ঙ

বারেক করহ দয়া দেঅ পদগত ছায়া
রাখিয়ার আহ্মার জীবন॥
ইছুফে বুলিলা বাণী শুনহ জলিখা রানী
কেহ্নে হঅ বিচলিত ভেস।
একদিন আছে রঙ্গ থাকিব তোহ্মার সঙ্গ
আজি খেমা করহ বিশেষ॥
কন্যা শুনি হেন কথা হৃদয় অন্তরে ব্যথা
শয্যা তলে আছএ কৃপাণ।
আনিলেক টান দিয়া হানিতে চাহএ হিয়া
আপন বধিতে অনুমান॥
ইছুফ ধরিলা হাতে খড়গ লৈলা কর হোন্তে
সান্তাইলা কন্যাক বুঝাই।
এক ভিতে উপবোধ আর ভিতে ধর্মবোধ
জীবন মরণ এক ঠাঁই॥
শুন কন্যা কহি তত্ত্ব কথ ন বুঝাইমু নিত্য
সর্বথা না[১১] হঅ আত্মবধী।
হেনমত কর কর্ম জেন রহে লাজ[১২] ধর্ম
পরিণামে নহে অপরাধী॥
কন্যা মন হৈল সুখী ইছুফ দোভাব দেখি
চিত্তেত করিল অনুমান।
পলাইল দুরদশা পূরিল[১৩] মনের আশা
বতি সুখ রচিল সন্ধান॥
জলিখা ইছুফ বলে করে ধরি বৈসাএ কোলে[১৪]
পালঙ্গীত দোহোঁ[১৫] একাকার।
নায়িকা হৈল পাত্রগতি পাত্র সে নায়িকা ভাতি
বিপরীত দোহান বেভার॥
কামকলা কেলি রঙ্গ রচিল ইছুফ সঙ্গ
নানা রস বিলাস বিধান।
ছলিতে ভাবের[১৬] মন বলে করে আলিঙ্গন
ইছুফ স্থগিত ধীরমান॥
জলিখা আপনা সুখে চুম্বএ ইছুফ মুখে

১১. পাপী কেহ্নে,-আ.পা
১২. সত্য-ঙ
১৩. পূরিব-ঘ
১৪. জলিখা ইছুফে করে ধরিয়া বসাএ কোড়ে -আ.পা.
১৫. দুহু-ঘ
১৬. ছলিতে তাহার -ঘ

ইছুফ রহএ অধোমুখী।
ধর্ম স্মরি মনে কহে জদি জথ সত[১৭] রহে
ভাবিতে চিন্তিতে হএ দুখী॥
করএ অধর পান বলে কবে আলিঙ্গন
কেলি কলা রস নানা ছন্দে।
গলে গলে[১৮] কন্দে কন্দ শৃঙ্গারের অনুবন্ধ
ইছুফ পড়িযা গেলা ধন্ধে॥
ইছুফ বসন গুপ্ত জলিখা করএ মুক্ত[১৯]
ইছুফে বান্ধএ পুনর্বাব।
জঘনে জঘন তাড়ি উরু উরু একাকারি
সমজুক্ত নিকটে শৃঙ্গাব॥
হেনহি সময়ে এক উত্তম প্রতিমা দেখ
পাটাম্বর শোভিত অন্তর।
ইছুফে পুছন্ত তত্ত্ব জলিখা কৈয়াব সত্য
কোন আছে মন্দিব ভিতব॥
জলিখা কহন্তি বহি আহ্মার দেবতা অহি
প্রুষা ক্রমে[২০] তাব সেবা কবি।
তুহ্মি আহ্মি এহি কর্ম করিতে দেখিব ধর্ম
লজ্জা বড় নিজ মনে করি[২১]॥
ইছুফ হইল ধন্ধ তাহার দেবতা অন্ধ
তাক দেখি করে ভয় লাজ[২২]।
মোর নিরঞ্জন বিধি পরম করুণানিধি
গোপত বেকত দেখে কাজ॥
ঈশ্বর জানহ এক নাহি মূর্তি রূপ রেখ[২৩]
মতি ভ্রম নাহিক তাহার।
দিবারাত্রি শূন্যস্থূল পেখএ পাতাল মূল
তানে ভাঙে শকতি কাহার॥

১৭ সৎ আ.পা.
১৮. উরু উরু-ঘ
১৯ বেক্ত ঘ, গ.
২০ পুষাক্রমে -আ.পা পুস্যাক্রমে-ঘ, পুরুষাক্রমে -খ,
পুরুসক্রমে-ঙ, প্রুসাক্রমে-ক , পুরুষানুক্রমে।
২১. তেকারণে বস্ত্র আড় করি -ঘ
২২. শুনিয়া ইছপ ধন্ধ তোমার দেবতা অন্ধ
তা দেখিয়া মনে বাসি লাজ-ঘ
২৩. মুরুতি নহে পরতকে-ঘ

এসব বচন জানি আপনার মনে গুণি
গলা হোন্তে এড়িলা সত্বর[২৪]।
তার উরু মৈধ্য হোন্তে চলিলেন্ত অস্তে ব্যস্তে
শীঘ্রগতি ধাই খরতর॥
জলিখা ধাইল পাছে . লাগ ন পাইল কাছে
পৃষ্ঠের বসন আইল করে।
ন পাই ইছুফ সঙ্গ ভূমিত পড়িল অঙ্গ
আকাশের শশী জেহ্ন গড়ে॥
ইছুফ নিকৈল ধাই[২৫] বহু উৎপাত পাই
ঘনশ্বাস মন উতরোল।
সেখনে আজিজ রায় অন্তপুর মৈধ্যে জাএ
ইছুফক দেখি পুছে বোল॥

চতুর্থ দৃশ্য

। মিথ্যা অপবাদে ইউসুফের শাস্তি ।

খর্ব ছন্দ

সপ্ত খণ্ড একান্তে বাহির খণ্ড পাই।
তথা পড়িয়া আছে কন্যা[১] আপনা হারাই॥
সখীগণে খুঁজিয়া পাইল সেহ ঠাঁই।
চৈতন্য করাইল তানে বহুল সান্তাই॥
উঠিয়া বসিলা কন্যা করিয়া আলাপ[২]।
করুণা করিয়া কান্দে বিরহে সন্তাপ॥
মুঞি অভাগিনী নারী মর্কটীর মতি।
সুসমৃদ্ধ আছে তার[৩] বিত্তের বসতি॥
সে পুঞ্জি লইয়া বিত্ত করোঁ উপার্জন।
জাহার সম্ভোগে বসি থাকোঁ সর্বক্ষণ॥
দেখিলুঁ আসিব এক জন্তু তত্ত্ব ভাল।
তাহার কল্পিত ভাবে পাতিলুঙ জাল॥
বহুল সম্ভোগ বন্ধ করিলুঁ সন্ধান।

২৪. এই মত আলাপন কৈন্যা সুনে আনমন
ইছুপে পাইল অবসর-ঘ
২৫. নিকৈল ধাঞি আ. পা. নিকটে ধাই-ঘ, নিকটে ধাইয়া-গ
নিকলি ধাই-খ
১. বিবি-ঘ
২. উঠিয়া বসিয়া কন্যা করন্ত বিলাপ-ঘ
৩. মোর হস্তে আছে তার-ঘ

অবশ্য পূরিব মনুরথ অনুমান॥
সেহি জন্তু উড়িতে করিল জদি মন।
জাল ছিণ্ডিল নিকলিল অন্তর ভুবন॥
ন পাইলুঁ তার লাগ ভুঞ্জোঁ রস ভার।
মোর হস্তে আছে মাত্র ছিণ্ডা জাল তার॥
ইছুফ নিকৈল জদি মন্দির বাহির।
অন্তপুরে প্রবেশিল[৪] আজিজ মিছির॥
সেহি খনে ইছুফ দেখিলা আনমন[৫]।
বিকল হৃদয় তান মলিন বদন॥
পিরীতি সন্ধানে ধরিলেন্ত হাথ।
পুছিলেন্ত মৃদু স্বরে চিত্ত কিছু বাত॥
ইছুফে উত্তর দিলা নৃপতি সম্বোধ।
আন আন ছলে তাক করিল প্রবোধ॥
জলিখার বৃত্তান্ত ন লৈলা কিছু নাম।
আজিজ অগ্রত ব্যক্ত ন হৈল সে কাম॥
আন আন ছলে[৬] ভাণ্ডি ইছুফে বুলিল।
আজিজেহো তার তত্ত্ব মর্ম ন পাইল॥
কন্যা দেখি আজিজ ইছুফ[৭] প্রেমভাব।
নৃপতিত ব্যক্ত করে মোর পরস্তাব॥
এহি অনুমানি[৮] বস্ত্র বিদারি আপন।
চঞ্চল চরিত্র কেশ করি বিলৈক্ষণ॥
আজিজ অগ্রত আইল গণিয়া প্রমাদ।
কপট রচনা[৯] মিথ্যা কহে অপবাদ॥
আজিজে কন্যার তরে পুছিলা বচন।
তোহ্মা হেন কর্ম করে আছে কোন জন॥
জলিখা বোলন্তি এহি ইছুফ অজ্ঞান।
পুত্রবাচ দিয়া তাক করিলা প্রধান॥
তাহাক কিনিতে মোর ধন হৈল ক্ষয়।
দাস নাম মোচন করিলা অতিশয়॥
মন্দির অন্তরে মুঞি পালঙ্গী উপর।
শয্যা সুখে নিদ্রাগত অতি ঘোরতর॥
সেই স্থানে গেল চলি চোরের আকৃতি

---

৪. প্রবেশন্ত-ঘ
৫. নৃ পতি দেখন্ত ইছফক আনমন-ঘ
৬. বোলে -ঘ   ৭. কন্যা দেখি ইছপ আজিজ-ঘ
৮. এহি অনুমানে-ঘ
৯. কপট বচনে -ঘ

কাম অনুভাবে তার লুব্ধ হৈল মতি॥
পালঙ্গীত বসিয়া পরশে মোর অঙ্গ।
উঠিয়া বসিলুঁ মুই নিদ্রা করি ভঙ্গ।
মোর মুখ দেখি ভয়ে হইল অস্থির।
ধাই নিকলিল গিয়া বাহির মন্দির॥
পদে পদে ধাইয়া আইলুঁ তার পাছে।
বাহির খণ্ডেত লাগ পাইলুঁঙ কাছে॥
বসনে ধরিলুঁ তাক নিকলিল লাজে।
বিদার হইল বস্ত্র তান এহি কাজে॥
এহি অপরাধে তাক ঝাটে[১০] কর বন্ধ।
আর জেন হেন কর্ম ন করএ মন্দ॥
মোর হেন কলঙ্ক তোহ্মার মনে ভাএ।
এসব উত্তর তোহ্মা মনে পাতিয়াএ॥
হেন লএ তার অঙ্গে করম প্রহার।
নহেত আপনা আপে করম সংহার॥
আজিজে শুনিল জদি[১১] বাড়ি গেল কোপ
বিচলিত মন তান বিশেষ আটোপ॥
ধর্ম অনুরোধে মন করিলেক স্থির।
তথাপিহ ইছুফ সম্বোধি কহে ধীর॥
শুনহ ইছুফ তুহ্মি জানিলুঁ সম্প্রতি[১২]।
কেহ্নেত তোহ্মার হৈল হেন দুষ্ট মতি॥
তোহ্মাক কিনিলুঁ আহ্মি রত্ন সমতুল্য।
আপনে দেখিলা তুহ্মি আপনার মূল্য॥
বহুল গৌবর ধরি পুত্রবাচ দিলুঁ।
অন্তস্পুর জথ কর্ম তোহ্মা সমর্পিলুঁ॥
নয়ান পোতলি হেন সর্বক্ষণ দেখি।
বহুল সম্মান করি তোহ্মা আহ্মি রাখি॥
জেই ভাণ্ডে খাঅ ছেদ করহ তাহার।
হেন কোন ভুবনে আছএ দুরাচার[১৩]॥
মাতৃজন গমনে জথেক হএ পাপ।
তার সমতুল্য এহি বহুল সন্তাপ[১৪]॥
জদি হেন পাপেত মজিল তোহ্মা মন।

১০. শীঘ্র-ক.খ
১১. ইছুফ সনিয়া হেন -ঘ
১২. সুদ্ধ অতি -ঘ
১৩. এহেন ভুবনে কেহ আছে দুরাচার-ঘ
১৪. পচ্ছাতে নরকে পড়ি পইবা সন্তাপ-ঘ

তুহ্মি হেন মুগধ আছএ কোহ্ন জন॥
ইছুফে শুনিল জদি আজিজের বাণী।
জতু জেহ্ন উনহাইল[15] পাইয়া আগুনি॥
শুনহ আজিজ তুহ্মি রাজ চক্রবর্তী।
বহু মুনি মান্য জন সম তোহ্মা মতি॥
দর্পণ নির্মল তোহ্মা হৃদয় আকৃত[16]।
তোহ্মাত লুকিত নাহি মোর জথ রীত[17]॥
বিধি মোর ভাল জানে দোষ গুণ ভার[18]।
আপনে বুঝিলা তুহ্মি করহ বিচার॥
জলিখা জথেক বোলে সব অনুচিত ।
জথ কথা মিথ্যা হেন জানিঅ নিশ্চিত॥
মুঞিও ব্যক্ত করোঁ জদি তান সমাচার।
ভুবন ভরিয়া হৈব তাহান খাঁখাঁর।।
বামা জাতি স্তিরি সব বামকৃত বাচ।
বামাচারী কহে সব নানা মিথ্যা সাচ॥
জথ সমাচার তান অকথ্য[19] বৃত্তান্ত।
কহিতে মুখেত মোর ন আইসে সিদ্ধান্ত॥
উচিত ন হএ সব করিতে বেকত।
স্তিরি কলা কপট মনের গুপ্ত জথ[20]॥
মোব সমে জথ কর্ম করিল সন্ধান।
অবশ্য হইবে তোহ্মা পদে বিদ্যমান॥
আজিজের অগ্রত ইছুফ জথ বাণী।
জলিখা শুনিয়া ভয়ে হৈল বুদ্ধি হানি॥
ধর্মক স্মরিয়া দিব্য কৈলা কথবার।
কান্দএ নয়ান জল বহে স্রোতধার[21]॥
আজিজের মস্তক পরশি করগত।
ধর্মনাম লই কিরা[22] করিল শপথ॥
কিরা করি মুখে কহে গদগদ বাণী।

১৫. জৌত জেন উনাইল -খ,ঘ
১৬. আকৃতি -গ, অগ্রত -ঘ
১৭. মোহোব প্রকৃতি নহে তোহ্মাত -ঘ
১৮. বিধি মাত্র ভাল জানে দোষ আছে জার-ঘ, সার-খ
১৯. জথেক -ঘ
২০. নারী কলা কহিতে মনের গুপ্ত তত্ত্ব-খ,ঘ
২১. ছন্ন বুদ্ধি ধর্ম স্মরি কান্দিয়া আপার।
বারে বারে লাগে কন্যা দিব্য করিবার-ঘ
২২. ক্রিয়া-খ

নয়নে গলএ জল সত্য হেন জানি[২৩]॥
নারীর কপট ভাব করুণা সঞ্চিত।
মিছা কথা সাচা করে জানিতে নিশ্চিত॥
আজিজে শুনিল জদি কান্দন করুণ।
নিশ্চয় জানিল তত্ত্ব ইছুফ দারুণ॥
ইঙ্গিত করিল নৃপ অনুচর প্রতি।
ইছুফের অঙ্গত প্রহার কর অতি॥
বন্দীশালা ঘরে তবে নেঅ এহিখনে।
আব জেন এহি কর্ম ন করএ আনে[২৪]॥

প্রথম দৃশ্য

। কারাগারে ইউসুফ : শিশুর সাক্ষ্য ।

খর্বছন্দ

বন্দীর অন্তরে[১] জদি ইছুফ রহিলা।
পরম ঈশ্বর তরে ভকতি করিলা॥
ইছুফে পাইল জদি মর্মান্তরে ব্যথা।
প্রভু পদে নিবেদন কৈলা এহি কথা॥
বেকত গোপত মোর তুহ্মি ভাল জান।
ভূত ভবিষ্যত জথ তোহ্মা বিদ্যমান॥
মোর জথ অপবাধ তোহ্মা পদগত।
এহি কথা সত্য মিথ্যা করহ বেকত॥
প্রভু পদে জদি সে এসব নিবেদিলা।
অন্তরীক্ষ বাণী তবে ইছুফে শুনিলা॥
জেখনে ইছুফ সঙ্গে জলিখা সম্প্রতি[২]।
টঙ্গীর অন্তরে ছিল একত্রে বসতি॥
এক সখী কন্যা ছিল অন্তস্পট আড়ে।
নিভৃতে আছিল পরিচর্যা করিবারে॥
তার এক শিশু তিন মাসের সুন্দর।
শয়ন করিয়া[৩] ছিল ঢুলনি উপর॥
সেই শিশু সকল দেখিল কার্য শুদ্ধি।
সেই মুখে শুনিবা আছএ তান বুদ্ধি।

২৩ নয়ানে জে জল পড়ে মুকুতা ঝরনি-ঘ
২৪. হেন কর্ম জেহেন ন করে কোন জনে-ঘ
১. ভবনে-গ
২. জুবতি-ঘ
৩. শয়নে সুতিয়া-ঘ

ইছুফে বুলিলা আসি আজিজ অগ্রত।
মোর এক সাক্ষী আছে প্রমাণ বেকত॥
আজিজে আদেশ কৈলা আন সেই[৪] সাক্ষী।
কোন মত কহ এ অপূর্ব হেন লক্ষি[৫]॥
ইছুফে বুলিলা শিশু[৬] ঢুলনি উপর।
সেহি পরমাণ মোর দেখিছে গোচর॥
জলিখার কোলে শিশু আজিজ সাক্ষাত[৭]।
পরম ঈশ্বর আজ্ঞা নিকলিল বাত॥
কহিতে লাগিল শিশু আজিজ সম্বোধি।
শুনহ আজিজ তুহ্মি কেহ্নে হেন বুদ্ধি॥
এহি কার্য জুক্ত নহে ইছুফ সুমতি।
সর্বথায় ন করিঅ তাহান দুর্গতি॥
মতিমন্ত সুবুদ্ধি ইছুফ পরিনিষ্ঠা।
জগত ভরিয়া আছে তাহান প্রতিষ্ঠা॥
শিশুর মুখেত শুনি এসব নৃপতি।
অপূর্ব আশ্চর্য দেখি হৈল ধন্ধ মতি॥
শিশু তরে আজিজে পুছিল কথা তত্ত্ব।
পরমার্থ তোহ্মাত সকল আছে ব্যক্ত॥
তোহ্মার অন্তর ভাব এহি পাপ-পুণ্য।
কহত স্বরূপ করি কার দোষ গুণ॥
শিশু বোলে মুঞি নহোঁ নবীর চরিত।
কার তরে কার বাক্য ন কহি বিদিত[৮]॥
জাহার অগ্রত ভাগে বিদার বসন।
তার কথা মিথ্যা[৯] জান প্রলাপ বচন॥
জার পৃষ্ঠগত বস্ত্র বিদার প্রমাণ।
সেহি সত্যবাদী ধর্মশীল অনুমান॥
শিশুমুখ হোন্তে সাক্ষী পাইল তত্ত্ব লখি[১০]।
নৃপতি দেখিল বস্ত্র আপনর আঁখি॥
ইছুফের পৃষ্ঠগত জলিখার আগে।
বসন বিদার দেখি গর্জিলেক রাগে॥
গরিহন্ত জলিখাক আজিজের লোক।

৪. তোর-ঘ
৫. কেমতে কহএ কথা সাক্ষাতে আন দেখি-ঘ
৬. সাক্ষী-ঙ
৭. জলিখা অগ্রত সিসু আজিজ সভাত-ঘ
৮. ন করি বেকত -ঘ ৯. মিছা-ঙ
১০. সুনিয়া এসব কথা শিশুমুখে সাক্ষী-ঘ

জলিখার মনেত নাহিক কিছু শোক[১১]॥
ইছুফক প্রশংসা করন্ত সর্বজন।
মিছির ভরিয়া লোকে এহি সে ঘোষণ॥
স্তিরি-কলা কপট প্রলাপ আন আশা।
অন্তরে কল্পিয়া মুখে রহস্য ভরসা॥
জাতি কুলশীল নাম তেজি আপনার।
নিজ অনুচর প্রতি অনুভাব তার॥
তথাপিহ আজিজ কন্যাব উপরোধ।
ন ছাড়এ গৌরব সম্ভাষা পরবোধ॥
শুনহ ইছুফ তুহ্মি কহি উপদেশ[১২]।
এহি বাক্য কার ঠাঁই ন কহ বিশেষ॥
তোহ্মার কর্তব্য কর্ম মুঞি ভালো জানোঁ[১৩]
তুহ্মি মাত্র কার ঠাঁই ন কহিবা আন[১৪]॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

। জোলেখার কলঙ্ক-মুক্তি প্রয়াস ।

খর্ব ছন্দ

আপনে প্রচার হৈল সর্ব রাজ্য দেশ।
ঘরে ঘরে নাবী সবে ঘোষন্ত বিশেষ॥
কিনিলেক অনুচর নিজ ধন বল।
রাজপত্নী হই তার ভাবেত বিকল॥
জৌবন কাতর সেই ভাবে কামাতুর।
অজ্ঞান কলঙ্ক নাই জেহ্ন মতি ভোর॥
জলিখার কুচর্চা করন্তি নারীগণ।
জলিখা শুনিল তবে এসব বচন॥
লোকের বচনে তান লজ্জা হেন জ্ঞান।
কহিলেক দেব ধর্ম পদে আরাধন॥
আপনার মনেত চিন্তিয়া এহি কাজ[১]।
এহি কথা কহিলেক ধাঞির সমাজ॥
ধাঞি বুদ্ধি রচিত করহ নিমন্ত্রণ।
নারী সব ডাকি আন আপনা ভবন॥
নারীগণ সমাজে ইছুফ ডাকি আনি।
তবে তোহ্মা কুচর্চা খণ্ডিব অনুমানি।

---

১১. পবিহ আজিজে বুলে জলেখার প্রতি।
সর্ব লোকে বৌলে তার ভাল নহে মতি-ঘ
জলিখাব মনেত নাহিক কোন শোক-খ
১২. নৃপ কহে ইছুপ ধরে কিছু উপদেশ -গ
১৩. জানি -ঘ ১৪. পুনি-ঘ
১. লোকের চর্চনে তার মনে নাহি লাজ-ঘ

অনুচর আনি তবে করিল আদেশ।
উপহার বস্তু জথ আন সবিশেষ[২]॥
ঘৃত মধু শর্করা বহুল দুগ্ধ দধি।
সুধারসে পূরিত সন্দেশ নানা বিধি॥
এসব ভুঞ্জন সজ্জ[৩] করিল সন্ধান।
আনিলেক অমাত্য-মহিষী রূপবান॥
আইলেন্ত নারী সব সুবেশ করিয়া।
আনন্দিত মন সব সুবেশ রচিয়া[৪]॥
বসিলেক স্তিরি[৫] সব করিয়া আরম্ভ।
*অনুরূপ জার জে আসন অবলম্ব॥
জথেক ভোজন সজ্জ অমৃত রচিত॥
নানা বিধি প্রকার করিয়া আনন্দিত॥
সুবর্ণের থাল বাটি তাহাত পূরিয়া।
সভান অগ্রত আনি রাখিলা মুকাইয়া॥
নানা ফলফুল আনি দিলা উপহার।
নানান সুগন্ধি সব কুসুম্ভ অপার॥[৬]
সেই দেশে তুরঞ্জ[৭] উত্তম ফল নাম।
হিঙ্গুলের বর্ণ ফল দেখিতে উপাম।।
সভান অগ্রত আনি সেই ফল দিল।
নারী সবে সেই ফল হস্তেত লইল॥
ফল কাটিবার তরে কাতি[৮] খরসান।
জন প্রতি এক এক দিল বিদ্যমান॥
এথেক সামগ্রী শেষ[৯] কন্যা কহে কথা :
শুনহ জুবতী সব মনুগত ব্যথা॥
জানাইবা ইছুফ তরে[১০] মোর মনোভাব।
কথ অনুবন্ধে[১১] তার সঙ্গম প্রলাপ॥

২. কন্যার বচনে ধাত্রিও করিল আদেশ।
উপহার দ্রব্য সব আনহ বিশেষ-ঘ
৩. ভুসন সজ্জ-খ, ভুঞ্জন সজ্জা-ঘ
৪. আম্বারি চড়িয়া -গ   ৫. নারী-খ
৬. জার জেই সমজুক্ত আসনে বসিল॥
ভোজন সামগ্রী তবে আনিতে বলিল॥
সুবর্ণের থাল বাটি উপহার ভরি।
আর জথ ফল ফুল দিল আনি সারি॥
নানান সুগন্ধি সব কুসুম অপার।
অগোর চন্দন আদি ভরিয়া ভৃঙ্গার-ঘ
৭. তরুঞ্জ-ঘ, তরুঞ্জ-খ   ৮. কঞ্জরা (খঞ্জর?)-ঘ
৯. সকলকে সম্বোধিয়া -ঘ
১০. থরে-খ   ১১. মোর অনুবন্ধ-ঘ

মোর মনে সেই বিনে[১২] আন নাহি ভাএ
জীবন জৌবন মোর তার সর্বথায়[১৩]॥
কন্যা সবে বোলে আন ইছুফক দেখি।
জাবত ন আন তানে কিছু নহি ভখি॥
জলিখা আদেশ কৈল এক সখী তরে।
ইছুফক কহ গিয়া আসৌক সত্বরে॥
ন আইল ইছুফ তবে সখীর বোল শুনি।
ফিরিয়া আইলা সখী কন্যা গেল পুনি॥
ইছুফ সম্বোধি কন্যা কবিল বিনয়।
মহাজন হৈলে কভু দয়া ন ছাড়এ॥
নিদযা হৃদয় তুহ্মি বড়হি দারুণ[১৪]।
পাষাণ আকৃতি তুহ্মি বড় নিকরুণ[১৫]॥
ভকত জনেব তরে কোহ্নে পরিহরে।
তুহ্মি হেন মুগ্ধ[১৬] নাহি ভুবন ভিতরে॥
অপরাধী হৈলুঁ মুঞি স্তিরির সমাজ।
নারীগণে ঘোষে মোর অপরাধ কাজ॥
অবশ্য তোহ্মাত আছে মোর উপকাব।
তোহ্মা উপলক্ষ্যে মোব খণ্ডএ[১৭] খাঁখাঁব॥
খেনেক আইস তুহ্মি দেখৌক নারীগণ।
সর্বজনে চাহএ[১৮] তোহ্মার দরশন॥
কন্যা বাক্য শুনিয়া ইছুফ অতিশয়।
ইসিত[১৯] হইল তান সদয় হৃদয়॥
জলিখাব আজ্ঞা পাই ইছুফ চলিলা।
মন্থর গমনে স্তিরি[২০] সভাত মিলিলা॥
এক মুখ হৈয়া নারী সব আছে বসি।
ততক্ষণে দেখিল ইছুফ মুখশশী॥
দেখিলেন্ত পরতেখ কিবা এ স্বপন।
এক দৃষ্টে নেহালন্ত পাসরি আপন॥
হাতেত তুরঙ্গ[২১] ফল কাতি খরসান।
হস্ত সঙ্কে ফল কাটে মনে নাহি জ্ঞান[২২]॥
কেহো ফল কাটিতে অঙ্গুলি কাটি নিল।
কিবা কর কিবা ফল এক ন জানিল॥
শোণিত পড়এ জেহ্ন ফল রসধার।

---

১২ মাত্র -খ
১৩. সর্বদায় আ.পা.
১৪ বড় নিদাকণ-ঘ
১৫. শিলা সমতুল-গ
১৬ নিঠুর-ঘ
১৭. কুলের-ঘ
১৮. চাহন্ত-ঘ
১৯. ইসিতে-খ,ঘ
২০. কৈন্যা-ঘ
২১ তরুঞ্জা-ঘ
২২. ফল কাটি হাত কাটে ন করএ জ্ঞান-ঘ

কামভাবে নেহালন্ত[২৩] মুখচন্দ্র তাব॥
কব হোন্তে অবিবত পড়এ শোণিত।
তথাপিত নাবী সবে চাহে এক চিত[২৪]॥
স্তিবি সবে বোলে এহি মনুষ্য মূবতি।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জিনিযা ৰূপখ্যাতি॥
স্তিবিগণে ইছুফক দেখিযা প্রকাশ।
জলিখা বুলিল কিছু হাস্য পবিহাস॥
ধন প্রাণ পণ কবি ইছুফ কিনিলুঁ।
জীবন জৌবন প্রতি[২৫] তাহাক মানিলুঁ॥
মোব ভাব আনল না লাগে তান গায।
মোব কর্মদোষে তান মনে নহি ভাএ॥
বহুবিধ প্রকাব ন হএ মোব সন্ধি।
এবে সে কবিব তাক নির্জনেত বন্দী॥
বন্দীব ঘবেত থাকি হইব বিকল।
মোব অনুমান হৈলে কবিমু মুকল॥
বন্দীব ভিতব[২৬] থাকি হৈব মোব বশ্য।
তবে সে মুকত তাক কবিমু অবশ্য॥
লোহা জেহ্ন অগ্নি পাই জতুব আকৃতি।
তবে সে তাহান কিছু ফিবিব প্রকৃতি॥
জলিখাএ স্তিবিগণ সঙ্গে কহে কথা।
কথজন পডিলেক কামহত ব্যথা[২৭]॥
কোহ্নজন মৃতবৎ[২৮] হৈল হত বুদ্ধি।
কেহো ভাবে বিকল নাহিক কোন শুদ্ধি[২৯]॥
জেহ্ন এক প্রদীপেত পতঙ্গ বহুল।
পড়িতে চাহএ মৃত্যু[৩০] হইযা আকুল॥
জেহ্ন এক সুধাতক ফলন্ত উঞ্চল।
তলে থাকি সর্বজন খাইতে চাহে ফল[৩১]॥
ধবিতে ন পাবে[৩২] ফল ন পড়এ হাত।
খুধায বিকল শবীবেত মর্মঘাত॥
কন্যা সব মর্মঘাতে অনুভাব তার[৩৩]।

২৩ হেবন্ত জে খ ২৪ সেই ভিত-ঘ
২৫ পতি -ঘ ২৬ বন্দীর ঘবত -ঘ
২৭ কথজন পড়ি গেল হৈযা কামহতা-ঘ
২৮ কাম বানে-ঘ
২৯ ভাবেত বিখল হৈল হাবাইল শুদ্ধি-ঘ
৩০ পুড়িতে চাহএ ভ্রমি-ঘ
৩১ তলে থাকি খাইতে ফল সকলে চঞ্চল-আ পা
৩২ পাএ-খ ৩৩ কন্যাসবে মর্মঘাত অনুভাবে তার -খ

কোন অনুবন্ধে হাতে পড়এ তাহার॥*
আপনার ঘরেত জাইতে সবে বোলে।
জলিখা সম্ভাষা করি[৩৪] রঙ্গ কুতূহলে॥
জলিখা বিনয় করে কন্যাগণ ঠাঁই।
মোর কাজ ইছুফেত কহিবা বুঝাই॥
ইষ্টজন হই মোর কর উপকার।
জেন মনুরথ সিদ্ধি হএত আহ্মার॥
ইছুফের অগ্রত আসিয়া কন্যাগণ[৩৫]।
জলিখাব তরে কাজ কহন্তি বচন॥
শুনহ ইছুফ তুহ্মি রূপে বিদ্যাধর।
গগনের চন্দ্র নহে তোহ্মা সমসর॥
তান জথ সম্পদ তোহ্মার হেন জান।
তোহ্মাক বিমুখে তান মরণ সমান॥
তুহ্মি তান শিরের কনক ছত্র ছায়া।
পদ অবলম্বে তানে কর মাত্র দয়া॥
নয়ন পোতলি হেন তুহ্মি তান পতি।
তোহ্মা শুভ দিষ্টি হৈলে হএ শুভগতি॥
জলিখা তোহ্মার দাসী কর আপেক্ষণ[৩৬]
ভিন্ন ভাব তাহানে ন কর কদাচন॥
আজিজের অগ্রত বুলিছে অপবাদ।
পরিণাম খেমিয়া ন গুণ অপরাধ[৩৭]॥
জলিখা তোহ্মাব মনে জদি নহি ভাএ।
আহ্মি সব রূপেগুণে আছি সর্বথাএ॥
কামকলা রস রঙ্গে অপছরা জিত।
আহ্মা সঙ্গে রতি সুখ ভুঞ্জ সমাহিত[৩৮]॥
ইছুফে শুনিলা জদি কন্যা সব কথা[৩৯]।
বিমুখে রহিল তবে হেঁট করি মাথা।
ধর্মস্মরি ইছুফে মাগিলা এক বর।
এহিত সঙ্কট হোন্তে রাখ করতার[৪০]॥
জেহ্ন মতে জথ সৎ রহে তত্ত্ব শুদ্ধি।

*কন্যাসব কামহতা অস্থির শরীর।
কদাচিৎ ধজ্জ হই মন কৈল স্থিব -খ (নতুন পাঠ)

৩৪ করে খ,গ ৩৫. নারী-খ
৩৬. করঅ পেখন-খ
৩৭. পরিনাম গুণিয়া খেমহ অপরাধ-ঘ
৩৮. সমহিত-খ, সমীহিত-আ.পা.
৩৯. সে সবের -ঘ · ৪০. রাখহ ঈশ্বর-ঘ

সেহি মত সন্ধান করহ গুণনিধি॥
স্তিরির সমাজ হোন্তে রাখম[41] বান্ধি মন
স্তিরি মুখ ন দেখি গোঞাম কথক্ষণ॥
লুবুধ ন হম মুঞি স্তিরি মুখ দেখি।
বন্দীত থাকম মুঞি এসব উপেখি॥
এথ সব কথা শুনি জথ নারীগণ।
জার জে মন্দির[42] গেলা বিষণ্ন বদন॥

তৃতীয় দৃশ্য

। বিলাস- কারায় ইউসুফ ।

খর্বছন্দ

একরাত্রি জলিখা আজিজ পাশে আসি।
আপনা দুক্ষের কথা কহে সব বসি॥
আজিজ শুনহ মোর হৈল পরমাদ।
ইছুফ কারণে মোর হৈল অপবাদ॥
মিছির দেশেত মোর অপজশ নাম।
এহি অপকীর্তি মোর হৈলা প্রতি ঠাম॥
সর্ব স্তিরি পুরুষে ঘোষএ এহি কথা।
ইছুফের ভাবে মোর মর্মান্তরে ব্যথা॥
নিশি দিশি মোর মনে তান আনুগত্য[1]।
শুনহ আজিজ মোর এহি মর্ম তত্ত্ব॥
সর্ব লোক মুখে মোর কলঙ্ক বচন।
তেকারণে পাঠাইমু বন্দীর ভবন॥
সর্ব লোকে জানৌক ইছুফ দুষ্টমতি।
অপকর্ম ফলে তান হৈল হেন গতি॥
আজিজে শুনিল জদি কন্যার উত্তর।
আজ্ঞা কৈলা ইছুফ রাখহ বন্দী ঘর॥
সর্বদায় ইছুফ তোহ্মার করগত।
জে করিবা কর তানে তোহ্মা মনোমত॥
এথ শুনি কন্যা গেলা ইছুফ নিকট।
কহিতে লাগিলা তত্ত্ব বহুল প্রকট॥
অবেহো[2] বাঞ্ছিত মোর পুর সহসাত।
সমর্পিল আজিজে তোহ্মারে মোর হাত॥
জদি মোর মনুরথ ন করহ সিদ্ধি।

---

৪১. রাখি-খ ৪২. মন্দিরে-খ
১. অনুগত-খ
২. অবেহো-খ, য়বেহো-ক, এরেহ-গ,ঘ

বন্দীর ঘরেত তোহ্মা রাখিবারে বিধি॥
মোর সঙ্গে বামাচার ন করহ আন।
বিরহ সমুদ্র হোন্তে রাখ মোর প্রাণ॥
মোর রতি রস পূরি থাকিবা কি সুখে।
কোন সুখে বন্দীত রহিবা অধোমুখে॥
ইছুফে বুলিলা মোর বন্দী ভাল গতি।
তোহ্মা মুখ ন দেখি থাকিমু সুখ মতি[৩]॥
জলিখা আদেশ কৈলা অনুচরগণ।
কাঢ়ি লৈ জাঅ শীঘ্রে[৪] ইছুফ বসন॥
দিব্য বস্ত্র কাঢ়ি লৈ হীন বস্ত্র দিল।
সামান্য জনের রূপ করিয়া রাখিল॥
আভরণ কনক লইল ততখন।
লোহার দাণ্ডুকা[৫] দিল অঙ্গের ভুষণ॥
গর্দভ পৃষ্ঠেত তানে চঢ়াইল ছলে।
নগরান্ত[৬] ইছুফক ফিরাইল বলে॥
ডাকোয়ালে ডাক ছাড়ে সকলে শুনিল।
এহেন দুর্জন দাস জলিখা কিনিল[৭]॥
অন্তস্পুর মৈধ্যে কর্ম দুষ্কৃত[৮] রচিত।
ঈশ্বর ঘাতক মহাপাতকী বিদিত॥
এহি তার জোগ্য শাস্তি সর্বলোকে জান[৯]
বন্দীর ভবনে তাক রাখহ সাবধান[১০]॥
সর্বলোকে দেখিতে আইল এহি কাজ।
জানিলেক এসব প্রলাপ কথা সাজ[১১]॥
অতি সুকোমল তনু দেব অবতার।
বিনি অপরাধে শাস্তি করে দুরাচার॥
শিষ্টজন কদাচিত দুষ্ট নাহি হএ।
কৃষ্ণ কালি[১২] দাগ ন জায়ন্তি শত ধোএ॥
জলিখা আদেশ কৈল বন্দী রক্ষিগণ।
ইছুফক রাখ নিয়া বন্দীর ভবন॥
রহিলেন্ত ইছুফ বন্দীত মন সুখ।
বিশেষ সন্তোষ মন নাহি কোন দুখ॥
আর জথ বন্দীজন ইছুফক দেখি।
আনন্দিত[১৩] হৈল মন সে দুঃখ উপেখি॥

৩. তুমাপদ সরিয়া থাকিমো প্রতিনিতি-ঘ
৪ ঝাটে -গ ৫. দারুকা-খ ৬. নগরেত-খ
৭. জলেখায় কিনিল এ নফর দুর্জন-ঘ ৮. দুষ্কৃতি?
৯. জানে -খ ১০. সাবধানে-খ ১১. বায্য (বাহ্য)-ঘ
১২. দুস্টবাণী-খ ১৩. সানন্দিত-খ,ঘ

বন্দী জন সর্বলোক জেহ্ন অনুভাব।
অঙ্গেত ভূষণ জেহ্ন নাহিক উদ্রাব[১৪]॥
এহি অন্ধকূপ স্থানে হৈল চন্দ্রপুর।
জেহেন উদিত হৈল তেজময় সুর॥
বন্দী বক্ষিগণ জেহ্ন ইছুফের দাস।
ইছুফেব পবিচর্যা কবে ইতিহাস॥
জলিখা পাঠাই দিলা সখী বন্দীস্থান।
বন্দী বক্ষিগণ মোব আজ্ঞা পবমাণ॥
দাণ্ডুকা মুকত কব ইছুফেব অঙ্গে।
আপনাব মনসুখে খেলৌক[১৫] বসবঙ্গে।
সেই বন্দী ভবনে তুলিল এক টঙ্গী।
নানা চিত্র বিচিত্র ভূষণ নানা বঙ্গী॥
নাম মাত্র বন্দীত ইছুফ থাকে সুখে।
সর্বক্ষণ আনন্দিত নাহি কোন দুখে॥
ইছুফক দিলা জথ খাট পাট পাটি।
তুলি গাদি বসন ভূষণ বাটা বাটি॥
জলিখা পাঠাই দিলা সেই বন্দীস্থান॥
পবিচর্যা সজ্জাভোগ[১৬] বিবিধ বিধান॥
প্রতিনিতি এক সখী আনিযা জোগাএ।
ভোজন ভূষণ সজ্জা মনে জথ ভাএ॥
ইছুফ বহিলা সুখে সেই বন্দীস্থান।
বিশেষ সম্ভ্রম চিন্তা মনে নাহি আন॥
আপনাব জ্ঞান ধ্যান সমাধি সঞ্জোগ।
সর্বক্ষণ এহি চিন্তা অল্প উপভোগ॥

চতুর্থ দৃশ্য

। জোলেখার অনুশোচনা ।

রাগ-বড়ারী[১]

ইছুফক বন্দী করি বহু মান মনে ধরি
জলিখায় তাপিত অন্তর।
ন বিচারী আপে মর্ম করিলুঙ[২] অপকর্ম
হইলুঙ মন দুক্ষে ভোর॥
মুঞি হত অভাগিনী হওঁ[৩] মুঞি পরাধিনী

১৪ উদ্রব-ক, খ ১৫. খেলে-ক, খ
১৬ ভোজ-ক ১. পরিতাল ছন্দ-খ
২. করিলুম-ঘ ৩. হাহা-খ

মনুরথ ন পূরিল বিধি।
বহুত আরাধি মনে বহু সাধি দেবগণে
পাইলুঙ নিজ গুণনিধি॥
পাইয়া হইলুঁ ভোব গেয়ান নাহিক মোর
জানিলুঙ পূরিলেক কাম।
মোহোর করম দোষে বঞ্চিত হইল রোষে
বিধাতা হইল মোক বাম॥
কথেক তাহার সীজ সুধা এক তরুবীজ
লাগাইলুঁ বহু আশপাশ।
হইলেক সুবলিত অধিক জে সুললিত
দেখিতে মোহোর মনে আশ॥
রহিলুঙ পরবাসে সুললিত তরু আশে
মনে মনে ধর্ম্ম আরাধম।
মোহোর পাপেব বলে হইলেক নিষ্ফলে
ব্যর্থ[৪] কেহ্নে করি পরিশ্রম॥
করিলুঁ অঙ্গেত ঘাত দিলুঁ বহু উৎপাত
আগে পাছে ন বিচারি কথা।
সোঙরি সেহি সে কাজ মুঞি মনে বাসোঁ লাজ
হৃদে ধরো আবে এথ ব্যথা॥
কৃপাক সায়র বিধি তুহ্মি সে গুণের নিধি
তোহ্মা পদে মোর মনস্কাম।
তোহ্মা বিনু অনাথিণী মুঞি হৈলুঁ অভাগিনী
বিধি মোক হইলেক বাম॥
মুঞি বড় অনুরাগী সেহি সে পিউক লাগি
অতাপে তাপিত মোর তনু।
বিধি মোরে নিকরুণ পিউ সেই নিদারুণ
হানএ মদন শর জনু॥
ইছুফক রূপ জথ নয়ানে দেখম তথ
সঘন নয়ানে জলধার।
খেনে দেখোঁ আঁখি পরে খেনে ধাএ দূরান্তরে
কাতর নয়ান জেহ্ন তার॥
সুবসন শুভছন্দ পাইয়া সুগন্ধি গন্ধ
শিরেত ধরম মতি ভোর।
বহুল রুদিত আহ্মি দেখম বিদিত তুহ্মি

---

৪. বেথ্যা-খ

নয়ানে গলএ লহু লোর॥
হৃদয় জে ছটফট সুস্থ নহে মোর ঘট
বিরহে তাপিত মোর আগি[৫]।
নহে মোর দেহ স্বস্থ নাহি জাএ দিন অস্ত
নিশি দিশি থাকোঁ মুঞি জাগি॥
ইছুফের পাদুকায় জেহ্ন সেহ পতকায়
আঁখির উপরে রাখি থাকোঁ।
খেনে খেনে নয়ানেত খেনে খেনে বয়ানেত
খেনে খেনে মস্তকে ধরাওঁ॥
নবীন নাগরী আহ রূপেতে আগরী তাহ
জেহ্ন হওঁ পাগল চরিত।
পিউ জেহ্ন সুধাবিন্দু প্রেমলাভ ভাবসিন্ধু
হাকলি বিকলি করি রীত॥
ইছুফের হেন বন্ধ বিশেষ হইল মন্দ
দিবাচন্দ্র জেহ্ন হীনজ্যোতি[৬]।
মদন জড়িত দেহা বিরহে তাপিত নেহা
বিশেষিত রভস ভকতি॥
ইছুফ ছিলেক জথা আপ আপে গেলুঁ তথা
লুটাইলুঁ ধরণীত অঙ্গ।
এহি ভূমি ভরপুর প্রাণ পিউ পদধুর
মোহোর দেহত লাগে রঙ্গ॥

পঞ্চম দৃশ্য

। ইউসুফ সন্দর্শনে জোলেখা ।

পরিতাল ছন্দ

বিরহে তাপিত হৃদয় কম্পিত
উন্নত লোরএ কেশ।
মলিন বয়ান কাতর নয়ান
আউল বাউল বেশ॥
মুগুধ মূরতি লুবুধ প্রকৃতি
শরীর শমন মান।
চান্দনি চন্দন মদন বেদন
দহএ দুগুণ বাণ॥
কোকিল নাদিত বিকল বাদিত

৫. আঁখি-ঘ ঘ
৬. দিন জেন অন্ধকার জ্যোতি-ঘ

ভ্রমর ভ্রমরী জোড় ।
তাহ ধ্বনি শুনি কন্যা মনে গুণি
ভাবিতে ভকতি ভোর॥
চাতক নাদিত পিউ বিহরিত
সুস্বর পূরএ মধুর ।
নানা পক্ষীগীত শুনি সুললিত
ধাবএ পরাণ দূর॥
দক্ষিণ সমীর বহে অতি ধীর
প্রভাতে ঘাতক জিউ ।
পরিমল গন্ধ পাই নানা ছন্দ
বিরহ বিচ্ছেদ পিউ॥
একদিন নিশি কন্যা রহে বসি
আপনা মন্দির মাঝ ।
বিশেষ দুক্ষিত অতি সুরচিত
ইছুফ দেখিতে কাজ॥
মোর ঘর বার হৈল অন্ধকার
সেই চান্দ মুখ বিন ।
হেরিতে বয়ান সাফল্য নয়ান
ন দেখিয়া তনু খীন॥
তোর সেবা কার্য কথ পরিচর্য
করিব কোন গুণবতী ।
বসন ভূষণ ভুঞ্জন শয়ন
করে কোহ্নে[১] প্রতিনিতি॥
কাম তাপ জথ ব্যর্থএ নিব্যর্থ
মদন সারথি বলে ।
হই তুরমান গেল বন্দীস্থান
নগর ভ্রমণ ছলে॥
গজেন্দ্র[২] গামিনী চলিলি জামিনী
চপল চঞ্চল মতি ।
পাইয়া সঙ্কট গেলেন্ত নিকট
ইছুফ চরণ গতি॥
তাহান দেখি রীত পশ্চিম দিকেত
ভূমিত পড়িয়া আগে[৩] ।
ধর্ম পর স্তুত জ্ঞান পদ মুক্ত

---

১. করিবে কে -খ
২. বিজুত -ঘ
৩. পরসি লাগে-গ

নিরঞ্জন অনুরাগে॥

খেনে উর্দ্ধদৃষ্ট খেনে পদপৃষ্ঠ
থাকএ তুষি ধর্ম্মবোধ।
দণ্ডাই কর জুড়ি পরমার্থ স্মরি
আছএ শাস্ত্র অনুরোধ॥
জলিখা বসিয়া গোঞাএ কান্দিয়া
বিকল হৈল তান মতি।
চিন্তি খাইলুঁ বিষ জাইতে নাহি দিশ
কিং[4] করিব অব্যাহতি॥
ইছুফে শুনি কথা মনে লাগে ব্যথা
বহু দুক্ষ মনে মানে॥
নিশি গেল[5] দেখি সঙ্গে করি সখী
আইল অন্তস্পুর স্থানে॥
ন দেখিয়া ভাল গঞিলেক কাল
আবেহো[6] বিচ্ছেদ ভেদ।
নানা পরিবাদ বুলিলুঁ অপরাধ
নৃপতির মনে খেদ॥
বহু অনুসন্ধি নৃপতি কৈল বন্দী
মুক্ত নাহি কোন কাজ।
হৈল চিরকাল ইছুফের ভাল
ন দেখি স্তিরির সমাজ॥
আর একদিন জলিখা মলিন
বসিল খাটের 'পর।
গবাক্ষ মুকত দেখেন্ত বেকত
ইছুফের বন্দী ঘর॥
ছিল নানা সুখ দেখন্ত জে মুখ
নয়ান অগ্রত সেবা॥
নিশি দিশি ভরি তান পদে ধরি
হেরিতে পরতেখ দেবা॥
সেহি মুখ বাণী সুধারস জানি
শ্রবণে শুনিলুঁ ভাষ।
সুবেশ সজ্জিত মনের বাঞ্ছিত
বিবিধ করিলুঁ লাস॥

৪. কে -ঘ
৫. সেস-খ
৬. এবেসে-ক,খ

ছেনাহা[৭] সুগন্ধ সৌরভ সানন্দ
নানা ভরিপুর দেশ।
দেহ পরিমল সমীর শীতল
ভরল আক্ষার কেশ॥
তান মুখ জ্যোতি মোহোর দীপতি
ছিল শুভ পরভাত।
হৈল ভোর নিশি মন্দ হেন বাসি
হৃদয় অন্তরে ঘাত॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

। স্বপ্ন ব্যাখ্যাতা ইউসুফের কারামুক্তি ।

জমক ছন্দ

রাগ -আছোয়ারী

ইছুফ রহিলা জদি বন্দীর ভবন।
আপনার জথ কথা চিন্তে অনুক্ষণ॥
জ্ঞান ধ্যান বিনু তান আন নাহি মতি।
ধর্ম কর্ম বেদ মন্ত্র পরমার্থ গতি॥
নিতি প্রতি প্রভু সমে সঙ্গম সঞ্জোগ।
শত ভাএ বঞ্চিত কিঞ্চিৎ উপভোগ[১]॥
অন্তঃপুরে কান্দিয়া জলিখা হতবুদ্ধি॥
বিরহে বিকল চিত্ত কিছু নাহি শুদ্ধি॥
মৃত্যু হেন জীবন জৌবন ঘাটি জাএ।
জনম অবধি ব্যাধি স্থির নহে কায়॥
ইছুফের সঙ্গে তান জথ ছিল কথা।
সেহি সব সোঙরণে মনে লাগে ব্যথা[২]॥
জথ ছিল সঙ্গতি উত্তর পদুত্তর।
সেহি[৩] সব হৃদে মুখে জপে নিরন্তর॥
বন্দীর ভবন দিকে দৃষ্টি ধ্যান তার।
বিচলিত বিকলিত মদন বিকার॥
হেনহি সময়ে কাল জোগ উপস্থিত[৪]।

৭. সেনহ -ঘ, স্নেহ-সং
১. উপজোগ-খ
২. সেই সব সরণে মনেত লাগে বেথা-খ.
৩. সরি-ং-খ
৪. উপজিল-ঘ

আজিজক মৃত্যু হৈল জানহ নিশ্চিত॥
আজিজের নিধন পড়িল ততক্ষণ[৫]।
জলিখা হইলা অতি শোকাকুল মন॥
দুক্ষের উপরে দুক্ষ দিল বিধি তার।
হস্ত হোন্তে দূর গেল রাজ্য[৬] অধিকার॥
আপনা ইচ্ছায় জাএ বন্দীর ভবন।
তান আজ্ঞা পাল সব বন্দী রক্ষিগণ॥
ইছুফ দর্শনে কন্যা হএ মনসুখী।
নিশি গোঞাইয়া আইসে হই মনদুখী॥
সেহি কন্যা কর হোন্তে গেল ভার দূর[৭]।
বিশেষ নৃপতি হৈল বিচ্ছেদ আতুর[৮]॥
পূর্ব নরপতি হৈল রাজ্য অধিপতি।
সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য করে নিতি॥
নৃপতির অনুচর দুইত[৯] প্রধান॥
রাজ আজ্ঞা বন্দী তাক করিল সন্ধান॥
রহিলেক দুহুজন বন্দীর ভবন।
ইছুফ নিঅড়ে আইসন্ত সর্বক্ষণ॥
এহি সম আচার গঞিল কথ কাল।
রাজকার্য রচিত সকল রাজ্য ভাল॥
একরাত্রি সেই দুই দেখিল স্বপন।
ইছুফ অগ্রত আসি কহে বিবরণ॥
ভুঞ্জন সামগ্রী সব থাল বাটি ভরি।
মস্তক উপরে রাখিলুঁ হাতে ধরি॥
চিলে কাকে কাড়িয়া খায়ন্ত শির 'পর।
এহি ভয় পাই মুঞি জাগিলুঁ সত্বর॥
আর একে বোলে স্বপ্ন দেখিলুঁ প্রভাতে।
সম্পূরণ কনক কটোরা মোর হাথে॥
রহিয়াছোঁ নৃপতি অগ্রত ভয়মান।
কহ মহাশয় এহি স্বপ্নের বাখান॥
আদ্য স্বপ্ন জে দেখিছে কহিলেন্ত ভেদ।
কালি তোহ্মা নৃপতি করিব শিরচ্ছেদ॥
দোসর জনের স্বপ্ন কহন্ত প্রতীত।

৫. জদি সে আজিজ নৃপ হইল নিধান-ঘ
৬. গেল রাজ্য দুর -ঘ
৭. গেল ভার দূর-খ
৮. অন্তর -খ,গ,ঘ
৯. হইল-ঘ

টঙ্গীর অন্তরে ছিল জথ সমাচার।
শিশু সাক্ষী দিয়া সেহো করিল প্রচার॥
লোক ভাণ্ডিবার তরে রচিলেক বুদ্ধি।
নৃপতিত কহিল সকল মর্ম শুদ্ধি॥
সেহি অনুচর আজ্ঞা করিলা নৃপতি।
তুহ্মি গিয়া ইছুফক আন শীঘ্র গতি॥
সেহি অনুচর গেলা ইছুফ অগ্রত।
আপনার নিবেদন কৈল মর্ম তত্ত্ব॥
বন্দী হোন্তে মুক্ত মুঞি হৈলুঁ জেই ক্ষণ।
তোহ্মার বৃত্তান্ত কথা হৈলুঁ বিসরণ॥
আজি সে স্মরণ হৈল[১৫] স্বপ্নের কারণ।
তুহ্মি তথা চল শীঘ্রে এ রাজ ভবন॥
বিস্ম জুক্ত নরপতি তোহ্মা নাম শুনি।
স্বপন বৃত্তান্ত[১৬] কহ নিজ মনে গুনি॥
ইছুফে শুনিলা জদি এ সব বৃত্তান্ত।
মোর বন্দী মুকত কহিতে নাহি অন্ত॥
আগে মোর দোষগুণ করহ বিচার।
তবে সে কহিয়া দিমু স্বপ্ন সমাচার॥
ইছুফে বোলন্ত মোর হৈল পরিবাদ।
বিচার করিয়া দেখ কোহ্ন অপবাধ॥
স্ত্রিরি সব আনিয়া পুছিয়া চাহ বাত।
তুরঙ্গ[১৭] কাটিতে করেত হৈল ঘাত॥
নৃপতির আজ্ঞায় আনিল[১৮] নারীগণ।
জলিখা আইল শীঘ্রে রাজ সম্ভাষণ[১৯]॥
নারী সবে বাখানন্ত ইছুফ প্রকৃতি।
নিষ্পাপ শরীর জেহ্ন দেবতা আকৃতি॥
ইছুফের ভাবেত জলিখা কামাতুর।
সর্বথায় চাহে তান রতি রস পূর॥
শত ভাএ ইছুফ সম্ভোগ পরিত্যাগ।
জলিখার জীবন ইছুফ পদে লাগ॥
জলিখা বোলন্ত মোর সব দোষ ভার।
ইছুফের অপরাধ কিছু নাহি আর॥

১৫. আজিজ্জ সরণ কৈল-আ.পা
১৬. প্রতীতি (প্রতীত্য)-ঘ
১৭. সেই ফল-ঘ ১৮. আইল-গ
১৯. জলিখা আইল সিগ্র রাজ সভাসন-ঘ

পর বাক্য শুনি বন্দী করিলুঁ সন্ধান।
তবে সে মানস মোর পূরে মনস্কাম॥
জলিখা চলিয়া গেলা কহি এহি কথা।
নিশি দিশি তান মনে ইছুফের ব্যথা॥
নৃপতিব আজ্ঞা হৈল ইছুফের প্রতি।
অশ্ব আবোহণ করি আইস[20] শীঘ্র গতি॥
জথ দূব রাজস্থল পোতাসন[21] পন্থ।
বিছাইল বিচিত্র বাস তাব নাহি অন্ত॥
জথেক আছিল মুখ্য অমাত্য কুমার।
কেহো চড়ে অশ্ব 'পরে কেহ সুখ সার।
কনক মণ্ডিত ছত্র আভরণ পূর।
ইছুফ চলিলা সঙ্গে জেহ্ন স্বর্গ সুর॥
হাথে অস্ত্র করি সৈন্য জথেক প্রধান।
ইছুফেব আগে পাছে ধবিল জোগান॥
আগুবাঢ়ি আনিলেক বহুতব সৈন্য ।
ইছুফক সর্ব লোকে বোলে ধন্য ধন্য॥
বন্দী হোন্তে মুক্ত হই ইছুফ চলিলা।
শুভক্ষণ কবি বাজদর্শন করিলা॥
পাত্র মিত্র সকলে আনিলা আগু বাঢ়ি।
নৃপতি সভাত আইলা বহু মান্য করি॥
আপনে নৃপতি আসি সম্ভাষা করিলা।
গলে গলে মিলিযা বহুল আলিঙ্গিলা॥
ইছুফ দর্শন দেখি প্রকৃতি আচার।
নৃপতির মনে হৈল আনন্দ অপার॥
সর্ব লোকে বোলে এহি দেব অবতার।
মহা সাধু সিদ্ধা রূপ প্রকৃতি তাহার॥
ইছুফ সম্বোধি কহে নৃপ মহাশয়।
তোহ্মার প্রকৃতি আহ্মি জানিলুঁ নিশ্চয়॥
এহি অপমান মনে ন ভাবিঅ আর।
বিধাতা রচিত এহি তোহ্মা উপকার॥
আহ্মা কার্যগত তুহ্মি হঅ সমাহিত।
আপনার মুখে স্বপ্ন কর পরীক্ষিত॥
ইছুফে বোলন্ত শুন নৃপমহামতি।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত তোহ্মা কহিমু সম্প্রতি॥

২০. আন-গ
২১. পোতাসালা-ঘ

সপ্ত বৃষ হৃষ্ট পুষ্ট অতি সুবলিত।
আর সপ্ত বৃষ কৃশ তনু দুর্বলিত॥
খীনবল সপ্ত গরু বলবন্ত হৈআ।
এহি সপ্ত বৃষক খাইতে গেল ধাইয়া॥
জেহ্ন ব্যাঘ্রে ঝম্প দিআ তাহাক ধরিল।
অহি সপ্ত পুষ্ট তনু গরুক ভক্ষিল॥
এহি স্বপ্ন[22] দোষগুণ কহত প্রতীত।
স্বপন শুনিব আহ্মি সাবধান চিত॥
ইছুফে বোলন্ত বাণী স্বপন কথন।
সাবধানে শুনে নৃপ হই এক মন॥
দেখিলা যে সপ্ত গরু পুষ্ট অঙ্গ তার।
সপ্ত ছড়া গোহোম তণ্ডুল পূর্ণ আর॥
সেহি সপ্ত ছড়াত সঞ্জোগ হৈব কাল।
সপ্ত অব্দ পৃথিবী পূরিত শস্য ভাল॥
আর সপ্ত বৃষ কৃশ তনু দুর্বলিত।
সপ্ত ছড়া গোহোম জে তণ্ডুল বর্জিত॥
সেহি সপ্ত বরিখ দুর্ভিক্ষ হৈব কাল।
জলশূন্য পৃথিবী শুখাইব খাল নাল॥
স্বপ্নের বৃত্তান্ত এহি কহিলুঁ নিশ্চিত।
নৃপতি দেখন্ত আপে নিজ মন হিত।

। মন্ত্রী ও মিশররাজ রূপে ইউসুফ ।

জমক ছন্দ

এথ সব বিবরণ শুনিয়া নৃপতি।
জানিলেক সর্বজ্ঞ ইছুফ মহামতি॥
পুছিলেন্ত পাত্র মিত্র জার জেহি বিধি।
সভানের মানস কহিয়া দিলা শুদ্ধি[1]॥
ইছুফ সম্বোধি কহে নৃপ মহামতি।
শুনহ ইছুফ তোহ্মা কহিএ ভারতী॥
রাজকার্যে তোহ্মা হেন জোগ্য মতি ধীর[2]।
তোহ্মাক করিব আহ্মি আজিজ মিছির॥
মিছিরের জথ লোক আনাই প্রধান।
পাত্র মিত্র অমাত্য সকল বুদ্ধিমান[3]॥

---

২২. সপ্ত -আ.পা.
১. সকলের মনুরথ কহি দিল সিদ্ধি-ঘ
২. রাজ কার্য্য হেন জোগ্য তোহ্মা মতি ধীর-ক,খ
৩. বিদ্যমান -গ

সভা করি বসিলেন্ত পূরিয়া সমাজ।
দেবগণ বেষ্টিত জেহেন দেবরাজ॥
সভা সম্বোধিয়া কহে মিছির ঈশ্বর।
শুন শুন মহাজন আহ্মার উত্তর॥
বৃদ্ধ হৈলুঁ পৃথিবীত পুত্র নাহি মোর।
অনুদিন[৪] এহি চিন্তা করোঁ মতি ভোর॥
মনে মনে জুকতি কল্পিয়া কৈলুঁ সার[৫]।
ইছুফক দিমু এহি রাজ্য অধিকার[৬]॥
একে একে সর্বলোক দেখিলুঁ বিচারি।
সমর্থ ন হএ কেহ রাজকার্য ভারী॥
রাজ্যের ভাজন জদি পুত্রক ন দেখি।
ভিন্ন জনে ভাজন করিএ অভিষেকি॥
এহি উপনীত দেখি শাস্ত্র বেবহার।
একারণে ইছুফক দিমু রাজ্য ভার॥
নৃপতিব মুখে শুনি এসব উত্তর।
সত্য সত্য পাত্রগণে বোলন্তি সত্বর॥
লোকের সৌভাগ্য নৃপ ইছুফ হইল।
আজিজ মিছির নাম সকলে থুইল॥
আপনার ছত্র দিলা রত্ন সিংহাসন।
মাণিক্য রতন দিলা অঙ্গের[৭] ভূষণ॥
ইছুফ বোলন্তি শুন বৃদ্ধ রাজেশ্বর।
তোহ্মার আদেশ মোর শিরের উপর॥
এহিত বরিখ ধরি সাহায্য সুরীত[৮]।
শস্যমাত্র পৃথিবীত সকল পূর্ণিত॥
জেহ্নমত রাজ্যলোক রহে ভাল রীত।
সেহি মাত্র চিন্ত রাজা তুহ্মি সমুচিত[৯]॥
নৃপতি বোলন্তি শুন ইছুফ সুজন।
তোহ্মাক করিল আহ্মি রাজ্যের ভাজন॥
তোহ্মার জে মনে লএ কর রাজ্য কাজ।
পাত্র মিত্র একাজুক্তি করিয়া সমাজ॥
জথ সৈন্য সেনাপতি রাজ্যের প্রধান।

৪. অনুক্ষণ-গ,ঘ
৫. করিলুঁ মুঞি সার-ঘ
৬. ইছুফক দিমু মুঞি এহি রাজ্যভার -ঘ
৭. অঙ্গুরী-গ
৮. এ সপ্ত বরিস ধরি সাহায্যের রীত-খ
৯. সেই মাত্র চিন্ত রাজা জেন সমুদিত-ঘ

ইছুফক করিলা আজিজ অনুমান॥
মিছির অধীন জথ আছএ রাজ্য গ্রাম।
সর্বত্রে প্রচার হৈল ইছুফের নাম॥
আজিজ মিছির হেন নাম প্রচারিল।
ঘরে ঘরে নৃত্যগীত[১০] আনন্দে পূরিল॥
অস্ত্রধারী শস্ত্রধারী চতুরঙ্গ সৈন্য।
আজিজ মিছির নাম হৈল ধন্য ধন্য॥
রাজ্য রাজ্য গ্রাম গ্রাম ফিরিয়া দেখিল।
গ্রামপ্রতি দুই ঘর ভাণ্ডার বান্ধিল॥
গ্রামিক লোকের ভাল শস্য উপজিল।
স্ব-ইচ্ছায় কিনিলেক দিয়া জুক্ত মূল॥
জমির[১১] জথেক কর নিয়ম প্রকার।
সেহি ধনে ধান্য কিনি ভরিল ভাণ্ডার॥
অজুতে অজুতে ধন ধান্য কিনিবার।
নানা বর্ণ শস্য লই ভরিল ভাণ্ডার॥
আজিজের এহি কর্ম ছিল নিরন্তর।
ভাণ্ডার ভরিল শস্য অতি বহুতর[১২]॥
এহিমত সপ্ততি বরিখ নির্বহিল।
বৃদ্ধ রাজা মহাশয়[১৩] পরলোক পাইল॥
সহজে ইছুফ হৈলা মিছির নৃপতি।
তাহান প্রশংসা প্রতি রাজ্য হৈল অতি॥
আজিজ মিছির হেন নাহি রাজেশ্বর।
মহিমা মহত্ত্ব তান দিক দিগন্তর॥
এক অশ্ব আজিজের উপজিল ভাল।
দশ লক্ষ অশ্বের প্রধান তার চাল॥
জেহ্ন সুররাজের অশ্বের মতিগতি।
নিমেষে দিগন্তে চলে বিদ্যুৎ আকৃতি॥
অষ্টঅঙ্গে অষ্টবর্ণ[১৪] তনু সুবলিত।
উঞ্চল চঞ্চল গতি অতি সুশোভিত॥
ইন্দ্রের তুরঙ্গ জেহ্ন গগন সঞ্চার।
নিমিষে ভ্রমণ করে সয়াল সংসার॥

১০. ঘট দীপ-গ
১১. ভুমির খ,গ.
১২. নাহিক অন্তর-ঘ
১৩. মহানৃপ-ঘ
১৪. অষ্ট বর্ণ অশ্ব রঙ্গ-ঘ

শব্দ তার ঘোরতর জাএ দূরান্তর।
সকল শ্বসন[15] শুনে রাজ্যের ভিতর॥
জখনে মিছির পতি অশ্বেত চড়এ।
কনক রতন জিন বিশেষ সাজএ॥
আজিজ অগ্রত অশ্ব দেয়ন্ত ফিরাই।
মনুরথ বলে অশ্ব দেয়ন্ত জোগাই॥
হেন অশ্ব আরোহিয়া ভ্রমে বাজ্য দেশ।
তাহার তুলনা অশ্ব নাহিক বিশেষ।
জথ দূর সৈন্য বৈসে শব্দ জায় তাব।
শব্দ শুনি সৈন্য সব আইসে রাজ -দ্বাব॥
আজিজ মিছির জদি আরোহণ গতি।
দুই পাশে ছড়িদার চলে রঙ্গমতি।
ছড়িদার প্রতি আজ্ঞা কৈল নৃপবর।
স্তিরি জেহ্ন গোচর ন হএ মোর তর[16]॥
কদাচিত স্তিরি মুখ ন দেখাঅ মোক।
সাবধানে সমাহিতে থাক সর্বলোক॥
চতুর্দশ লক্ষ অশ্ব সৈন্য পরিবার।
কনক রতন মণি পদে জড়ি তার॥
আর জথ আছে সৈন্য তার নাহি অন্ত।
আজিজ অগ্রত সৈন্য থাকএ নিরন্ত॥
হেনমতে সর্বসৈন্য পালে লোক[17] দেশ।
দিনে দিনে তেজ বল বাঢ়এ বিশেষ॥

জোলেখার বার্ধক্য ও অন্ধত্ব

জমক ছন্দ[1]

রাগ-ভাটিয়াল

জলিখা বসিয়া থাকে আপনা মন্দির।
অভিমানী বুদ্ধিহানি মতি নাহি স্থির॥
কেহো জদি ইছুফের কহন্তি বারতা।
জেহি মাগে সেহি দেন্ত হইআ সম্মতা[2]॥
বোলন্ত ইছুফ এবে হৈল নরপতি।
আক্কাক স্মরণ মনে নাহি তান মতি॥

১৫. সসন্য-ক, সুসন্য-খ, শ্বসনি (শোষনি) -আ.পা.
১৬. থর-খ   ১৭. রাজ্য-ঘ
১. পয়ার ছন্দ -গ, তথা ছন্দ -ঘ
২. সন্য মাতা-খ

কোহ্ন মতে একসরী থাকে পুরী মাঝ ।
কোহ্নে তান পরিচর্যা করে জথ কাজ॥
তান রাত্রি প্রভাত হইল সতন্তর ।
মোর নিশি দীর্ঘল হইল ঘোরতর ।
কেহো বোলে আজিজে লৈছে তোর নাম ।
বহুধন দিয়া তানে পূরে মনস্কাম॥
মিথ্যা কথা প্রলাপ জলিখা তরে[৩] কহি ।
বহুধন হরিয়া নেয়ন্ত কাছে রহি॥
জথেক আছিল রূপবন্ত দাসী দাস ।
তান মন বুঝিয়া ছাড়িয়া গেল পাশ॥
মাতৃতুল্য ধাঞি তান হইল নিধন ।
বহুল দুর্গতি হৈল জেহ্ন হীনজন॥
প্রাণ সমতুল্য দাসী গেল জথা তথা ।
অস্থিচর্ম শেষ মাত্র মর্মান্তরে ব্যথা॥
জৌবন অমূল্য-ধন গেলেক চলিয়া ।
কনক রতন মণি নিলেক ভাণ্ডিয়া ॥
প্রভাকর বদন আছিল শশীমুখী ।
সামান্য জনের রীত জেহ্ন জন্মদুখী॥
শতে শতে দাসী জার চন্দ্র অবতার ।
নক্ষত্র বেষ্টিত জেহ্ন পূর্ণ নিশাকর॥
হেন জন জেহ্ন এক নগরুয়া নারী ।
এক দাসী সঙ্গে শেষ নাহি দুই চারি ।
জার কেশ সৌরভ সমীর সমুদিত ।
আউল বাউল অতি কুভেস চরিত॥
জার দন্ত বিজুত চমকে ছটফট ।
দেখি দূর জাএ তার দশন বিকট॥
জার আঁখি কটাক্ষে হানিত তীক্ষ্ণ বাণ ।
হেরিতে জুবক ধড়ে ন রহিত প্রাণ॥
হেন চক্ষু রুদিতে প্রত্যক্ষ মুখ জুতি ।
ঘাটি ঘাটি জাএ জেহ্ন চন্দ্রের আকৃতি॥
অবশেষ এক দাসী আছিল নিদান ।
পাষাণের প্রতিমা আছিল তার থান॥
পিঠ হইল কুবুজ নয়ান অন্ধমতি ।
লঘুমূর্তি অনুতাপ অনুমৃতা অতি॥
দেহ দহে বিরহ জ্বলিত কামানল ।

---

৩. থরে-খ

শেষমাত্র জীবন নিদান হীনবল॥
ইছুফেব বাখান করএ জেহি জন।
তার কাছে বসিয়া থাকএ সর্বক্ষণ॥
রূপরেখ বল বুদ্ধি ঘাটিল সকল।
নিশি দিশি বিরহিণী বিষাদে বিকল॥
এক দাসী সঙ্গে করি জাএ জথা তথা।
লোকে বোলে জলিখা মরিয়া গেল কথা॥
ইছুফক মনে তানে নাহিক স্মরণ।
মনে অনুমান করে লভিল মরণ॥
মিছিরের লোক সভে বিসঁরিল তারে।
বহুল বরিখ হৈল কোহ্নে পুছে কারে॥
জেহি পন্থে আজিজ আসএ প্রতি নিতি।
সেহি পন্থে জলিখায় করএ বসতি॥
পন্থেত রহিল এক খুদ্র বাসা ঘর।
সেহি ঘরে জলিখা রহিলা নিরন্তর॥
জেখনে আজিজ সেহি পন্থে চলি জাএ।
দণ্ডাইয়া নিবেদন করে তান পায়॥
ছড়িদারে ডাকি বোলে দূরান্তর রোল।
তে কারণে আজিজে ন শুনে কার বোল॥
বাসাত রহিতে আইসে হইয়া নিরাশ।
কান্দিয়া বিকল চিত্ত হইয়া হতাশ॥
নয়ানের জলে মুখ ধোএ নিরন্তর।
নিশি বসি গোঞাএ জাগিয়া একসর॥
বালক সকল বুঝি বুড়ির ধারণ।
আজিজের দর্শন চাহএ সর্বক্ষণ[৪]॥
বুড়ীবে ভাণ্ডিতে সব ছাওয়ালে চাহন্ত।
শুন বুড়ী এহি পন্থে আজিজ আসন্ত॥
এহি বাক্য শুনিয়া নিকলে ত্বরমান।
লইতে আজিজ অঙ্গ সুগন্ধি সুঘ্রাণ॥
অঙ্গের সুগন্ধি জবে ন পাএ সমীর।
বোলে আহ্মা ভাণ্ড ছাওয়াল অথির॥
জদি সত্য আজিজ পন্থেত চলি জাএ।
তবে আহ্মি অহি অঙ্গ গন্ধ তান পাএ॥
কথেক বরিখ গেল জোগ পরিপাকে।
আজিজ জাইতে পন্থে উভা হই থাকে॥

৪. অনুক্ষণ-খ

কোনদিন আজিজ ন করে অবধান।
প্রতিনিতি জলিখার এহি সে ধেয়ান॥
একরাত্রি জলিখা আপনা বাসা ঘরে।
পাষাণ প্রতিমা আনে আপন গোচরে॥
তোহ্মা বুলি পরম দেবতা প্রতিভাষ।
তোহ্মাক সেবিতে মোর হৈল সর্বনাশ॥
মোর ইষ্ট দেবতা তোহ্মাক জানি ভাল।
তোহ্মাক পূজিতে মোর গ্রাসিলেক কাল।।
মুঞি জদি জানোঁ তুহ্মি পাষাণ প্রকৃতি।
তোহ্মাক সেবন করি মোর হেন গতি॥
সেবিতে সেবিতে তোহ্মা গেল মোর আঁখি।
এ কারণে করোঁ মুঞি নিরঞ্জনে সাক্ষী॥
পাষাণ ভাঙ্গিয়া আজি করিমু চৌখণ্ড।
ব্যর্থে সেবা কৈলুঁ তোক জানিলূঁম ভণ্ড॥
সহজে পাথর তুহ্মি জানিলুঁ ধারণ[৫]।
নিষ্ফল চরিত্র তোক সেবি অকারণ॥
মূঢ় জনে তোক পূজে এক মন ধ্যানে।
তা হোন্তে মুগধ নাহি এতিন ভুবনে॥
পরমার্থ হেন তোক ব্যর্থে বোলে লোক।
তোর সেবা করিয়া পাইলুঁ এথ শোক॥
ইছুফে সাফল্য তান ভাবে নিরঞ্জন।
সেহি পন্থ পরমার্থ লএ মোর মন॥
প্রতিমাক পাছাড়িয়া কৈল খণ্ড খণ্ড।
ভূমি তলে খেপি[৬] তাক কৈল লণ্ড ভণ্ড॥
কান্দিয়া পশ্চিম দিকে করিলেন্ত মুখ।
পরম ঈশ্বর সেবা করেন্ত মন সুখ॥
তুহ্মি সর্ব ঈশ্বর করতা নিরঞ্জন।
তোহ্মা সেবা করিতে উশ্চাএ[৭] মোর মন॥
এথেক বরিখ ধরি পাথর সেবিলুঁ।
তাহাক বিমুখ হই তোহ্মাক ভজিলুঁ॥
এথদিন তাক পূজা কৈলুঁ অকারণ।
এহি অপরাধ মোর কর বিমোচন॥
নিষ্ফল হৈল মোর সেবি অন্ধ কায়।

৫. পাসান-গ
৬. পেলি-খ
৭. ইশ্চা হৈল-গ, উশ্ছাহা-আ. পা.

মুঞি পাপী শরণ লইলুঁ তোহ্মা পায়॥
ইছুফের দীক্ষা শিক্ষা উপদেশ ভাগে।
সেহি পন্থ মুকত করহ মোর আগে।
ইছুফের জেহি মতি সেহি মোর গতি।
পূর্ব পন্থ পরিত্যাগ করিলুঁ সম্প্রতি॥
খেম খেম মোর তরে জথ অপরাধ।
মোর মনুবথ পূর করহ প্রসাদ॥
পরম ঈশ্বর তরে[৮] নিবেদন বাত।
কহিতে রজনী শেষ হইল প্রভাত॥
জলিখার দীর্ঘল জামিনী কামরোগ।
সেহি নিশি পোহাইতে হইল সঞ্জোগ॥
তান ভাগ্য ফলে হৈল আদিত্য প্রকাশ।
জিনি রাত্রি দাকুণ হইল মণিহাস॥

। জোলেখার যৌবনপ্রাপ্তি ও বিবাহ

জমকছন্দ

রাগ-ভাটিয়াল

সেহি দিন আজিজ মিছির নরপতি।
অল্প সৈন্য সঙ্গে করি জাএ শীঘ্রগতি॥
আস্তে বেস্তে জলিখা পন্থেত দণ্ডাইয়া[১]।
আজিজের তবে কহে প্রাণ উপেখিআ॥
শুনরে আজিজ তুহ্মি কর অবধান।
জেহি বিধি কৈল তোক ভুবন প্রধান॥
দাস হোন্তে আজিজ মিছির কৈলা তোরে॥
তাহার শপথ জদি নহি দেখ মোরে॥
মোর হেন আকৃতি আছিলুঁ ভাগ্যবতী।
সেহি বিধি কৈল মোক সামান্য আকৃতি[২]॥
সেহি হএ অবশ্য পুরুষ করতার।
তাহার শপথ জদি ন কর বিচার॥
এথ শুন আজিজ বিস্ময় মন করি।
এক অনুচর প্রতি বোলে দঢ় করি॥
এহি বৃদ্ধা জেহি চাহে দেঅ তৎকাল।

৮. সনে -গ
১. পন্থে উভা হৈয়া -গ
২. প্রকৃতি-খ

নতু তান বিচার করিমু আহ্মি ভাল॥
এ বুলিয়া আজিজ গেলেন্ত রাজ কাজে।
ফিরিয়া আইলা পুনি অন্তস্পুর মাঝে॥
অনুচরে বুলিলেক শুন বুঢ়া মাই।
জথ ধন চাহ তুহ্মি দিমু তোহ্মা ঠাঁই॥
কেবা তোর ধন কড়ি কাড়ি নিল বলে।
তাহার উচিত ফল দিমু আহ্মি ভালে॥
বৃদ্ধায় বোলএ শুন পুত্র তুল্য তুহ্মি।
কিছু ধন কড়ি তোহ্মা ন মাগিএ আহ্মি॥
মোক নিয়া আজিজক করাঅ দর্শন।
আপনাব নিবেদন করিমু আপন॥
এহি ধন কড়ি মোক দিলা বহুতর।
আজিজ মিছির তরে করহ গোচর॥
অন্তস্পুর মৈদ্ধে আছে নির্জন মন্দির।
তথাত বসিয়াছন্ত আজিজ মিছির॥
সেহি অনুচর তবে বুঢ়ী হাথে ধরি।
আজিজ অগ্রত নিল সেহি অন্তস্পুরি॥
হাসিতে হাসিতে আইসে জুবক আকৃতি।
সানন্দিত মন তান আঁখি অন্ধগতি॥
আজিজ অগ্রত আসি করে আশীর্বাদ।
তাক দেখি আজিজেব মন অবসাদ॥
আজিজ পুছিলা অনুচরেত বচন।
কি কারণে বুড়ীরে ন দিলা কিছু ধন॥
অনুচরে বোলে প্রভু ন মাগএ ধন।
চাহে তোহ্মা দর্শন করিতে নিবেদন॥
তা শুনিয়া আজিজে জিজ্ঞাসে তৎপর।
কি কারণে আইলা বৃদ্ধা আহ্মার গোচর॥
আহ্মারে শপথ তুমি দিলা কোন কার্যে।
কোহ্নে তোহ্মা বল করিয়াছে এহি রাজ্যে॥
বুড়ী বলে শুনহ আজিজ সুবদন।
একবারে তুহ্মি আহ্মা হৈলা বিসরণ॥
শিশুকালে স্বপনেত দিলা দরশন।
জীবন জৌবন মোর হরিলা তখন॥
জেহি দিন স্বপনে দেখিলুঁ মুখ আঁখি।
হীরামণি মাণিক্য নিছিলুঁ মুখ দেখি॥
তোহ্মার কারণে মোর এথেক আবথা।
শেষ মাত্র জীবন আছএ মন ব্যথা॥

ইছুফে শুনিলা জদি জলিখা বচন।
অপূর্ব আচর্জ[3] হেন শুনি তান মন॥
আস্তে বেস্তে আসন ত্যজিলা মনে গুণি।
তুহ্মি নি জলিখা বিবি তৈমুছ নন্দিনী॥
সাচা নি জলিখা বিবি কহ সত্য করি।
এথকাল কথাত আছিলা[4] একসরি॥
পুনি পুনি পুছএ আজিজে এহি বাত।
বিস্ময় জন্মিল মোর মর্মান্তরে ঘাত॥
জীববন্ত শরীর আছএ দুক্ষমতি।
মুঞিত ন জানোঁ কিছু তোহ্মা হেন গতি॥
দণ্ডাইয়া রহিলা জলিখা বিদ্যমান।
সঘন গলএ জল ইছুফ নয়ান॥
কান্দিতে কান্দিতে বোলে নৃপ মহাশয়।
কন্যাব অগ্রত কহে আপন বিনয়॥
স্তিবি হই পুরুখ করিলা আরাধন।
আহ্মা হেতু কৈলা আসি বিদেশ গমন॥
দেশ এড়ি বৈদেশে পাইলা জথ দুখ।
সেহি সব সুমরিয়া বিদরএ বুক॥
দাসেথু[5] মোচন কৈলা দিয়া নিজ ধন।
নানান প্রকারে মোক করিলা পালন॥
এক মুখে কৈমু কথ গুণের কথন।
তোহ্মার প্রসাদে এথা হইলুঁ রাজন॥
রাজ সুখে ভোলা হই ন কৈলুঁ জিজ্ঞাসা।
এহি মাত্রে মোহোর মনেত দুক্ষ দশা॥
জথ দুঃখ পাইলা প্রিয়ে মোহোর কারণ।
ন ভাবিয়া মনস্তাপ বিধির ঘটন॥
তুহ্মি হেন সতী নহি এ তিন ভুবনে।
এহি অপরাধ মোর ন লইবা[6] মনে॥
সত্য রক্ষা করিয়া করএ জেহি কাম।
অবশ্য তাহার বিধি পূরে মনস্কাম॥
আপ্ত রক্ষা করিয়াছ সত্যের কারণ।
সেই হেতু পুনি হৈল আহ্মা দরশন॥
শান্ত হঅ গুণবতী থির কর মন।
পরম ঈশ্বর তোহ্মা হইব প্রসন॥

৩. আশ্চর্য -সং   ৪. বঞ্চিলা-ঘ
৫. দাসত্ব-ঘ
৬. ন রাখিবা -খ

পূর্ণিমার চন্দ্র জেহ্ন তোহ্মা মুখ রূপ।
কোন রাহু হরি নিল কৈয়ার[৭] স্বরূপ।।
কন্যা বোলে তোহ্মার বিচ্ছেদে এথ কাল।
শিশিরে হরিয়া নিল কমল মৃণাল[৮]।।
পুনি পুছে ইছুফে তোহ্মার জুতি অঙ্গ।
কোহ্নে হরি নিলেক লাবণ্য রস রঙ্গ।।
কন্যা বোলে চিত্তান্তরে বিরহ হুতাশ।
দেহ জুতি দীপতি জ্বালিয়া কৈল নাশ।।
পুনি পুছে ইছুফ কাঞ্চন মণিহার।
কেবা হরি নিল তোহ্মা রতন ভাণ্ডার।।
কন্যা বোলে তোহ্মা নাম শুনিলুঁ জেমুখে।
রতন[৯] কাঞ্চন মণি তাক দিলুঁ সুখে।।
পুনি পুছে আজিজে জলিখা তরে বাত।
কহ তোহ্মা মনেত কি আছে সহসাত।।
ধর্ম আজ্ঞা তোহ্মার পূরিব মনস্কাম।
আপনাব মনোভাব লহ সেহি নাম।।
কন্যা বোলে প্রতিজ্ঞা করহ তুহ্মি আগে।
তবে সে লইমু নাম সেহি কর্মভাগে।।
আজিজে প্রতিজ্ঞা কৈলা জলিখা অগ্রত।
একে একে কহিতে লাগিলা মনুরথ।।
তুহ্মি ভক্ত পরম ঈশ্বর মনুগত।
বর মাগ হউ আহ্মা নয়ন মুকত।।
আর দুই আছে মোর মনোভাব আশ।
পশ্চাতে কহিমু সেহি তোহ্মার সম্পাশ।।
জলিখাক আজিজে করিলা আশীর্বাদ।
ততক্ষণে মুক্ত পাইল[১০] নয়ান প্রসাদ।।
জদি মুক্ত আঁখি হৈল কন্যার তখন।
আজিজের মুখ পেখি[১১] হৈলা অচেতন।।
আপনে ইছুফ আসি করএ সমীর।
কথক্ষণে সুস্থ পাই হৈলা মনস্থির।।
তবে তানে পুছন্ত ইছুফ মহামতি।
আর কিবা আছে বোল মনের ভারতী[১২]।।
জলিখা বোলন্ত শুন আজিজ স্বরূপ।

৭. কহত-গ,ঘ ৮. মৌনাল -আ.পা.
৯. রজত -গ ১০. হইল-গ ঘ
১১. দেখি -ঘ ১২. আরতি -গ

সপ্ত খণ্ড টঙ্গীতে আছিল জেহি রূপ॥
সেহি রূপ জৌবন মোর পুনি দেঅ বিধি।
তোহ্মার প্রসাদে হৌক মনুরথ সিদ্ধি॥
ধর্মপদে ইছুফে মাগন্ত জেহি বর।
ততক্ষণে সেহি বর পাইলা সত্বর॥
ইছুফে আদেশ কৈলা অনুচরগণ।
বসনে আছাদি তোষ জলিখার মন।
শিরের উপরে জল ঢালে তথক্ষণ।
বৃদ্ধ কায়া তেজি হইল নতুন জৌবন॥
জলিখার জে আছিল পূর্ণ রূপ রেখ।
পূর্ব রঙ্গ অঙ্গ তান হৈল পরতেখ॥
জলিখার আছিলেক জেহি রূপ গতি।
নবীন উদয় জেহ্ন কোটি চন্দ্র জুতি॥
জেহ্ন রবি গিবি ভ্রমি কৈল পরকাশ।
তেহেন জলিখা রূপ হৈল চন্দ্র হাস॥
ইছুফে পেখিল জদি জলিখার রীত।
পুছিলেন্ত কহ আর কি আছে বাঞ্ছিত॥
কন্যা বোলে তোহ্মা পদতলে মোর ছায়া।
নিশি গোঞাইতে চাহোঁ লুবুধিত কায়া॥
তোহ্মাব বদন শশী রশ্মির পিয়াসী।
জনম অবধি মুঞি বঞ্চিত নৈরাশী॥
এহি চাহোঁ পিবারে অধর মধুপান।
মৃত্যু শেষ নিদান করহ জীবদান॥
ডুবিলুঁ বিবহ সিন্ধু ঢেউ পোরে মন।
পদ অবলম্বে মোর রাখহ জীবন॥
গ্রাসিলেক রাহু মোর রূপ চন্দ্র জুতি।
তোহ্মা রশ্মি দৃষ্টি হৈলে[১৩] মোহোর মুকতি॥
এথ শুনি ইছুফ হইল হেঁট মাথা।
উত্তর ন দিলা কিছু ন কহিলা কথা॥
হেন কালে ফিরিস্তা আইল শীঘ্রগতি।
পরম ঈশ্বর আজ্ঞা কহিলা সম্প্রতি।
শুনহ ইছুফ তুহ্মি হঅ ততপর।
জলিখা তোহ্মার পত্নী জন্ম জন্মান্তর॥
তোহ্মার কারণ হেতু এহি কন্যা বর।
সৃজিয়া রাখিলা প্রভু বহু জন্ম পর॥

---

১৩. তোমা মুখ রস্মি দৃষ্টি-ঘ

আজ্ঞা অনুমতি তানে করহ গ্রহণ।
এহি কার্য কর সিদ্ধি বিবাহ জতন॥
পরম প্রভুর এহি কর্মের ধরন[১৪]।
দুহু দোহ ভাব রহি খেদ অন্ত মন॥
নাম মাত্র ইছুফ জলিখা রূপাকার।
পোতলা নাচাএ জেহ্ন সুতের সঞ্চার॥
বাদিয়া আলোপে জেহ্ন[১৫] সুত রাখি কর।
করের ইঙ্গিতে তার নাচে নিরন্তর॥
ফিরিস্তা মুখেত শুনি সঙ্কেত প্রমাণ।
তবেসে ইছুফ কন্যা প্রতি[১৬] অনুমান॥
দোহো সঙ্গ রচিত পিরীতি পরস্তাব।
সমভূত মিলিল[১৭] দোহান মনোভাব॥
কন্যা রূপে মোহিত ইছুফ কামাতুর॥
বিধিএ রচিত দোহো প্রেমরসে ভোর॥
আপনার আছিল জথেক সমাচার।
পাত্র মিত্র সকলেত কহিলেন্ত সার॥
প্রভু আজ্ঞা ফিবিস্তা নামএ মর্ত্য মাঝ।
তার অনুমতি আহ্মি করি সব কাজ॥
জলিখার পরিণয় আজ্ঞা সঙ্গে কর্ম।
গোপতে রাখিয়া ছিলা বিধি এহি মম॥
জথা জোগ্য কাল সব নির্বহিয়া জাএ।
নির্বন্ধ[১৮] পূরিলে কার্য পূরে সর্বথায়॥
তুহ্মি সভানেরে আহ্মি করিলুঁ আদেশ।
বিবাহ রচিতে কার্য করহ বিশেষ॥
শুনিয়া অমাত্য সব সাবধান চিত।
করিলা বিবিধ কর্ম হৈয়া সানন্দিত॥
শুভক্ষণে চন্দ্রাতপ তুলিলেক রঙ্গে।
ধর্মেরি পতাকা তুলিলা ধ্বজ সঙ্গে॥
জথ বাদ্য ভাণ্ড আছে সর্বরাজ্য দেশ।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে পূরিয়া বিশেষ॥
ঢাক ঢোল দণ্ডী কাঁসী দুন্দুভি নিশান।
মন্দিরা মাদল ভাল তবল বিষাণ॥
দোসরি মোহরি বাজে মৃদঙ্গ বহুল।

১৪. পরম ঈশ্বর এহি কর্মের ধারণ-খ
১৫. জান -খ ১৬. পত্নী-ঘ
১৭ মিলন-খ ১৮. নিবন্দ-ঘ

শঙ্খনাদ সিঙ্গা ভেরী বাজএ তুম্মুল॥
জয়তুর[১৯] সর্মগুলা জন্ত্র তন্ত্র পুর।
নৃত্যগীতে নৃত্যক নাচএ জেহ্ন সুর॥
ঝনঝনি ঝাঁঝরি ঝুমুরি ঝনকার।
বাঁশী কাঁসী চৌরাশী বাজন অনিবার॥
সানাই বর্গোল বাজে ভেউর কর্ণাল।
করতাল মন্দিরা[২০] বাজএ সুমঙ্গল॥
বিপঞ্চী পিনাক বাজে অতি মৃদুস্বর।
কপিনাস রুদ্র[২১] বাজএ নিরন্তর॥
বিদ্যাধরী কুমারী নাচএ নানা ছন্দে।
সুর সিন্ধু শৃঙ্গার মদন রস[২২] বন্দে॥
সুরপুরী জিনিয়া আজিজ পুরী সাজ।
বহুল নৃপতি আসি ভরিল[২৩] সমাজ॥

। ইউসুফ -জোলেখার বিবাহ ও বাসর ।

দীর্ঘ ছন্দ[১]

আজিজ আদেশ কৈল জলিখা প্রবেশ হৈল
শুভক্ষণে অন্তস্পুর মাঝ।
ধর্ম আজ্ঞা হৈল রত ফিরিস্তা কহিলা তত
জলিখা বিবাহ সর্বকাজ॥
জলিখার রূপাকার জেহ্ন চন্দ্র অবতার
ফিরিয়া আইল দুই গুণ।
মুখপ্রভা পরকাশ জেহ্ন সুধাকর হাস
সুর[২] জেন উদয় নিপুণ॥
বিবাহ কারণ খেদ বিশেষ সাজন ভেদ
সুলাস বন্ধান সুললিত।
বান্ধিল কানড়ি[৩] খোঁপা মুকুতা পাটের থোপা
ঘনে জেহ্ন বিজুত মিলিত॥
নটক ছটক বেণী জেহ্ন পেখি ফরকানি[৪]
ছৈলা কথ লুম্বিত ছৈবাল।
সঘন তিমির পুঞ্জ কুসুম পূরিত কুঞ্জ
চম্পা জুথী চাম্বেলী গুলাল॥

১৯. জিরঘোর -ক,খ ২০. কর্ণাল-ঘ
২১. কবিলাস খ, রুদ্রাক্ষ-ঘ
২১. রছ -ক, বপু-খ ২৩. মিলিল-ঘ
১. সহেলা ছন্দ -ঘ ২. সূর্য্য-ঘ
৩. কাবরি -ঘ ৪. ফরকিনি-ক,খ,ঘ

শীষেত[৫] সিন্দুর রেখ   জেহ্ন রবি পরতেক
ললাটে তিলক জুতি ধার।
কস্তুবি কেশর সঙ্গ   চন্দনে চর্চিত অঙ্গ
সুগন্ধি আমোদ পুরস্কার॥
শ্রবণে গুম্ফিত মণি   জরুক[৬] জড়িত ধনি
কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ড দেশ।
গীমে হার হীরাকারি   গজমুতি সারি সারি
আভরণ সুরচিত বেশ॥
নানাবর্ণ পুষ্পরঙ্গ   সুবচিত অঙ্গ সঙ্গ
বিনি সুতে গাথা পাঁতি পাঁতি।
সুশোভিত তনুসাব   সুগন্ধি আমোদ ভার
বিনোদ লক্ষণ কথ ভাতি॥
কবেত কাঞ্চন ব্যক্ত   রবি শশী সমজুক্ত
কনক রতন সমুদিত।
বালি বাল জুতি অঙ্গ   বাল চন্দ্রিমার রঙ্গ
হস্তগত দেখিএ বিদিত॥
বাহুদণ্ড ভুজে তাড়ি   কাঞ্চন বতন জড়ি
দীপ্তিমন্ত দর্পণ সমান।
অঙ্গুরী মাণিক্য সার   দশাঙ্গুল ভবি তার
জেহ্ন দেখি নক্ষত্র নির্মাণ॥
কাঞ্চুলী কাঞ্চনমালা   সমুদিত চন্দ্রকলা
তনুমাত্র সুধাকর হাস।
অগুরু চন্দন রঙ্গ   মৃগমদ তার সঙ্গ
চতুসম সর্বাঙ্গ[৭] বিলাস॥
এলাস লাবণ্য বেশ   মুহিত[৮] সকল দেশ
দেখিতে কম্পিতে সুরাসুর।
উনমত্ত পূর্ণ কায়   নৌয়ালী জৌবন তায়[৯]
জেহ্ন শশী অক্ষত প্রচুর॥
সিংহকৃত খীন কটি   রতনে জড়িত পটি
মধ্যদেশ রচিত সুন্দর।
গুরুয়া নিতম্ববতী[১০]   সর্বকলা রসমতী
বসন ভূষণ মনুহর॥
চরণ কমল দল   মাণিক্য দোছড়ি মল
কনক নূপুর পদগাম[১১]।

৫. সিবেত-ঘ   ৬. জড়োয়া -আ.পা.   ৭. সবাঙ্গে আ.পা
৮. কম্পিত -আ.পা   ৯. খ, নবীন জৌবন প্রায়-ক,ঘ
১০ গতি -ঘ   ১১. পদে কাম -ঘ

নানারত্ন হেম জড়ি আভরণ অঙ্গ ভরি
জেহেন প্রত্যক্ষ রতি কাম[12]॥

অলঙ্কার মণিময় কাঞ্চন রতন চয়
অভিমত নৌয়ালী[13] জৌবন।

একে রূপ কলাবতী সুরেখ সুন্দর গতি
ধন্য তার সাফল্য জীবন॥

বসন রুচিত সার করেত কঙ্কন তার
নানাচিত্র বিচিত্র সুরঙ্গ।

তনু সুশোভিত বাস অতি মনুহর লাস
বেশ কান্তি তরঙ্গিত অঙ্গ॥

আজিজ মিছির রাজ বিবাহ কারণ সাজ
শিবিকা চৌদোলে আরোহণ।

আগে পাছে সৈন্য সঙ্গে অশ্ব আরোহিত রঙ্গে
দেখিতে মোহিত দেবগণ॥

নানাবাদ্য নৃত্যগীত আনন্দে পূরিত চিত
কনকের নবদণ্ড শিরে।

ধ্বজ ছত্র সারি সারি পতাকা বিচিত্রকারি
প্রতিঘরে প্রদীপ উঝোরে॥

আজিজ মিছির বরে জলিখাক বিভা করে
এক পাটে দোহো বসিলেন্ত।

জুবক জুবতী রঙ্গে কনক রতন সঙ্গে
সুরচিত মঙ্গলা গাহেন্ত॥

সুরূপী সুন্দরী গণ পুষ্পবৃষ্টি করে ঘন
জেহ্ন মতি ভূমি বিস্তাবিত।

জেহ্ন অপছরা রীত সুললিত গাহে গীত
মধুরস বৃষ্টি বরষিত॥

উচ্চারি মঙ্গল কলা জেহেন গন্ধর্ব মেলা
সুরস সঞ্চিত সুধাধার।

আজিজ জলিখা নাম বহু অনুবন্ধ কাম
নৃত্যগীত করন্ত বিথার[14]॥

নির্জন মন্দির টঙ্গী কাঞ্চন রচিত বঙ্গী
মনুহর সুরম্য সুন্দর।

পুষ্পক পালঙ্গী 'পরে দুহো প্রেম রসভরে
সুখ শয্যাবাস নিরন্তর॥

১২. জেন পরতেক রতিকাম-ঘ
১৩. খ, নতুন -ক,ঘ, নবীন-গ
১৪. বিস্থর-ঘ

আজিজ জলিখা সুখ আনন্দে হেরল মুখ
দোহান পুরল[১৫] মনস্কাম।
বিধাতা রচিত ভাল নির্বহিল[১৬] দুক্ষকাল
মিলল সঞ্জোগ অনুপাম॥
জলিখার রূপবাণ জগত জিনিয়া ঠান[১৭]
আজিজে আলোকি মুখজুতি[১৮]।
বুলিয়া মধুর বোল দিলা আলিঙ্গন কোল
রতি রস দুহু অনুমতি॥
সঘন চুম্বন দান মধুর অধর পান
অমিয়া পিবন্ত সুধাধার।
সঘন জঘন তাড়ি গলে গলে একাকারি
আলিঙ্গন করন্ত বারে বার[১৯]॥
করে কুচ বিলোড়িত হেম গিরি বিনাশিত
কাম ভয়ে গিরি অবলম্বে।
মদন রণের জশ দোহান শৃঙ্গাব বশ
অঙ্গরাগ মুকল আরম্ভে॥
ছিণ্ডিল মুকতাহার মণ্ডিত কাঞ্চুলীভার
আভরণ সব বিচলিত।
জলিখা বিষণ্ন গতি মানস লজ্জিত অতি
শ্রমজুক্ত দোহান চরিত।
জলিখা ইছুফ সঙ্গ প্রথম ন জানে রঙ্গ
শৃঙ্গারে[২০] করএ অঙ্গ ভঙ্গ।
হতাশ বিভোল মতি পাইয়া প্রভুর রতি
মদনে মোহিত ভেল অঙ্গ॥
কেশবাস[২১] বিলক্ষণ অঙ্গরাগ বিবরণ
দুহো অনুভব কামাতুর।
রসের শৃঙ্গার রঙ্গ পূরিত অনঙ্গ সঙ্গ
দোহাকার মনুরথ পূর॥
কাজল সিন্দূর শীষ সব ভেল ওসমিস[২১ক]
বসন ভূষণ বিখলিত।
সানন্দিত দোহো জন সাফল্য মানিল মন
মনোবাঞ্ছা হইল পূর্ণিত॥
আজিজ জলিখা রতি পাইল অসহ্য গতি
প্রসন্ন হইল তান মন।

---

১৫ পুরিত -ঘ
১৬ বিধাতা বচিত ভার নির্বহিল দুক্ষ তার -ঘ, আ.পা.
১৭. ঠাম -গ, আ.পা. ১৮. আজিজে দেখিয়া জুতি -ঘ
১৯. পুনি আলিঙ্গন অনিবার -গ.ঘ ২০. শৃঙ্গাব-খ
২১. বেস -ঘ ২১ক. উসমিস-গ,ঘ

নানারস কেলি কলা ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার মেলা
মনস্কাম পূরিল তখন॥
হইল শৃঙ্গার শেষ পুছিলেন্ত কথালেশ
আজিজ জলিখা তরে বাত।
আছিলা পতির সঙ্গ ন কৈলা সুরত রঙ্গ
কেমতে বাঁচিলা তার হাত॥
কন্যা বোলে পূর্ব স্বপ্নে কহিলা রাখিতে জত্নে
দুষ্ট দস্যু হোন্তে গুপ্ত ধন।
সেহি বাক্য দঢ় করি মনেত রাখিছি স্মরি
সেহি মনে বাঞ্ছি সর্বক্ষণ॥
দেখিয়া আজিজ মুখ অন্তরে বাঢ়িল দুখ
প্রাণ ত্যাগ করিতে ইচ্ছিলুঁ।
এ কারণে মোর শুদ্ধি হারাইলুঁ সব বুদ্ধি
মুহুশ্চিত ভূমিত পড়িলুঁ॥
মোর প্রাণ বধ জানি হইল আকাশবাণী
শুনরে জলিখা গুণবতী।
এহি সে আজিজ তত্ত্ব তোর পতি নহে সত্য
আপনার কর শান্ত মতি॥
আজিজের জোগভাগ[২২] পাইবা প্রভুর লাগ
তার উপলক্ষ্যে কাজ সিদ্ধি।
নামে সে তোহ্মার পতি ন হৈব সঙ্গম রতি
তোহ্মা কর্মে লেখিলেক বিধি॥
এহি উপদেশ পাই জাগিয়া উঠিলুঁ ধাই
ধর্মে মোক রাখিল আপনে।
তোহ্মার অখণ্ড ধন রাখিয়াছি প্রাণপণ
সমর্পিলুঁ তোহ্মাত জতনে॥
জলিখা আজিজ সঙ্গ বাঢ়িল পিরীতি রঙ্গ
সর্বক্ষণ দোহো একঠাম।
বিধি পরসন ধর্ম ইছুফ জলিখা কর্ম[২৩]
পিরীতি পূরিত প্রতি কাম[২৪]॥
তৈমুছ নন্দিনী মুখ ন পেখি আজিজ দুখ
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি জান।
কন্যার বিরহ জথ আজিজ হইল তথ
অবিরত হেরএ বয়ান॥
সকল বয়ান ভরি দোহো এক চিত্ত করি
আনে আন নিরক্ষএ মুখ।

---

২২. ভোগ-খ ২৩. মর্ম-খ
২৪. পিরীতি পুরিল মনস্কাম-খ

এক তিল অদর্শন জুগ হেন বাসে মন
দোহান বিরহ ভাব দুখ[২৫]॥
আজিজের শাস্ত্র শিক্ষা জলিখা করিলা দীক্ষা
প্রতিনিতি এহি মনস্কাম।
দোহান সঙ্গম রস অনুক্ষণ বাঢ়ে জশ
আজিজ জলিখা অনুপাম॥
দিনে দিনে প্রেম বন্ধ সকৌতুক মনানন্দ
ভাবভক্তি দোহান পূরিত।
কহে শাহা[২৬] মোহাম্মদ ইছুফ জলিখা পদ
দেশী ভাষে[২৭] পয়ার রচিত॥

। ইউসুফ-দম্পতির পুত্রলাভ ।

পয়ার -খর্বছন্দ

মালসী রাগ

এহি মতে ইছুফ জলিখা একমতি।
সানন্দিতে নির্বহন্ত একত্র বসতি॥
রচিলেন্ত এক টঙ্গী অন্তস্পুর স্থান।
উঞ্চ দেবপুরী সম ফটিক নির্মাণ॥
চন্দন আগর[১] পাট শয্যা সুবলিত।
স্তম্ভে স্তম্ভে রজত কাঞ্চন সুরচিত॥
চিত্রকাবি[২] বিচিত্র অক্ষর চমকিত।
কাঞ্চনে রচিত বর জুতি প্রদীপিত[৩]॥
মৈদ্ধে মৈদ্ধে পাটাম্বর গুপ্ত নিজ আড়[৪]।
অতি মনুহর ভাতি মুকুতা সঞ্চার॥
তার মাঝে মাণিক্য প্রবাল তাবা জুতি।
দেবের বিবন্ধ[৫] কিবা অপরূপ ভাতি॥
স্থানে স্থানে বিচিত্র অক্ষর মণিপুর।
প্রভাবন্ত প্রভুনাম লিখিত প্রচুর॥
জলিখা সম্বোধি[৬] কহে আজিজ মিছির।
এহি ধর্ম আদিস্থান কনক মন্দির॥
"উদয় মঙ্গল" নাম টঙ্গী পুণ্যস্থান।
শতগুণ সমস্ত সম্পদ বিধি জান॥

২৫ দোহানে বিরহ ভাবে দুখ-খ
২৬. ছগীর -গ ২৭. ভাষা-আ.পু.
১. অগোরু-ঘ ২. চিত্র সারি -ঘ
৩. কাঞ্চনে রচিত বার জুতি প্রজলিত-ঘ
৪. ওড় আড় -আ.পা.
৫. বিভঙ্গ -আ.পা. ৬. সম্ভাদি-খ

তোহ্মার মন্দির ছিল অপজস ভার।
কপট রচনা সব করিলা প্রচার॥
জলিখা বোলন্ত তুহ্মি মোর প্রাণেশ্বর।
জেহ্নমতে তোহ্মা সমে পাই সতন্তর॥
নির্জন মন্দির মধ্যে তোহ্মা সঙ্গে বাস।
জেহ্ন মতে মনুবথ পুবে ইতিহাস॥
মোর কর্ম নিবন্ধ আছিল দুবদশা॥
দুক্ষান্তরে সুখ মোব পুবিলেক আশা॥
একদিন আজিজ আছএ সুখ মনে।
অতি অনুভাব চিত তবঙ্গ মদনে॥
কন্যা সঙ্গে সুবতি ভুঞ্জিতে হৈলা[৭] মন।
জলিখার অঞ্চলে ধরিলা ততক্ষণ॥
কর মোড়া দিয়া[৮] লড় দিলেন্ত সত্ত্বব।
পাছে পাছে ইছুফ ধাইলা[৯] ততপব॥
জলিখাব বসন ধবিতে গেল চির।
রহিয়া আজিজ তরে কন্যা কহে ধীব॥
আগে আহ্মি তোহ্মাক ধরিল কামরঙ্গে।
বিদারিলুঁ তোহ্মাব বসন মনুভঙ্গে॥
এবে আহ্মা বস্ত্র তুহ্মি বিদারিলা কবে।
আনে আন কার দোষ নাহি কার পরে॥
এহিমতে নির্বহন্ত দোহো এক চিত।
ধর্ম কর্ম জ্ঞান ধ্যান করন্ত বিষ্টিত[১০]॥
কথ দিনে জলিখা হইলা গর্ভবতী।
শুনিয়া আনন্দ হৈলা ইছুফ সুমতি[১১]॥
দশ মাস দশ দিনে পুত্র উতপতি।
চন্দ্র সূর্য জিনিয়া প্রকাশ মুখ[১২] জ্যোতি॥
বহুল আনন্দে বাদ্য বাজাএ[১৩] বিশেষ।
নৃত্যগীত উশছব সকল রাজ্যদেশ॥
ধাত্রিও সবে ছাওয়াল পালএ মনানন্দ।
দিনে দিনে বাড়ে জেহ্ন দুতিয়াব চান্দ॥
কথ কালে আর এক পুত্র প্রসবিলা।
জেহ্ন রবি শশী আসি উদিত হইলা॥

৭ ভেল -গ ৮. মোচরিয়া-ঘ. ৯. ধায়ন্ত-ঘ
১০. বিহিত -ঘ, নিভিত -গ , বৃটিত-আ.পা.
বিটিত -গ,ক, বিকৃত -সং
১১. শুনিয়া ইছুপ হৈল সানন্দিত মতি-ঘ
১২. সুখ-আ.পা. ১৩. বাজএ-গ

আজিজ মিছিরে দুই পুত্রের বয়ান।
সর্বক্ষণ আলোকন্ত ভরিয়া নয়ান॥
উদয় প্রকাশ জেহ্ন বিজুত চপলা।
দিনে দিনে বাঢ়ে শিশু জেহ্ন শশী কলা॥
জদি সপ্ত বরিখ দুর্ভিক্ষ পরবেশ।
পৃথিবীত জলশূন্য শুষ্ক[১৪] রাজ্য দেশ॥
ভুবনেত জথ রাজ্য আছএ প্রধান।
দুর্ভিক্ষ হইল দুক্ষ সর্ব রাজ্য স্থান॥
মিছিরের জথ জথ বড় পুষ্করিণী।
শুখাই পড়িল সব জেহ্ন সে মেদিনী[১৫]॥
বরিষাএ[১৬] মেঘ নাহি বরিখিতে জল।
শুখাইল খাল নাল জেহ্ন ভূমি থল॥
প্রথম বরিখ ছিল দুর্ভিক্ষ প্রবেশ[১৭]।
বেচি কিনি ভক্ষ্য কৈল[১৮] ধান্য হৈল শেষ॥
জার জথ বিত্ত আছে শস্য উপার্জন।
দ্বিতীয় বরিখ লোক গোঞাইল জতন॥
তৃতীয় বরিখ শস্য নাহি কারো পাশ।
বড় বড় দেশ লোক হইল হতাশ॥
মিছির সকল[১৯] লোক নারী বা পুরুখ।
আজিজের তরে আসি কহে মন দুখ[২০]॥
ভক্ষ্য দিয়া কিন আহ্মা পুত্র পরিজন।
দাসদাসী করিয়া রাখহ প্রাণ ধন[২১]॥
মিছির সকল লোক হৈল দাসদাসী।
আজিজের অনুচর সব শয্যাবাসী॥
হেন বেলা[২২] ফিরিস্তা আইলা তুরমান।
শুনহ আজিজ মিশ্র[২৩] কর অবধান॥
তোহ্মাক বেচিল হেতু দাস নাম ধরি।
মিছির রাজ্যের লোক দিলুঁ দাস করি॥
শুনিয়া আজিজে কৈলা সহস্র প্রণাম।
বিনয় করিয়া বোলে পূরিলেক কাম॥
অনাথের নাথ তুহ্মি সুধারস সিন্ধু।
পতিত পাবন তুহ্মি দুক্ষিতের বন্ধু॥
এথ জদি কল্পতরু কৈলা জন রক্ষ[২৪]।

---

১৪ সব-খ ১৫. কোথা নাহি পানি-গ
১৬ বরিসাতে-খ, বরিষার -ঘ ১৭. বিসেষ-খ
১৮ খাইল -ঘ ১৯. জথেক-খ ২০. কহন্তি সমুখ-ঘ
২১. দাস দাসী করি রাখ আমার জীবন-ঘ
২২. কালে-খ ২৩. তুহ্মি-ঘ ২৪. রক্ষ-ক

সর্বথা পূরিলা মোর জশ মন কঙ্ক[২৫]॥
জলিখার মনস্কাম পূরিলা সকল।
জীবন জৌবন তান করিলা সফল॥
বৃদ্ধ নবী মোর বাপ আছে মহাদুখী।
মোহোর বিচ্ছেদে কান্দি হৈছে অন্ধ আঁখি॥
কৃপা কর তান মোর হউ দরশন।
মৃত শেষ জন জেহ্ন দ্রসন নয়ন[২৬]॥
ধর্ম আজ্ঞা হৈল শুন আজিজ মিছির।
অবিলম্বে হৈব দেখা রহ তুহ্মি[২৭] ধীর॥
এহিমতে আজিজ রহিল আজ্ঞামান।
রাজ্যে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হৈল সর্ব স্থান॥
ভুবন ভরিয়া হৈল দুর্ভিক্ষ প্রবেশ।
কাঞ্চন তুলনা ধান্য মূল্য সবিশেষ॥

। ভ্রাতাদের মিসরে আগমন ।

পয়ার -খর্বছন্দ

শাম নামে এক রাজ্য পশ্চিম ভূমিত।
কনয়ান গ্রাম শাম রাজ্য সমুদিত॥
এয়াকুব নাম নবী বসে সেই গ্রাম।
তান দশ পুত্র বলবন্ত অনুপাম॥
দুর্ভিক্ষ কারণে বহু হইলা দুক্ষিত।
পুত্র সব তরে[১] নবী কহিলেন্ত হিত॥
শুন পুত্র তুহ্মি সবে মোর বাক্য ধর।
কিছু ধন লই জাহ মিছির নগর॥
শুনিয়াছি আজিজ মিছির মহীপাল।
মহা ধর্মশীল রাজা বিক্রমে বিশাল॥
ইছুফ সতুল্য রূপ কহে সাধুগণ।
দানে ধ্যানে ধর্মবন্ত বিখ্যাত ভুবন॥
দশভাই চলি জাহ লই কিছু ধন।
ধান্য কিনি আন গিয়া করিতে ভক্ষণ॥
পুত্র সবে বোলিলেন্ত সেহি ভিন্ন দেশ।
কোহ্ন কালে নহি জাই ন জানি উদ্দেশ॥

২৫. সর্বথা পূরিল জান মের মন কঙ্কা-খ
সর্বথা পূরিলা মোর জস মন কঙ্ক-ক
সর্বথা পূরিলা মোর মনের আকাঙ্ক্ষা-আ.পা.
২৬. মৃত সেস জনে জন পাএত জীবন -গ
অন্ধ মৃত জন জেহ পাউ ফিরিয়া নয়ান -আ.পা.
২৭. মৌন -খ ১. ঘরে-খ

সেহি পরদেশ হএ পন্থ দূরান্তর।
জাইতে লাগএ ভীত[২] অপর শহর॥
কি জানি আহ্মাক নষ্ট করে দুষ্টমতি।
কিবা বন্দী করি আহ্মা করএ দুর্গতি॥
পুত্র সব বাক্য শুনি নবী কহে বাত।
কি কারণে তুহ্মি সবে কর উতপাত॥
আহ্মা পিতা মহাশয় জগত বিদিত।
তান পদপ্রসাদে তোহ্মার নাহি ভীত॥
তান পুণ্য ফলে জান কুশল তোহ্মার।
সর্বথায় ন লঙ্ঘিঅ বচন আহ্মার॥
আপনা পৌরুষ কেহ্নে কর বিসরণ।
ধর্ম পদ স্মরি কর সত্বরে গমন॥
লোকমুখে শুনিয়াছি আজিজ মহিমা।
সর্বগুণে বিশারদ নাহি তান সীমা॥
ভাইসবে বুলিলেন্ত জীর্ণ বস্ত্র পৈরি।
কোহ্নমতে জাইমু আজিজ অনুস্মরি[৩]॥
আর কেহো ভাল সাধু জাএ সেহি দেশ।
তার সঙ্গে গেলে পাই পন্থের উদ্দেশ॥
আজিজের যোগ্য ভেট কিছু নাহি আর।
কোনমতে জাইবম আজিজের দ্বার॥
মিছির লোকের আহ্মি নহি বুঝি ভাষ।
কি কহিলে কি বুঝিমু উত্তর প্রকাশ॥
নবী বোলে আহ্মি সব জগত বিদিত।
ভাল বস্ত্র আহ্মি সব ন হএ উচিত॥
জথ শত[৪] পরমার্থ এহি আহ্মা ধন।
আর ধন আহ্মার নাহিক প্রয়োজন॥
সেহি ধন অর্থ ভাল তোহ্মার জগত।
আপনার জাতিকুল করিয়া বেকত॥
ভাইসবে বোলে পুনি সাধু সদাগর।
মণিরত্ন কাঞ্চন সঞ্চএ বহুতর॥
সেহি ধন দিয়া ধান্য কিনিব বহুল।
আজিজের প্রকৃতি জথেক এহি মূল॥
আহ্মা সঙ্গে তামার ঢেপুয়া এহি ধন।
আর দিব্য বস্ত্র[৫] নাহি আজিজ কারণ॥
নবী বোলে পুত্রক আকৃতি তোহ্মা দেখি।
মহাসত্ত্ব আজিজ হইব বড় সুখী॥
সকল শাস্ত্রের ধর্ম জানে তত্ত্ব বুদ্ধি।

২. ভয়-খ ৩. অনুসরি-খ
৪. সব-ঘ ৫. বস্তু-ঘ

সর্বগুণে বিশারদ আছে ধর্ম শুদ্ধি॥
আপনাক[৬] আপনে রাখিবা সমাহিত।
সচৈতন্য রহিবা বুঝিয়া শাস্ত্র নিত॥
ভাইসবে বোলে কহ কমন প্রকার।
করিব কমন কর্ম নৃপ সমাচার॥
নবী বোলে দ্বারেত রহিবা আগুয়ান।
অন্তস্পুরে প্রবেশিবা আজ্ঞা পরমাণ॥
নৃপতির মুখ দেখি করিবা প্রণাম।
সচকিত ন হেরিবা নতু ডান বাম॥
আশীর্বাদ করিয়া রহিবা ধৈর্য্যমনে।
আজ্ঞা হৈলে বসিবা আজিজ বিদ্যমানে॥
পুছিলে সে কহিবা বচন বত্নবাণ।
বিস্তারিত ন কহিবা অল্প সমাধান॥
ন বৈসে বিমুখ হৈয়া নৃপতি গোচর।
সময় বুঝিয়া জাইবা নিজ বাসা ঘর॥
নৃপতির প্রকৃতি বচন তত্ত্বজানি।
কার সঙ্গে ন কহিবা বেকত কাহিনী॥
নীতি হিতবাণী শুনি দশ সহোদর।
বাপের আরতি লই চলিলা সত্বর॥
মিছির দিকের পন্থে করিলা গমন।
চলিতে চলিতে গেলা উটে আরোহণ॥
বহুল দুর্গম পন্থ সঙ্কট নিকট।
জাইতে জাইতে গেলা দেশের নিকট॥
সমুদ্রের তীরেত মিছির সীমা আছে।
উঞ্চল পর্বত এক আছে তার কাছে॥
গিরি সম গড় এক পাষাণ প্রাচীর।
চতুর্দিকে গড়খাই অধিক গম্ভীর॥
কোন দিকে পন্থ নাহি একহি দুয়ার।
আসিতে জাইতে পারে এক অশ্ববার॥
সহস্রেক অশ্ববার পহরী দুয়ারে।
বিনি আজ্ঞা পক্ষীহো আসিতে নহি পারে॥
নাম গ্রাম পুছি তাক করন্তি বিচার।
আজিজের তরে লেখে জথ সমাচার॥
দশ ভাই গিয়া সেহি গড়ে উপস্থিত।
দেখিয়া প্রাচীর বড় মনে পাইল ভীত॥
রহিলেন্ত দশ ভাই গড়ের দুয়ার।
দ্বারী পুছে কথা জাঅ কি নাম তোহ্মার॥

---

৬. ঘ, আপনারে -ক,খ

কি কারণে তুহ্মি সব আইলা এহি দেশ।
আহ্মার সাক্ষাতে সত্য কৈয়ার বিশেষ॥
বলবন্ত খেত্রী হেন তোহ্মার চরিত।
নিজ পরিচয় দেঅ কহ সমাহিত॥
ভাই সবে বোলে আহ্মা পুছ কি কারণ।
রাজ রাজ্যে অতিথ ন করে কোহ্ন জন॥
রক্ষীকে বোলএ জদি ন দেঅ বিচার।
জাইতে ন পার তুহ্মি রাজ্যের মাঝার॥
ভাই সবে বোলে শাম নামে রাজ্য এক।
কনয়ান নাম গ্রাম তাতে পরতেক॥
এয়াকুব নাম নবী বসে সেই স্থান।
তান দশ পুত্র আহ্মি সর্ব লোকে[৭] জান॥
ইব্রাহিম নবী পিতামহ আহ্মা সব।
জার প্রতি মহাঅগ্নি বৃন্দাবন ভব॥
দুর্ভিক্ষ কারণে ধান্য কিনিবারে মন।
মিছির দিকেত আহ্মি করিছি গমন॥
রক্ষীকে বোলএ তুহ্মি সব মহাজন।
তোহ্মার সঙ্গতি কথ আছে রত্ন ধন॥
ধনের শুনিয়া নাম দশ সহোদর।
হেঁট মাথা করি রহে ন কহে উত্তর॥
জথ স্রব শাস্ত্র বিধি আহ্মা সব ধন।
জে কিছু থাকএ ভক্ষ্য কিনিমু আপন॥
এথ সমাচার[৮] শুনি গড় রাখোয়াল।
নরপতি তরে[৯] পত্র লেখিলেন্ত ভাল॥
তার আগে ফিরিস্তায় কহিল বারতা।
দশ ভাই তোহ্মার রাজ্যেত আইসে এথা॥
শুনিয়া আজিজ হৈলা হরিষ বিষাদ।
কান্দিতে লাগিলা তবে শুনিয়া প্রমাদ॥
পাত্রমিত্র দেখিয়া হৈলা চমকিত।
আজিজ রুদিত দেখি মন সবিস্মিঁত॥
নিভৃতে আজিজ জাই পুনি পরিপাটি।
অনুচর তরে পুছে ভাই সব ঘাটি॥
অনুচরে বোলে নৃপ হৈল পঞ্চ দিন।
তথা উপগত[১০] জীর্ণ বসন মলিন।।
রুক্ষিক দুক্ষিক জন বিচলিত মতি।
বিভোল বিকল চিত্ত নিরূপহ গতি॥

৭. সব লোকে-খ ৮. এথেক বচন -খ
৯. ধরে-খ ১০. উপস্থিত-খ

এথ শুনি আজিজ রুদিত উঞ্চ স্বরে।
নয়ানে গলএ জল জেহ্ন মুক্তা ঝরে॥
জেহি পাত্র মিত্র তুল্য আছে নৃপ কাছে।
পুছিলেক কি কারণে কান্দ কহ সাচে॥
নৃপতি বোলেন্ত শুন মোর ভ্রাতৃগণ।
এদেশে আইল ধান্য কিনিতে কারণ॥
জেহি ভাই সবে কূপ অন্তরে বর্জ্জিল।
দাস নাম ধরি তাক সাধুত বেচিল॥
পাত্র বোলে সেহি ভাই আসি আছে এথা
কেহ্নমত তার সঙ্গে করিবা ব্যবস্থা॥
আজিজে বোলএ জেহ্ন ইষ্ট সঙ্গে ইষ্ট।
সেহি কর্ম করিব সাহায্য পরিনিষ্ঠ[১১]॥
বন্ধু সঙ্গে বন্ধু জেহ্ন সম্ভাষা সম্বন্ধ।
সেহি সমাচার আহ্মি করিব প্রবন্ধ॥
পাত্র বোলে জার জেহি জোগ্য বন্ধুয়ান[১২]।
করএ বিশেষ ধর্ম বিবিধ নির্মাণ॥
কোহ্ন মতে সেই ভাই দেখিবেন্ত মুখ।
তা সভার দুক্ষে মোর জন্মিবেক দুখ॥
দবশন দিতে আহ্মি মনে বাসি লাজ।
মোক দেখি তা সভার অপজশ কাজ॥
বাপ মোর রহিয়াছে মন দুক্ষ ভাবি।
দেহ দহে মোর তরে হৃদয় সন্তাপি॥
আজিজে বুলিলা শুন গড় রাখোয়াল।
সাধু সব জথা আছে জাঅ তত[১৩] কাল॥
ভক্ষণের সজ্জ দিবা নানা উপহার।
ঘৃত মধু উপস্কার[১৪] নানান প্রকার॥
পঞ্চ দিন পঞ্চ রাত্রি নির্বাহিলে তথা।
বিনয়ে[১৫] বুলিবা পাছে আসিবারে এথা॥
এথা জদি আসিতে হইল অনুমতি।
আগুবাঢ়ি আনি দিবা পন্থেত সংহতি॥
আজিজ আদেশে আইল অনুচরগণ।
গড়ের অন্তর গেল তুরিত গমন॥
জেহ্ন মত আদেশ করিল নরপতি।
সেহি মত পরিচর্যা কৈল নানা ভাতি॥
পঞ্চ দিন তথাত রহিলা দশ ভাই।
মিছিরে গমন কৈলা মন সুখ পাই॥

১১. কর্মনিষ্ঠ-খ ১২. বন্ধু আন-খ
১৩. খ, তথা-ক,আ,পা. ১৪. উপহার-খ
১৫. বিলম্ব -খ

চলিতে চলিতে আইলা দেখি হাট ঘাট
রাজ অনুচরে তাক দেখাইল বাট॥
দেবরাজপুর জেহ্ন বিচিত্র নগর।
কনক রচিত পুরী চন্দ্রের উঝর॥
উঝ্ঝল মন্দির সব দেখি সারি সারি।
ঘরে ঘরে ধ্বজ সব নানা চিত্রকারী॥
আজিজের পুর জেহ্ন বিচিত্র নগর।
কনক জড়িত হীরা মাণিক্য বিস্তর॥
ধর্মচারী প্রজা সব আন নাহি মতি।
জেহ্ন স্বর্গ পুরন্দর করএ বসতি॥
দশভাই দেখিলেন্ত আজিজের পুরী।
প্রত্যক্ষ দেখিলা জেহ্ন দেবেন্দ্র উয়ারি॥
দ্বাদশ দুয়ারী তার আছএ প্রধান।
কোহ্ন দ্বারে প্রবেশ করিব নাহি জান॥
উঝ্ঝল মন্দির তান কনক নির্মিত।
ফটিকের খাম্বা[16] সব অতি সুশোভিত॥
'উদয় মঙ্গল' তান টঙ্গী মনোহর।
রতনে জড়িত জেহ্ন নক্ষত্র উঝর॥
তাত বসি আছএ আজিজ রাজ[17] সুখ।
দূরে থাকি দেখিলেন্ত ভ্রাতৃগণ মুখ॥
উভা হই রহিয়াছে দ্বারী হেন মানি।
কোহ্ন দ্বার পাল হেন নির্ণয় ন জানি॥
আজ্ঞা কৈলা নৃপতি জাউ এক চর।
অহি সাধুগণ আন টঙ্গীর উপর॥
নৃপতির আজ্ঞা পাই আইল অনুচর।
দশভাই সম্বোধিয়া আনিল সত্বর॥
আজিজ অগ্রত গেলা সব সহোদর।
আশীর্বাদ কৈলা সবে জুড়ি দুই কর॥
নৃপতি আদেশ কৈলা বস[18] মোর পাশ।
মিষ্ট বাক্য বুলিলা পিরীতি প্রতিভাষ॥
বিচিত্র বসন আনি বিছাইলা সত্বর।
রাজ আজ্ঞায় বসিলেন্ত দশ সহোদর॥
নৃপতি আদেশ কৈলা অনুচর প্রতি।
সাধুগণ পরিচর্যা কর নানা ভাতি॥
ভৃঙ্গারের জল কোহ্ন সেবকে জোগাএ।
চামর শরীর কেহো করে তান গায়॥
সুবর্ণের বাটা ভরি কর্পূর তাম্বুল।

---

১৬. স্তম্ভ -খ ১৭.- বড় -খ ১৮. -খ

সুগন্ধি চন্দন আদি নানা বর্ণফুল॥
ভ্রাতৃসব অগ্রত জোগাএ ততক্ষণ।
দেখি হরষিত হৈল সহোদরগণ॥
অনুচরগণে জথ কহন্ত বচন।
ন বুঝএ দশভাই হেরএ বদন॥
এহিমতে রাত্রি আসি হৈলা পরবেশ।
প্রদীপ আনিয়া ঘর পুরিল বিশেষ॥
থামে থামে বিপুল উঝল জেহ্নপুর।
দিবস করিল রাত্রি জেহ্ন চন্দ্রসূর॥
অতি সুরচিত ভক্ষ্য অন্ন নানা[১৯] ভাতি।
দশভাই অগ্রত রাখিল পাঁতি পাঁতি॥
ভাই সবে মিলিয়া জে কহন্ত বচন।
কেহ্ন এথ দয়া আক্ষা করন্ত রাজন॥
কেহো বোলে দেখি আক্ষা দুক্ষিত লক্ষণ।
বহুল গৌরব করে এহি সে কারণ॥
আর ভাই বোলে আক্ষা দেখি মহাজন।
তান মনে আক্ষা সঙ্গে আছে বহু ধন॥
এথ দয়া কবএ[২০] আসিতে আর বার।
সাধু সবে এহি ভাব অনুমান[২১] তার॥
ধান্য সব আছে তান ভাণ্ডারে ভাণ্ডার।
বিকিকিনি হৈলে ধন পাইব অপার॥
কেহো বোলে আক্ষা পিতামহ কথা শুনি।
শুণিয়াছে মহিমা মহত্ত্ব তত্ত্ব বাণী॥
বড়ের সন্ততি জানি এহি উপরোধ।
মিষ্টবাক্য বুলি আক্ষা করএ প্রবোধ॥
ভাই সব সমাজে গোঞাএ এহি কথা।
অন্তস্পট অন্তরে আজিজে শুনে তথা॥
নৃপতি শুনিল ভাই সবের রচিত।
সঘন গলএ জল নয়ন রুদিত॥
আজিজের দুই পুত্র অতি সুকুমার।
রূপে বিদ্যাধর জিনি চন্দ্র অবতার॥
আজিজ কুমার তরে[২২] কহিলেন্ত রঙ্গে।
রাজজোগ্য বসন ভূষণ পৈঢ়[২৩] অঙ্গে॥
এহি সাধুগণের অগ্রত রহ ভালে।
জেহি মাগে সেহি দ্রব্য দেঅ ততকালে॥
রাজপুত্রে পুছিলা এসব কোন জন।

---

১৯. ঘ, অনুমান-ক,খ ২০. করন্ত -ঘ
২১. অনুভাব-ঘ ২২. থরে -খ ২৩. ঘ

তার সেবা করিবম কোন প্রয়োজন॥
আজিজে উত্তর দিলা শুনহ কুমার।
এহি সব ভ্রাতৃগণ নিশ্চয় আহ্মার॥
পুনি পুছে কুমারে আজিজ তরে বাত।
এহি ভাই তোহ্মাক বেচিল সাধু হাত॥
আজিজে বুলিলা পুত্র মন পরিতোষ।
এহি ভাই সবের নাহিক কোন দোষ॥
মোর কর্ম লিখিত নিবন্ধ আছে ধর্ম।
সমুদিত মোর ভাল হৈল এহি কর্ম॥
জদি ভ্রাতৃসবে মোক ন বেচিত ভাল।
কোহ্নমতে হইতুঁ মিছির মহিপাল॥
কুমার সকলে শুনি বাপ সংকথন।
হেঁট মাথা করিয়া রহিলা ততক্ষণ॥
পুনি পুছে কুমারে করিবা কোন কর্ম॥
কি করিব আহ্মিসবে বোল তার মর্ম॥
আজিজে বুলিলা তুহ্মি ন কহিঅ বাত।
সেবা অনুবন্ধে থাক তা সব সভাত॥
নানা উপহার দ্রব্য আনিল অগ্রত।
ফলমূল পুরস্কার[২৪] দিল ভাল মত॥
জার জেহ্ন মনে ভাএ করিল ভুঞ্জন।
তুষিলেক দশ ভাই আনন্দিত মন॥
প্রসাদের ছলে দিল বহুমূল্য বাস।
বিনয় বেভারে বহু করিয়া আশ্বাস॥
ভুঞ্জন ভূষণ শেষ আজিজে পুছিলা।
কি নাম তোহ্মার কোহ্ন রাজ্য হোন্তে আইলা॥
ভাই সবে বোলে এহি ধান্য কিনিবার।
বাপের আদেশে আইল রাজ্যেত তোহ্মার॥
আজিজে বোলন্ত তোহ্মা খেত্রী হেন দেখি॥
চোরোয়াল তোহ্মারা চরিত্র হেন লখি॥
তারা সবে বোলে আহ্মি নহি চোরোয়াল।
গোহোম ধানের তরে এথা আইল ভাল॥
আজিজ বোলন্ত শুন দশ সহোদর।
মহা বলবন্ত দেখি সিংহ সমসর॥
তত্ত্বকথা কহ তুহ্মি আহ্মাত নিশ্চয়[২৫]।
এথাত আইলা কেহ্নে দেয় পরিচয়॥
ভাই সবে বোলে শুন আজিজ মিছির।
আদি অন্ত বৃত্তান্ত কহিমু সব ধীর॥

---

২৪. উপস্কার-ঘ
২৫. আহ্মার গুচর-ঘ

ইব্রাহিম নাম নবী বিদিত ভুবন।
জাহার প্রসাদে[২৬] অগ্নি হইল বৃন্দাবন ॥
এয়াকুব নবী তান পৌত্র বংশ[২৭] জাত।
তান দশ পুত্র আহ্মি ভুবন বিখ্যাত॥
সৎমার পুত্র দুই ভাই কুলমান[২৮]।
তান প্রতি বাপের গৌরব জেহ্ন প্রাণ॥
তান জ্যেষ্ঠ ভাই গেল বন অনুসরি।
ব্যাঘ্রে ধরি খাইল তানে পাই একসরি॥
বাপের নিকট আছে কনিষ্ঠ তাহার।
তান সঙ্গে বাপের পিরীতি অনিবার॥
আন মন করি বাপ আছে তান সঙ্গে।
তান প্রতি বাপের গৌরব অতি রঙ্গে॥
নৃপে বোলে সত্যবন্ত বাপ তোহ্মা ধীর[২৯]
মহাবংশজাত জগত প্রচার সুচির॥
বড় পুত্র থাকিতে কনিষ্ঠে দয়া করে।
কোহ্নমত ধর্মশীল বোলহ তাহারে॥
ভাই সবে বোলে ছিল কনিষ্ঠ আহ্মাব।
অতি অপরূপ রূপ জগত মাঝার॥
তান প্রতি বহুল গৌবব বাপে কৈল।
এক তিল তাহা বিনু কভো ন রহিল॥
সেহি তান অভিমানে[৩০] ন দেখিল আঁখি।
সর্বক্ষণ নয়ান অগ্রত থাকে রাখি॥
এক স্বপ্ন অশক্য দেখিলা সেই ভাই।
কেহো হেন স্বপ্ন নহি দেখে কোন ঠাঁই॥
দ্বাদশ নক্ষত্র সমে আওব রবি শশী।
প্রণাম করিল তানে ভূমিতলে আসি॥
স্বপ্ন পরীক্ষিত এহি লোকে বোলে ভাল।
আহ্মি সব অনুচর সেহি মহীপাল॥
একারণে ভ্রাতৃ সব হইয়া নিষ্ঠুর।
বাপ হোন্তে প্রকারে করিল তাক দূর॥
তাক সঙ্কে[৩১] করি আহ্মি সব গেল বন।
একসর পাই ব্যাঘ্রে হরিল জীবন॥
আদি অন্ত বৃত্তান্ত কহিলা সব কথা।
আজিজ মিছির শুনি হেঁট কৈলা মাথা॥
আজিজে বোলন্ত শুন নবীর সন্ততি।

---

২৬ প্রভাবে -ঘ ২৭ পুত্র বংশে-খ
২৮. সভাই মার পুত্র ভাই দুই কুল মান-খ
২৯. স্থির-খ ৩০. খ, অবিভানে -আ.পা.
৩১. সঙ্গে -খ,ঘ

সেহি স্বপ্ন কথাত হইল পরীক্ষিতি॥
তোক্ষার কনিষ্ঠ তথা আছে আর ভাই।
কমন রূপবন্ত তাক দেখিবার চাই॥
তোক্ষা সব পিতা মোর জেহ্ন গুরু জন।
গুরু পুত্র সকল দেখিতে শ্রদ্ধা মন॥
তোক্ষা পিতা মহাজন প্রতি উপরোধ।
সেই পন্থে[৩২] আক্ষার গমন ধর্ম বোধ॥
এ কারণে তোক্ষা প্রতি ভকতি বিশেষ।
মোর ধর্ম কর্ম গুরু চরণ উদ্দেশ॥
পরম ঈশ্বর হেন মনে আক্ষা দেখি।
সাফল্য হইব মোর সর্ব অঙ্গ আঁখি॥
তোক্ষার কনিষ্ঠ আছে আর কোহ্ন ভাই।
মনে শ্রদ্ধা তান রূপ কান্তি আক্ষি চাই॥
পুনি জদি আইস ধান্য দিমু বহুতর।
তোক্ষার কনিষ্ঠ ভাই আনিঅ সত্বর॥
আবশ্য আনিবা সেহি ভাইক সংহতি।
নবী সুত সকল দেখিতে ইচ্ছা অতি[৩৩]॥
পুনি আইলে আর জথ মাগ দিমু শস্য।
উট বৃষ ভার ভরি দিবম আবশ্য॥
এথ শুনি ভাইসব গেলা বাসা ঘর।
রন্ধন ভোজন কৈলা নানান প্রকার॥
প্রভাত সময়ে আইল নরপতি দুয়ার[৩৪]।
মাপিয়া দিলেন্ত ধান্য জার জথ ভার॥
নিভৃতে কহিলা নৃপ অনুচর থানে।
ধন ফিরাই দেঅ জেহ্ন সাধু নহি জানে॥
গুণের[৩৫] অন্তরে ধন দিলেন্ত ফিরাই।
ন জানিল এসকল তারা দশ ভাই॥
নৃপতিক আশীর্বাদ ভকতি বিধান।
আজিজেহ সম্ভাষা করিলা বহুমান॥
পুনি বোলে ভাই সব সম্বোধি নৃপতি।
তোক্ষা পিতা তরে মোর জানাইবা প্রণতি॥
সহস্রেক প্রণাম করিলুঁ তান পায়।
তান আশীর্বাদে মোর কুশল সদায়॥
পুনি জদি এথা তুক্ষি করহ গমন।
কনিষ্ঠ ভাইক সঙ্গে আনিবা জতন॥
ভাই বোলে শুনহ নৃপতি মহাশয়।
বাপে আজ্ঞা দিলে তাক আনিমু নিশ্চয়॥

---

৩২. পথে-ক ৩৩. খ, মতি -আ.পা. ৩৪. খ -আ. পা.
৩৪. নরপতি দ্বার-ঘ ৩৫. ক, ঘ, গুণীর-আ. পা.

আমীন সহ ভ্রাতৃবৃন্দের মিসরে গমন।

পয়ার -খর্বছন্দ

আজিজ আরতি লৈয়া সব সহোদর।
ধান্য ভরি উট পরে চলিল সত্বর॥
কথ দিন হাঁটি পাইলা কনয়ানপুর।
ইষ্টে মিত্রে দেখি হৈল আনন্দ প্রচুর॥
বাপের নিকট গেলা সন্তোষ নিপুণ।
পুত্র সব মুখ দেখি হৈলা সকরুণ॥
বহুল আনন্দ মন দেখি পুত্র মুখ।
বাপ পদে প্রণাম করিলা মন সুখ॥
নৃপতির প্রণাম কহিলা বহু স্তুতি।
আহ্মার কুলেত সেহি হএ উতপতি॥
কি কহিমু আজিজের গুণের বাখান।
মহা-ধর্মশীল সর্ব শাস্ত্রে অবধান॥
দানে ধর্মে কল্পতরু অসীম মহিমা।
করুণা হৃদয় নৃপ দিতে নাহি সীমা॥
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ ভুবনেত নাম।
জ্ঞানে ধ্যানে শিক্ষাবন্ত বড় অনুপাম॥
বচন রচনা তান শুনিলুঁ শ্রবণে।
সুধারস বাণী জেহ্ন কহিল আপনে॥
ন দেখিলুঁ তান মুখ অঙ্গ জুতি-জুক্ত।
সর্বতনু বসনে ঢাকিয়া আঁখি মুক্ত॥
বসন ভূষণ বহু দিলেক প্রসাদ।
তোহ্মার চরণে কিছু বুলিল সংবাদ॥
আশীর্বাদ করিতে কহিল ভক্তি করি।
প্রেমভাব রাখে তোহ্মা পদ অনুসরি॥
আহ্মা পিতামহ তরে রাখে তার ভাব।
শুনিয়াছে আদি অন্ত জথ পরস্তাব॥
পরম ঈশ্বর ভক্ত জন পদ সেব।
ভাবক জনেরে দেখে জেহ্ন মহাদেব॥
আহ্মা সব দেখি কহে বহুল পিরীতি।
নবী সুত দেখিবারে বহু শ্রদ্ধামতি॥
সকল কনিষ্ঠ ভাই ইবিন আমীন।
তোমার অগ্রত সেহি থাকে প্রতিদিন॥
তাহান মোহন জশ কৃতি বাক্য শুনি।
বুলিল আনিঅ সঙ্গে জদি আইস পুনি॥
তোহ্মা পিতা ধান্য রূপে চাহিলে পুনর্বার।

ইবিন আমিন সঙ্কে[1] আনিঅ তোহ্মার॥
পুত্র সবে কহিলেন্ত জথেক বচনে।
সত্য হেন নবীর পত্যয় ভেল[2] মনে॥
ধান্যের জথেক গুণ করন্ত মুকত।
তাহার অন্তরে ধন দেখন্ত[3] বেকত॥
ধন দেখি বিস্মিত হইলা সর্বজন।
ফিরাই দিলেক ধন কিসের কারণ॥
ভ্রাতৃসবে বোলে সেহি হএ মহাজন।
তোহ্মাক[4] ধনের তরে নাহি প্রয়োজন॥
আরবার ভ্রাতৃসবে করিল জুকতি।
চলিবারে বাপ হোন্তে লৈল অনুমতি॥
ইবিন আমিন লৈলা বাপের আদেশ।
ভাইক সংহতি চলে মিছিরের দেশ॥
নবী বোলে পুত্র সব শুনহ বিশেষ।
একদ্বারে সব ভাই ন হৈবা প্রবেশ॥
মনুষ্যের মুখে বসে জান তীক্ষ্ণ ধার।
ন জানি কি কহে কোহ্নে অন্তরে তোহ্মা
বাপের আরতি লই উটের বাহন।
ইবিন আমিন ভাই সঙ্গে সুখ মন॥
চলিতে চলিতে আইলা মিছির অন্তরে।
দূতে গিয়া জানাইল নৃপতি গোচরে॥
নবী পুত্র একাদশ এথা আসিয়াছে।
দ্বারপ্রতি দুইভাই দণ্ডাই রহিছে॥
পঞ্চদ্বারে দশভাই আছে দণ্ডাইয়া।
একসর ইবিন আমিন আছে রৈয়া[5]॥
টঙ্গীর উপরে থাকি দেখিল নৃপতি।
আস্তে বেস্তে নামিয়া আইলা পদরথী[6]॥
সর্বতনু বসনে ঢাকিয়া আঁখিমুক্ত।
সেহি ভাই নিকটে আইলা সমজুক্ত॥
সে দেশের লোকে তান ন বুঝএ বাণী।
ইবিন আমিন কান্দে হৈয়া অভিমানী॥
দেখিয়া ভাইর মুখ সামান্য[7] চরিত।
সজল নয়ন হৈয়া আজিজ রুদিত॥
কাছে গিয়া প্রেমভাবে পুছিলা বচন।

১. সঙ্গে -খ ২. পত্যত্র হৈল খ ৩. দেখিল-খ
৪. তোমারে-খ ৫. বৈয়া -খ,আ.পা
৬. পদারতি-ক, পদরতি-ঘ ৭. ক,ঘ; ছেমর?

তবে পুনি পুছিলেন্ত তুহ্মি কোহ্ন জন॥
ইবিন আমিনে তবে দিলা পদুত্তর।
নবীপুত্র আহ্মি একাদশ সহোদর॥
ধান্য কিনিবারে এথা করিলুঁ গমন।
ভাই সঙ্গে আইলুঁ এথা শুন মহাজন॥
দ্বার প্রতি দুই ভাই প্রবেশ করিল।
একসরি এহি দ্বারে উদ্দেশ ন পাইল॥
মোহোর রাজ্যের কথা বুঝিলুঁ ধারণে।
ভাইসব গেল কথা দেখাঅ আপনে॥
আজিজে বোলএ তোহ্মা রাজ্যে ছিল দেখি।
বুঝিলুঁ বচন তোহ্মা ইষ্ট হেন পেখি॥
কর হোন্তে কাড়িয়া কাঞ্চন রত্নহার।
ধর সাধু তোহ্মার হাথেত দেঅ তার॥
ইবিন আমিনে বোলে আহ্মি কি করিমু।
দিলা জদি ইহ আহ্মি জারে তারে দিমু॥
মনে মনে আজিজে বোলএ ততক্ষণে।
লাখের কঙ্কণ ভাই অল্প হেন জানে।
দেখাই দিলেন্ত পন্থ জাঅ মন সুখে।
হের দেখ ভাই সব তোহ্মার সম্মুখে॥
ইবিন আমিনে বোলে শুন বন্ধুজন।
তোহ্মা সঙ্গ ছাড়িতে ন লএ মোর মন॥
আজিজে বোলএ আহ্মি পরের অধীন।
তোহ্মার আহ্মার প্রেম কথা আছে চিন॥
এহি বুলি আজিজ গেলেন্ত নিজ বাস।
ইবিন আমিন গেলা ভাইর সম্পাশ॥
ইবিন আমিনে দেখে ভাইসব দেখি।
বোল কেহ্নে তোহ্মার সন্তোষ মন লখি॥
ইবিন আমিন বোলে নিশ্চয় কথন।
এক অশ্ববার সঙ্গে হৈল দরশন॥
আহ্মার দেশের ভাষ বুঝে সেহি লোক।
এহি রত্ন কাঞ্চন দিয়াছে তাঞি মোক॥
এক ভাই কর হোন্তে লইল খসাই।
আর ভাই করেত দিলেন্ত তারে পাই॥
আর ভাই কর হোন্তে কাড়ি লৈল বলে।
ইবিন আমিন করে দিল ততকালে॥
তারা সবে তার মূল্য কি জানএ আর।
এক এক মাণিক্য জড়িত রত্ন সার॥

---

৮. ঘ. লৈ জাইতে -আ.পা., নহি জাত্তে-ক

ভ্রাতৃ সব লহি জাইতে[৮] মিছির অন্তর।
এক ঘর আজিজে নির্মিছে মনুহর॥
মণিরত্ন কাঞ্চন মন্দির পূর সাজ।
রক্তবর্ণ পাষাণ পূরিত বর[৯] রাজ॥
বেড়া প্রতি কনক বিচিত্র চিত্র সার[১০]।
এয়াকুব নবীর চিত্র মূরতি আকার॥
ভ্রাতৃগণ মূর্তিসব চিত্রেত লেখিল।
জেহ্ন মতে বাপ হোন্তে ইছুফ আনিল॥
কেহো মাথে কেহো কান্ধে বাপক দেখাই।
ইছুফক লইয়া গেল দূরান্তর ঠাঁই॥
বনের অন্তরে নিয়া আছাড়িল তারে।
বসন কাড়িয়া নিল তারে ধরি মারে॥
জেহ্নমত ইছুফক করিল দুর্গতি।
একে একে চিত্রপটে লেখিল মূরতি॥
এহি সে বৃত্তান্ত সব চিত্রেত লেখিত।
মন্দির বেড়াত চিত্র সমস্ত পূরিত॥
সেহি ঘরে নৃপতি বসিল সমাহিত।
মহাদর্প আরম্ভ প্রতাপ সুরচিত॥
স্থানে স্থানে রাখিল প্রচণ্ড সেনাপতি।
বসন ভূষণ বহু উল্লাসিত মতি॥
খেত্রী সব অস্ত্রধারী কবচ ভূষিত।
ধনুর্বাণ খর্গ চর্ম সন্ধান পূরিত॥
দ্বাবে দ্বারে সর্ব সৈন্য সেনাপতি সাজে।
দশ সহস্র ছড়িদার সচেতন রাজে॥
অমাত্য কুমার সব সুরূপ সুন্দর।
নানা আভরণ পৈঢ়ে রূপে মনুহর॥
সুগন্ধি পুরিত তনু কুসুম বেষ্টিত।
মণিময় কৃপাণ করেত সুশোভিত॥
আজিজ অগ্রত সব আছে দণ্ডাইয়া।
জার জেহি সেবা অনুবন্ধেত রহিয়া॥
আজিজ বসিয়া আছে সানন্দিত মনে।
পাত্র মিত্র সমুদিত বর[১১] সিংহাসনে॥
আজিজে করিলা আজ্ঞা অনুচর প্রতি।
সাধুগণে চিত্রঘরে আন শীঘ্র গতি॥
ভাইসব তথা গেলা নৃপতি ইঙ্গিত।

৯ রব বাজ্জ -ঘ, জ্ঞা. মো.
বর রাজ -আ. পা.
১০. চিত্র কাব-ঘ
১১. ক, ঘ; তুল . বিদ্যাপতি কহু শুন বর কান। বি.প.(সুন্দর, শ্রেষ্ঠ)।

স্থানে স্থানে সৈন্য দেখি মনে পাইল ভীত॥
দ্বারপালে দ্বারেত রাখিল ততক্ষণ।
রাজ আজ্ঞা হৈলে জাইবা অন্তর ভবন॥
অন্তস্পুর দ্বারে আইলে দ্বারী নদে এড়ি।
পুনরপি আজ্ঞা হৈলে তবে দিল ছাড়ি॥
এহি মতে সপ্ত দ্বারে রাখে বারে বার।
বিলম্ব হইল জাইতে অন্তস্পুর দ্বার॥
নবীপুত্র সব মনে বড় পাইল ত্রাস।
বহু অনুগ্রহে গেল আজিজের পাশ॥
প্রথমে দেখিল আসি আজিজ চরিত।
আর দেখিলেন্ত তান আন আন রীত॥
ভাই সব বসাইলা চিত্রসারি ঘরে।
চিন্তাজুক্ত বসিলেন্ত সম্ভ্রম অন্তরে॥
খেনেক বসিয়া তবে হৈল সচকিত।
চালে বেড়ে[১২] চিত্র সব দেখিলা লিখিত॥
আপনার বাপের মূরতি দেখি সুখে।
ইছুফ মূরতি চিত্র দেখিলা সমুখে॥
একে একে সব ভাই মূরতি আকার।
জেহ্ন মত ইছুফক করিলা প্রহার॥
জেহ্ন মতে কূপেত করিল বিসর্জন।
সব চিত্রকার দেখি ধন্ধ হৈল মন॥
ইবিন আমিন দেখি ইছুফ মূরতি।
কান্দিয়া বিকল হৈল মূরছিত গতি॥
ইছুফক অনুচরে দেখি মতি ভোর।
তারাহ বুঝিতে নারে সমাচার ওর॥
ভাই মূর্তি দেখি ভাই উর্ধ্ব মুখী রহে।
আহ্মি সব পাপিষ্ঠের প্রাণি কেহ্নে রহে॥
আহ্মি সবে জথ পাপ করিলুঁ অজুক্ত।
কেহ্ন মতে এথাত আসিয়া হৈল ব্যক্ত॥
জথেক করিল অপকর্ম অনুচিত।
ইবিন আমিন চিত্র দেখিয়া রুদিত॥
পুনি আজ্ঞা আজিজ করিলা সমাধান।
নবী সুত সব আন আহ্মা বিদ্যমান॥
বসিলেক ভাইসব আজিজের আগে।
দুই দুই ভাই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে॥
দুই দুই ভাইক সমুখে এক পাত।
থাল বাটি ভরিয়া আনিয়া দিল ভাত॥

১২. খ

ঘৃত মধু শর্করা সন্দেশ নানা বর্ণ।
বহু উপহার আনি করিলেক পূর্ণ॥
এক এক পত্র দিল দুই দুই ভাই।
ইবিন আমিন আছে একসর রহি॥
আজিজে বুলিল সাধু করহ ভোজন।
খাইতে লাগন্ত তবে বিমরিষ মন॥
ইবিন আমিন আছে পত্র আগে পাই।
একসর ভুঞ্জিতে মনেত সুখ নাই॥
নবী সুত আশ্বাসি আজিজে কহে রঙ্গে।
তুহ্মি জদি বোল আহ্মি খাই তান সঙ্গে॥
জেহি ধর্মশীল হএ প্রভু ভক্ত জন।
তাহার সেবক আহ্মি এক চিত্ত মন॥
নামেতে নৃপতি আহ্মি তোহ্মা সব দাস।
প্রভু ভক্ত জন সেবা করিতে উল্লাস॥
ভাই সবে বোলে তুহ্মি রাজ্য অধিকার।
আহ্মা কোন জুক্ত হএ তোহ্মা কহিবার॥
ইবিন আমিন তবে বোলএ নৃপতি।
তুহ্মি এক পাত্রে খাঅ আহ্মার সংহতি॥
আহ্মি জেষ্ঠ হইল তোহ্মার সহোদর।
আইস তুহ্মি আহ্মি অন্ন খাই একত্তর॥
আজিজে বুলিলা ভাই সভাত উত্তর।
ইবিন আমিন মোর ধর্ম সহোদর॥
এক পাত্রে তান মোর হইল ভোজন।
ধর্ম অনুভাবে মোর হৈল ভ্রাতৃজন॥
তাহান সম্বাদে দুখী ভ্রাতৃ সব মন।
আজ্ঞা দেউ জাউ মোর অন্তর ভবন॥
বলে ছলে ভাই সবে আজ্ঞা দিল কাজে।
জাঅ ভাই আজিজের অন্তস্পুর মাঝে॥
আজিজের দুই পুত্র রূপে মনুহর।
ইবিন আমিন নিল পুরীর ভিতর॥
মন্দির দ্বারেত লেখা ইছুফ মূরতি।
কান্দিয়া বিকল হৈলা অসন্তোষ মতি॥
রাজপুত্রে পুছে তুহ্মি কান্দ কি কারণ।
ইবিন আমিন কহে বিষণ্ন বদন॥
মোর এক ভাই ছিল চন্দ্রিমা আকৃতি।
এহি চিত্রে লেখা সেহি ভাইক মূরতি॥
এথেক বরিখ হৈছে বিসঁরিতে[১৩] নারি।

১৩. বিশ্বরিতে-ক, বিস্যারিতে-খ

বিশেষ বাঢ়িল শোক এহি চিত্র হেরি॥
এহি মূর্তি দেখি হৈল ভাইক স্মরণ।
মুঞি হতভাগী ভাই জিওঁ কি কারণ॥
জুবরাজে পুছিলেন্ত তোহ্মার সে ভাই।
কথা আছে কথা গেল কহ মোর ঠাঁই॥
ইবিন আমিনে বোলে কি কৈমু বিশেষ।
তিরিশ বরিখ ধবি নাহিক উদ্দেশ॥
বাজপুত্রে দূর কৈল মুখেব বসন।
ইবিন আমিনে দেখি ধন্ধ বাসে মন॥
মোর ভাই রূপ কীর্তি তোহ্মা মুখে পাই।
কহ জুববাজ এহি মর্ম মোব ঠাঁই॥
নয়নেব জল তান স্রবে অবিবত।
কান্দিতে কান্দিতে পুছে কহ মোত তত্ত্ব॥
তোহ্মা ভাই কথা আছে ন পাইলা উদ্দেশ।
বিধি পবসনে উপনীত এহি দেশ॥
আহ্মি দুই সহোদব ইছুফ কুমাব।
আজিজ মিছিব নাম বাজ্য অধিকার॥
ধর্ম বলে কর্ম ফলে ইছুফ সুমতি।
আজিজ মিছির হৈল রাজ্য অধিপতি॥
সেহিক্ষণে ইছুফে দিলেন্ত দরশন।
হরিষ বিষাদ ভাবি করিলা ক্রন্দন[১৪]॥
গলে গলে মিলিয়া রুদিত অনিবার।
দোহান নয়ন জল পড়ে মুক্তাধার॥

। ইবনু আমীনের স্মৃতিচারণ ।

চন্দ্রাবলী ছন্দ

রাগ- ভাটিয়াল

হৈলুঁ মুঞি হত বুদ্ধি — ন পাই ভাইক শুদ্ধি
বিফল মোহোর অনুমান।
মুঞি হৈলুঁ মতি ভোর — ন পাই উদ্দেশ তোর
দেখিলুঁ মূরতি এহি স্থান॥
ন দেখি তোহ্মার মুখ — হৃদয় অন্তরে দুক্ষ
নহি তোহ্মা রূপ লক্ষবাণ।
মোহোর করম দোষ — বিধাতা করিল রোষ
মোর কর্মফল এহি স্থান॥
স্বপনে জে দেখিলুঁ — বাপ তরে কহিলুঁ

১৪. রোদন -খ

জনকেহ করিলা নিষেধ।
কহিলুঁ এহি সে কথা মনেত পাইলুঁ ব্যথা
বাপ বাক্য জেহ্ন মহাবেদ॥
কপট উদভব করিল পরাভব[১]
কূপেত বিসর্জিল ধরি।
সাধুএ তুলিল তানে আনিল মিছির পানে
সাধুএ বেচিল নৃপপুরী॥
জলিখার রূপ জথ উৎপাত হইল তথ
আইল আহ্মা স্বপ্নে দেখি।
জলিখা মোহোব সঙ্গে ছিলেক জে মনোভঙ্গে
বন্দী মোক করিলেক দুখী॥
সেহি দুক্ষ বিমোচন মোর কর্ম নিবন্ধন
করিলেক বিধি দিয়া সুখ।
এহি মোব ভাগ্য দশা পুরিল জে মন আশা
দেখিলুঁ জে সেহি চান্দ মুখ॥

। ইয়াকুবের মিশর গমন ।

পয়াব ছন্দ

ইবিন আমিন হৈল আজিজের সঙ্গ।
দুই ভাই একত্তর বসিলা মনুরঙ্গ॥
তিরিশ বরিখে দুই ভাই দরশন।
ইবিন আমিন জেহ্ন দেখিল স্বপন॥
নিভৃতে বসিলা দোহোঁ এক সিংহাসন।
আজিজে কহিলা তবে দুক্ষ বিবরণ॥
আজিজে কহিলা ভাই শুন কহি কাজ।
শীঘ্র[১] করি জাঅ ভাই সকল সমাজ॥
জেহ্নমত জানন্ত এহি তত্ত্ব বাণী।
তোহ্মার গোচরে কৈলুঁ ধর্মপন্থ জানি॥
নবী সুত জানি মোক করিল গৌরব।
জেহ্ন ভাইগণ মধ্যে ন হএ রৌরব॥
আপনে বুলিবা তুহ্মি ভাই সব তরে।
আজিজে লৈ গেল মোরে তান অন্তস্পুরে॥
তোহ্মা সব মর্মকথা পুছিলা অন্তরে।
একারণে নিল মোক মন্দির ভিতরে॥
নবী পুত্র সব হেন জানিল আহ্মারে।
এসব বচন কৈবা রচনা প্রকারে॥
ভাইসব সঙ্গে জাইতে তোহ্মাক ন দিমু।

---

১. ক,খ ১. ঝাটে-ঘ ২. কাঠা-ঘ

সঙ্কেত্‌ সন্ধান করি তোহ্মাক রাখিমু॥
কনকের এক কাটা[২] ধান্য মাপি দিতে।
তোহ্মার গুণের মাঝে রাখিমু গোপতে॥
ফিরাই আনিব পাই অনুচর সব।
তবে ভাইসব মেলে ন হএ রৌরব॥
এহি জুক্তি সার কবি তবে দুই ভাই।
সত্বরে চালাই দিলা ভ্রাতৃগণ ঠাঁই॥
ইবিন আমিন গেলা ভ্রাতৃগণ মাঝ।
পুছিলেন্ত দশভাই সমাচার কাজ॥
কি কারণে নিল তোহ্মা রাজ অন্তপুরী।
কহ[৩] ভাই তত্ত্বকথা মনস্থির করি॥
ইবিন আমিনে বোলে জানি নবীসুত।
তে কারণে করিলেন্ত গৌরব বহুত॥
তোহ্মা সকলেব জথ সমাচার বাত।
সকল পুছিলা আহ্মা তরে সহসাত॥
ইবিন আমিন মুখে শুনিয়া বচন।
বাসা ঘবে চলি গেলা সানন্দিত মন॥
দর্শনে আলাপ কৈলা করি আশীর্বাদ।
আজ্ঞা পাই বসিলেন্ত নৃপতি সাক্ষাত॥
নৃপতি বুলিল তবে অনুচরগণ।
সাধু তরে ধান্য গোম দেঅ ততক্ষণ॥
রাজ আজ্ঞা পাই তবে ভাণ্ডার মেলিল।
উটের অন্তবে তবে ধান্য ভরাইল॥
ইবিন আমিন তরে ধান্য মাপি দিতে।
রাখিলা কনক কাটা গুণ সন্নিহিতে॥
নৃপতি বোলন্ত শুন অনুচরগণ।
নিভৃতে কহিল আহ্মি তুহ্মি সব স্থান॥
গড়েব দ্বারেত জদি গেল সাধুগণ।
বিচার করিবা গুণ প্রতি জনে জন॥
সুবর্ণের কাটা তুহ্মি জার স্থানে পাই।
তাহাক সত্বরে ধরি আন মোর ঠাঁই॥
সাধু তরে নৃপতি বহুল সম্ভাষিলা।
বসন ভূষণ তাক বহু মান্য দিলা॥
নৃপতিক আশীর্বাদ করি সর্বজনে।
একাদশ ভাই চলে হরষিত মনে॥
দশদিন পন্থ জদি গেলেন্ত চলিয়া।
গড়দ্বারে উপনীত হইলেন্ত গিয়া॥

৩. কথ-আ.পা.

রক্ষক সকলে আসি তবে বেড়ি ধরে ।
জার জথ শস্যগুণ বিচারিতে তরে॥
বিচারিতে শস্য তার একগুণ মাঝ ।
তার মাঝে রাজ কাটা পাইল সেহি সাজ ।
নৃপতির ধান্য কাটা পাইল জার পাশ ।
তাহাক ধরিয়া নেন্ত রাজার সম্পাশ॥
ভাই সবে ধন্ধকার হৈল সব দেখি ।
একি একি বুলি সবে করন্ত অসুখী॥
ফিরিয়া চলিলা সবে নৃপতিব আগে ।
আপনা মনেব বাত কৈলা শত ভাগে॥
নৃপতি বোলন্ত দোষ খেমিতে ন পারি ।
আহ্মার রাজ্যেত চোর নাহি দেশ বেড়ি[৪]॥
তা শুনিয়া নৃপ আগে কহে ভাইগণ ।
শুন নৃপ মহাশয় আহ্মা নিবেদন॥
বাপ অন্ধ হৈল এক পুত্র শোক লাগি ।
আব পুত্র এড়ি গেলে হইব বৈরাগী॥
আয় বাজ তুয়া পদে করিএ মিনতি॥
ছাড়ি দেঅ ভাই মোর জাইতে সংহতি॥
নৃপে বোলে তোহ্মা পিতা ন করিব রোষ ।
বৃদ্ধ নবী মুখ দেখি খেমিবম[৫] দোষ॥
ভ্রাতৃগণে বোলে বাপ ন দেখন্ত আঁখি ।
দূরান্তর পন্থ হাঁটি হৈব মনদুখী॥
নৃপ বোলে মোর আছে এক অশ্ববর ।
নিমেষে জাইতে পারে দিক দিগন্তর॥
সেহি অশ্ব তোহ্মা তরে আহ্মি আনি দিব ।
অশ্ব আরোহণে তোহ্মা জনক আসিব॥
এথ শুনি ভ্রাতৃগণ চিন্তাজুক্ত মন ।
তার রাজ্য জিকিরে করিমু উজাড়ন[৬]॥
আহ্মার জিকির বাণী জে ভূমিত পড়ে ।
সে ভূমির রাজা প্রজা মৃত্যুএ সংহারে॥
এথেক ভাবিয়া মনে শরীর ফুলাই ।
জিকির করিতে বসে এক চিত্ত হই॥
ইছুফে জানন্ত সব তাহার চরিত ।
পুত্র সব ডাক দিয়া আনিলা তুরিত॥
নৃপতি তনয়ে সব শিখান্ত আপনে ।
তা সব নিকটে গিয়া বৈস সাবধানে॥

৪. ভরি-খ ৫. খেমিবাম-খ ৬. নিবারণ-খ

জিকির করিতে তুহ্মি পরশিবা অঙ্গ।
তবে সে তাহান বিদ্যা সব হৈব ভঙ্গ॥
কুমার বসিল গিয়া ভ্রাতৃগণ পাশে।
জিকির করিতে তবে শরীর পরশে॥
পুনি পুনি জিকির করিলা মনক্লেশে।
আস্থে বেস্থে রাজপুত্রে সভান পরশে॥
বৈরীগণে ছুঁইলে বিদ্যা হএ বিপরীত।
মিত্র পরশনে বিদ্যা নাশ হএ রীত॥
ব্যর্থ হৈল জিকির চিন্তিত দশ ভাই।
পুনি পুনি কহিলেন্ত নৃপতির ঠাঁই॥
নৃপতিক ভ্রাতৃগণে কহে পুনি পুনি।
সত্বরে চালাঅ[৭] জাই নিজ রাজধানী॥
এথ শুনি নরপতি সানন্দিত মন।
আপনা চড়ন অশ্ব আনিলা তখন॥
পিতামহ নবীর পৈঢ়ন অতি ভাল।
কূপ মধ্যে ফিরিস্তায় দিলা ততকাল॥
সেহি সব দোয়া করি[৮] রাখিছে জতনে
ভ্রাতৃগণ গোচবে আনিলা ততক্ষণে॥
রত্নময় করি অশ্ব আনিলা সত্বর।
সুবর্ণ করিয়া সজ্জ[৯] সে জিন পাখড়[১০]॥
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে নৃপ বহু সম্ভাষণ।
বসন ভূষণ দিলা রত্ন আবরণ॥
চলিলেক দশ ভাই বিষাদিত মতি।
ভাই সঙ্গ নাহি দেখি মন্দ মন্দ গতি॥
নৃপতি আদেশ কৈলা অনুচর স্থান।
গড় দ্বার মুক্ত করি দেঅ তুরমান॥
ইবিন আমিন ভাই করি নৃপ সঙ্গ।
দুই ভাই গলাগলি থাকে মনুরঙ্গ॥
দশ ভাই বিষাদিত দেশত চলিল।
আপনার মনে মনে চিন্তিতে লাগিল॥
বৃদ্ধ নবী জিজ্ঞাসিলে কি বুলিমু তাত।
লোক তরে কি বুলিমু ন নিসরে বাত॥
এক পুত্র বনছলে নিয়া কি করিল।
ইহ পুত্র ধান্য ছলে নিয়া সংহারিল॥
পন্থে পন্থে হেন মতে ভাবি সহোদর।

---

৭. চলও-খ, চালাই-ঘ
৮. ক, সেই সব দয়া করি-খ
৯. সাজ-ঘ ১০. পখর-খ

চিন্তাজুক্ত[১১] মনে গেল আপনার ঘর॥
পুত্র সব আইল শুনি নবী গেল ধাই।
অন্ধ আঁখি হাথে এক দণ্ড বারি লই॥
একে একে পুত্র সব নেহালন্ত মুখ।
ইবিন আমিন নহি দেখি মনদুখ॥
নবী বোলে পুত্র সব কহ মোত সার।
কি হৈল কি কৈলা পুত্র নহি দেখি আর॥
কান্দিতে কান্দিতে নবী হৈলা অচেতন।
কণ্ঠে প্রাণ নাহি নবী সব ধন্ধ মন॥
হেনকালে একপুত্র দোয়া মেলি দিল।
ইছুফেব গন্ধ পাই প্রাণ কণ্ঠে আইল।।
উঠিয়া বসিলা নবী সেহি সভা মাঝ।
পুত্র সবে কহন্ত আজিজ মিশ্র রাজ॥
ফিবিস্তায় স্বর্গে থাকি নবীক কহিল।
নবীএ শুনিল আর কেহো ন শুনিল॥
পুত্র সবে বোলে বাপ কি কহিমু বাত।
কি কহিমু আজিজের জথ মনুগত॥
আহ্মা সব দেখিয়া বহুল মান্য করি।
ইবিন আমিন নিল নিজ অন্তপুরী।।
বহুল গৌবব করি ভোজ্য অন্ন ভোগ।
এক পাত্রে বসি নৃপে কৈল অন্ন ভোগ॥
এক পাত্রে দুই ভাই বসাই সন্ধানে।
ইবিন আমিনে নৃপ খাইল এক স্থানে॥
টঙ্গী এক নির্ম্মিয়াছে বিচিত্র বন্ধন[১২]।
আহ্মা পিতামহ নবী লেখিছে নির্মাণ॥
তোহ্মা নাম লেখিয়া রাখিছে বিদ্যমান।
ভ্রাতৃগণ নির্ম্মিয়া রাখিছে স্থানে স্থান॥
ইছুফ লেখিয়া আছে ভুবন মোহন।
কৌটি চন্দ্র রূপ জিনি তাহান বদন॥
সেহি টঙ্গী মধ্যে আহ্মি গেল নৃপ বোলে।
দেখিয়া মোহিত মতি পড়ি গেলুঁ ভোলে॥
তা হোন্তে চলিয়া গেলুঁ নিবাসক স্থান[১৩]।
পুনি সে প্রভাতে গেলুঁ রাজ বিদ্যমান॥

১১. সচিন্তিত-খ ১২. সন্ধান -ঘ
১৩. (i) তথা হোন্তে চলিয়া আইল বাসাস্থানে -ঘ
(ii) তা হোন্তে চলিআ গেলা নিবাসক স্থান -খ
১৪. ক্রোধ -খ

আজ্ঞা দিল নরপতি ধান্য মাপি দিতে।
অনুচরে কাটা দিল ন জানি কেমতে॥
সেহি কাটা ইবিন আমিন তরে পাইয়া।
ক্রুদ্ধ[১৪] মন হৈল নৃপ তাহাক দেখিয়া॥
মিনতি প্রণতি বহু কৈলুঁ নৃপ আগে।
ন এড়িল ক্রোধে নৃপ রাখিল বন্দী ভাগে॥
তোহ্মা তরে দিলা পাখরিয়া অশ্ববর[১৫]।
তাত আরোহণ করি চলিতে সত্বর॥
আর এক দোয়া পাঠাইছে তোহ্মা কাছে;
মেলিয়া দেখহ তাত কি লেখিয়া আছে॥
তবে নবী সেই দোয়া মেলিয়া চাহিলা।
আপনা বাপের বস্ত্র তখনে[১৬] দেখিলা॥
ততক্ষণে সেহি বস্ত্র ঝাড়ি অঙ্গে দিলা।
ইছুফের ঘ্রাণ[১৭] পাই আনন্দিত হৈলা॥
পুত্র সব তরে বোলে নবী মহাশয়।
মিছিরে জাইব সঙ্গে আজিজ আলয়॥
প্রভুপদে প্রণাম করিলা ভূমি পড়ি।
অশ্ব আরোহিলা নবী জিনে ভর করি॥
আগে পাছে পুত্র সবে ধরিলা জোগান।
সত্বরে চলিলা নবী তেজি নিজ স্থান॥
এহি ক্রমে চলি গেলা গড়ের দুয়ার।
রক্ষিগণে দেখিয়া লাগিল চমৎকার[১৮]॥
রক্ষিগণে বোলে তবে শুন মহাশয়।
সমাচার পত্র লেখি নৃপতি স্থানয়॥
তবে সে জাইতে পার শহর মিছির।
আজ্ঞা বিনে জাইতে ন পারে কোন বীর॥
নবীক বৈসাইল নিয়া দিব্য এক স্থানে।
নৃপতিত কাগজ লেখিল তুরমানে॥
পঞ্চদিন অভ্যন্তরে গেল দূতবর।
অস্থে বেস্থে পত্র দিলা নৃপতি গোচর।।
পত্র পড়ি নরপতি হৈল সানন্দিত।
হরিষে নয়ান জল পড়এ ভূমিত॥
অস্থে বেস্থে অনুচরে করিলা আদেশ।

১৫. তোমা তরে পাঠাইছে এহি অশ্ববর-খ
আমারে পাঠাই দিছে এহি অশ্ববর-ঘ
১৬. তথাত -ঘ ১৭. বয়-ঘ
১৮. চমস্কারে-খ

রাজ্য বেড়ি নৃত্যগীত করহ বিশেষ॥
নৃপতি বোলন্ত তবে শুন পাত্রগণ।
দুন্দুভি বাজাঅ গিয়া দ্বারেত সঘন॥
এহি রাত্রি সাজি আইস জথ সেনাপতি।
মোহোর বাপের পদে করিতে প্রণতি॥
স্থানে স্থানে সজ্জ কর রম্য রম্য ঘর।
নানা উপহার দ্রব্য রাখ বহুতব॥
পন্থে পন্থে সজ্জ কর অমূল্য বসন।
তাহার উপরে ছিট কুঙ্কুম চন্দন॥
মোর রাজ্যে জথ আছে নারী বা পুরুখ।
সুবেশ করিয়া আইস আহ্মার সমুখ॥
জথ নৃত্য বেশ্যা আছে সুরূপ সুঠাম।
সুললিত নৃত্যগীতি কর সাবধান॥
অন্তস্পুর নারীগণ সুবেশ কবিয়া।
বাপ প্রণামিতে আইস উপহাব লৈয়া॥
ইছুফের আজ্ঞা পাই নানা সজ্জ করি।
রাজ্য শুদ্ধ আইসে লোক করি হুড়াহুড়ি॥
মোহাম্মদ ছগীরে ভণে অশক্য কথন।
ইছুফ জলিখা কথা সুধারস ঘন॥

। পিতৃবরণে ইউসুফের অভিযাত্রা ।

দীর্ঘছন্দ

চলিলা নৃপতি বব জেহ্ন দেব পুরন্দর
বাপ প্রণামিতে মনুরঙ্গে।
বাজ্য খণ্ড[১] সেনাপতি মিছিরের লোক জথি
সহরিষে চলে রাজ সঙ্গে॥
লক্ষে লক্ষে গজবাজী পবন গমন সাজি
ধ্বজ ছত্র ঢাকি মহীতল।
পদভরে বসুমতী থর থর কম্পে অতি
নানা বাদ্য সৈন্য কোলাহল॥
চৌদোলে আজিজ রায় হেমছত্র মণিময়
নবদণ্ড শিরে সুশোভন।
নক্ষত্র বেষ্টিত চন্দ সৈন্য চলে নানা ছন্দ
জেহ্ন শক্র বেড়ে দেবগণ॥
সৈন্য হয় পদধূলি উঠিল গগন বুলি

১. রাজ্য মুখ্য-ঘ

অম্বর পূরিত হৈল রেণু।
আঁখি ন দেখএ পন্থ চতুর্দিক অনুবন্ধ
মধ্যেত আজিজ জেহ্ন ভানু॥
অন্তস্পুর নারীগণ পুষ্পবৃষ্টি অনুক্ষণ
আজিজ অগ্রত নানাভাতি।
ধন্য ধন্য বোলে লোক শুনিয়া শ্রবণ সুখ
আজিজ মিছির শুদ্ধমতি॥
লোক মুখে শুনি কৃতি আজিজ সানন্দ মতি
প্রভুপদ স্মরিয়া প্রণতি।
সর্বসৈন্য চলি ভেলা নানা মত করি মেলা
হাস লাস বহু ধর্মভাতি॥

। ইউসুফের পুত্রদের বিবাহ ও রাজ্যভোগ ।

জমক[১] ছন্দ

সপ্তদিন পন্থ গেলা আজিজ মিছির।
ব্যূহ[২] দ্বারে দেখিলেন্ত উজ্বল প্রাচীর॥
বাপপদ দেখিবারে শ্রধা করি মন।
পাত্রমিত্র সম্বোধিয়া বুলিলা রাজন॥
রথ হোন্তে লামঅ জথ রথরথিগণ।
পদে হাঁটি দেখি গিয়া বাপের চরণ॥
চলিলেন্ত সৈন্যসব পদরথি হৈআ।
নৃপ সঙ্গে চলে সব আনন্দ পুরিআ॥
দূরে থাকি খেনে খেনে করন্ত প্রণাম।
নানা উপহার আনে অতি অভিরাম॥
দূরে থাকি বাপক হৈলা দণ্ডবৎ।
রাজ্যখণ্ডে প্রণামিল পড়ি ভূমিগত॥
মস্তকের পাগড়ি লইয়া নৃপ করে।
পিতৃ পদ ধূলি মুছি বোলে মৃদুস্বরে॥
তোহ্মার তনয় আহ্মি তুহ্মি মোর পিতা।
ইছুফ মোহোর নাম তত্ত্ব কহি কথা॥
নবীএ দেখিলা জদি ইছুফ বদন।
আনন্দে পূরিত তান হইলেক মন॥
দুই করে ধরি পুত্র তুলি লৈলা কোলে।
মস্তক চুম্বিয়া পুত্র মিষ্ট বাক্য বোলে॥

১. পয়ার-ঘ
২. গড়-ঘ

ভ্রাতৃগণ দণ্ডাই রহিছে চারি পাশ।
জেহ্ন রবি মর্ত্ত্যে আইল তেজিয়া আকাশ॥
দেখিয়া বাপক মুখ খণ্ডিল বিষাদ।
সর্বক্ষণ আঁখি 'পরে লৈতে তান সাধ॥
জুববাজগণ আসি প্রণাম কবিল।
জেহ্ন রবি শশী আসি খিতিত নামিল॥
আশীর্বাদ করি নবী কোলে বৈসাইলা।
আনন্দে আঁখির জল স্রবিতে লাগিলা॥
নবী বোলে শুন পুত্র ইছুফ সুমতি।
জে স্বপ্ন দেখিলা তুহ্মি পাইলা পরীক্ষিতি॥
ভ্রাতৃগণে তোহ্মাক দেখিল তারা বরি।
ধর্ম আজ্ঞা হৈলা তুহ্মি রাজ্য অধিকাবী॥
জেহি ভ্রাতৃগণে তোহ্মা কৈলা হেন কর্ম।
ভুবন ভবিযা হৈল তাহাব অধর্ম॥
তোহ্মাক কবিল বিধি রাজ্যের ঈশ্বর।
কোটি জন্ম ফলে পাইলুঁ তুহ্মি পুত্রবর॥
পুত্র কোলে কবিয়া প্রভুত মাগে বব।
মোব মনুরথ সিদ্ধি পূবিলা সত্বর।
আজ্ঞা কৈলা নৃপতি চলিতে সর্ব সৈন্য।
নানা বাদ্য দুন্দুভি বাজাএ অগ্রগণ্য॥
চলিলা আজিজবর হরষিত মনে।
নবীক চড়াইলা নৃপ বত্ন সিংহাসনে॥
রছুলক বোলন্ত ইছুফ মহামতি।
এহি জলে স্নান কর পুণ্য হৈব অতি॥
সেহি নীল জলে নামি নবী মহামতি।
স্নান করি পরম সন্তোষ ভেল অতি॥
নবীপদ পরশনে নীলে পাইল মুক্তি।
সেহি জল বর্ণ হৈল দুগ্ধের আকৃতি॥
পাখালি শরীর নবী উঠিলেন্ত কূলে।
প্রভুপদে প্রণাম করিলা কুতূহলে॥
নৃপতি পাঠাই দিলা অনুচরগণ।
জলিখা আইসৌক শীঘ্রে মঙ্গল বিধান॥
এথাত জলিখা সজ্জ করি অনুপাম।
অমাত্য কুমারী সঙ্গে করি এক ঠাম॥
কার হাতে দূর্বাধান নানা পুষ্প মাতা[৩]।
একত্রে চলিলা সব জেহ্ন মণি গাঁথা॥

---

৩. মাতা?

নানা দ্রব্য সঙ্গে করি মঙ্গল বিধান।
আইলা জলিখা বিবি সভা বিদ্যমান॥
সর্বতনু বসনে ঢাকিয়া আঁখি মুখ।
নবীর চরণ বন্দে মনে বাসি সুখ॥
অমাত্য রমণীগণে হৈল দণ্ডবত।
স্বর্গে হোন্তে ইন্দ্রাণী আইলা জেহ্ন মৈর্ত্য[৪]॥
আশীর্বাদ কৈলা নবী প্রভুপদে মতি।
বিধাতা পূরিল মোর মনুরথ গতি।।
পুত্রবধূ দেখি নবী আনন্দিত মন।
দণ্ডবতে প্রণমিলা প্রভুর চরণ॥
ফিরিস্তা আসি কহিলা নবীক সম্বোধি।
পুত্রবধূ দেখ এবে মিলাইল বিধি॥
জেহি পুত্র কারণে হারাইলা দুই আঁখি।
সেহি পুত্র বধূ দেখ মন করি সুখী॥
বিধাতার হেন বিধি আছে ব্যবহার।
জেহি মিত্র ধরে তাক দেয়ন্ত দুক্ষভার॥
ফিরিস্তার মুখে বাণী শুনিয়া আশ্বাস।
নিরঞ্জন প্রণাম করিলা স্তুতি ভাষ॥
নৃপতি বোলন্ত তবে পাত্রগণ স্থান।
সৈন্য সব চালাঅ হইয়া সাবধান॥
ইছুফের রাজ্যে জে অমরপুর জিনি।
কাঞ্চন মুকুতামালা নক্ষত্র প্রমাণী॥
বৃদ্ধ নবী দেখিলা মিছির রাজ্য বেশ।
ত্রিভুবনে রাজ্য নাহি তা হোন্তে বিশেষ॥
ভুবন দুর্লভ পুরি অপূর্ব নির্মাণ।
বিধাতায় ইছুফেরে দিলা সেহি স্থান।
জেহি স্বপ্ন ইছুফে দেখিলা ঊষারাতি।
পরতেখ দেখিল আহ্মি সেই রূপগতি॥
ইছুফ নৃপতি তরে জথ অন্তপুরী।
মনুষ্য শক্তিএ তাক বর্ণিতে ন পারি॥
হীরামণি মাণিক্য বিচিত্র পরমাণ।
মুকুতা প্রবাল মণি অধিক সুঠান[৫]॥
সুবর্ণের বেদিকায় রত্ন সিংহাসন।
তারপরে বৃদ্ধনবী কনক দর্পণ॥
চারিপাশে চামর দোলাএ অনুচর।

৪. জেহ্ন মত-আ. পা
৫. সুঠাম-আ.পা.

জেহ্ন বিদ্যাধরী নাচে হাথেত চামর॥
জলিখাক আদেশ করিলা নৃপবর।
কনক ভৃঙ্গার[৬] ভরি আনহ সত্বর॥
বাপপদ আপনে পাখালে নৃপমণি।
জলিখায় জল ঢালে অবিরত পুনি॥
পাখালি নবীর পদ নির্ম্মল করিলা।
জলিখা মস্তক কেশে উপস্কার কৈলা॥
চতুশ্রম[৭] আনি অঙ্গ কৈল বিলেপন।
অমূল্য বসন দিলা নবীর পৈঢ়ন॥
নানামত সন্দেশ মধুর অনুপম।
নবীর অগ্রত আনি দিলা অভিরাম॥
বহুল প্রকাবে অন্ন কবি অনুবন্ধ।
আপনে জলিখা পরিচর্যা কবিলেন্ত॥
পুত্রত বুলিলা তবে জলিখা সুন্দরী।
সম্মুখে দণ্ডাই রহ পদ অনুসারি॥
ইছুফে বোলন্ত শুন ভাই মহাশয়।
জোড়হস্ত করি পুনি করন্ত বিনয়॥
তোহ্মা কিছু দোষ নাহি মোর কর্ম্মফল।
ভুবনেত কার ভাই কারে কবে বল॥
তুহ্মি জদি ন করিতা মোর কর্ম ভাল।
বিধি মোরে ন করিত বাজ্য মহীপাল॥
মোব কর্ম্মে আছে এহি লিখন নিবন্ধ।
তুহ্মি ভাই সবের নাহিক কোন মন্দ॥
মনে দুক্ষ ন ভাবিঅ খাঅ অন্নজল।
বিধিব ঘটন তুল্য নহে বলাবল॥
হস্ত জোড় করি সবে কহন্ত বচন।
পাত্র মিত্র বন্ধু শুণি ধন্ধকার মন॥
তবে পুনি ভ্রাতৃগণে হস্ত জোড় করি।
নৃপ আগে কহন্ত মস্তক হেঁট করি॥
শুন নৃপ কহি আহ্মি দোষগুণ তার।
জেহি খেমে দোষ জান ত্রিভুবনে সার॥
খেমিলা সকল দোষ বোল সত্য করি[৮]।
তবে সে আহ্মারা[৯] মনে ধন্ধ পরিহরি॥

৬. ভিঙ্গার-খ
৭. ক, চতুর চর্ম -খ
৮. -খ
৯. আমরা-খ

তুহ্মি সবে মনেত ন কর অভিমান।
মোর কর্ম হেন আছে নিবন্ধ প্রমাণ॥
মনেত ন কর চিন্তা বিসরিলুঁ সব।
মনে নাহি তুহ্মি জথ কৈলা পরাভব॥
এহি বাক্য বুলি নৃপ সত্বরে উঠিলা।
নিরঞ্জন মুখ করি সত্য দঢ়াইলা॥
তবে সে প্রতীত হৈল ভ্রাতৃগণ মন।
একত্রে বসিলা নৃপ ভ্রাতৃগণ সন॥
ইবিন আমিন ভাই ডাক দিয়া আনি।
জুবরাজ দুহানেক আনে নৃপমণি॥
বসিলেন্ত সব মিলি করিয়া সমাজ।
বাপক আনিতে আপে চলে মহারাজ॥
অন্তস্পুর মৈদ্ধে নবী রত্ন সিংহাসন।
অনুচরগণে করে সমীর ব্যজন॥
করজোড়ে নৃপতি নবীর আগে গিয়া।
ভাইসব সমাচার বাপক কহিয়া॥
একে একে কহিলেন্ত জথেক বৃত্তান্ত।
কূপের অন্তর কথা কৈলা আদি অন্ত॥
জেহ্নমতে ফিরিস্তা আসিয়া ধরে কর।
জেহ্নমতে পাট দিলা কূপের অন্তর॥
পিতামহ পৈঢ়ন জেমতে আনি দিলা।
জেহ্নমতে কূপ হোন্তে সাধু উদ্ধারিলা॥
জেহ্নমতে সাধু হস্তে বেচে ভ্রাতৃগণে।
তামার ঢেপুয়া লৈলা হরষিত মনে॥
ভ্রাতৃগণে আহ্মাক বেচিল সাধুহাত।
সাধু আনি বেচিলেক আজিজ সভাত॥
পুত্রবাচ দিয়া নিল অন্তস্পুর মাঝ।
রাজনীতি জথ ইতি সমর্পিল কাজ॥
জলিখার স্বপ্নবাণী জথ কামরঙ্গ।
টঙ্গী চিত্র আদি অন্ত কৈলা মনোভঙ্গ॥
জেহ্নমতে বন্দীত আছিলা কথকাল।
শিশুএ দিলেক সাক্ষী সভা প্রতি ভাল॥
স্বপ্ন আদি অন্ত জথ সব ইতি ভাল।
বৃদ্ধরাজে জেহ্নমতে কৈলা মহীপাল॥
জেহ্নমতে জলিখার বৃদ্ধ রূপ ভেস।
ঈশ্বর প্রসাদে রূপ পুনি সবিশেষ॥
জেহ্নমতে ফিরিস্তায় আসিয়া কহিলা।

ঈশ্বব আদেশে জেহ্নমতে বিভা কৈলা॥
একে একে সে সকল কহিয়া কথন ।
নবীক টঙ্গীত নিলা হবষিত মন॥
যে টঙ্গীত পূর্বে বসাইলা ভ্রাতৃগণ ।
সে টঙ্গীব মৈদ্ধে বসাইল ততক্ষণ॥
দোযাদশ সোদব সেহি টঙ্গীত বসিলা ।
জুববাজ সঙ্কে নৃপ একত্রে বহিলা॥
বাপ আগে পুত্রগণে নাহি তোলে মাথা ।
বাজ সঙ্কে কোহ্নজনে ন কহন্ত কথা॥
জেহ্নমতে ইছুফক কৈল পবাভব ।
বসন কাড়িযা নিল কবিযা লাঘব॥
জেহ্নমতে কৃপ মধ্যে বান্ধিযা পেলিল ।
এসব বৃত্তান্ত সব চিত্রেত লেখিল॥
নবীএ দেখিযা চিত্র বিচলিত মন ।
ইছুফ কোলেত লই কবন্ত বোদন॥
তেনকালে ফিবিস্তা আইলা ততক্ষণ ।
প্রভুব বৃত্তান্ত সব লইযা কথন॥
শুন নবী তোহ্মাত কহিএ তত্ত্ববাণী ।
ঈশ্বব বৃত্তান্ত তুহ্মি কিছু নহি জানি॥
এক দেখাইযা আব করে নিবঞ্জন ।
ইছুফ কবিযা দিলা বাজ্যক ভাজন॥
তোহ্মা তবে কহিবাবে এহি সমাচাব ।
মনে সুখ পাই তুহ্মি চিন্ত দুঃখ ভাব॥
সেবাব কাবণে প্রভু তোহ্মা তবে সুখী ।
অন্ধ চক্ষু সেবা কৈলা জেহ্নমতে দুখী॥
তাহাব কাবণে প্রভু মনে বাসি সুখ ।
পুত্রপৌত্রে খণ্ডাইল জন্মান্তরে দুখ॥
জেহি সব জনে সেবে প্রভুপদ নিত ।
সর্বক্ষণ প্রভু সেবা করে মনোহিত॥
এহাবে ঈশ্বব সুখী হএ সর্বক্ষণ ।
তাব মন্দ নাহি কভো এতিন ভুবন ।
দূতমুখে শুনি নবী ঈশ্বরের তত্ত্ব ।
ভূমিতে পড়িলা নবী হই দণ্ডবত॥
রসুলে বসিলা উঠি সানন্দিত মন ।
ভিঙ্গারেব পানি দিয়া পাখালে বদন॥
পুত্রসব একত্র করিয়া পএগাম্বর ।
একাজুক্তি ভাইসব চিন্তা দূর কর॥

উদয় মঙ্গল টঙ্গী বসিলা নৃপতি* ।
ভ্রাতৃগণে বাপ সঙ্গ হই এক মতি॥
জুবরাজ দুই পুত্র সংহতি করিয়া ।
ইবিন আমিন তান পাশে বৈসাইয়া॥
অনুচরে বাও করে মউর পাঙ্খায়[১০] ।
কর্পূর তাম্বুল জার মনে জেহি ভাএ॥
হেনকালে জলিখায় অন্তস্পুর হোন্তে ।
বিবিধ উত্তম অন্ন দিলেন্ত খাইতে॥
অনুচর সকল আনন্দ মনুহর ।
সমুখে আনিয়া দিলা ভক্ষণ অন্তর॥
বসিলা দোয়াদশ ভাই বাপ সঙ্গে কবি ।
জুবরাজ বসিলা নবীক আগুসরি॥
নানান প্রকার অন্ন করিলা ভুঞ্জন ।
দেবের নির্মাণ জেহ্ন সন্দেশ মোহন॥
চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চারি মনোভাতি॥
কোন কালে নহি ভক্ষে নহি কোন খিতি॥
ষটরসে ভুঞ্জন কবিলা রঙ্গমন ।
প্রভুর ভালাই মানি কৈলা আচমন॥
নিদ্রাজুক্ত হই নবী সেহি সিংহাসনে ।
নিরঞ্জন নাম ভাবি জাপ[১১] করে মনে॥
অনুচরগণে বাও করন্ত চামরে ।
শীতল সুগন্ধি দিয়া অঙ্গরাগ করে॥
ভ্রাতৃগণ আনি নৃপ বুলিলা বচন ।
ধান্য সব লঅ ভাই জার জথ মন॥
বৃষ সব সাজাই আনিলা ততক্ষণ ।
তছু[১২] 'পরে তোলে গুণ হরষিত মন॥
চালাই দিলেন্ত বস্ত্র জথ মনে লএ ।
ভাই সব শীঘ্রে জাএ আপনা আলয়॥
ইষ্ট মিত্র জথেক আছএ বন্ধুজন ।
সভানেরে শস্য দিয়া দিলা রত্নধন॥
হাটবাট এড়াই পাইলা গড় দ্বার ।
সকল রক্ষকে মিলি ধরে পাটোয়ার॥
দশ ভাই চলি গেলা[১৩] দেশে আপনার ।

---

* খ;ক- পুথিতে নেই ।
১০. খ, পাখানয়-আ.পা.
১১. জাপ্য-আ.পা.
১২. তছ-খ
১৩. ক, খ, ভেল-আ.পা.

ইষ্ট মিত্র বন্ধু জনে আইল দেখিবার॥
জার জেহি সম্ভাষা করিলা বহুতর।
ধান্য গোম জার জথ দিলা ততপর॥
বসন ভূষণ দিলা রজত কাঞ্চন।
নৃপতির সম্বাদ জানাইলা জনে জন।
আশীর্বাদ কৈলা সব ইষ্টমিত্রগণ।
শুনিয়া ইছুফ রাজ[১৪] হরষিত মন॥
ভ্রাতৃসবে মিলি তবে করন্তি জুকতি।
এক ভাই রাজ্যেত রাখিলা নরপতি।।
নব ভাই ইষ্টমিত্র একত্র লইয়া।
চলিলা হরিষ মনে মিশ্র উদ্দেশিয়া॥
ইছুফেব ইষ্টমিত্র জথ সব আছে।
চলিলা সানন্দ মনে ভ্রাতৃগণ কাছে॥
কথ দিনে চলি আইলা মিছির ভিতর।
জার জেহি মত সম্ভাষিলা নৃপবর॥
ভ্রাতৃসব অন্তঃপুরী কনকে রচিত।
হীরা মণি মাণিক্য রতন সুশোভিত॥
চারিভিতে ঝিকিমিকি মুকুতা গাঁথনি।
বিচিত্র নির্মাণ ঘর মুতিম খিচনি॥
বিশ্বকর্মা নির্মিত জে অপূর্ব নির্মাণ।
মণিময় কাঞ্চন লাগিছে স্থানে স্থান॥
এহেন নির্মাণ পুরী ভ্রাতৃগণ রাখি।
পরম কৌতুক মন ভ্রাতৃগণ সুখী।।
বড় ভাই রাখিলেন্ত মুখ্যপাত্র রাজ।
আর ভাই সমর্পিলা জথ রাজ কাজ।
জার জেহি মত বিধি সমর্পিলা কাজ।
তেন মত প্রতিনিতি করে রাজ্য রাজ॥
রাজ্যের সকল লোক আনন্দ বিশাল।
ইছুফ সমান রাজ্যে নাহি মহীপাল॥
রাজ্য সুখ ভোগে রাজা ইন্দ্র সম জান।
ত্রিভুবনে রাজা নাহি ইছুফ সমান॥
পুত্র পৌত্র তাহান বাড়িল বহুতর।
খিতি পুরন্দর নাম থুইলা ঈশ্বর॥
বৃদ্ধ নবী সেবাত রহিলা জুবরাজ।
জলিখায় নানা বস্তু দেয়ন্ত উপরাজ॥
অনুদিন কায়মনে নৃপতি কোঙর।

---

১৪. নবী-খ

বৃদ্ধ নবী সেবাত রহিলা তৎপর॥
হেনমতে সপ্তম বরিখ গঞিঞ গেল।
রাজ্যেত দুর্ভিক্ষ নাহি শুভ দশা ভেল॥
দেশে অমাত্য পাঠাইল নরপতি।
সুখে রাজ্য কর সবে হৈয়া এক মতি॥
আজিজ নৃপতি তবে হরষিত মন।
অনুদিন বাপক সেবন্ত সর্বক্ষণ॥
আজিজে বোলন্ত তবে জলিখার প্রতি।
পিতৃপদ সেবা কৈলে স্বর্গলোক গতি॥
জলিখা বোলন্ত মোর জীবন সফল।
দেখিলুঁ তোহ্মাকে পিতা চরণ জুগল॥
পুত্রপৌত্র সঙ্গে নবী দেখিলুঁ চরণ।
সাফল্য হইল মোর জীবন জৌবন॥
কোটি জন্মে তপস্যা ন পাই জার ছায়া।
হেন জন অগ্রত করন্ত মোক দয়া॥
হেন মত নির্বহিতে কথকাল গেল।
আজিজের মনুরথ সব পূর্ণ ভেল॥
আজিজে বোলন্ত তবে জলিখার তরে।
জুবরাজ সম্বন্ধ বিবাহ করিবারে॥
মহাসাধু আছএ বারহা তান নাম।
তার কন্যা রূপবতী আছএ অনুপাম॥
সেহি কন্যা ইছুফের জ্যেষ্ঠ পুত্র লাগি।
বিবাহ সম্বন্ধ কৈল্য মন অনুরাগি॥
পরিণয় কৈল নৃপ পুত্র সমাহিত।
মণি রত্ন কাঞ্চন ভূষিত কৈল নিত॥
আর এক নৃপতি আমির তান নাম।
চীন রাজ্যে নিবাসন্ত মহিমা উপাম॥
সেহি রাজকন্যা এক রূপেত পার্বতী।
ত্রিভুবনে তান সম নাহি রূপবতী॥
সেহি কন্যা ছোট পুত্রে কৈলা পরিণয়।
রাজ্য সঙ্গে কন্যা দান কৈলা মহাশয়।
বড় পুত্রে বিভা কৈলা বারহা দুহিতা।
অমূল্য মাণিক্য দিলা কাঞ্চন মুকুতা॥
জথ ধন নৃপতির ভাণ্ডারেত নাই।
তথ ধন দিল কন্যা জামাতার ঠাঁই॥
আজিজ মিছির হৈলা সানন্দিত মন।
বৃদ্ধ নবী সদায়[১৫] প্রভুত নিবেদন॥

---

১৫. মচিদ -খ

ভ্রাতৃগণ আসিয়া জনক প্রণামন্ত ।
বাপেহো বহুল দোয়া তাহানে করন্ত॥
ভ্রাতৃগণে সমর্পিলা জে কর্ম নৃপতি ।
সে সকলে সেহি কর্ম করে প্রতিনিতি ।
বহুল আনন্দ মন নৃপ কুতূহল ।
পিতৃ সমে সব ভাই বান্ধব সকল॥
বহুকাল রাজ্য ভুঞ্জি নানা ধর্ম কৈলা ।
জশকীর্তি বহুল লোকত রহি গেলা॥
আজিজের অশ্ববর ভুবনের সার ।
রাজ্যে রাজ্যে চর ভ্রমি দেখে ব্যবহার॥
আজিজ মিছিব রাজা দেবেন্দ্র সমান॥
দেবপুরী জিনি দেখি অপূর্ব নির্মাণ॥
উঞ্চল প্রবন্ধ ঘর দেখি সারি সারি ।
সুবর্ণ নির্মিত সব দেখিএ উয়ারি॥
প্রতি ঘর দ্বারে দ্বারে মছিদ নির্মাণ ।
অতিথি ভুঞ্জাএ নিত্য পুণ্য অনুমান॥
আজিজ মিছির রাজা আজ্ঞা পরমাণ ।
বাজদ্বারে জেহি মাগে তাক করে দান॥

। রাজেশ্বর ইউসুফের দিগ্বিজয় ।

জমক ছন্দ

আর দিন আজিজ বসিয়া সভা-মাঝ ।
নিভৃতে কহএ নৃপ পাত্রগণে কাজ॥
শুন সব পাত্রগণ আহ্মার বচন ।
দিগ্বিজয় হেতু আহ্মি ভ্রমিব ভুবন[১]॥
চৌদ্দ অক্ষৌহিণী সৈন্য করহ সাজন ।
চলিতে আদেশ কৈলা হরষিত মন॥
নবী বোলে শুন পুত্র আহ্মার ভারতী ।
ঈশ্বর অগ্রত কর প্রণাম ভকতি ।
জদি তোহ্মা আজ্ঞা করে প্রভু নিরঞ্জন ।
তবে সে করিবা দিগ-বিজয় গমন॥
নিরঞ্জন স্মরিয়া আজিজে মাগে বর ।
কৃপার সাগর মোর প্রাণের ঈশ্বর॥
ভ্রাতৃগণে কৈল মোরে জথ অপমান ।
প্রাণদান কৈলা প্রভু অতুল সম্মান॥

১. খ. ভ্রমিবম বন-আ.পা.

খাক হোন্তে পাক করি দিলা প্রাণদান।
মিছির ঈশ্বর কৈলা দিয়া এহি স্থান॥
জলিখা জথেক কর্ম কৈলা প্রাণপণ।
তা হোন্তে উদ্ধার করি রাখিলা জীবন॥
তুমি প্রভু নিরঞ্জন অনাথের গতি।
একমনে প্রণামহোঁ করিয়া ভকতি॥
হেনকালে প্রভু আজ্ঞা লই দূতবর।
আজিজ অগ্রত কহে সম্ভাষা উত্তর॥
শুনহ আজিজ তুহ্মি ঈশ্বর কথন।
তোহ্মা তরে প্রভু আজ্ঞা হৈল বিজ্ঞাপন॥
তোহ্মা তরে নিরঞ্জনে গৌরব সম্ভাষ।
ত্রিভুবনে কারহ তরে ন হৈল আশ্বাস॥
প্রভু আজ্ঞা হৈল তুহ্মি সর্ব রাজ্য জিন।
কাফির সকল মারি করহ অধীন॥
মহামন্ত্র কলিমা ন কহে জেহি জন।
তাহান উপরে কর অস্ত্র বরিষণ॥
দূত মুখে শুনিয়া আজিজ নরপতি।
বাপের অগ্রত সব কহে মহামতি।।
শুনিয়া জে বৃদ্ধ নবী হরষিত মন।
আজিজক প্রভু স্থানে কৈলা সমর্পণ॥
চলিলা আজিজ তবে হরষিত মনে।
পাত্রমিত্র বন্ধুগণ ডাকাইয়া আনে॥
সুসজ্জ করহ সৈন্য জথ অশ্ববর।
সুবর্ণ কৃমিজি জিন চড়াঅ পাথর॥
জথ সব বীর আছে রণে অগ্রগণ্য।
প্রসাদে সন্তোষ কর সেহি সব সৈন্য॥
জথেক পদাতিগণ রণেত জুঝার[২]।
তা সভাক দেঅ আনি[৩] রত্ন অলঙ্কার॥
মণি রত্ন বিভূষিত রণে আগুসারি।
নানাচিত্র বিচিত্র সকল অস্ত্রধারী॥
মহাবলী সেনা সব সমরে তুখড়।
সিংহসম পরাক্রম হাতে ধনুশর॥
পবন গমন বাজী আরোহী তাহাত।
বিশুদ্ধ সুবর্ণ মণি বিরচিত রথ॥
বহুবিধ তম্বুর[৪] বিশেষ গুরু ধ্বনি।
সপ্তসিন্ধু সঙ্কে তবে কম্পিত মেদিনী॥

২. যুঝার-খ ৩.মণি-খ ৪. তাম্বল-খ

আজিজের সৈন্য সাজে সুরূপ রচিত।
বিচিত্র কবচ মণি কনক শোভিত॥
অশ্ব সব শোভিত কবচ মনুরম।
বায়ু গতি অশ্ব সব উচ্চৈঃশ্রবা সম॥
অশ্ব সব গলে শ্বেত চামর দুলিত।
পদঘাতে ধূলি উঠি গগন পূরিত॥
দ্বাদশ বৎসর অশ্ব বায়ুর সমান।
তাত আছোয়ার সব জগজিনি ঠান॥
দিব্য ধনু বাণ হাতে কনক ভূষিত।
সুবলিত সর্বতনু চন্দনে চর্চিত॥
টোন ভরি দিব্য শর[৫] হাতেত কামান।
হেম মুষ্টি দিব্য খর্গ বিজুত সমান॥
গজ বাজী রথ ধ্বজ পতাকা সুসাজ।
চতুবঙ্গ সেনা সাজে নৃপতি সমাজ।
ইন্দ্রের কোঙর[৬] কিবা রাবণ নন্দন।
তেহেন অর্বুদ কোটি সঙ্গে যোদ্ধাগণ॥
পদাতি সকল রণে জেহ্ন জমদূত।
হুঙ্কারে কম্পএ ভূমি দেখিতে অদ্ভুত॥
হাথেত লোহানি ছেল কৈলাস দোসর।
জমদণ্ড কাটারি সে শোভিত কমর॥
তন্যায[৭] অর্বুদ কোটি সঙ্গে অশ্ববার।
প্রথম বয়স[৮] সব রণেত জুঝার॥
মহামত্ত গজ আগে শত শঙ্খ[৯] জুত।
নানা অস্ত্রধারী সব উপরে মাহুত॥
অসংখ্য পদাতি সব গণিতে অপার।
মহাবলী বীর সব রণে দুর্নিবার॥
কাঞ্চন রথেত চড়ে আজিজ মিছির।
কনক চম্পক জেহ্ন সুরস শরীর॥
মদমত্ত অরুণ তরণি জিনি আঁখি।
আকাশেত চন্দ্র গুপ্ত বদন সে পেখি॥
সৈন্য পদভরে ভূমি হৈল টলমল।
ধূলি অন্ধকার কৈল গগন মণ্ডল॥
রথ চক্র শঙ্খরব হুহুঙ্কার ধ্বনি।
রণমধ্যে উশ্চা[১০] জুক্ত ঘোটক নাচনি॥

৫. বাণ-খ ৬. কুমার-খ ৭. তন্যাঅ-খ
৮. বএসি-খ ৯. সঙ্কা-খ আনু. শুদ্ধপাঠ : সংখ্যা।
১০. খ

ভট্ট সবে স্তুতি পাঠ জুড়ি দুই কর ।
সুবর্ণ মণিম রথে মিছির ঈশ্বর॥
বাপ পদে প্রণাম করিলা ভূমি পড়ি ।
কাফির মথিতে চলে মিশ্র অধিকারী॥
ক্রমে ক্রমে নৃপতি ভ্রমএ প্রতি দেশ ।
চতুরঙ্গ বল সঙ্গ সানন্দ বিশেষ॥
সমর বিরোধে কেহো ন হইল সমর্থ[১১] ।
আজিজ মিছির ঠাঁই মিলএ সমস্ত॥
আপনে আসিয়া তুষ্টি কৈলা পুরন্দব ।
দেখিয়া মোহিত হৈল রাজ রাজেশ্বর॥
জথেক নৃপতি সবে আজিজ দেখিলা ।
দণ্ডবৎ খিতি পড়ি প্রণাম করিলা॥
আজিজক নবী জানি মানিলেন্ত ধর্ম ।
সদাচারে রহিলা তেজিয়া অপকর্ম । ।
আজিজ মিছির পদে পরিহার করি ।
কেহো নৃপ সঙ্গে চলে মনে সুখ ধরি॥
সুবর্ণ মণ্ডিত ছত্র শির 'পরে ধরি ।
চারিপাশে চামর দোলাএ সারি সারি॥
কোহ্নু রাজা সঙ্গে কভো ন করিল রণ ।
সব রাজা আজিজের পশিল শরণ॥
হেন মতে চলি ভেল সুবর্ণের পুর ।
তথিত বিশ্রাম হেতু রহে রাজ- শূর[১২]॥
সুবর্ণ পুরীর নাম অতি রম্য তীর[১৩] ।
দিব্য স্থল[১৪] পাই রহে আজিজ মিছির॥
সৈন্য অধিকারী দিলা পাত্র একজন ।
ইবিন আমিন ভাই আপনা ভবন॥
অশ্ব আরোহণ রাজা আজিজ মিছির ।
বাউগতি ঘোটক উপরে হৈলা স্থির॥

। রাজকন্যার সঙ্গে ইউসুফের পরিচয় ।

জমক ছন্দ

আর দিন গেলা রাজা মৃগয়া করিতে ।
অপুর্ব দেখিলা জন্তু খিতিত চরিতে॥
তাহাক ধরিতে অস্ত্র বেগে এড়ি দিল ।
ধরিতে নারিলা জন্তু বনে লুক দিল॥

১১. সমাপ্ত-খ ১২. রাজেশ্বর -আ.পা.
১৩. স্থির-খ ১৪. দিব্যসুর-খ

নিমেষেকে বহুদূর গেল তুরঙ্গম।
তাহাক ধরিতে নারি বহু পাইল শ্রম॥
পন্থের নির্গম ন পারন্তি লখিবারে।
ন জানি কি গতি হএ অরণ্য ভিতরে॥
বৃক্ষ সব শুষ্কপত্র পন্থ সব ভরে।
জত্নে পন্থ চিহ্নিবারে ন পারিব আরে॥
একসর ঘোটক অরণ্যে আগমন।
ন জানি কি গতি হএ বিধির ঘটন॥
এথেক চিন্তিতে হৈলা তিষ্ণায় আকুল।
মধ্যাহ্ন সময়ে রবি কিরণ বহুল॥
শ্রান্ত হৈল অশ্ববর মুখে এড়ে ফেনা।
তিষ্ণায় আকুল মন পাসরে আপনা॥
কথায় পাইব জল মন উতরোল।
আচম্বিত শুনে বাজা হংসের কল্লোল॥
সলিল আছএ তথা বিমর্সিয়া মনে।
সেহি দিকে অশ্ব এড়ি দিলা ততক্ষণে॥
কথ দূর গিয়া দেখে এক সরোবর।
জাহ্নবীর জল জেহ্ন অমর নগর॥
পদ্ম উৎপলে ক্রীড়ে হংস চক্রবাক।
নানা পক্ষী কেলি রঙ্গে আছে লাখ লাখ॥
চারিদিকে পুষ্পবন উদ্যান নির্মাণ।
হীরামণি মাণিক্য লাগিছে স্থানে স্থান॥
পুষ্প সব চারিদিকে বিকাশ উদ্যান।
ভ্রমর ভ্রমরী সুখে করে মধু পান॥
সেহি জলে নামি নৃপ অঙ্গ পাখালিলা।
তীরে উঠি বসন ভূষণ বিভূষিলা॥
ঘোটক আনিয়া শীঘ্রে জলপান দিলা।
জলেত লামাই অশ্ব স্নান করাইলা॥
খেনেক আছিলা তথা শিলার উপর।
মন্দ মন্দ সমীর বহএ নিরন্তর॥
হেন কালে সরোবর পশ্চিম কাননে।
অমৃত সদৃশ[১] গীত শুনিলা শ্রবণে॥
ধীরে ধীরে অশ্বে চড়ি করিলা গমন।
মনেত বহুল মান করিয়া আপন॥
কথদূর গিয়া দেখে রম্য এক পুরী।
মনুষ্য শক্তিএ তাক বর্ণিতে ন পারি॥

১. ক, অম্রেত সদৃস -খ, অমৃত সমান -আ,পা,

বিশ্বকর্মা নির্মাণ পুরীর সর্বস্থান।
হীরামণি মাণিক্য শোভিত দিব্যমান॥
চারদিকে ঝুমুকএ মুকুতা গাঁথনি।
প্রবাল রতন মণি উপরে খেচনি॥
তার মধ্যে এক কন্যা রত্ন সিংহাসনে।
তান সম রূপ নহি এতিন ভুবনে॥
এ ঘোর অরণ্যে নহি মনুষ্যেব গতি।
তাহাত দেখিলা দিব্য সরোবর ভাতি॥
সেহি স্থানে বিশরাম করি কথক্ষণে।
মধুর সুগীত[2] ধ্বনি শুনিলা শ্রবণে॥
কোহ্ন কালে এহি ধ্বনি শ্রুতি নহি লএ।
তাহাত তরল হৈয়া আসিলা এথায়॥
বুঝিলা এথাত ক্রিয়া করে দেবগণ।
অবশ্য কবিব আহ্মি তার অন্বেষণ॥
অন্তরীক্ষে জদি কন্যা ন করে গমন।
তবে জিজ্ঞাসিতে পাবি কোন প্রয়োজন॥
তবে কন্যা মহেশ পূজিয়া ততক্ষণ।
অতিথি আইল জানি করিলা গমন॥
সমুখে আনিয়া দিল ভৃঙ্গারের জল।
দিলেন্ত আসন আনি বসিতে উঝল॥
তবে কন্যা জিজ্ঞাসিলা অতি মৃদু স্বরে।
তান বাক্য শুনি পিক পলায়ন্ত ডরে॥
মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলা শশীমুখী।
সেরূপ দেখিতে দেবে ন পায়এ[3] আঁখি॥
আসিতে ন পারে এথা দেবগণ শক্তি।
কোন মতে আইলা তুহ্মি মনুষ্য আকৃতি॥
ইছুফে বোলন্ত আহ্মি নবীর সন্ততি।
মিছির রাজ্যেত হই আহ্মি অধিপতি॥
তা শুনি কুমারী কৈল চরণ বন্দন।
মনুরথ সিদ্ধি এবে কৈলা নিরঞ্জন॥
স্বপ্নে দেখা দিল মোক সেহি চান্দ মুখে।
নবী পুত্র করি সেহি কহিলেক মোকে॥
কহিল মোহোর রাজ্যে করিতে প্রবেশ।
আহ্মাকে পাইবা তুহ্মি ন চিন্ত বিশেষ॥
তোহ্মা রূপ দেখি মোর হরিল পরাণ।

২. সংগীত?
৩. ক, খ, পারএ-আ. পা.

সেহি হোন্তে হরি নিল বল বুদ্ধি জ্ঞান॥
কুন্তলের রূপ ছিল মালতীর মাল।
তাহাত বিকট জটা দেখিতে বিশাল॥
গজমুক্তা হার তার কণ্ঠেত আছিল।
তাহাত রুদ্রাক্ষ মালা মনে ন ইচ্ছিল॥
পাটাম্বর শুক্ল বস্ত্র আছিল প্রধান।
তাত বৃক্ষ ছাল দেখি প্রাণ কম্পমান॥
প্রাণ তেজিবারে চাহি অগ্নিকুণ্ড করি।
আগর চন্দন কাষ্ঠ কৈলুঁ সারি সারি॥
ঘৃত তৈল ঢালিয়া আনলে কৈলুঁ জ্বাল।
শুনিলুঁ আকাশবাণী হৈল ততকাল॥
ন মরিঅ আএ কন্যা দুক্ষিত হৃদয়।
তোহ্মার মানস আহ্মি পূরিব নিশ্চয়॥
এহি রম্য বৃন্দাবন সরোবর তীর।
এহি স্থানে তোল টঙ্গী ঘর সুরুচির॥
তার মৈদ্ধে থাকি শিব পূজহ ভকতি।
তবে সে পাইবা জান তুহ্মি নিজ পতি॥
মোর প্রতি মাতাপিতা প্রেমে জেহ্ন প্রাণ।
সর্বক্ষণ মুঞি বিনে ন দেখিল আন॥
এহি স্বপ্ন উষাগত দেখি অভাগিনী।
সে অবধি প্রাণী দহে ঘুসির আগুনি॥
বাপক বুলিল তবে মুঞি পাপ মতি।
এহি স্থানে টঙ্গী তুলি দিতে শীঘ্র গতি॥
সেহি খনে বিশ্বকর্মা আনিলেক বাপ।
নানা রত্নে টঙ্গী তুলি দিল মনস্তাপ॥
এহি টঙ্গী মৈদ্ধে লীলাবতী সঙ্গে করি।
ফলফুল ভক্ষি থাকি শিবধ্যান করি॥
তবে মহাকুলশীল আজিজ নৃপতি।
কন্যা স্থানে পুছিলেন্ত সাবধান অতি॥
জেহি লীলাবতী সহ্মে থাকহ পিরীতি।
তাহাক ন দেখি কেহ্নে তোহ্মার[৪] সংহতি॥
কন্যা বোলে মাও মোর প্রতি স্নেহ অতি।
মোর বার্তা প্রতিদিন জোগাএ সারথি॥
এহি কথা নৃপ আগে কহিতে কুমারী।
লীলাবতী দাসী তবে আইল শীঘ্র করি॥
আজিজ দেখিয়া সবিস্মিত[৫] করি মন।

৪. তাহার- আ. পা. ৫. খ, বিসমিত-আ.পা.

বিধুবতী স্থানে পুছে তান বিবরণ॥
কথা হোন্তে আসিয়াছে কিবা ইন্দ্র দেব।
ত্রিভুবন মধ্যে নাহি হেন রূপ সেব॥
কন্যা বোলে এহি হএ নবীর সন্ততি।
জার লাগি প্রাণ ত্যাগ করিলুঁ উন্মতি॥
আজিজে বোলন্ত শুন রাজার নন্দিনী।
জার মুখে স্বপ্নে তুহ্মি দেখিলা আপনি॥
তাহান বৃত্তান্ত আহ্মি জানি ভালমতে।
কহিব তোহ্মাত আহ্মি সর্ব কথা তত্ত্বে॥
আহ্মার কনিষ্ঠ ভাই ইবিন আমিন।
জার লাগি মনস্তাপ ভাব রাত্রি দিন॥
এথেক শুনিয়া তবে রাজার কুমারী।
পড়িল ভূমিত তান পদ শিরে করি॥
আজিজে বোলন্ত কন্যা ন হৈঅ বিকল।
অবিলম্বে বাঞ্ছা সিদ্ধি পূরিব সকল॥
কন্যা বোলে মোর আছে এক শুকবর।
সুধীর ললিত নাম কার্যগত চর॥
সেহি শুক আনিয়া মুঞি দিমু তোহ্মা স্থানে
লেখিয়া পাঠাঅ পত্র হরষিত মনে॥
মোর পিতা স্থানে গিয়া এসব কহিব।
মোর কার্য শুভদিন সকল পূরিব॥
আজিজ প্রণাম করি বোলে বিধুবতী।
মোর বাপ রাজ্যেত আইস মহামতি॥

। প্রাসাদে আমিন-বিধুপ্রভার সাক্ষাৎ ।

জমক ছন্দ

চলিল আজিজবর অশ্ব আরোহণ।
কুমারী রথেত চড়ে বায়ুর বাহন॥
অবিলম্বে পাইল গিয়া সেহি মধুপুরী।
জিনিয়া অমরাপুরী রাজার ওয়ারী॥
বিধুবতী কুমারী নিবাস অন্তঃপুরী।
মনুষ্য শকতি তাহা বর্ণিতে ন পারি॥
বিশ্বকর্মা নির্মিত অপূর্ব পুরী সাজ।
হীরামণি মাণিক্য রচিত মাঝে মাঝ॥
চতুর্দিক ঝিকিমিকি মুকুতা গাঁথনি।
কাঞ্চন রতন মণি উপরে খেঁচনি॥
সুবর্ণের বেদিকায় রত্ন সিংহাসন।

তাহাত কনক পাট অতি সুশোভন॥
তাহাতে বসাইল নিয়া আজিজ মিছির।
নানা উপহার বস্ত্র করি সুরুচির॥
বাপের অগ্রত গেল অলঙ্কার পড়ি।
চরণ বন্দিল তান শিরপরে ধরি॥
প্রসন্ন বদনে মাও বাপ স্থানে কহে।
শুনিয়া কুমারী কথা দুহান বিস্ময়ে॥
জার লাগি মনস্তাপ পাঙ[১] রাত্রি দিনে।
তান জ্যেষ্ঠ সহোদর আসিছে আপনে॥
তোহ্মা পুরী মৈদ্ধে আনি দেখহ জতন।
তার রূপে পুরী মোর হৈছে সুশোভন॥
শুনিয়া কুমারী কথা গন্ধর্বের পতি।
পদরথি হাঁটিয়া আইলা শীঘ্রগতি॥
আজিজক দেখিয়া নৃপতি শাহাবাল।
জোড় হস্তে প্রণতি করএ ততকাল॥
মোর ভাগ্যে আগমন দেব অবতার।
নর রূপে আসিছ কি দেবেন্দ্র কুমার॥
দেবেহো আসিতে নারে এহি পুরী মাঝ।
কোহ্ন কাজে দেবরাজ আইলা মোর রাজ॥
এথ কহি সিংহাসনে বসিলেন্ত রাজ।
আজিজ কহন্ত তবে নৃপতিত কাজ॥
আএ নরপতি কহি শুন দিয়া মন।
আজিজ মিছির আহ্মি জানে ত্রিভুবন॥
ধর্ম-আজ্ঞাপাল আহ্মি নবীর সন্ততি।
মূর্তি পূজা নিষেধি শিখাই শাস্ত্রনীতি॥
দিগ্বিজয় হেতু মুঞি আইলুঁ এথ দূর।
তোহ্মা কন্যা আহ্মাক আনিল অন্তঃপুর॥
আহ্মার কনিষ্ঠ ভাই ইবিন আমিন।
তান রূপ দেখি স্বপ্নে হৈল মতিহীন॥
আজিজের কথা শুনি নৃপ শাহাবাল।
আহ্মা ভাগ্য বশে হেন হৈল শুভকাল॥
তোহ্মার অনুজ এবে আন শীঘ্র করি।
কুমারী বিবাহ সজ্জ এথা আহ্মি করি॥
কুমারী সখির স্থানে কহিলা সকল।
সুধীর ললিত আছে অতি বুদ্ধি বল॥
বহুল পড়িছে শাস্ত্র জানে তত্ত্ব সার।

---

১. পাম-ক,খ

বুলিল কুমারী স্থানে কুলাইমু[২] ভার॥
পক্ষী জদি করিলেন্ত হেন অঙ্গীকার।
আজিজ অগ্রত আইল হরিষ অপার॥
আজিজক দেখি শুক করিল প্রণাম।
তোহ্মা পদ দেখিয়া পূরিল মনস্কাম॥
আজিজে বোলন্ত শুন সুধীর ললিত।
সব সৈন্য[৩] রহিছে মোর সুবর্ণপুরীত॥
কোহ্ন পন্থে প্রবেশিলুঁ ন জানি উদ্দেশ।
পন্থের বৃত্তান্ত মোক জানাঅ বিশেষ॥
কুমারী বোলেন্ত শুন রাজ শিরোমণি।
আহ্মা প্রতি ভাগ্য আছে আসিছ আপনি॥
সুবর্ণপুরীত বোল জাউ পক্ষীবর।
অচিরে তোহ্মার ভাই আনিব সত্বর॥
বিবাহ করাঅ মোক নয়ন গোচর।
অবিলম্বে আনিয়া আপনা সহোদর॥
নৃপতি লেখিল পত্র ভাই সন্নিধানে[৪]।
পাত্রগণ প্রতি পত্র লেখে জনে জনে॥
এথা মধুপরী আহ্মি আছি সাবধানে।
কোহ্ন চিন্তা তুহ্মি সবে ন চিন্তিঅ মনে॥
আহ্মার কনিষ্ঠ ভাই ইবিন আমিন।
শুক সঙ্গে দি পাঠাঅ ন ভাবিঅ ভিন॥
আহ্মি এথা শাহাবাল নৃপতি সঙ্গতি।
কুটুম্বিতা তান মোর সম্বন্ধ পিরীতি॥
এহি পত্র লেখি দিলা শুক পক্ষী স্থান।
প্রণাম করিয়া পক্ষী চলে তুরমান॥
ওথা[৫] সৈন্য মধ্যে নাহি আজিজ মিছির।
ন দেখি সকল সেনা হইল অস্থির॥
রাজার উদ্দেশে গিয়া ছিল চারিধারে।
ন পাইয়া কান্দে সৈন্য দুক্ষিত অন্তরে॥
পাত্র মিত্রগণ কান্দে ধূলিএ ধূসর।
বীর বহু আদি পত্রে হইছে জর জর॥
অন্নজল পরিত্যাগ কৈল সর্বজন।
বহুল সন্তাপ ভাবি করএ রোদন॥
ইবিন আমিন ভাই কান্দে নিরন্তরে।
আকাশের চন্দ্র জেহ্ন ভূমিতলে গড়ে॥

---

২. কুলহৈব -আ.পা. ৩. সসন্য-ক
৪. সন্নিধানে-ক ৫. ক,খ

হেনকালে গেলা তথা সুধীর ললিত।
দেখি পক্ষী রাজসভা হৈল সচকিত॥
পত্র মুখে করি পড়ে সৈন্য ব্যূহ মাঝ।
পক্ষী মুখে পত্র দেখি আলোকিল কাজ॥
সব পাত্রগণ আইল পক্ষীর অগ্রত।
পত্র দেঅ পক্ষীরাজ এড়হ ভূমিত॥
পক্ষী বোলে ইবন আমিন কার নাম।
সেহি আসি পত্র মোর নেউক[৬] এহি ঠাম॥
ইবিন আমিন তবে সত্বরে উঠিয়া।
পক্ষী হোন্তে পত্র লৈল প্রণাম করিয়া॥
মেলিয়া দেখিল পত্র আজিজ লেখন।
শুনি হরষিত মন সর্ব সৈন্যগণ॥
পক্ষীক বহুল ভাবে পরিতোষ করি।
ফলফুল উপহার দিল আগুসারি॥
পক্ষিবাজে বোলে শুন ইবিন আমিন।
আজিজের ভাই তুহ্মি এহি পরাচিন॥
শাহাবাল নামে রাজা গন্ধর্বের পতি।
তান কন্যা বিধুপ্রভা রূপেত পার্বতী॥
স্বপনেত দেখিল সুরূপ মনুহর।
ইবিন আমিন মোর প্রাণের দোসর॥
স্বপ্নেত দেখাইলা তানে সেহি চান্দ মুখ।
সর্বক্ষণ নয়ন হেরিয়া থাকে সুখ॥
ইবিন আমিন মনে হইল স্মরণ।
সেহি কন্যা স্বপ্নে মোক দিল দরশন॥
মোর প্রাণেশ্বরী সেহি গন্ধর্বের সুতা।
ভালহি স্মরণ কৈলা মোরে এহি কথা॥
জার নাম লৈতে ছেল হৃদয়ে পশএ।
নিশিদিশি অনুক্ষণ অন্তরে দহএ॥
সুধীর ললিত তোর পড়ম চরণ।
শীঘ্র করি কন্যা সঙ্গে করাঅ মিলন॥
পক্ষী বোলে শুন আএ নবীর সন্ততি।
একমন্ত্র তোহ্মাক শিখাম[৭] ভাল অতি॥
সেহি মন্ত্র প্রভাবে হৈবা খগচর।
অবিলম্বে জাইবা তুহ্মি কুমারী গোচর॥
সর্বপাত্রগণ সঙ্গে করিয়া জুকতি।

৬. লেহু -আ.পা
৭. ক, শিখাও-আ.পা.

সৈন্য সব আশ্বাস কারিয়া মহামাতি॥
সুধীর ললিত স্থানে বুলিলা কুমারে।
গন্ধর্বের মহামন্ত্র শিখাঅ আহ্মারে॥
সেহি মন্ত্র কহে তবে কুমারের কর্ণে।
মন্ত্রবলে খগচর হৈল ততক্ষণে॥
গমন করিল শুক পন্থ আগুয়ান।
সেহি পন্থ অনুসরি চলে ত্বরমান॥
অবিলম্বে চলি গেল সেহি রাজধানী।
ইন্দ্রের উয়ারী জেহ্ন ত্রিভুবন জিনি॥
কুমারক রাখি এক নির্জন মন্দির।
আস্থে বেস্থে[৮] গেল পক্ষী আগে কুমারীর॥
কুমাবীত সকল কহিল জথ ইতি।
শুনিয়া হরিষ হৈল কুমারীর মতি[৯]॥
দেখিলুঙ রাজচক্রবর্তী মহাবীর।
চৌদ্দ অক্ষৌহিণী সেনা হইছে অস্থির॥
বাজার উদ্দেশে চতুর্দিকে গিয়াছিল।
ন পাইয়া প্রাণ জেহ্ন শরীর ছাড়িল॥
দেখি মোত রাজপুত্র করন্তি সেবন।
নৃত্যগীত বাদ্য উল্লাসিত সর্বজন[১০]॥
আজিজ অগ্রত আসি সুধীর ললিত।
কহিল সকল কথা তাহান বিদিত॥
জেহ্নমতে ইবিন আমিন আনি দিল।
জেহ্নমতে মন্ত্র পড়ি খগচর কৈল॥
আজিজে বোলন্ত তবে সুধীর ললিত।
ইবিন আমিন আন আহ্মার বিদিত॥
অস্থে বেস্থে পক্ষিরাজ গিয়া ততক্ষণে।
ইবিন আমিন নিলা হরষিত মনে॥
দেখিয়া ভাইর[১১] মুখ বন্দিলা চরণ।
আজিজে গৌরব ভাবে দিলা আলিঙ্গন॥
জথ সব বৃত্তান্ত কহিলা একে একে।
সৈন্য সব অস্থির হইছে তোহ্মা পাকে॥
সুধীর ললিত গিয়া কহিলা বৃত্তান্ত।
তবে সে সকল সৈন্য পাত্রগণ শান্ত॥
এথ শুনি আজিজে মস্তকে চুম্ব দিল।
সুবুদ্ধি সুমতি তুহ্মি এবে সে জানিল॥

৮. ক, অস্তে বেস্তে-খ ৯. ক. খ,
১০. সবজন-খ ১১. ক

বনমধ্যে মৃগ দেখি অশ্ব এড়ি দিল।
ধবিতে নাবিল মৃগ বনে লুক দিল॥
বাউগতি অশ্ব প্রবেশিল বনপুব।
জেহ্নমতে কুমাবীব পাইল অন্তস্পুব॥
জেহ্নমতে বাজকন্যা দেখিল স্বপন।
জেহ্নমতে স্বপ্নে তুহ্মি হবিলা জীবন॥
জেহ্নমতে কুমাবী আকাশ বাণী শুনি।
অগ্নি মধ্যে ন পড়িযা বাখিল পবাণী॥
জেহ্নমতে মোব সঙ্গে হৈল দবশন।
স্বপন আদি অন্ত কথা কহিল আপন॥
শুনিযা কন্যাব বাণী অপৰূপ জানি।
মুঞিও তাক পবিচয কহিলুঁ আপনি॥
শুনিযা আহ্মাব কথা পড়িল চবণে।
বহুল প্রণতি ভাবে অন্তস্পুবে আনে॥
বাপ তান মহাবাজ গন্ধর্ব ঈশ্বব।
শাহাবাল নাম নৃপ ধর্মেত তৎপব॥
তান সঙ্গে প্রেম ভাব বাঢ়িল আহ্মাব।
তোহ্মা সঙ্গে সম্বন্ধ চাহএ কবিবাব॥
বহুল মিনতি কবি বাজাব কুমাবী।
আহ্মাক আনিছে এথা বাজ অনুসবি[১২]॥
এসব বৃত্তান্ত নৃপ ভাইত কহিলা।
ইবিন আমিনে শুনি আনন্দিত হৈলা॥
ইবিন আমিনে বোলে শুন নৃপমণি।
স্বপ্নে মোক দেখা দিল সেহি সুবদনী॥
সেহি হোন্তে মোব মনে ন ভাবএ আন।
স্বপ্নে দেখা দিযা মোব হবিলেক প্রাণ॥
এথা দুই ভাই আছে কথা মনুবঙ্গে।
অন্তস্পুব হোন্তে বস্তু আনে কন্যা সঙ্গে॥
গন্ধর্ব নির্মাণ সব সন্দেশ অশেষ।
তাহা ভক্ষি দুই ভাই সন্তোষ বিশেষ॥
সুবর্ণেব বাটা ভবি কর্পূব তাম্বুল।
গন্ধর্ব নির্মাণ বস্তু পাবিজাত ফুল॥
ভৃত্যগণ দিলা পাশে বাউ[১৩] সেবে নিত।
অপছবাগণে নৃত্য কবে সুললিত॥
হেনকালে বাজকন্যা বাপ বিদ্যমান।

১২ অনুচরি-ক
১৩ বায়ু-আ পা

কহিতে লাগিল সব নৃপ সন্নিধান[১৪]॥
এথকালে ভেল মোর মনুরথ পুর।
উদিত হইল মোর শশধর সূর॥
দুই ভাই বসি আছে কোটি চন্দ্র জিনি।
মোর পুরী উঝালিত[১৫] হৈল দিনমণি॥
স্বয়ম্বর হেতু বাপ কর সম্বিধান।
আপনে আসিয়া বাপ দেখ বিদ্যমান॥
তবে নৃপ মহাদেবী করিল সুসাজ।
কুমারী দেখিতে আইল করিয়া সমাজ॥
দুই ভাই দেখি বোলে রাজার মহিষী।
মোর ভাগ্য ঘরেত পশিল রবিশশী।
এমন সুন্দর নাই গন্ধর্বের মাঝ।
ভাল কর্ম কৈল কন্যা সিদ্ধি হৈল কাজ॥
জথেক গন্ধর্ব নারী হরষিত মনে।
দেখিতে আইল রূপ বিমান বাহনে॥
দেখিলেক[১৬] রূপ সবে মদন মোহন।
এহেন[১৭] অপূর্ব রূপ নাহিক ভুবন॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ চাইলুঁ ভাল মতে।
হেন অপরূপ রূপ নাহি ত্রিজগতে॥
রাজা বোলে শুন বাপ আজিজ সুমতি।
স্বয়ম্বর করিবারে দেঅ অনুমতি॥
তুহ্মি আজ্ঞা করিলে বরিব প্রভাবতী।
তোহ্মার অনুজ দেখি মনে পাইল প্রীতি॥
হাসিয়া উত্তর তবে আজিজে বুলিল।
তোহ্মার আদেশ আহ্মি মনেত ধরিল॥
আজিজে বুলিলা তোহ্মা আজ্ঞা অনুমান।
আজ্ঞা কর স্বয়ম্বর করিতে প্রধান॥
জথ ইতি সজ্জ সব কর নানা ভাতি।
গন্ধর্বের স্বয়ম্বর করহ সম্প্রতি॥

। বিধুপ্রভা -ইবন আমীন বিবাহ ।

জমক ছন্দ

তবে গন্ধর্বের পতি স্বয়ম্বর কৈল।
দিগ বিজয় নৃপ সকল আনাইল॥
জথ ইতি গন্ধর্ব রাজার নৃত্য তাল।

---

১৪. সম্বিধান ১৫. ক.
১৬. ক. ১৭. ক.

জন্ত্র তন্ত্র বাজাএ গম্ভীর অতি ভাল॥
বিয়াল্লিশ বাদ্যের ধ্বনি বাজে সুললিত
মধুপরী মৈদ্ধে জেহ্ন অমৃত পূরিত॥
গন্ধর্ব নির্মাণ বাদ্য বাজে উঞ্চ স্বরে ।
সে বাদ্যের ধ্বনি সব দিগন্তর ভরে॥
জথ দেবগণ আছে আইল দেবপুরী ।
ইন্দ্র বিদ্যাধরী নাচে হাথেত চামরী॥
পশু পক্ষী হরিষে করএ মৃদুধ্বনি ।
রভস বিলাসে নাচে গন্ধর্ব রমণী॥
এথা বিধুপ্রভাবতী বিবিধ প্রকার ।
স্নান করি পরিলেন্ত নানা অলঙ্কার॥
সখী সবে বেশ করে করিয়া জতন ।
ঝলমল করে জেহ্ন মণিম দর্পণ॥
চিকুর কুচিত বেণী সিঁথি পাঁতি শোভা ।
অর্ধচন্দ্র আকৃতি মোহন তুল খোঁপা॥
তিলক ভূষণ পত্রাবলী চারু সাজ ।
নক্ষত্র নিকর জেহ্ন শোভে দ্বিজরাজ॥
ভুরুভঙ্গে কামধনু লুকাইল লাজে ।
অপাঙ্গ ইঙ্গিত সানে মোহে দেবরাজে॥
তিলফুল জিনি নাসা মুকুতা -মণ্ডিত ।
মণি অবতংস শ্রুতি গণ্ডেত লুকিত॥
অরুণ বান্ধুলি জিনি জয় বিদ্যাধর ।
ইবিন আমিন জোগ্য অতি মনুহর॥
বিদ্যুৎ সঞ্চার হাস্য দন্ত কুন্দ তুল ।
সুধারসময় দেখি অমিয়া হিল্লোল॥
অম্রুত হিল্লোল জিতি সুললিত ভাস ।
মেঘেত বিজুলি জেহ্ন দেখিতে প্রকাশ॥
পিকবর নাদ জিনি মধুর বচন ।
রূপরেখ দেখি হএ জগত মোহন॥
নীলমণি জড়িত কটোরা কুচভাতি ।
কস্তুরী চন্দন রেখ বিজুত আকৃতি॥
পীন পাট নিতম্ব বিচিত্র পরিধান ।
সুবলিত বাহুজুগ কনক মৃণাল॥
রতন জড়িত বাহু তাড় বিরাজিত ।
সুবলিত অঙ্গুলী অঙ্গুরী বিরচিত॥
সুনাদ কিঙ্কিণী মধ্য খীন মৃগরাজ ।
গজরাজ গমন জিনিয়া শুভ সাজ॥

অতি সুকুসুম্ব জিনি পীত সুবসন।
ইন্দ্র নীলমণি জেহ্ন কষিছে কাঞ্চন॥
সর্বলোকে আজিজক বোলে ধন্য ধন্য।
ত্রিভুবনে নাহি রূপ তোহ্মা অগ্রগণ্য॥
এ রাম কদলী জিনি উরু সুবলিত।
পদ্ম পুষ্প জিনি পদ মঞ্জীর জড়িত॥
অরুণ মণ্ডিত নখ চন্দ্র জিনি প্রভা।
অরুণ কিরণ জিনি পদতল শোভা॥
হংসগতি জিনিয়া গমন মনুরম।
উর্বশী ইন্দ্রাণী রতি নহে তান সম॥
দেব আর গন্ধর্ব কুমারী জথ আছে।
সকল জোগান হৈল কন্যা চারি পাশে॥
রূপে গুণে বিধুপ্রভা অসীম উপাম।
আবরিল সর্বচিত্ত নবী পুত্র ধাম॥
নির্মিত পুষ্পের বন[১] লই চলে সঙ্গে।
বিদ্যাধরী সকল নাচএ মনুরঙ্গে॥
সুস্বর সংকেত গীত পঞ্চম জে গাহে।
মনোন্মত্ত[২] গামিনী কামিনী যূথ ধাএ॥
রমণী মণ্ডল মৈদ্ধে চন্দ্রিমা কুমারী।
চতুর্দিক বেড়ি চলে সুবেশ সুন্দরী॥
হেন কালে কহিলেক আজিজ মিছির।
মনে বিমর্ষিয়া তবে জুক্তি কৈলা স্থির॥
সুবর্ণ পুরীত মোর সৈন্য সমুদিত।
ন দেখিল তা সবে বিবাহ নৃত্যগীত॥
অবিলম্বে চলি জাঅ সুধীর ললিত।
জথা আছে সৈন্য সব আন সমুদিত॥
কুমারীহ আজ্ঞা দিল শুন পক্ষীশ্বর।
তোহ্মার কারণে মোর হএ বিভা বর॥
অবিলম্বে চলি জাঅ সুবর্ণের পুরী।
সর্ব সৈন্য আন গিয়া কার্য অনুসরি॥
আজিজের পত্র তবে শিরেত বান্ধিয়া।
ততক্ষণে সুবর্ণপুরী গেল উড়া দিয়া॥
পাত্রগণে দেখিলেক সুধীর ললিত।
চুঞ্চে[৩] পত্র করি পড়ে সৈন্যর বিদিত॥
পত্রকারী দিল তবে সৈন্য সব আগে।

১. বাণ? ২. মনুমত্ত (মূল পাঠ)
৩. চঞ্চুতে

পত্র পাই পাত্র ভাগে পড়িবার লাগে॥
পত্র পড়ি চলিলেক জথ সৈন্য বর।
মধুপুরী উদ্দেশিয়া চলিলা সত্বর॥
চলিতে চলিতে পাইল সেই রাজধানী।
ভুবন দুর্লভ রাজ্য দেবপুরী জিনি॥
আজিজ অগ্রত আইল জথ সব সৈন্য।
দেবতা গন্ধর্ব দেখি বাখানএ ধন্য॥
সৈন্য সব আসিয়া আজিজ পদ ধরি।
পদধূলি লইল মস্তক নিজ পূরি॥
গন্ধর্ব নৃপতি দেখি হৈল সানন্দিত।
ভক্ষ্য ভোজ্য সজ্জ সব দিল সমুচিত[৪]॥
দেবের নির্মাণ জথ অপূর্ব সন্দেশ।
সৈন্য সবে ভক্ষি বঙ্গে হরিষ বিশেষ॥
দেব সৈন্য রাজ সৈন্য একত্র হইআ।
স্বয়ম্বর স্থানে বৈসে সমাজ করিআ॥
দুই বাজ বাদ্য বাজে জয় শঙ্খ ধ্বনি।
বিবাহ মঙ্গলা গাহে দেবের রমণী॥
সখীএ বেষ্টিত বিধুপ্রভা শশিমুখী।
নক্ষত্র অন্তরে জেহ্ন পূর্ণচন্দ্র দেখি॥
সহচরীগণ মধ্যে রাজাব কুমাবী।
স্বর্গে শচী বেষ্টিত জেহ্ন বিদ্যাধরী॥
উৎকণ্ঠ নৃপসভ নয়ান চঞ্চল।
দেখিযা কন্যাব রূপ হইলা বিকল॥
কার আড়ে কেহো চাহে অলক্ষিত হৈআ।
কুমাবী আসিতে সভে আছিল হেরিআ॥
দেবতা গন্ধর্ব সবে চাহে কুতূহল।
গজগতি আইল বালা স্বয়ম্বর স্থল॥
বিবিধ বাদিত্র বাজে নাচে বিদ্যাধরী।
করপদ লোচন ভাঙ্গিয়া অন্ত করি॥
পুষ্পবৃষ্টি করিয়া মঙ্গল গীত গাহে।
মহোচ্ছব করি কন্যা বিধুবতী জাএ॥
কাঞ্চনের মালা হাতে ভৃঙ্গার চন্দন।
এক দিষ্টে চাহে সব দেব দৈত্যগণ॥
উৎকণ্ঠ করএ লোক দেখিয়া কুমারী।
জে অঙ্গে পড়িল দিষ্টি রহিলেক হেরি॥
বৃদ্ধ বাল জুবা জথ বসএ দেশত।

৪. সমুদিত (মূল পাঠ)

হরিষ আনন্দ মনে চাহে নৃত্যগীত॥
পশুপক্ষী হরিষে অদ্ভুত করে ধ্বনি।
স্বর্গেত হরিষে নাচে অমর রমণী॥
এহি মতে মঙ্গলা করিয়া মহোচ্ছব।
বিধুপ্রভাবতী আইল বিভা অনুভব॥
হাথে পুষ্পমালা করি রাজার কুমাবী।
ইবিন আমিন বরে ত্রৈলোক্য সুন্দরী॥
প্রণাম কবিয়া পুষ্পমালা গলে দিল।
সখীগণে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল॥
জয় জয় শব্দ হৈল স্বয়ম্বর পুর।
দুহে দুহু দেখিয়া আনন্দমন ভোর॥
দুইজন পাটে তুলি করিল বরণ।
জেন বিধি কার্যসিদ্ধি বিবাহ রচন॥
মুখরোল কৈল জথ গন্ধর্বের নারী।
দুহুজন বৈসাইল নিয়া অন্তষ্পুরী॥
এক সিংহাসনে দুহু ত্রৈলোক্য সুন্দর।
কামদেব রতি কিবা শচী পুবন্দর॥
উন্নত জৌবন দুহু কামকলা বেশে।
আপনে মদন রতি জেহ্ন ক্রীড়ে রসে॥
সুবর্ণ মন্দির মণিরত্ন সিংহাসন।
তাহাত বসিল দুহু মাণিক্য দর্পণ॥
চারিভিতে সখীগণ দণ্ডাইছে রসে।
জেহ্ন অলিকুল শোভে মধুপান আশে॥
কুমার কুমারী আছে শয়ন উপর।
সখীগণ হৈল লাজে বাহির অন্তর॥
মন মত্ত দুহু কামে হেরএ বদন।
জেহ্ন অলি পুষ্পরসে লোভেত মগন॥
প্রথম শৃঙ্গার রসে বদন চুম্বন।
তার পাছে করে ধরি গাঢ় আলিঙ্গন॥
চুম্বনে খসিয়া গেল নয়ন কাজল।
অলক তিলক রেখ লুলিত সকল॥
শিষের সিন্দূর লাগে কুমারের অঙ্গে।
কাজল তিলক লাগে বদনের সঙ্গে॥
প্রথম শৃঙ্গার রস নাহি বুঝি লীলা।
অধিক সুরতি রসে পুলকিত মেলা॥
সঙ্গম গমনে ভুলি খসিল অনঙ্গ।
জথেক অঙ্গের বেশ সব হৈল ভঙ্গ॥
ইসিত রসনা ধ্বনি খণ্ডিল শবদ।

উচ্ছাজুক্ত কুমার কুমারী নিশবদ॥
অপাঙ্গ নয়নে চাহি মুচুকিত হাসে।
কুমারেত বোলে কন্যা মৃদুত্তর ভাষে॥
আহ্মার শৃঙ্গার তুহ্মি নিলা বলি ছলি।
ন রহিল বেশ মোর তোহ্মা দলমলি॥
আহ্মার শপথ জদি কর তুহ্মি সার।
দানে মানে রতি রসে তোষহ আহ্মার॥
চুম্বনে খসিল মোর নয়ন কাজল।
অঞ্জনে ভূষিত কর হউক নিশ্চল॥
ভাঙ্গিল বলয়া মোর সুরতি রভসে।
কনক কঙ্কণ করে দেঅ প্রেম রসে॥
আউল হইল কেশ মুকল কুন্তল।
কানড়ী কবরী বান্ধি দেঅ পুষ্পদল॥
শিষেত সিন্দূর দিয়া করহ উঝল।
তিলক ভূষণ ভালে অলকা মণ্ডল॥
ছিণ্ডিল গলার হার কুসুমের দল।
পুনি ভেস সুশোভন করহ সকল॥
আপনে গুছিয়া দেঅ গজমোতি হার।
অঙ্গরাগ ভূষিত কুঙ্কুম কুচভার॥
রতি রণে শ্রমজুক্ত বিপুল জঘন।
সুবেশ বসন রুচি করহ ভূষণ॥
ঘন মধুপানে মোর অধর নীরস।
দিয়ার কর্পূর দান করহ সরস॥
অধিক কুমার প্রতি বোলে বিধুবতী।
সেই মতে কুমারে তোষিল কন্যামতি॥

। ইবন আমীনকে রাজ্যদান ।

জমক ছন্দ

রজনী প্রভাত হৈল তবে আর দিন।
নৃপতি বসিল সভা হরিষ প্রবীণ॥
আজিজের জথ ইতি সৈন্য সমুচয়।
হরিষে বসিল দেব গন্ধর্ব মেলএ॥
নরসভা দেবসভা আনন্দে বসিল।
জথ সব ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার দিল॥
দেবতা মনুষ্য মিলি খাএ একমতি।
মনুষ্য হইল দেবলোকের আকৃতি॥

আজিজ বসিল তবে সুবর্ণ কমলে[1]।
শাহাবাল দেবরাজ বসিল সে মেলে॥
হেনকালে দেবরাজ কহিল বিশেষ।
মনুরথ সিদ্ধি মোর পূরিল অশেষ॥
পুত্র নাহি মোর ঘরে দিতে বাজ্য ভার।
জামাতাক রাজ্য দিমু দেব অধিকার॥
আজিজে বোলন্ত রাজা তুহ্মি মান্যজন।
পিতৃসম তোহ্মা জে দেখিএ সর্বক্ষণ॥
জে কিছু আদেশ কৈলা তাতে নাহি আন।
শুভক্ষণে রাজ্য দিতে কর সম্বিধান॥
নানান তীর্থেব জল আন ঘট ভরি।
সুরভি দুগধ আনি অভিষেক করি॥
পাত্র সভে বসাইল রাজ সিংহাসনে।
চামর দোলাএ আসি জথ দেবগণে॥
বিধুবতী ইবিন আমিন সঙ্গে কবি।
তান ঠাঁই সমর্পিল বাজ্য অধিকারী॥
সর্বলোকে আজিজক বোলে ধন্য ধন্য।
ত্রিভুবনে নাহি রূপ তোহ্মা অগ্রগণ্য॥
সপ্তদিন আজিজ আছিলা সেহি দেশে।
আপনা দেশত তবে চলিলা হরিষে॥
শাহাবাল[2] রাজা স্থানে মাগে পরিহার।
আজ্ঞা কর আহ্মি নিজ দেশে জাইবার॥
আজ্ঞা দিআ নৃপে দিলা কমল আসন।
তাহাত স্বসৈন্য সঙ্গে কৈলা আরোহণ॥
সর্বরাজ সম্ভাষিয়া আজিজ মিছির।
ইবিন আমিন আনি আশ্বাসিলা ধীর॥
তুহ্মি রহি থাক এথা রাজ্য অধিকার।
পশ্চাতে জাইবা তুহ্মি বাপ দেখিবার॥
আজিজের পদধূলি লৈলা শিরোপর।
আজিজেহ আশীর্বাদ কৈলা বহুতর॥
শাহাবাল নৃপতির লই অনুমতি।
কমল-বাহনে তবে চড়ি শীঘ্র গতি॥
বসিলা আজিজ সেই কমল-বাহন।

১. তুল. কুমারে বসিল গিয়া কমল আসন। (অভিন্ন পুথি)
সোবর্ণ্য কমুলে-ক
সুবর্ণক মৃলে-আ.পা.
২. শাহাপাল-ক

আকাশের গতি জেহ্ন দোসর ভুবন॥
সর্বলোকে আলোকি বোলএ ধন্য ধন্য।
এহেন অপুর্ব নহি দেখি অগ্রগণ্য॥
গগনে চলিল রথ সর্ব সৈন্য লৈয়া।
পবনের বেগে চলে সানন্দিত হৈয়া॥
চলিতে চলিতে পাইলা মিছির স্বদেশ।
জথেক নগর নারী প্রদীপ বিশেষ॥
কেহো সিঞ্চে নানা পুষ্প সুবাসিত গন্ধ।
কার হাতে দূর্বা ধান্য নানান প্রবন্ধ॥
পুরনারী সবে বাড়ি নিল রাজপাট।
নৃত্য গীত আনন্দিত স্তুতি করে ভাট॥
আজিজে লইলা বৃদ্ধ নবী পদধূলি।
মস্তক চুম্বিয়া তান লৈলা শিরে তুলি॥
হেনমত আনন্দ কৌতুকে নৃপবব।
বাপেত বৃত্তান্ত ইতি কহিলা সকল॥
বৃদ্ধ নবী শুনি বার্তা আনন্দ অপাব।
ভ্রাতৃগণে আশীর্বাদ কৈলা বহুতব॥
আজিজে জলিখা[৩] স্থানে কহিলা আপনি।
তুষ্ট হৈল ইবিন আমিন কথা শুনি॥
এমত অপূর্ব জশ কেহো নহি করে।
সৈন্য রাজ্য পালে জথ আজিজ মিছিবে॥
রামেহো নারিল হেন রাজ্য পালিবার।
বলী কর্ণ দানে সম ন হৈল তাহার॥
আজিজে পালিল জথ লোকাচার ধর্ম।
সব রাজগণ ছিল হৈয়া মতিভ্রম॥
বহুকাল রাজ্য করি আজিজ মিছির।
বহু দানধর্ম জশে ভুবন ভরিল॥

। ইবন আমীনের সস্ত্রীক মিশর গমন

জমক ছন্দ

ইবিন আমিন ওথা হৈয়া চিন্তামতি।
বাপ ভাই ন দেখিয়া শোকাকুল অতি॥
বিধুপ্রভাবতী দেখে কুমার রুদিত।
অনুক্ষণ শোকাকুল চিত্ত বিচলিত॥
কুমারী বোলন্ত শুন মোর প্রাণপতি।
কি কারণে শোকাকুলি দুক্ষ পাঅ অতি॥

৩. ক

কুমারে বোলন্ত শুন রাজার নন্দিনী।
বাপ ভাই বিনে চিত্ত জ্বলএ আগুনি॥
বাপ ভাই পদ প্রণামিয়া এক মতি।
আজ্ঞা দেঅ জাইআ আসিমু শীঘ্রগতি॥
কুমাবী বোলএ আহ্মি জাই তোহ্মা সঙ্গে।
বৃদ্ধ নবী চরণ বন্দিমু গিআ রঙ্গে॥
এথ শুনি কুমার সন্তোষ হৈল মন।
কুমারী চলিলা সঙ্গে লৈয়া পরীগণ॥
বাপেত মায়েত কহে এসব কথন।
শুনি বাপ মাও হৈলা বিষাদিত মন॥
কুমার কুমাবী তবে করিয়া সমাজ।
তুবমানে গেল জথা আছ মহাবাজ॥
আজ্ঞা দেঅ নরপতি হরষিত মতি।
বাপ ভাই দেখিয়া আসিমু শীঘ্রগতি॥
কুমাব কুমারী কৈলা চবণ বন্দন।
চলএ গন্ধর্ব সৈন্য বিচিত্র বাহন॥
কুমাব বসিল গিয়া কমল আসন।
অন্তরীক্ষে চলি জাএ জিনিযা পবন॥
কুমাবী চড়িল আসি রথেব উপর।
পবী[১] ঠাট চলি জাএ হবিষ অন্তর॥
লক্ষে লক্ষে পরী চলে গণিতে ন পারি।
গন্ধর্বে গাহএ গীত নাচে বিদ্যাধরী॥
অবিলম্বে পাইল গিয়া মিছিরের দেশ।
শুনিয়া আজিজ মিশ্র হবিষ বিশেষ॥
ইবিন আমিন নিজ পত্নী সঙ্গে করি।
বৃদ্ধ নবী চরণ বন্দিল শীঘ্র করি॥
আশীর্বাদ কৈলা নবী মস্তক চুম্বিয়া।
প্রভুপদ প্রণামিলা ভূমিত পড়িয়া॥
ভ্রাতৃগণ আদি জথ ইষ্টমিত্র গণ।
একে একে বন্দিলেক আজিজ চরণ।।
মঙ্গলা[২] করিয়া তবে জলিখা সুন্দরী।
অন্তস্পুর মৈদ্ধে কন্যা নিলা হস্তে ধরি॥
অন্যে অন্যে দুই দেবী সম্ভাষা আছিল।
বিধুপ্রভা জলিখার চরণ বন্দিল॥
প্রেমভাবে আলিঙ্গিয়া কোলে বসাইলা।

১. ক
২. মঙ্গল-ক

সন্তোষে জলিখা বিবি আশীর্বাদ কৈলা॥
সুবাসিত ফলফুল নানা বর্ণ অন্ন।
ভোজন করাইল সব সুখ বাসি মন॥
কন্যা সঙ্গে ইবিন আমিন মুখ দেখি।
আজিজ জলিখা মন হৈল বহু সুখী॥
এহিমতে সুখে বসি নবীব কুমার।
হেন মত মনুরথ পূরউ সভার॥
ইছুফ জলিখা বন্ধু বান্ধব সংহতি।
সুখে নিবাসএ হৈআ রাজ্য অধিপতি॥
মধুপুরে[৩] ইবিন আমিন অধিকাব।
পবিচর্যা গন্ধর্বে কবন্তি অনিবাব॥
পোথার বৃত্তান্ত জেবা চিত্ত দিয়া শুনে।
আদি অন্ত শুনিলে সে ভাব হএ মনে॥
ইছুফ জলিখা কিচ্ছা কিতাব প্রমাণ।
দেশী ভাষে মোহাম্মদ সগীবিএ ভান॥
এক চিত্তে শুনে জে এ সব পরস্তাব।
পুণ্য বাড়ে দুক্ষ হবে জশ কীর্তি[৪] লাভ॥

৩ ক
৪ কৃতি-ক

পাণ্ডুলিপি পরিচিতি

১. এই পুঁথির আদর্শ দুইখানি পাণ্ডুলিপি। তাহার মধ্যে প্রথম খানির প্রথম দিক হইতে ৮টি পত্র একরূপ অক্ষত আছে। এই পাণ্ডুলিপির প্রথম দিকের পাতাগুলিতে পুঁথি একরূপ অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত। ইহাতেই রাজপ্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া অবতরণিকা অংশে প্রথম, দ্বিতীয়. তৃতীয় ও চতুর্থ দফায় যথাক্রমে "আল্লাহ ও রছুল বন্দনা", "মাতা পিতা ও গুরুজন বন্দনা," "রাজবন্দনা" ও "পুস্তক বচনার কথা" বর্তমান থাকায় এই পাণ্ডুলিপি যে অনেকখানি অপরিবর্তিত, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার তৃতীয় দফার অন্তর্গত "রাজবন্দনা" -অংশটুকু বাঁধাই করিয়া রাজশাহীর 'বরেন্দ্র মিউজিয়মে' রাখা হইয়াছে। এই অংশের একটি ফটোগ্রাফিক প্রতিলিপি জনাব ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহর, আর একখানি প্রতিলিপি 'মাহে-নও'- সম্পাদক জনাব আবদুল কাদিরের ও তৃতীয় প্রতিলিপি আমার কাছে রক্ষিত আছে। এই পাণ্ডুলিপির প্রথম আট পাতা ব্যতীত, আরও কয়েকটি অক্ষত ও ছিন্নপত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহা মূল পাণ্ডুলিপির সহিত জড়িত ছিল। এই পাণ্ডুলিপির প্রথম দিকে ইহাকেই আদর্শ বলিয়া ধরা হইয়াছে।

২. দ্বিতীয় আদর্শ পাণ্ডুলিপির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আছে। ইহাতে প্রতিলিপির শেষ পত্র সংখ্যা ৭৮, শেষে তারিখও আছে। এমনকি অনুলেখকের বিবরণ সম্বলিত রচনাও পাণ্ডুলিপির শেষে রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, অনুলেখক বন্দনার অংশ বাদ দিয়াছেন। অনুলেখক এই প্রতিলিপির যে তারিখ দিয়াছেন ,তাহা এই রূপ:

"পুস্তকলিখন সন কহি তার বিবরণ
শকাব্দা সহিতে মঘীগত।
মঘী পরিমাণ সই সহস্রেক চুরান্নই
শকাব্দা চুয়ান্ন ষোল শত॥
বিতারিখ একাদশ হরসুত মিত্র মাস
দশদণ্ড ভৃগুসুত বার।
শুক্লা ষষ্ঠমী তিথি খেত্রগত বৃহস্পতি
ধনুলগ্নে সমাপ্ত পয়ার॥"

লিপিকরের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণ হইতে লিপির যে সন তারিখ পাওয়া যায়, তাহা এই রূপ:

ক. ১৬৫৪ শকাব্দ +৭৮ = ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ

খ. ১০৯৪ মঘী + ৬৩৮ = ১৭৩২।

গ. ১১ই কার্তিক, রোজ শুক্রবার।

ইহা হইতে দেখা যাইবে ২৪৭ বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি অনুলিখিত হয়। বলা বাহুল্য, এই সময়ের সন-তারিখ-যুক্ত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য।

এই পাণ্ডুলিপির লিপিকবের নাম ফাজিল মোহাম্মদ, তাঁহার সুদীর্ঘ পরিচয় পাণ্ডুলিপির শেষে দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন। এই ফাজিল মোহাম্মদ ও অন্য এক নাসির মোহাম্মদের যুক্ত ভণিতাসহ "রাগমালা"- নামক একখানা সংগীত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ১০৮৯ মঘীতে বা ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। ফাজিল মোহাম্মদ "ইছফ জলিখা" পুঁথিব পাণ্ডুলিপিব শেষে এইরূপ আত্মবিবরণী দান করিয়াছেন :

ধানশ্রী রাগ-দীর্ঘছন্দ

কাযমনে প্রণামহু, সে জে আল্লা জগ পহু,
অনাদি পুরুষ নিরাকার।
নহে সন্নিকট দূব, ত্রিজগত ভবপূর,
সেই তত্ত্ব ভুবনেব সার॥
তবে শত দণ্ডবতে, অষ্ট অঙ্গে ভূমিগতে,
প্রণামহু নবীর চবণ।
উম্মত সবের লাগি, প্রভুপদে বব মাগি,
উদ্ধাবিবা এতিন ভুবন॥
আব জথ গুণীগণ, মাতা পিতা গুরুজন,
ভক্তিভাবে কবি পরণাম।
পুস্তক মালিক নির্ণ, কহিবম পবিচিহ্ন,
একে একে কহি নাম গ্রাম॥
সুলতানপুর নাম, বাজ্য এক অনুপাম,
সুরপুরী সম দিব্য স্থান।
ফলে নানা উপভোগ, বসএ ধামিক লোক,
জ্ঞানজোগ শাস্ত্র অবধান॥
সে দেশে প্রচণ্ড বর, রসে জেন রত্নাকর,
কুলশীল মহত্ত্ব প্রধান।
সর্বগুণে অলঙ্কৃত, ছিরিমন্ত ছিরিযুত,
আজিজুল্লা চৌধুরী সুজান॥
তান এই মনস্কাম, অবিরত অবিশ্রাম,
সদাই প্রভুর নাম জাপ।
সহজে করুণ মন, লই সুপণ্ডিতগণ,
শাস্ত্রবাণী করন্ত আলাপ।।
তাহান অনুজবর, রূপে নব পঞ্চশর,
সর্বগুণে অনন্ত উপাম॥
কৃপায় করুণা সিন্ধু, সে মুখ শরদ ইন্দু,

ছিরিযুত আতিকুল্লা নাম॥
সদাই হরিষ মন, হাস্যমুখ অনুক্ষণ,
কাব্যরসে বিনোদ রসিক।
সর্বশাস্ত্র অবধান, পরম সুবুদ্ধিজ্ঞান,
আপে তাঞি পুস্তক মালিক॥
সদামন প্রভুভক্ত ধর্ম কর্মে অনুরক্ত,
একজুক্ত দুহু সহোদব।
পালয়ন্ত নিজ দেশ, স্নেহ রাখি সবিশেষ
রাজ্য লোক কবি সমাদর॥
জশরাশি প্রচারিত, চতুদিক বেয়াপিত,
কীর্তি গেল দিগ দিগন্তর।
সুনাম প্রতিষ্ঠা ধ্বনি, জথ দূর দিনমণি,
প্রকাশিত সুকীর্তি লহর॥
দুক্ষিত তুষিলা দান, ভয়াকুল পবিত্রাণ,
সাধুজন বাঢ়াই সম্মান।
মিত্রজন হিত করি, খয কৈলা দুষ্ট বৈরী
শিষ্ট জন কবিলা প্রধান॥
পালন্ত শরণাগত, পতিহীন পিতাহত,
অতিথি বিদেশী নবগণ।
তাহান মহিমা জথ, কহিতে পাবিএ কথ,
শতমুখে ন জাএ কহন॥
আহ্মি এতিমেব প্রতি তাহান গৌরব অতি,
রাখিয়া আপনা অনুগত।
মনে রাখি বহুমায়া, দিয়া সুশীতল ছায়া,
পালন করন্ত অবিরত॥
একদিন মহামতি, কৃপাজুক্ত হই অতি,
বহুদূর ভূমি দিলা দান।
পবিত্র বসন্ত [বসত] জমি, তোহ্মারে দিলাম আহ্মি
নিজ পিতামোহোর কল্যাণ॥
বুলিলা সুফলা ভূমি, কৃষি করি ভোগ তুমি,
আহ্মারাকে কর আশীর্বাদ।
ন দিঅ ভূমির কর, ভোগ তুহ্মি নিরন্তর,
তোহ্মা প্রতি দিলাম প্রসাদ॥
ইলাহীর নাম স্মরি, নবীর দরূদ পড়ি,
আশীর্বাদ করিএ দুহাক।
ধরাঅ সুবর্ণ ধ্বজ, আরোহ তুরঙ্গ গজ,
সৈন্য সেনা হোক লাখে লাখ॥

প্রতিদিন অহোরাতি, জ্বলোক রতন বাতি,
পুরীখণ্ড হৌক স্বর্ণময়।
জথ সব অরিদল, করি নিজ পদতল,
ব্যাধি শত্রু সব হৌক খয়॥
নবদণ্ড রাজছত্রে, নিতি রাজ ধন পুত্রে,
স্বর্ণথালে কর অন্ন ভোগ।
আইউ দীর্ঘ হৌক বর, জাব চন্দ্র দিবাকর
রাজ্য ভোগ কর জোগে জোগ।
হীনাতি ফাজিলে ভাণ, দাতা পুষ্প তরু দান,
ভাগ্য জান সে বৃক্ষের ফল।
দেখিলাম সুসৌবভ, সুকীর্তি ভ্রমর রব,
দান হোন্তে সর্বত্রে কুশল॥
গুণিগণ পদে লাগি, নমি পরিহার মাগি,
অশুদ্ধ দেখিলে কোন স্থান।
লেখিয়াছি বেশ কম, মুনিমন হএ ভ্রম,
জত্ন করি সুধিবা বিদ্বান॥
পুস্তক লিখন সন, কহি তার বিবরণ,
শকাব্দা সহিতে মঘীগত॥
মঘী পরিমাণ ছহি সহস্রেক চৌরান্নই,
শকাব্দা চৌপন্ন ষোল শত॥
বিতারিখ একাদশে, হরসুত মিত্রমাসে,
দশদণ্ড ভৃগুসুত বার।
শুক্লা ষষ্টমী তিথি, খেত্রগত বৃহস্পতি,
ধনুলগ্নে সমাপ্ত পয়ার॥

লিপিকাল ১০৯৪ মঘী = ১৭৩২ খ্রী: লিপিকার ফাজিল নাসির মুহম্মদ
১৬৫৪ শক = ১৭৩২ খ্রী: পুথির মালিক আজিজ উল্লাহ চৌধুরী।

৩. তৃতীয় পাণ্ডুলিপিও আলোচিত হইয়াছে। ইহা প্রকাণ্ড পুঁথি। বহির আকারে বাঁধা হইলেও লিপিকাল পাওয়া যায় নাই। ইহার শেষপত্র সংখ্যা ১৪৩। পুঁথিখানির আদ্যন্ত খণ্ডিত। পাণ্ডুলিপি দেখিলে মনে হয়, ইহা সওয়া শ' হইতে দেড় শ' বছরের মধ্যে লিখিত। ইহাতে নূতন কোন অংশ দেখা যায় না।

৪. চতুর্থ পাণ্ডুলিপিটি অত্যন্ত প্রাচীন ও জীর্ণ। ইহাও আদ্যন্ত খণ্ডিত। ৭ম পৃষ্ঠা হইতে '১০ পত্রাঙ্ক পর্যন্ত প্রায় বিদ্যমান। ইহাতেও লিপিকাল নাই।

১৩. পরিশিষ্ট-ক.

[১৩৪৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শাহ্ মুহম্মদ সগীর সম্বন্ধে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক লিখিত প্রথম প্রবন্ধ]

শাহ্ মোহাম্মদ সগীর*
(পঞ্চদশ শতাব্দী)

প্রাচীনতম মুসলমান কবিদিগের মধ্যে শাহ মোহাম্মদ সগীর অন্যতম। তদ্রচিত "যূসুফ জোলেখা" নামক একখানি চমৎকার কাব্যগ্রন্থই তাঁহাকে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। গ্রন্থের ১০৯৪ মঘী অর্থাৎ (১০৯৪ + ৬৩৮) ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের একখানি প্রতিলিপি এবং পরবর্তী আরো কয়েকখানি প্রতিলিপি আমাদের নিকট সংগৃহীত আছে।

ইহা একখানি বিরাট গ্রন্থ। প্রাচীন কালে খুব বেশীসংখ্যক কবি এত বড় বিরাট কাব্য রচনা করেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত বড় বিরাট গ্রন্থে কবি তাঁহার কোন পরিচয় দেওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই; এমন কি সমগ্র কাব্যে মাত্র কয়েকটি ভণিতার ব্যবহার করিয়াছেন। আবশ্যক ভণিতাগুলি এইরূপ:

১. "কহে সাহা মোহাম্মদ ইছুফ জলিখা পদ
দেসি ভাসা পয়ার রচিত।"

২. "ইছুফ জলিখা কিচ্ছা কিতাব প্রমাণ।
দেসি ভাসে মোহাম্মদ ছগিরিএ ভান।"

৩. "মোহাম্মদ ছগিরি দাসেত দাস তান।
তাহা হোন্তে বড় ভাগ্য মোর নাহি আন।"

এই ভণিতাগুলি পাঠ করিলে দেখা যায়, কবির প্রকৃত নাম "শাহ মোহাম্মদ সগীর," কবি সম্বন্ধে ইত্যধিক আর কোন সংবাদ জানিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার "শাহ" উপাধি দেখিলে মনে হয়, তিনি কোন সাধকবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"য়ুসুফ জোলেখা" কাব্যের ভাষা খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে (১৪৮০ খ্রী:) রচিত "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের" মধ্যবর্ত্তী ভাষা। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" ও তৎপরবর্ত্তী "পরাগলী মহাভারতের" ভাষায় কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। অথচ শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ভাষায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" ও "য়ুসুফ জুলেখা'র" ভাষায়ও প্রভেদ বিস্তর; কিন্তু "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" ও "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের" ভাষায় যত প্রভেদ, তত নহে। অপিচ "য়ুসুফ জোলেখা"র ভাষা অনেক বিষয়ে "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" ও "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের" ভাষার মধ্যবর্ত্তী হারানো সূত্রকে ধরাইয়া দেয়।

* ১৩৪৩। ১৭ই ভাদ্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এ সকল বাদানুবাদ না করিয়া, আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, কবি শাহ মোহাম্মদ সগীরের ভাষা, কবি জৈনুদ্দিন বা তৎসমসাময়িক মালাধর বসুর ভাষা হইতে প্রাচীন। এই প্রাচীনত্বের দাবীর প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

১. কবি সগীরের ভাষায় যে সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা প্রাকৃত ভাবাপন্ন শব্দের বহুল প্রয়োগ। যথা :

"তোহ্মা জথ সখি আছে নৌআলি জৌবন।
তা সব পাঠাই দেঅ জাউ বৃন্দাবন॥
ইছুফকে বোলহ জাউক নিধুবনে।
তুলিয়া আনৌক পুষ্প তোহ্মার কারণে॥
আমাত্য কুমারি জথ রূপে কামাতুর।
লাস বেস করি জাউ বৃন্দাবনপুর॥
জথেক নাগরিপনা কামাকুল রূপে।
ইছুফ ভোলাউ গিয়া যুরতি আলাপে।"
"হেন মত ইছুফ জলিখা নিবাসন্ত।
জলিখার কি ভাব ইছুফে ন জানন্ত॥
ইছুফে জানন্ত মোখে গৌরব করন্ত।
বহুল আদর করে এহি অনুবন্ধ॥"

আলোচ্য কাব্যে ব্যবহৃত প্রাচীন ভাবাপন্ন কতকগুলি শব্দেব নমুনা দিলাম।- নৌআলি জৌবন (নব যৌবন); গারুরি (বিষবৈদ্য), হার্কলি বিকলি (অস্থিরতা . চাঞ্চল্য); উযারী (দালান, পুরী);. ওসমিস (মেলা-মেশা, সম্ভাব); আওরে (আড়ালে): আওর (এবং) ; খেবি (ক্রীড়া); কটোরা (বাটি বা পাত্র); ডাকোয়াল (আহ্বানকাবী, ঘোষণাকারী); অন্ধক (আঁধা লোক); লড়ি (লাঠি); অথান্তর (অবস্থান্তর), উশ্চা, উশ্ছা (উৎসাহ); গরুয়া .গুরুয়া (গুরু বা ভারী); উপস্কার কৈলা (মুছাইয়া দিলেন); উজাগর (ভার, কাটাইয়া দেওয়া); ঝামর বদন (রুক্ষ-শুষ্ক) দির্ঘল (দীর্ঘ); মউলিত (মুকুলিত), বিখোলিত (স্খলিত); উফরফাফর (হতভম্ব, হতবুদ্ধি); উঝর (উজ্জ্বল), অকুমারি (কুমারী); বালি (বালিকা), বৃন্দাবন (বাগান , উদ্যান); ঘাটিল (ক্ষয় হইল); আবহো (এবেও); পিউ (প্রিয়া); জিউ (জীবন); সাচা (সত্য); কভো (কভু) খাঁখাঁর (কলঙ্ক); পুত্রবাচ (পুত্রসম জ্ঞান করা); কমন (কেমন); আউল বাউল (পাগলের ন্যায় উষ্কু-শুষ্কু অবস্থা); উভা (দাঁড়াইয়া থাকা) ; ভাগ (ভাগ্য); সাখি (সাক্ষী বা সাক্ষ') ইত্যাদি ইত্যাদি।

সম্ভবতঃ বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষা বা প্রাকৃত ভাষার প্রভাবে কাব্যের প্রায় সর্বত্র "ষ" বর্ণ নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে 'খ" বর্ণে পরিণত হইয়াছে– বিখ, নিমেখ, ঔখদ, পেখিলুঁ, বিখধারা, বরিখ, বরিখেক, পুরুখ। (দিঠ , তছুপরে, জনি, দেহা, নেহা, ছোহন প্রভৃতি শব্দও দ্রষ্টব্য)।

২. "যুসুফ জোলেখা" কাব্যের ব্যাকরণ এই কাব্যের প্রাচীনত্ব দাবীর পক্ষে একটি প্রধান কারণ। ইহার ব্যাকরণ প্রধানতঃ "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের" অনুসারী, এবং যে স্থলে

ইহা "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" হইতে একটু পৃথক, তৎস্থলে ইহা "কৃষ্ণকীর্ত্তন" ও তৎপরবর্ত্তী যুগের মাঝামাঝি কালের রূপ বলিয়া অনুমান করা যায়। এই স্থলে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল:

সন্ধি—মনরঙ্গ, মনুদাস, কামতুর,করঘাত, বুন্দেক (বিন্দু +এক) প্রভৃতি।

কর্মকারকে— রাজাক, নৃপতিক, দূতক, ভাইক প্রভৃতি সর্বত্র সমানভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সর্বনাম— উত্তম পুরুষ- আহ্মি, মুঞি, মোহোর, আহ্মাসব, আহ্মাক, আহ্মারে প্রভৃতি।

মধ্যম পুরুষ- তুহ্মি, তোহ্মার, তুহ্মিসব, তোহ্মাক ইত্যাদি।

নামপুরুষ- সে, সেহি, তাক, এহি, তান, কেহো, কোহ্ন, কোন।

ক্রিয়াপদ, বর্তমান কাল,—

প্রথম পুরুষ :— ক. প্রায় এক তৃতীয়াংশ শব্দের-
থাকোঁ, দেখোঁ, করোঁ, মাগোঁ, লাগোঁ প্রভৃতি রূপ।
খ. প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শব্দের-
থাকো, ফিরো, করো, প্রভৃতি রূপ।

নাম পুরুষে- ক. প্রায় এক তৃতীয়াংশ শব্দেব-
কহন্তি, বোলন্তি, ধাবন্তি, জোগায়ন্তি প্রভৃতি রূপ।
খ. প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শব্দেব -
নেহালন্ত, বাখানন্ত, জানন্ত , চাহন্ত প্রভৃতি রূপ।
গ. আবার কোথাও কোথাও-
ধাবএ, রবএ, আছএ, পাবিএ প্রভৃতি রূপ।

অনুজ্ঞা: কৈয়ার (তুল: কৃষ্ণ-কীর্ত্তন "কহিআর" অর্থ-কহ)
" পুন তুহ্মি কৈয়ার বচন। মূর্চ্ছিত হইলা কি কারণ॥"
দিয়ার (তুল: কৃষ্ণ-কীর্ত্তন "দিআর" অর্থ- দাও)
"দিয়ার আপনা নাম, বাস তুহ্মি কোন গ্রাম।"

নাম পুরুষের অনুজ্ঞা:

আছউক, জাউ, জাউক, আসৌক, ভোলাউ, দেখৌ, জানউ, আছউ, বোলাউ প্রভৃতি রূপ।

অতীত কালের উত্তম পুরুষের তিন প্রকার রূপ, যথা—

১. দিলুঁ, সমর্পিলুঁ কহিলুঁ প্রভৃতি। (অল্পসংখ্যায়)

২. দিলুম, কহিলুম, জানিলুম প্রভৃতি। (অত্যল্পসংখ্যায়)

৩. দিলু, কহিলু, জানিলু প্রভৃতি। (অধিকসংখ্যায়)

অতীত কালের নাম পুরুষের এক ও বহু বচনে— ভেটিলেন্ত, করিলেন্ত, দিলেন্ত প্রভৃতি রূপ।

কবি সগীর শুধু কাব্যের খাতিরে এই কাব্য রচনা করেন নাই। ইহার রচনার পশ্চাতে ধর্ম্ম-প্রেরণা সুস্পষ্ট। "শাহ্" উপাধিধারী অর্থাৎ সাধকবংশীয় কবির প্রাণে কাব্যের মধ্য দিয়া ধর্ম্ম-কাহিনীর প্রচার-প্রেরণা কিছুই অস্বাভাবিক নহে। বাঙ্গালী ভাষাভাষী মুসলমানদিগকে "দেসিভাষা"র সাহায্যে মুসলিম উপাখ্যান শুনান তাঁহাব অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও কবি যে কাহিনী আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তাহাকে অনায়াসেই রসাশ্রয়ী ধর্ম্মকাহিনী বলা যায। এই বিষয়ে কবি অজ্ঞাত নহেন; তাঁহার কাহিনীর এই দুইটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি বেশ সচেতন। তাই দেখিতে পাই, কাব্যেব প্রারম্ভে ভূমিকায় কবি আমাদিগকে জানাইতেছেন,—

"কহিব কিতাব চাহি সুধারসপুরি।
শুনহ ভকত জন শ্রুতিঘট ভরি॥"

এই স্থলে ভক্তজনকে কবির সুধারসপূর্ণ কাহিনী শুনাইবার প্রস্তাব লক্ষণীয়। বলিতে কি, তিনি সত্যই আমাদিগকে এক অপূর্ব সুধারসপূর্ণ কাহিনী শুনাইয়াছেন। আব একটিবার কাব্যের শেষে এই কথাও জানাইয়া দিয়াছেন,—

"পোথার বৃত্তান্ত জেবা চিত্য দিয়া শুনে।
তাক কৃপা করে বহু প্রভু নিরঞ্জনে॥
ইছুফ জলিখা জেবা মন দিয়া ষুণে।
আদি আন্ত শুনিলে সে ভাব হএ মনে॥
একচিত্যে ষুণে জে এইসব পরস্তাব।
পুণ্য বাড়ে দুক্ষ হয়ে যসকৃতি লাভ॥"

কবি যাহাই বলুন অধুনা কেহ এই বিরাট কাব্য পড়িয়া পুণ্য বাড়াইবার, দুঃখ হরণ করিবার বা যশকীর্ত্তি লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন কিনা, জানিনা; তবে এই কথা সত্য যে, পাঠক এখনও এই কাব্য পাঠ করিয়া ইহার "সুধারসে শ্রুতিঘট" ভরিতে পারিবেন। প্রধানতঃ এই ভরসায় আমরা কবি বর্ণিত কাহিনীটুকুর যথাসম্ভব সৌন্দর্য রক্ষা করিয়া নিম্নে বর্ণনা করিলাম।

তৈমুস নামক কোন নরপতির কন্যা জোলেখা এক অপূর্ব সুন্দরী রাজকুমারী ছিলেন। তাঁহার অপরূপ লাবণ্যে সুর-নর মুগ্ধ ও বিস্মিত হইত। নিঃসন্তান রাজদম্পতি বহু দান-ধর্ম্ম ও আরাধনা করিয়া জোলেখা সুন্দরীকে লাভ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে রাজকুমারী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, তাঁহার হৃদয়ে প্রেমভাবের সঞ্চার হয়। এই সময়ে তিন বৎসরে এক এক বার করিয়া তিনবার তাৎকালিক মিসরাধিপতি যুবকরাজ আজিজ-মিসিরকে স্বপ্নে দেখেন। এই স্বপ্নের পর জোলেখার অবস্থা যাহা হইল, তাহা তিনি স্বয়ং সংক্ষেপে সখীর নিকট বর্ণনা করিতেছেন:

" প্রথম বরিখ সপন দেখাইলা ছল।
বুদ্ধি শুদ্ধি প্রাণ মোর হরি নিল বল॥
দ্বিতিয় সপন দেখি জুতি হরি নিল।
ইঙ্গিত আকার মুঞি এক ন জানিল॥
ত্রিতিয় সপনেত দিল জাতি পরিচয়।
আজিজ মিশ্চির নাম কহিল নিশ্চএ॥"

তৃতীয় স্বপের পর প্রেমোন্মাদিনী জোলেখা শান্তভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার ইঙ্গিত মত চতুর্দ্দিকে সংবাদ প্রেরিত হইল যে, তিনি স্বয়ম্বরা হইবেন। এই সংবাদে নানা দিগ দেশ হইতে দূতগণ বিবাহেব "পয়গাম" (প্রস্তাব) লইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। জোলেখা একে একে সকলকে বিদায় দিলেন এবং স্বপ্নদৃষ্ট আজিজ-মিসিরের দূত আসিয়া না পৌছায় নিতান্তই চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। নরপতি তৈমুস যথাসময়ে আজিজ মিসিরের নিকট দূত পাঠাইয়া স্বীয় কন্যার স্বপ্নবৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাত করাইলেন, এবং নিজেই সাধিয়া জোলেখার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আজিজ-মিসির সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে গোলযোগ বাধিবাব ভয়ে বিবাহের জন্য তৈমুস রাজার রাজ্যে গমন করা তাঁহাব পক্ষে অসম্ভব বলিয়া সংবাদ দিলেন। অধিকন্তু তিনি স্বীয় দূতের দ্বারা তৈমুসরাজের নিকট অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন দয়া করিয়া জোলেখাকে মিসরে বিবাহের জন্য প্রেরণ করেন। তৈমুস অগত্যা এই অনুরোধ রক্ষা করিলেন।

যথাসময়ে রাজা তৈমুস স্বীয় কন্যা জোলেখাকে মিসরে মহাসমারোহে বিবাহের জন্য প্রেরণ করিলেন। জোলেখা মিসবে উপস্থিত হইলে, আজিজমিসির ভাবী পত্নীকে অভ্যর্থনা করিবাব জন্য মহাধুমধামে অগ্রসর হইলেন। যথোচিত অভ্যর্থনা করা হইলে উভয় দল রাজধানী অভিমুখে চলিল। এই সময়ে প্রেমাতুরা জোলেখা স্বীয় হস্তিপৃষ্ঠ হইতে জনতা-বেষ্টিত আজিজ-মিসরকে দেখিবার জন্য স্বীয় বৃদ্ধা ধাত্রীর নিকট নিবেদন করেন। ধাত্রী হস্তিপৃষ্ঠে 'কনক রচিত আম্বারী' কাটিয়া একটি সুন্দর গবাক্ষ প্রস্তুত করিলেন এবং বলিলেন–

"এহি গবাক্ষের পন্থে দেখ পরতেক।
জেন মত আজিজের কান্তি রূপ রেখ।
সেই রন্ধ্রপন্থ দিয়া কৈল নিরক্ষন।
মুর্চ্ছিত পরিল দেখি হই অচেতন॥"

জোলেখা চেতনা হারাইয়া বহুক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। ধাত্রী তাঁহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য হইল না দেখিয়া

"সখিগণে পুষ্পজল সিঞ্চে ধাত্রিঃ সঙ্গে।
বিচিত্র চামরে বাও করে কন্যা অঙ্গে॥"

কিয়ৎক্ষণ পর জোলেখা সংজ্ঞা লাভ করিলে,

"ধাত্রিঃ আদি সখিগণে পুছিলেন্ত বাত।
কেহ্নে হেন গতি কন্যা কহত আক্ষাত।"

এইরূপে সখীগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রেমাকুলা জোলেখা যে উত্তর দিলেন, তাহা বড়ই করুণ, বড়ই মর্ম্মদাহী। সখীদের প্রশ্নে তাঁহার হৃদয়ের যাবতীয় অবরুদ্ধ ব্যথা গুমরিয়া উঠিল, প্রেমবঞ্চিত ভরা-যৌবনের যাবতীয় স্মৃতি একে একে তাঁহার দগ্ধ মর্ম্মপটে উজ্জ্বল হইয়া ভাসিয়া উঠিল; তিনি ভূগর্ভস্থ অগ্ন্যুদ্গারী আগ্নেয় গিরির ন্যায় হৃদয়ের যাবতীয় সঞ্চিত বেদনা একটির পর একটি করিয়া উদ্গার করিতে লাগিলেন।

রাগ কোরা- লঘিকা ছন্দ

(লাচারি)

শুন শুন সখি,
জার তবে হইলু দুখি,
প্রাণের সখি ল।
প্রথম সপ্নেত দেখি হৃদয় অন্তরে
কামহতা।
এ তিন বরিখ ধরি,
রজনি বসিআ ঝুবি
প্রাণের সখি ল।
বিবহ আনলে পুবী কাহাত কহিমু
এহি কথা? ধ্রু॥
মোব হেন বিপরীত কাজ,
কলঙ্কিনি ভোবন সমাজ,
সে জন ন হএ এহি,
সপ্নেত দেখিলুঁ জেহি,
প্রাণেব সখি ল।
মোর তরে গেল কহি,
সেই মোর
পরমার্থ বাণি।
দোসর সপ্নের কথা,
কহিতে মরম বেথা,
প্রাণের সখি ল॥
কহিল সে মোকে কথা,
য়াকুল হইলুঁ তথা,
শুনিতে হইলুঁ বুদ্ধি হানি॥
চঞ্চল হইল মতি
চপল হৃদএ গতি,
প্রাণের সখি ল।
প্রমাদ হইল অতি
কথা পাইমু তাহান উদ্দেস।
ত্রিতিয় সপ্নেত দেখি,
আঞ্চলে ধরিলুঁ পেখি,
প্রাণের সখি ল॥
প্রত্যক্ষ দেখিলুঁ আখি চিন্তিতে হইল তনু সেস॥
মুঞি নারি কামরতা,
বিধি মোর বিড়ম্বিতা,
প্রাণের সখি ল।
আপনা রাখিমু কথা, পাসানে চাপিল কর মোর।
বিষন্ন হইল কাজ,
যাইমু কমন রাজ,
প্রাণের সখি ল।
কহিতে আপনা কাজ, ভাবিতে হইল মন ভোর
কহিমু কেমন বুদ্ধি,
কেবা জানে তার শুদ্ধি,
প্রাণের সখি ল।
কথা পাইমু গুণনিধি কে মোর করিব প্রতিকার।
কহে মোহাম্মদ সার,
বিরহ সমুদ্র পার,
প্রাণের সখি ল।
করহ উদ্দেশ তার, পিয় বিনে মনে নাহি আর॥

জোলেখা নীরব হইলেন। তাঁহার আবেগময় বিলাপে সকলের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব কারুণ্যের ভাব উদিত হইল। "আম্বারী" মধ্যস্থ আনন্দকোলাহল মুহূর্তের মধ্যে থামিয়া গেল। জোলেখা সুন্দরী সহসা অন্তরীক্ষ হইতে এক "আকাশবাণী" শুনিতে পাইলেন,—

উঠ উঠ আএ কন্যা তাপিত হৃদএ।
তোক্ষার মনের বাঞ্ছা পুরিব নিশ্চএ॥
আজিজ মিশ্ছর তার দহে মনস্কাম।
শুকভোগ তার সঙ্গে হইবেক বাম।
আজিজ মিশ্ছির তোর পতি মাত্র লেখা।

তার জোগে হৈব তোর প্রভু সনে দেখা।
জেবা তুহ্মি ভিত কর সঙ্গম তাহার।
সুখ ভোগ তার সঙ্গে ন হৈব শৃঙ্গার॥
রত্তন মন্দির তোর বজ্রেব কপাট।
তার জুক্ত নহে মুক্ত করিতে সে বাট॥

এই রূপ আকাশবাণী শুনিয়া, তাহাব ভগ্ন হৃদয়েব কোণে অলক্ষিতে একটি ক্ষীণ আশাব বিদ্যুৎরেখা খেলিয়া গেল। যত যুগ যুগান্তের পরেই হউক, একদিন বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলিত হইবেন, এই আশ্বাসে তাঁহার প্রাণ চকিতে এক অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার এই মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইল, "মৃত্যু-কায়া হোন্তে জেন আইল নিশ্বাস"। মিছিল পূর্ব্ববৎ মহাসমারোহে চলিতেছিল। যথাসময়ে জোলেখা রাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন।

বাজপুরীতে বিবাহের যথাবিধি আয়োজন হইয়াছিল। উভয়ে রাজপুরীতে পৌঁছিলে বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। বিবাহান্তে যথারীতি "পুষ্পশয্যার" ব্যবস্থা হইল। কিন্তু হায়, বিধাতার বিধান এমনই যে,- "কন্যা সঙ্গে বাজার নাহি ওসমিস"। কেন না, সুপুরুষ আজিজ-মিসিব জোলেখাব নিকটবর্ত্তী হইলেই রতিরসহীন হইয়া কাল যাপন করেন। ইহাতে জোলেখা আনন্দিতা হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার প্রেমাতুর হৃদয় উদ্দিষ্ট বাঞ্ছিতের বিরহে নিয়ত দগ্ধ হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি কি ভাবে স্বামিরূপী শত্রুর পুরীতে বাস করিতেছিলেন, তাহার প্রতি শুধু মানস নয়নে, কল্পনার নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে পারা যায়। এই সময়ে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ -সামগ্রী এবং বিলাস- ব্যসনে মগ্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি এক মুহূর্ত্তেব জন্যও শান্তি লাভ করেন নাই। দাবানলসদৃশ বিরহ নিয়তই তাঁহার হৃদয়ে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। বাঞ্ছিতের সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহার প্রাণ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় সতত চঞ্চল অবস্থায় কাল যাপন করিতেছিল। এই বিশাল রাজপুরীতে সর্ব্বদা সহস্র সহস্র দাসদাসী-পরিবৃত হইয়া থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার অন্তরের বেদনা, মর্ম্মের দাহ, হৃদয়েব পীড়া নিবেদন করিবার স্থান ছিল না। তাই বাধ্য হইয়াই তিনি—

"গগনে তারক দেখি চাহে একমন।
তার সঙ্গে কাহিনি কহএ সর্ব্বক্ষণ॥
তুহ্মিসব ভ্রমিতে আছহ রাত্র দিন।
তোহ্মা অবিদিত নাহি ভোবন এ তিন॥
দুক্ষের কাহিনি কহি গোঞাএ রজনি।
বিসেস তাপিত মন বিরহ আগুনি॥
চান্দ ভেল মলিন বিরল তারাগণ।
অরুণ ওদএ হৈলে হএ আনমন॥
প্রভাতে পাখালে মুখ নয়নের জলে।
রুদিত বদন তান প্রতি উসাকালে॥

এইরূপে নীরবে কাঁদিয়া জোলেখা সুন্দরী দিন কাটাইতে লাগিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল,— তাঁহার বেদনাজর্জ্জর প্রাণ কিছুতেই

প্রবোধ মানিল না। তাঁহার বাঞ্ছিত প্রিয়ের কোন উদ্দেশ তিনি লাভ করিলেন না। তাঁহার এই বিরহ -বিধুব চিত্র কবি মোহাম্মদ সগীর "বারমাসীতে" অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন।

এ দিকে জোলেখা সুন্দরী এইরূপ মর্ম্মদাহী বিরহানলে জ্বলিতে জ্বলিতে অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণেব ন্যায শুদ্ধ এবং ধীরে ধীবে বাঞ্ছিত প্রিয়তমের প্রেমে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। আর ঐ দিকে তাঁহার প্রিয়তম য়ুসুফও জোলেখার সহিত বিধিনির্বন্ধ মিলনের জন্য নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়া নানা জীবন -বিপর্য্যয় অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে অগ্রসব হইতেছিলেন। য়ূসুফের কবি বর্ণিত জীবন -সূত্র ধরিয়া এইবার আমবা এ দিকে দৃষ্টিপাত করিব।

কেনান দেশে এযাকুব নবীব আবির্ভাব হয়। ভগবানেব ইচ্ছায় তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে একে একে দশ জন বীব পুত্র জন্মগ্রহণ করে। য়ুসুফ তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত একাদশ পুত্র। কালক্রমে ইবনু আমীন নামে য়ুসুফেব আবও এক ভ্রাতা জন্মগ্রহণ কবিয়াছিল। য়ুসুফ অনন্ত রূপ লইয়া জন্মিয়াছিলেন এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়া পিতা তাঁহাকে নিতান্তই আদব কবিতেন; এই জন্য য়ুসুফেব দশ ভ্রাতা তাঁহাকে অত্যন্ত হিংসা কবিত। এই সমযে—

> "এক বাত্রি ইছুফ আপনা বাসঘব।
> অচেতন হই নিদ্রা জাএ ঘোবতৰ॥
> সয্যাসুখে অলক্ষিতে দেখিলা সপন।
> হেন অপরূপ নাহি দেখে কোন জন॥
> একাদশ নৈক্ষত্র আওর রবি সসি।
> অষ্টাঙ্গে প্রণাম কবে ভুমিতলে পসি॥
> চৈতন্য পাইআ সপন বাপেত কহিলা।
> সপনের বৃতান্ত জথ সকল জানাইলা॥

এয়াকুব নবী কাহাকেও স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাইতে য়ুসুফকে নিষেধ করিলেন। বিশেষতঃ তিনি য়ুসুফকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, যেন তাঁহার দশ ভ্রাতা এই সমস্ত বিষয়ের কিছুই জানিতে না পারে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, য়ুসুফ তাহার পর "নবী" হইবেন এবং তাঁহার বর্ত্তমান দশ ও ভাবী এক, এই একাদশ ভ্রাতা কালক্রমে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিবে।

কিন্তু ভাগ্যচক্র এমনই যে, এই স্বপ্নের কথা য়ুসুফের ভ্রাতৃগণের অগোচর রহিল না। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের ভ্রাতার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। সুতরাং তাঁহারা য়ুসুফকে পিতৃসন্নিধান হইতে সরাইয়া বধ করিয়া ফেলিতে ষড়যন্ত্র করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, এইরূপেই নিষ্কণ্টক হইলে তাঁহারা পিতৃস্নেহের পূর্ণ অধিকারী হইবেন। পরামর্শের পর স্থির হইল, য়ুসুফকে মৃগয়ার ছলে বনে নিয়া হত্যা করা হইবে এবং পিতার নিকট তাঁহাকে বাঘে খাইবার কথা প্রচার করিয়া ভ্রাতৃহত্যার দায় হইতে নিস্তার লাভ করা হইবে।

যথাযুক্তি কাজ করা হইল। কপট মমতায় এয়াকুব নবীকে ভুলাইয়া, বালক য়ুসুফকে বনে নেওয়া হইল। বনে পৌছিয়াই ভ্রাতৃগণ অসহায় য়ুসুফকে হত্যার মানসে

প্রহাব করিতে আরম্ভ করিল। সরলপ্রাণ বালক য়ুসুফের এই নিঃসহায় অবস্থা বড়ই করুণ, বড়ই হৃদয়-বিদারক। এই করুণ দৃশ্য দেখিলে মানুষের কথা দূরে থাকুক, পাষাণের হৃদয় গলিয়া যায়। এই দৃশ্য অঙ্কন করিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন,–

"কোহ্ন ভাই করঘাত অঙ্গেত মারিল।
কেহো দুষ্ট বাণি বুলি কর্ণ মোচরিল॥
কেহো মারিলেন্ত ঠেলা মারিআ চাপর।
একে একে কাড়ি লৈল গাএর কাপড়॥
কেহো ভাই ক্রোদ্ধ হই মারে অনুরাগে।
আর ভাই নিকটে জায়ন্ত দয়াভাগে॥
সেহো ভাই ঠেলা দিয়া পেলে এক পাস।
আর ভাই কাছে গেল হইয়া হতাস॥
সেহো ভাই নিদয়া হৃদএ হৈআ মারে।
আর ভাই নিকটে জায়ন্ত বস্ত্র আড়ে॥
কোহ্ন ভাই মায়া নাই সবে মারে বেড়ি।
কান্দিতে লাগিলা তবে বাপ অনুশ্বরি॥"

এইরূপ নির্ম্মমভাবে মারিতে মারিতে হঠাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি সকলকে বলিলেন যে, আর এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে না মারিয়া য়ুসুফকে এক অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হউক। রক্তাক্তকলেবর য়ুসুফকে সত্য সত্যই এক অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হইল এবং তাঁহার শোণিত- সিক্ত বস্ত্র লইয়া আসিয়া এয়াকুব নবীকে বুঝান হইল যে, য়ুসুফকে বাঘে খাইয়াছে। কিন্তু এয়াকুব নবীর হৃদয় প্রবোধ মানিল না। তিনি প্রিয়মত পুত্রের নিধন সংবাদে শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং শোকাকুল হইয়া তিনি খেদ করিতে লাগিলেন :

"মোর কর্ম্ম দোস, বিধি কৈল রোস,
কোন পাপ মোর বাঁধা।
জাই ভিন্ন দেস, ব্রহ্মচারী ভেস,
পুরিতে মনের সাধা॥
ঘরে ঘরে জাই, পুত্র যথা পাই,
পুত্র হেন ভিক্ষা মাগোঁ।
কোন ধর্ম্ম সিক্ষা, পুত্র দিব ভিক্ষা,
তান পদগত লাগোঁ॥

কিছুতেই কিছু হইল না, এয়াকুব নবী পুত্রের কোন সংবাদ না পাইয়া বিষাদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু বারংবার তাঁহার মনে হইত যে, তাঁহার প্রাণপ্রিয় য়ুসুফ যেন বাঁচিয়া আছেন। য়ুসুফ সত্য সত্যই কূপে পড়িয়াও জীবিত ছিলেন।

য়ুসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার পরেই "মনির" নামক এক মিসরদেশীয় বণিকের নেতৃত্বে একদল বণিক ঐ বনপথে চলিতে চলিতে কূপ-সন্নিহিত কোন এক স্থানে বিশ্রাম করিতেছিল । এই সময়ে তাহাদের জলাভাব ঘটে। তাহারা জলের অন্বেষণে

বাহির হইয়া, নিকটেই কূপ দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং জলের জন্য দড়ি বাঁধিয়া কূপে "কুম্ভ" ফেলিয়া দিল। য়ুসুফ নীরবে কুম্ভে উঠিয়া বসিলেন। "সাধুগণ" তাঁহাকে পাইয়া মনিরুর নিকট লইয়া গেল। সাধু মনিরু এই অপরূপ বালকটিকে লাভ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন এবং বাণিজ্যযাত্রা বন্ধ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ঠিক এই সময়ে য়ুসুফের দশ ভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বণিকদলে য়ুসুফকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং মনিরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,– "আমরা আমাদের দুষ্ট দাসকে কূপে ফেলিয়া দিয়া মারিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম, তোমরা যখন তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাইতেছ, তখন হয় তাহার মূল্য দাও, নয় তাহাকে ফেরৎ দাও।" ইহাতে–

"সাধু বোলে মোর ঠাঞি ধন নাহি আর।
তামার ঢেপুয়া লও এই মূল্য তার॥"

মনিরু সাধু "তামার ঢেপুয়া" দিয়া য়ুসুফকে কিনিয়া লইলেন এবং যথাসময়ে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মিসর দেশে পৌঁছিলেন। যেখানেই য়ুসুফকে লইয়া যাওয়া হইত, সেইখানেই তাঁহার অলৌকিক রূপ -লাবণ্য দেখিবার জন্য নানা স্থান হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিত। অচিরকাল মধ্যে য়ুসুফের সৌন্দর্য্যের কথা চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। মিসররাজ আজিজ-মিসির য়ুসুফের কথা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে রাজপুরীতে লইয়া আসিতে সাধুর নিকট খবর দিলেন।

রাজাজ্ঞায় সাধু য়ুসুফকে লইয়া রাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন। সকলে য়ুসুফকে দেখিবার জন্য সমাগত হইল এবং সকলেই তাঁহাকে ক্রয় করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল। সাধু সুযোগ বুঝিয়া প্রচার করিলেন যে, য়ুসুফের শরীরের সমভার মহামূল্য সামগ্রীই এই ক্রীতদাসের মূল্য। এতৎসত্ত্বেও তাঁহাকে ক্রয় করিবার চেষ্টা চলিল। কিন্তু কেহই সফলকাম হইতেছিল না।

এই সময়ে জোলেখা তাঁহার প্রাত্যহিক নগর ভ্রমণ হইতে উষ্ট্রারোহণে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন। তিনি "গড়ের" অর্থাৎ প্রাসাদের বহিঃপ্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জনকোলাহল শুনিয়া সমস্ত বিষয় জানিতে পারিলেন এবং ক্রীতদাসকে স্বযং একবার দেখিবার জন্য সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।য়ুসুফ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র তাঁহাকে অবিকল স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিবৎ প্রতীয়মান হওয়ায়, জোলেখা ভাবাবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি সর্ব্বস্বের বিনিময়েও য়ুসুফকে ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইলেন।

অতঃপর জোলেখা ও আজিজ মিসির য়ুসুফকে ক্রয় করেন। এই সময়ে রাজানুগ্রহে রাজপুত্রবৎ সুখ-শান্তিতে য়ুসুফ রাজপুরীতে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এই সময়ে জোলেখা উদ্ভিন্ন-যৌবনা যুবতীসুলভ নানা রঙ্গ-রস ও হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়া দেব-চরিত্র য়ুসুফকে কামভাবে তৎপ্রতি প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু য়ুসুফ–

"জলিখার মনবাঞ্ছা দেখোঁ সমদৃষ্টে।
ইছুফে হেরএ হেট মাথা পদপিষ্টে।"

য়ূসুফের এহেন ঔদাসীন্য নিরীক্ষণ করিয়া সুন্দরী জোলেখা স্বীয় বৃদ্ধা ধাত্রীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন; তিনি জোলেখার যাবতীয় বৃত্তান্ত তাঁহার পদে নিবেদন করেন। য়ূসুফ কিছুতেই স্বীয় পুণ্যপথ হইতে টলিলেন না, কিছুতেই দেব-চরিত্র হইতে ভ্রষ্ট হইলেন না। তিনি নিস্পৃহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন :

"বাপের গৌরবভরে হৈলু ভিন্নদেশ।
জলিখার ভাবে মোর কি আছে বিশেস॥
পুত্রবাচ দিয়া মোরে পুরীর ভিতর।
সমর্পিল জলিখার হাতের উপর॥
কেহ জদি শুনে এহি দুরাচার বাণি।
ভোবন ভরিআ হৈব অযস কাহিনি॥

ধাত্রী বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। জোলেখা সমস্ত অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এই ভাবে য়ূসুফকে সৎপথভ্রষ্ট করা দুরূহ কাজ ; সুতরাং অন্য পথ অবলম্বন ব্যতীত উপায় নাই।

এইবার জোলেখা পুরীর বাহিরে এক সপ্তকক্ষ সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। ইহার নানা কক্ষে কামভাবোদ্দীপক নানা চিত্র ও বস্তুর সমাবেশ করা হইল। তাহা দেখিলে মানবের কথা দূরে থাক, দেবতার মনও টলিয়া যাইত। এই বিচিত্র মন্দিরে বাস করিবার জন্য য়ূসুফকে প্রেরণ করা হইল। কিছু দিন পর একদা জোলেখা এই মন্দির পরিদর্শনে যাইবেন স্থির করিলেন। যথারীতি সাজসজ্জা আরম্ভ হইল। বর্ত্তমান যুগে জোলেখার এই সাজসজ্জার বর্ণনা বেশ উপভোগ্য বস্তু, সন্দেহ নাই :

"জলিখা করএ বেস, চিকুর চামরি কেস,
বান্ধএ কানরি খোপা লাস।
নানা কুসুম্বিত জুতি, দেখি চমকিত মতি,
ঘন মৈদ্ধে নৈক্ষত্র প্রকাস।
নয়ন খঞ্জন তুল, আঞ্জনে রঞ্জিত মূল,
চঞ্চল চকোর সমুদিত।
নিমেখে নির্ম্মল বাণ, কটাক্ষেত সুসন্ধান,
বিরহিনি পন সচকিত।
সিসেত সিন্দুর ভাসে, জেন রবি পরকাসে,
মুখচন্দ্রজুতি সমুদিত।
শ্রবনে গুম্ফিত মুতি, রতন কুণ্ডল জুতি,
তারাপ্রভা জিনিয়া বিদিত।
গিমগত হিরা হার, রচিত সোবর্ণ সার,
গজমুতি বিরাজিত পাতি।
তাহাত কুসুম মালা, বিসেস ঘুভিত ভালা,
বিনি সুতে গাতে কত ভাতি।
কস্তুরি কুঙ্কুম বুন্দ, কপালে তিলক চন্দ,

জেন চন্দ্র নৈক্ষত্র পূরিত।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ, কেসর সুগন্ধি সঙ্গ,
জিনি তনু কান্তি ষুসোভিত।
কাঞ্চলি মণ্ডিত হার, সুরচিত পয়োভার,
বসন ভূসন আভরণ।
সুলৈক্ষ লাবণ্য বেস, মুহিত সকল দেস,
উনমত্ত নবিন জৌবন।
করেত কঙ্কণ বর, জেন চন্দ্র দিবাকর,
কনক মাণিক্য জুতি সার।
নানা অলঙ্কার রঙ্গ সোবর্ণ রতন সঙ্গ,
রূপে সচি জেন অবতার।
বাহুদণ্ডে তাড় ভারি সোবর্ণ উঝল ধারি,
চুনি মণি বিচিত্র নির্ম্মাণ।
অঙ্গুরি মাণিক্য জরি, দশাঙ্গুলে ভরি পুরি,
বহুমূল্য ভোষন বিধান।
কটিত কিঙ্কিনি বাজে জেন চন্দ্র ষুর সাজে,
কি কহিমু তাহার বাখান।
চরণে নপুর বাজে, কনক ববণ সাজে
তার জুতি চমকে চরণ।

এইরূপ সাজসজ্জায় বিভূষিতা হইয়া সুন্দরী জোলেখা সপ্তকক্ষ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তিনি য়ূসুফকে সঙ্গে লইয়া, একে একে কক্ষের পর কক্ষ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার শত প্রকারে সহস্র ভাবে প্রলুব্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। একটির পর একটি করিয়া যখন সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তখন জোলেখা য়ূসুফের পদে আত্ম বিকাইয়া দিয়া বলিলেন :

মুঞি ষুষ্ক সস্য তুহ্মি জলদ নিপুণ।
বুন্দেক পড়িলে জল ন হৈবেক উণ।
জাচক তুলনা আহ্মি তুহ্মি দাতা জন।
ভক্ষদান দিলে কভো ন টুটিব ধন।
তুহ্মি ষুধাকর আহ্মি ত্রিষ্ণাএ বিকল।
আহ্মা অল্প দিলে তোহ্মা ন টুটিব জল।
তুহ্মি মোহা কল্পতরু ফলিত নির্ম্মল।
আহ্মা এক ফল দিলে ন হৈব নিষ্ফল।...
কৃপিনের ধন জেন করএ সঞ্চিত।
জাচক জনেরে কভো না কর বঞ্চিত।

ইহাতে য়ূসুফ টলিলেন না। তিনি বার বার ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন; বার বার ধর্ম্মনাশের কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সত্যের উপর

প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া; তিনি চঞ্চল মূর্ত্তি পরিহার করিলেন এবং প্রশান্ত মনে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন :

"খেমা কর মোর তরে কিছু কর দয়া।
অপকিত্তি হৈব তোহ্মা জগত ভরিয়া।....
খুধা হৈলে বিভৈক্ষ ভৈক্ষে নি দুই করে।
তিষ্ণায় বহুল জল ন পিএ সত্বরে।
পাথরে চাপিলে কর করিবেক কল।
জৌবন গরবে কন্যা না হৈঅ বিকল।..."

যূসুফের এহেন অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনিয়া, জোলেখা আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। তিনি কামাতুর মনে যূসুফকে জড়াইয়া ধরিতে সচেষ্ট হইলেন।পাপ ভয়ে যূসুফ ছুটিয়া পলাইলেন। জোলেখা পলায়নপর যূসুফকে তাড়া করিলেন; কিন্তু ধরিতে পারিলেন না। অবশেষে যূসুফ যখন বাহির হইতেছিলেন, তখন জোলেখা যূসুফের জামার পশ্চাদ্‌ভাগ ধরিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তিনি জামার কিয়দংশ জোলেখার হাতে রাখিয়া পলায়ন করিলেন। জোলেখার মাথায় বাজ পড়িল. তিনি শয্যায় লুটাইয়া পড়িলেন।

ইহার পর জোলেখা যূসুফের নামে সতীত্ব নাশের অপবাদ রটাইয়া দিলেন। আজিজ-মিসিরের হাতে যূসুফের বিচার হইল। আল্লার হুকুমে এক দুগ্ধপোষ্য শিশু সাক্ষ্য দিল। প্রমাণিত হইল যে, যূসুফের জামার পশ্চাদ্ভাগ যখন ছিন্ন , তখন নিশ্চয় তিনি এই ব্যাপারে নির্দ্দোষ। যূসুফ সাময়িকভাবে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

এই ঘটনার পর একদা জোলেখা সখীদের সহিত যূসুফের অপরূপ রূপলাবণ্যের আলোচনা করিতেছিলেন। তাহারা যূসুফকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে ডাকাইয়া আনা হইল। যূসুফ যখন সখীদের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাহারা নানা দ্রব্য ও ফলমূল আহার করিতেছিল; তাহারা যূসুফকে দেখামাত্রই এমনই মুগ্ধা হইল যে,

"হাতের তরুঞ্জা ফল কাতি খরসান।
হস্ত সমে ফল কাটে আন নাহি জ্ঞান।
ষুনিত পড়এ জেন ফলরসধার।
কামভাবে নেহালন্ত মুখচন্দ্র তার।
কর হোন্তে অবিরত পড়এ ষুনিত।
তথাপিহো নারি সবে চাহে একচিত।"

যূসুফকে দর্শন করিয়া জোলেখার সখীদের যে শোচনীয় অবস্থা হইল, তাহা দেখিলে মনে হয়,

"জেন এক প্রদিপেত পতঙ্গ বহুল।
পড়িতে চাহএ মিত্যু হইয়া আকুল।
জেন এক সুধাতরু ফলন্ত উঞ্চল।
তলে থাকি সর্ব্বজনে খাইতে চাহে ফল।

ধরিতে ন পারে ফল ন পড়এ হাতে।
খুদাএ বিকল সরিরেত মর্ম্মঘাতে।

ধীরে ধীরে জোলেখার সমস্ত কথা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। জোলেখা অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করিলেন এবং আজিজ মিসিরকে অনুরোধ করিয়া য়ূসুফকে বন্দী করাইলেন। এইরূপে রমণীর চক্রান্তে য়ূসুফ বন্দীজীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

ইহার কিয়ৎকাল পরে আজিজ-মিসিরের মৃত্যু হইল। মিসরে এক নূতন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি রাজা হইয়াই কোন অপরাধে দুইটি লোককে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। এই দুই কয়েদীর সহিত কারাগারে য়ূসুফের পরিচয় হইল। একদা এই দুই কয়েদী স্বপ্ন দেখিল। একজন দেখিল,– তাহার মস্তকস্থিত আহার্য্যপূর্ণ স্বর্ণথাল হইতে কাক ও চিল আহার্য্য সামগ্রী কাড়িয়া খাইতেছে। অপর ব্যক্তি দেখিল,– সে স্বর্ণের "কটোবা" লইয়া ভীত মনে রাজাব সম্মুখে দণ্ডায়মান । কয়েদীদ্বয় এই স্বপ্ন দুইটির ব্যাখ্যার জন্য য়ূসুফের শরণাগত হইল। তিনি ব্যাখ্যা করিলেন যে, শীঘ্রই প্রথমোক্ত কয়েদীব শিরশ্ছেদ ও দ্বিতীয়োক্ত কয়েদীর রাজানুগ্রহ লাভ ঘটিবে। ফলে তাহাই হইল এবং য়ূসুফের ব্যাখ্যার সত্যতা প্রতিপন্ন হইল।

অনন্তর মিসরের নবীন বাদশাহ্ এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেন। ইহা কবির ভাষায় এই রূপ :

সপ্ত বৃষ হৃষ্ট পুষ্ট অতি ষুবলিত।
আর সপ্ত বৃস কৃস তনু দুর্ব্বলিত।
খিনবল সপ্ত গরু বলবন্ত হৈয়া।
এহি সপ্ত বৃসক খাইতে গেল ধাইয়া।
জেন ব্যাঘ্রে ঝম্প দিয়া তাহাক ধরিল।
অহি সপ্ত পুষ্টতনু গরুক ভক্ষিল।
আর এক অপূর্ব্ব দেখিল নৃপবর।
সপ্ত ছড়া গোহম (গোন্দম?) গাছাইল তছু পর॥
শুষ্কবর্ণ সপ্ত ছড়া তেহেন ষুরিত।
জেহেন চামর দোলে অতি সুললিত॥
তাহার নিকট হোন্তে আর সপ্ত ছড়া।
গাছাইল তেহেন বর্জ্জিত জেন মরা॥
সপ্ত ছড়া মরএ জলিল পূর্ণ ছড়া।
সেই ক্ষণে ষুখাইল জেন হই ঝরা॥

এইরূপ বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়া রাজা পাত্রমিত্রকে ডাকাইয়া ইহার ব্যাখ্যা চাহিলেন। কেহই ঠিক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হইল না। এই সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত পূর্ব্বোল্লিখিত কয়েদীটি বাদশাহকে জানাইল যে, য়ূসুফ নামক যে কয়েদী আছে, সেই ব্যক্তি ব্যতীত কেহই ইহার সদুত্তর দিতে পারিবে না। বাদশাহ য়ূসুফকে কারামুক্ত করিয়া মহাসমারোহে রাজদরবারে উপস্থিত করিলেন। য়ূসুফ সকলকে স্তম্ভিত করিয়া ব্যাখ্যা দিলেন যে, মিসরে উপর্য্যুপরি সাত বৎসর অত্যধিক শস্য জন্মিবে এবং তৎপর

ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর ধরিয়া অজন্মা হইবে। ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। রাজা য়ূসুফকে বলিলেন,– "য়ূসুফ, তুমি রাজকার্য্যের উপযুক্ত ব্যক্তি; তোমাকে "আজিজ-মিসির" (মিসরপ্রিয়, প্রধান মন্ত্রী?) করিলাম; তুমি রাজ্যকে আসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত করিবার ব্যবস্থা কর।" য়ূসুফ "আজিজ মিসির" পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই সাত বৎসর যাবৎ রাজ্যের স্থানে স্থানে রাজশস্যাগাব স্থাপন করিয়া, তথায় সাত বৎসর যাবৎ শস্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মিসর-রাজের মৃত্যু হয়। সকলে মিলিয়া য়ূসুফকে মিসরের সিংহাসন দান করেন। য়ূসুফ রাজা হইয়াই দেশে সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করেন।

এদিকে জোলেখা অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তখনও তিনি য়ূসুফকে ভুলিতে পারেন নাই। বহু বৎসর ধরিয়া মিসরের রাষ্ট্রবিপ্লবে তাঁহার বিশেষ ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, কিন্তু য়ূসুফকে তিনি কিছুতেই হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারেন নাই। তিনি এখন ভিখারিণী; কিন্তু তথাপি পথের ধারে বসিয়া য়ূসুফের যাতায়াত নিরীক্ষণ করেন, চির উপেক্ষিত হৃদয়কে প্রিয়তমের দর্শনে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু য়ূসুফের আদেশে রাজপ্রহরীরা কোন রমণীকে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে দেয় না,– ইহাই জোলেখার অনুতাপ।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। একদা জোলেখা রাজপথের ধারে বসিয়া প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া য়ূসুফের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। য়ূসুফ আদেশ দিলেন, এই বৃদ্ধা যাহা চায়, তাহা তাহাকে দান কর। আশ্চর্য্যের বিষয়, বৃদ্ধা য়ূসুফের দর্শন ব্যতীত আর কিছুই ভিক্ষা মাগিল না। তাঁহাকে রাজ অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইল এবং যথাসময়ে য়ূসুফ বৃদ্ধাকে দর্শন দিলেন। এইখানেই য়ূসুফের সহিত জোলেখার নূতন করিয়া পরিচয় হয় এবং এখনও জোলেখা যৌবনের প্রেম পোষণ করিতেছেন দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া যান। বলা বাহুল্য, য়ূসুফ এখন "নবী"। জোলেখা তাঁহার পূর্ব্ব যৌবন ভিক্ষা দিতে য়ূসুফকে অনুরোধ করেন। য়ূসুফের আশীর্ব্বাদে জোলেখা মুহূর্ত্তের মধ্যেই পূর্ব্ব যৌবন লাভ করিলে, তিনি য়ূসুফকে জানাইলেন যে, এখন তাঁহাদের বিবাহে আর কোন বাধা নাই। খোদার হুকুমে য়ূসুফ ও জোলেখার বিবাহ হইল।

বিবাহের পর জোলেখার গর্ভে একে একে য়ূসুফের দুই পুত্র জন্মে। এই সময়ে মিসরে সপ্তবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। য়ূসুফের পিতৃরাজ্য কেনান প্রদেশেও এই সময়ে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। মিসর ব্যতীত তখন আর কোথাও শস্য ছিল না। শস্য ক্রয়ের জন্য য়ূসুফের বিমাতার গর্ভজাত দশ ভ্রাতা এই সময়ে মিসরে আগমন করে। য়ূসুফ তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলেন ও বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাহাদের মুখে য়ূসুফ জানিতে পারেন যে,তাঁহার পিতা এয়াকুব নবী তখনও জীবিত এবং ইবনু আমীন নামে তাহাদের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে। তিনি ভ্রাতা ও পিতাকে দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইলেন। য়ূসুফ তাঁহার ভ্রাতৃগণকে বলিলেন যে, ইবনু আমীনকে সঙ্গে লইয়া আসিলে তিনি তাহাদিগকে আরও অনুগ্রহ করিবেন। তাঁহার ইঙ্গিত মত অপর ভ্রাতাদের সঙ্গে ইবনু আমীন শস্য ক্রয় করিবার জন্য মিসরে আসিয়া পৌঁছিলে, য়ূসুফের চক্রান্তে সে

চোর বলিয়া ধৃত হইল এবং মিসরীয় আইন অনুসারে য়ূসুফ তাহাকে নিজের দাস করিয়া সঙ্গে রাখিয়া দিলেন।

ইহার পর ইবনু আমীনকে দেখিবার জন্য বৃদ্ধ এয়াকুব নবীও মিসরে আসিয়া পৌঁছিলেন। পিতাপুত্রে মিসরের রাজপ্রাসাদে মিলন হইল। জোলেখা আসিয়া–

"পাখালি নবির পদ নির্ম্মল করিলা।
জলিখা মস্তককেসে উপস্কার কৈলা॥

এই প্রসঙ্গে ভ্রাতাদের সহিত য়ূসুফের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। তিনি মধুপুর রাজ্যের সুন্দরী রাজকন্যা বিধুপ্রভার সহিত ইবনু আমীনের বিবাহ দিলেন। এই রূপে সকলে মিসরে সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

এইখানেই "য়ূসুফ জোলেখা" কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। এই কাব্যের চরিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই। য়ূসফ ও জোলেখাই এই কাব্যের মূল নায়ক ও নায়িকা। ইহাদের চরিত্রের যাহা মূল বৈশিষ্ট্য, তাহা কবির সৃষ্ট নহে। "বাইবেল" ও "কোরআনে" এই দুইটি চরিত্রের সবল ও দুর্ব্বল দিকের চিত্র বেশ সুন্দরভাবে অঙ্কিত আছে। কবি এই চিত্রগুলিকে বাঙ্গালা ভাষার তুলিতে রং দিয়াছেন,– ইহাই কবির একমাত্র কৃতিত্ব।

চরিত্র সৃষ্টির দিক হইতে কবিব কোন কৃতিত্ব না পাওয়া গেলেও, তিনি যে একজন প্রতিভাবান কবি ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের আদর্শ তিনি যেখান হইতেই গ্রহণ করুন, বাঙ্গালা ভাষায় এই চিত্র অঙ্কনে তিনি নানাভাবে মৌলিকত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার কবিত্বের প্রতিভা সর্ব্বত্র না হউক এই কাব্যের অধিকাংশ স্থলে দেদীপ্যমান। এই কাব্যে মহাকাব্যসুলভ যে সৌন্দর্য্য (epic grandeur) রহিয়াছে, তাহা– কবি যে যুগে এই কাব্য লিখিয়াছিলেন, সে যুগে নিতান্ত দুর্ল্লভ না হইলেও অত্যন্ত সুলভও নহে। আদর্শ মানবীয় প্রেমের চিত্রকররূপে কবির বিশেষ কোন কৃতিত্ব না থাকিলেও মানুষের সুখ-দুঃখের চিত্রকর হিসাবে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সাহিত্যের আসরে উচ্চাসন না দিলে, তাঁহার প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হইবে।

বাস্তবিকই কবি মোহাম্মদ সগীরকে বেদনার কবি বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। ব্যথার চিত্র অঙ্কনে এই কবি যেন সিদ্ধহস্ত । বঞ্চিত হৃদয়ের বেদনা কবির লেখনীতে এমন সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, এক একবার কাব্য পাঠ করিতে করিতে আত্মহারা হইতে হয়। কবির সহানুভূতির বৃত্তি এতই প্রবল যে, তিনি অতি সহজেই নায়কনায়িকার ভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহার নিজের মধ্যে তাহাদের বেদনা পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারেন। এই জন্যই তাঁহার বর্ণিত দুঃখের চিত্রগুলি এতই করুণ; এই জন্যই এইগুলি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, আলোড়িত করে। এইরূপ একটি চিত্রের নমুনা জোলেখার নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে পাওয়া যায় :

"নিসি উজাগর আখি ঝামর বদন।
পবনের সঙ্গে বাত কহে অনুক্ষণ।
শুনরে পবন্ মোর দুক্ষের কাহিনী।

দণ্ডেক বরিখ মোর দীর্ঘল জামিনি।
মোর পিয়া স্থানে গিয়া কহরে সম্বাদ।
কেমোন সহাস্য তান দাসি সঙ্গে বাদ।
মলয়া সমির মোর সমন সমান।
এ চান্দ চন্দন দেহ্ দহএ নিদান।
সঘন গহন ঘন বিদ্যুৎ চমকিত।
নয়নে বহএ নির চিত্য বিচলিত।
কুসুম্বসুগন্ধি জথ আগর চন্দন।
আতপে তাপিত তনু দহএ মদন।"

কবি প্রধানতঃ মহাকাব্যসুলভ সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা হইলেও, তাঁহার রচনা গীতিপ্রবণ। কাব্যের স্থলে স্থলে তিনি যেরূপ নৈপুণ্য সহকারে সুন্দর সুন্দর গীতাবলীর সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা শুধু তাঁহার শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক নহে, তাহা তাঁহার গীতিপ্রবণ হৃদয়ের সাক্ষ্যও বহন করিতেছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যে প্রধানতঃ গীতিকবিতার যুগ। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যুগ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ন্যায় গীতি-কবিতারচর্কাদিগের আবির্ভাবে ধন্য হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাসাহিত্য মালাধর বসু, জৈনুদ্দিন ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রভৃতি কবির ন্যায় মহাকাব্যরচয়িতাদিগকে লাভ করিয়াছিল। মনে হয়- এই দুই যুগের সন্ধিক্ষণে কবি মোহাম্মদ সগীরের জন্ম; তাঁহাকে এই গীতিকাব্য ও মহাকাব্যের যোগসূত্র বলিয়া ধরা যায়।

তাঁহার গীতগুলি কাব্যের নায়ক-নায়িকার বেদনাকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিলেও, বঙ্গের তৎপূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কবিদের মধ্যে এইগুলির কোন কোনটির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। গল্পের প্রথমাংশে উদ্ধৃত 'শুন শুন সখি" নামক গানটি পাঠ করিতে করিতে চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের" কোন কোন গানের শুধু ভাব নহে, ভাষার কথাও মনে পড়ে। আবার যখন আমরা পাঠ করি :

"মুঞি জেন এক পন্থিক দুখিক,
ত্রিষ্ণাএ বিকল হৈয়া।
জলের উদ্দেস, ন পাই প্রাণ সেস,
চলিলুঁ বিকল হৈয়া।
দিঠ ভরমএ, অন্তরে দহএ,
জলরূপ অনুমান।
গেলু সন্নিকট পাইলুঁ সঙ্কট,
নবীন রৌদ্রের বাণ।"

তখন বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের সুপ্রসিদ্ধ "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু" নামক কবিতাটির কথা মনে পড়ে ; বিশেষ করিয়া এই কবিতার শেষ দুইটি চরণ :

"তিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গল।"

আমাদের বার বার এই কথা স্মরণ করাইয়া দেয় যে, কবি মোহাম্মদ সগীরের মধ্যে তৎপূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী যুগের গীতি-লালিত্য "য়ূসুফ-জলিখার" ন্যায় মহাকাব্যকে আশ্রয় করিয়াও ফুটিয়া উঠিতে পারিয়াছে।

কাব্যে "বারমাসীর" আমদানী প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বারমাসীতে প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ নায়িকার বিরহ-বেদনাকে বিনাইয়া বিনাইয়া অনেক সময় পাঠকের বিরক্তিকর মায়াকান্না জুড়িয়া দেন। কবি মোহাম্মদ সগীরও তাঁহার কাব্যে জোলেখার বিরহ-বেদনাকে আশ্রয় করিয়া "বারমাসী" গাহিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার এই বারমাসীটি প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্যে প্রাচীনতম বারমাসী। প্রাচীনতম "বারমাসী" হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে ইহার একটা বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক মূল্য ব্যতীত, তাঁহাব "বারমাসীর" অন্য বৈশিষ্ট্যও বর্ত্তমান। তাঁহার বারমাসীতে কবির বাক্‌সংযমই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই জন্যই এই "বারমাসীটি" তাঁহার পরবর্ত্তী কালে রচিত "বাবমাসী" হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহাতে যথাসম্ভব অল্প বাক্যব্যয়ে কবি জোলেখার যে বিরহ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বেশ উপভোগ্য। এতদ্ব্যতীত এই বারমাসীতে নায়িকার বিরহভোগ অপেক্ষা ষড় ঋতুবিলাসিনী বাঙ্গালার ঋতুবিলাসের একটি প্রকৃত চিত্র অঙ্কনে কবি অধিক প্রয়াস পাইয়াছেন দেখিতে পাই। এই চিত্রের কিয়দংশ পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

"আশ্বিন জে পরবেস, বারিসা হইল সেস,
খেনে ঘোর খেনেকে বিদ্যুত।
কেতকি বকুল ফুল, তাহাতে ভ্রমরা বোল,
তা দেখি ধরাইতে নারি চিত।
খণ্ড খণ্ড মেঘগণ. সসোদর সমে রণ,
ডুবকি উঠএ ঘনজিত।
তাহার নির্ম্মল নিসি, স্থধা বিস্তারিত হাসি,
তা দেখিয়া মন বিচলিত।
আইল কার্ত্তিক মাস, চতুর্দ্দিগ পরকাস,
মন্দ মন্দ দেহ প্রতুসাএ।
তা হেরি উদাস পিআ, বিরহে বিদরে হিয়া,
মন পক্ষি উরিছে উশছাএ।
নিসি দিসি উঝলিত, তারাগণ বিস্তারিত,
বহএ সমির ধির ধারি।
ধবল কাচিআ ফুল, জেহেন পতকা তুল,
মদন চামর চমকারি।
আঘ্রণ আইল রিত, নব সালি সমুদিত,
শুগন্ধি সৌরব জাএ দুর।
সারি শুক করে রোল, নানা বর্ণ ধান্য ফুল,
বিকসিত সব খিতিপুর।
ঘরে ঘরে ধান্যরাসি, নর পষুগণ হাসি,

গগন রুচিত পবকাস।
বাজা প্রজা উল্লসিত, প্রবাস বঞ্চিত বিত,
মোব লৈক্ষে জেন বনবাস।
পৌস আইল তুসাবিত, ভোবন পূবিত সিত,
খোহামএ জেন বৃষ্টিকাব।
জুবক জুবতি মিলি, কর্পূব তাম্বুল তুলি,
বিলাসিত নানা শুখ সাব।
মুঞি বব হতভাগি, অহনিসি বহোঁ জাগি,
প্রভু মোব নিদযা হৃদএ।
মোহাম্মদে কহে দুখি অবস্য হইবা শুখি
নিসি সেসে ববিব ওদএ।"

পরিশিষ্ট-খ

বাংলাভাষার প্রাচীনতম মুস্‌লিম কবি

[খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষপাদ]*

মুহম্মদ এনামুল হক

আধুনিক হিন্দী (ও তাহাব বাচ্চা উর্‌দু), সিন্ধী, পাঞ্জাবী, গুরুমুখী, গুজরাটী, মারাঠি প্রভৃতি ভাষার ন্যায় আধুনিক বাংলা ভাষাও উত্তর -ভারতীয় আর্য ভাষার ক্রমবিকাশেব বা বিকারের ফল। বাংলা-ভাষায় এই ক্রমবিকাশের একেবাবেই গোড়ার দিকে অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাংলাব মুসলমান (মুসলিম রাজত্বের বহুপূর্বেও বাংলায় মুসলমান ছিল– মৎপ্রণীত "পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম" দ্রষ্টব্য) এই ভাষায় কোন উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন নাই,– ইহা হয়তো খাঁটি কথা। কিন্তু খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতে দেশে বাংলা-ভাষার যে ধারা অক্ষুণ্ন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিঃসংকোচে বলিতে পারা যায়, এই দেশে বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণবিকাশসাধনে বাংলার মুসলমান প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার একটি প্রাচীনতম উদাহরণ সংক্ষেপে উপস্থিত করিবার বাসনায় এই প্রবন্ধের অবতারণা। বলা বাহুল্য, কবি শাহ মোহাম্মদ ছগিরের "ইছুফ-জলিখা" কাব্যের কথাই আমরা চিন্তা করিতেছি। আজ হইতে প্রায় ১৬ বৎসর আগের কথা– বাংলা ১৩৪৩ সনের চতুর্থ সংখ্যার "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" এই কবি ও তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে একবার আলোচনা করিয়াছিলাম। তখন কবির কোন আত্মবিবরণ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তাঁহার কাব্যখানির ভাষার উপর নির্ভর করিয়া যাহা লিখিয়াছিলাম, সম্প্রতি আরও কিছু নূতন তথ্য বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত আকারে আমার হস্তগত হওয়ায়, তাহা পূর্ণ সত্যে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত।

আমরা "ইছুফ-জলিখা" কাব্যের ভাষা পরীক্ষা করিয়া "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" (১৩৪৩ বাং, ৪র্থ-সংখ্যা) লিখিয়াছিলাম "য়ূসুফ-জোলেখা" কাব্যের ভাষা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে (১৪৮০খ্রী:) রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের' মধ্যবর্তী ভাষা। তখন আমি ছাত্র। বোধ হয় তাই আমার মত অর্বাচীনের এই মত বাংলাভাষার তদানীন্তন হিন্দু-মুসলিম দিকপালগণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অবশ্য কাব্যখানির ভাষার প্রাচীনতা অস্বীকার করিবার মত সাহস কাহারও হয় নাই। চট্টগ্রামে "ইছুফ- জলিখা"-র পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হওয়ার অজুহাতে 'প্রত্যন্ত প্রদেশের ভাষা বহুদিন পর্যন্ত প্রাচীনতা রক্ষা করে'– এইরূপ একটি নীতির প্রয়োগ

*মাহে-নও, আগষ্ট, ১৯৫১ খ্রী:, পৃ: ৪২-৪৪।

করিয়া আমাদের মত বাতিল করা হইয়াছিল। সম্প্রতি ত্রিপুরা হইতে কবির আত্মবিবরণী সম্বলিত কিছু মাল-মশলা আমার হস্তগত হওয়ায়, পণ্ডিতদের উক্ত মত যে একান্তই ভুল, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হইয়া যাইবে। চট্টগ্রামের পুঁথির সহিত মিলাইয়া ত্রিপুরার খণ্ডিত পুঁথির পত্র হইতে কবির যে আত্ম-বিবরণী আমি প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। অবশ্য তৎসম শব্দের বানানগুলি বিশুদ্ধ বানানে লিখিয়া দিতেছি; কেননা তাহাতে জনসাধারণের বোধ-সৌকর্য সাধিত হইবে।

(রাজ বন্দনা)

তৃতীএ প্রণাম করোঁ রাজ্যক ঈশ্বর।
বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডর॥ (১)
রাজা রাজেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নৃপ জগৎবিদিত ॥ (২)
মনুষ্যের মধ্যে যেহ্ন ধর্ম অবতার।
মহা নরপতি গেছ পৃথিবীর সার॥(৩)
ঠাঁই ঠাঁই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজয়।
পুত্র শিষ্য হন্তে তিহঁ মাগে পরাজয়॥(৪)
মহাজন বাক্য ইহ পূরণ করিআ।
লইলেন্ত বাজ্যপাট বঙ্গাল গৌড়িআ॥(৫)
করুণা হৃদয় রাজা পুণ্যবন্ত তর।
সবগুণে অসীম অতুল মনোহর॥(৬)
পূর্ণিমার চান্দ জনি বদন সুন্দর।
মধুব মধুর বাণী কহন্ত সুস্বর॥ (৭)
রমণীবল্লভ নৃপ বসে অনুপমা।
কনে বা কহিতে পারে সে গুণ মহিমা॥ (৮)
জিনিলা নৃপতি সব করিআ সমর।
জয়বাদ্য দুম্‌দুমি বাহন্ত উঞ্চস্বর॥ (৯)
ভকতবৎসল নৃপ বিপক্ষ বিনাশ।
প্রজার পালন করে যেহ্ন হাবিলাস॥ (১০)
যাবৎ জীবন মুঞি দেখিলুঁ হি কাম।
তান ভক্তি বিনে ধিক নাহি আর ধাম॥ (১১)
মোহাম্মদ ছগির তান আজ্ঞাক অধীন।
তাহান আছুক যশ ভুবন এ তিন। (১২)

উপরি-উক্ত উদ্ধৃতির তৃতীয় শ্লোকটির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, কবি যে, রাজার প্রশংসা কীর্তন করিয়াছেন, তাঁহার নাম "গেছ" অর্থাৎ গিয়াসুদ্দিন। বাংলার ইতিহাসে কয়েকজন গিয়াসুদ্দীনের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই কয় জনের নাম ও সময় এই রূপ :

	নাম	সময় (খ্রী:)
১।	গিয়াসুদ্দীন ইবজ্	১২১১-১২২৬
২।	গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ্	১৩১০-১৩৩০
৩।	গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্	১৩৮৯-১৩৯৬
৪।	গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ্	১৫৩২-১৫৩৮
৫।	গিয়াসুদ্দীন জালাল শাহ্	১৫৬০-১৫৬৩

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, পাঁচ জন গিয়াসুদ্দীন সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে কাঁহার রাজত্বকালে "ইছুফ জলিখা'র কবি শাহ মোহাম্মদ ছগির আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই প্রশ্নের সুমীমাংসার জন্য কবির উপরিউক্ত বিবরণটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। রাজ-প্রশস্তিতে কবি বলিতেছেন (প্রথম হইতে তৃতীয় শ্লোক দ্রষ্টব্য) রাজা গিয়াস সুবিচারক, ধার্মিক, পণ্ডিত ও ধর্মাবতার। কবির পক্ষে এই সমস্ত প্রশংসা অত্যন্ত সাধারণ। স্তাবকের উক্তি হিসাবে এইগুলির কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। সুতরাং এই জাতীয় প্রশংসা উক্ত বাদশাহ্দের সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য। গিয়াসুদ্দীনের সময় নির্ণয়ে এইগুলি বিশেষ কোন কাজের বলিয়া এখনও উল্লেখ করা যায় না।

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে দেখা যায় একটি মহাজনবাক্য অনুবাদ করিয়া কবি বলিতেছেন, সেই মহাজনবাক্যটিকে সত্য প্রতিপন্ন করিয়া কবির উদ্দিষ্ট বাদশাহ গিয়াসুদ্দীন বাংলা ও গৌড়ের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। মহাজনবাক্যটির অনুবাদ কবি চতুর্থ শ্লোকে দিয়াছেন। আমার জ্ঞানমতে এই মহাজনবাক্য কোন আরবী বা ফারসী ভাষার মহাজন বাক্য নহে। এই কারণে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি ইহা একটি সংস্কৃত শ্লোকেরই ভাবানুবাদ। শ্লোকটি না কি এইরূপ :

"সর্বত্র জয়মিচ্ছেৎ, পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্॥" অর্থাৎ লোক সর্বত্র নিজের জয় কামনা করে; কিন্তু পুত্র ও শিষ্য হইতে পরাজয় চাহিয়া থাকে। পিতা ও শিক্ষক যত বড়ই হউন পুত্র ও শিষ্য তাঁহাদের চেয়ে বড় হউক এই কামনা মানুষের মধ্যে অতি স্বাভাবিক। কেননা, মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থের ইচ্ছা এইখানে কদাচিৎ প্রবল হইতে দেখা যায়। কবি- বর্ণিত গিয়াসুদ্দীন এই মহাজনবাক্যকে সত্যে পরিণত করিয়াছিলেন অর্থাৎ বাদশাহ গিয়াসুদ্দীনের হাতে তাঁহার (বাদশাহের) পিতা সানন্দে পরাজয় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। মোটকথা, পিতাকে পরাজিত করিয়া যে- গিয়াসুদ্দীন বঙ্গ ও গৌড় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, কবি-বর্ণিত "গেছ" সেই বাদশাহ্।

এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত বিবরণীর অষ্টম শ্লোকটিও বিশেষ লক্ষণীয়, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

"রমণী বল্লভ নৃপ রসে অনুপমা।
কনে বা কহিতে পারে সে গুণ মহিমা॥"

এইখানে "বল্লভ" শব্দের সাধারণ অর্থ "স্বামী" নিশ্চয় নহে। ইহার অর্থ যে "প্রিয়" বা "প্রণয়ী"– এই ভাব সুস্পষ্ট। কবির "গেছ" বাদশাহ্ রমণীদের প্রিয় বা প্রণয়ী। এই কথাও গিয়াসুদ্দীনের সময় নির্ণয়ে সাহায্য করিতেছে। এতদ্ব্যতীত কবির অন্য উক্তি বাদশাহের সময় নির্ণয়ে প্রাথমিকভাবে সাহায্য করে না।

বাংলার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কবি শাহ মোহাম্মদ ছগিরের "গেছ" গৌড়ের স্বাধীন সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯-১৩৯৬) ব্যতীত আর কেহ নহেন। কেননা, এই গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্ই ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতা গৌড়ের সুলতান প্রথম সিকন্দর শাহ্কে (১৩৫৮-১৩৮৯) পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী গোয়ালপাড়া গ্রামে পরাজিত ও নিহত করিয়া (বাংলার ইতিহাস, দ্বিতীয়ভাগ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ১৪৭ এবং রিয়াজুস্ সলাতীন, ইরেজী অনুবাদ, পৃ ১০৮) বঙ্গ-গৌড় সিংহাসনে উপবেশন করেন। এতদ্ব্যতীত এই গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্ই "সর্ব গুল ও লালা"- নাম্নী তিন জন হেরেমবাসিনীকে মৃত্যুর পর তাঁহার শবদেহ ধৌত করিবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন (রিয়াজুস্ সলাতীন-ইংবেজী অনুবাদ, ১০৯ পৃ:)। এই রমণীত্রয়েব নাম হইয়াছিল "গুসালা" বা স্নানদানকারিণী। বাদশাহ এই রমণীত্রয়কে এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহাদিগকে কেন্দ্র কবিয়াই পারস্যের কবি হাফিজ বাদশাহ কর্তৃক বাংলায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

অতএব, শাহ মোহাম্মদ ছগির বাদশাহকে "রমণীবল্লভ নৃপ" আখ্যায় আখ্যাত করিয়া একটি অতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই দুইটি ঘটনা গৌড়ের বাদশাহদের মধ্যে আর কাহারও প্রতি আরোপ করা যায় না,– অন্ততঃ আরোপ করার মত কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। সুতরাং কবির উদ্দিষ্ট "গেছ" যে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯ -১৩৯৬) তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

কবির অন্যান্য উক্তির সত্যতাও গিয়াসুদ্দীনের জীবনে প্রতিফলিত। কবি যখন বলেন, বাদশাহের রাজত্বে "বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডর" তখন হয়তো তিনি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের ন্যায়পরতার ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপ কাজী সিরাজুদ্দীনের আদালতে বাদশাহের আসামী হইবার ঘটনাটি (রিয়াজুস সলাতীন, ইংরাজী অনুবাদ, পৃ: ১১০ -১১১) স্মরণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে "ধর্মাবতার" বলিয়া উল্লেখ করিবার মূলেও এই ঘটনাটি কবির মনে ক্রিয়া করিয়া থাকিবে। তিনি ভারত বিখ্যাত পাণ্ডুয়ার সাধক শৈখ নূর কুৎব্-ই-আলম সাহেবের সতীর্থ ছিলেন এবং উভয়েই যোধপুরের বিখ্যাত দরবেশ শৈখ হামীদুদ্দীন নাগুরীর শিষ্য ছিলেন। সুতরাং তাঁহার ধার্মিকতা ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা আমাদের কবির স্তাবকতার নিদর্শন নহে।

এখন দেখা যাইবে আমাদের কবি শাহ মোহাম্মদ ছগির ১৩৮৯ হইতে ১৩৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। এই সময়ের কোন বাংলা কাব্যে এইরূপ সঠিকভাবে কোন সময় জ্ঞাপক কথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। বলাবাহুল্য, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি ও কাল উভয় ব্যাপারই নেহাৎ আন্দাজী ব্যাপার। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, শাহ মোহাম্মদ ছগিরই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কবি।

এই প্রসঙ্গে এই কথাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, যাঁহারা মৌলিক গবেষণার ধারে কাছেও না যাইয়া ঘরে বসিয়া কল্পনার ও স্বকীয় ইচ্ছার অনুরূপ মনোভাব পোষণের ফলে মনে করেন যে, বাংলার মুসলমান আরবী হরফেই বাংলা লিখিতেন, তাঁহাদিগকে জানাইয়া রাখা যায়, কবি শাহ্ মোহাম্মদ ছগির তাহা করেন নাই,– অন্ততঃ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ দিবার মত পাণ্ডুলিপি আজও আমাদের চোখে পড়ে নাই। আজ এই পর্যন্তই থাক। আশা করি, তাঁহাব কাব্যখানি আমরা শীঘ্রই প্রকাশ করিতে পারিব।

শব্দার্থ

অকুমারী -'অ' আগম । কুমারী, অনূঢ়া, অবিবাহিতা। তুল, অস্তুত, অঝর।

অক্ষৌহিণী - বিশেষভাবে গঠিত সুনিপুণ সৈন্যবাহিনী।

অগ্রত- অগ্রে, আগে, সম্মুখে।

অজুক্ত- অনুচিত, অযৌক্তিক।

অথান্তর- বিপর্যয়, নাজেহাল।

অথিত- অস্থিত।

অনাদিনিদান- স্বয়ম্ভুবিধাতা।

অনাসৌধে - অনা + ঔষধ +এ < (ইয়া) অনাষৌধে, অনাসৌধে। যে ব্যথার ঔষধ নেই। প্রতিষেধক নেই।

অনুমৃতা- মৃত স্বামীর চিতায় স্বেচ্ছামৃত্যুবরণকারিণী বিধবা।

অনুসরি- অনুসরণ করিয়া।

অন্তস্পট- পর্দা, partition, অন্তরাল, বেড়া।

অন্তস্পুরে -অন্তঃপুরে, অন্দর মহলে।

অন্ধাকের -অন্ধের।

অপছরী- অপসরী।

অবর্ণবিধাতা- নিরাকার, নিরূপ ঈশ্বর বা স্রষ্টা।

অবেহো - এবেও, এখনো।

অমরপুর- দেবলোক, স্বর্গ।

অমিয়া -অমৃত।

অম্রুত- অমৃত।

অর্বুদকোটি- অসংখ্য অর্থে।

অশক্য - অসাধ্য, অবর্ণনীয়, অনুচিত অশিষ্ট।

অশ্ববার- অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার।

অস্তুত- স্তুতি, 'অ' আগম।

অস্থেবেস্থে- অস্তেব্যস্তে, ব্যাকুল, বিচলিত।

অহি- ওই।

আউল বাউল বেশ- বিবাগী বৈরাগীর পোশাক।

আওর- আড়াল, অন্তরাল।

আগর- অগুরু, সুগন্ধ গুঁড়া।

আগি - অগ্নি।

আগুবাড়ি- অগ্রবৃদ্ধি > অগ্‌গবুঢ্‌টি> অগ্‌গবড্ডি> আগবাড়ি। প্রত্যুদ্‌গমনে অভ্যর্থনা।

আগুয়ান -অগ্রসর।

আগুসারি- অগ্রসব হইয়া, অগ্রগমন।

আচমন- আহারের পরে হস্তমুখ প্রক্ষালন।

আচম্বিত- আকস্মাৎ, হঠাৎ।

আচর্জ- <আশ্চর্য।

আছউ- আছ + উ [ক] > আছউক, থাকুক।

আছোয়ার - আসোয়ার, অশ্বারোহী সওয়ার [ফা:]।

আছৌক- থাকুক, শর্তবাচক।

আজু- আজ।

আজ্ঞাপরমাণ- আজ্ঞা বা আদেশ অনুসারে।

আটোপ -আড়ম্বর। জাঁকজমক।

আড়- আড়াল (?)

আদ্যমূল -আদিমূল, গোড়া বা উৎস বা বীজবিষয়ক।

আন-অন্য।

আনল- অনল, আগুন।

আপনে- নিজে।

আপে - আত্ম>আপপ> আপ + এ, নিজে।
আপ্ত- আত্ম।
আবে- এবে, এখন।
আম্বারি - হাতির পিঠে বাঁধা হাওদা।
আহ্মা - আমা।
আহ্মিসব- আমরা সবাই।
আলোকিল- অদৃশ্য হইল, লুকাইল।
আলোপ- অদৃশ্য।
আলোপে- অদৃশ্যে।
আশ- আশা।
আসা, আষা, - দণ্ড, লাঠি [আরবী]।
আসোয়াস্ত- অস্বস্তি।
আসৌক- < আসউক, তুল: যাউক = আসুক।

ইচ্ছিল- ইচ্ছা করিল।
ইসিত- ঈষৎ।

উআরি - আবাস, ঘর, কুটির।
উচাটন- উচ্চাটন, উৎকণ্ঠা, মানসিক অস্থিরতা, ছটফটানি। অন্য অর্থ– মন্ত্রপ্রয়োগে টোনা করা।
উচ্চৈঃশ্রবা- দেবরাজ ইন্দ্রের অশ্ব।
উচ্ছাএ- উৎসাহিত হয়।
উজাগর- উৎ+জাগর, বিনিদ্র।
উজাড়ন- ধ্বংস সাধন।
উঝর -উজ্জ্বল।
উঝলা - উজ্জ্বল।
উঝালিত-উজ্জ্বলিত।
উঝোরে- [প্রতিঘর প্রদীপ] উজ্জ্বল করে।
উঞ্চ- উচ্চ> উঞ্চ> উঁচ> উঁচু।
উঞ্চল- উচ্চ + ল = উচ্চল> উঞ্চল>

উতপন- উৎপন্ন

উৎকণ্ঠ- উৎকণ্ঠিত।
উদয়মঙ্গল- জোলেখা নির্মিত ভবনের নাম।
উদ্দিশ- উদ্দেশ।
উদ্‌ব্যক্ত- জোর বা ঝোঁক দিয়া প্রকাশিত।
উদ্রাব- উৎ + বাব [√ রু + আ (ভা)]। উচ্চধ্বনি বা শব্দ; গর্জন।
উনহাইল- উষ্ণ হইল। উন্‌হ> উষ্ণ। ক্রিযা [উন্‌হা + ইল]
উপচাবি- উপচাবি ক্রিযাপদ রূপে ব্যবহৃত । 'ব্রাহ্মণে পঠএ বেদ মন্ত্র উপচারি।' মন্ত্রকে উপচার হিসেবে প্রয়োগ করিযা।
উপজিল - উপস্থিত হইল।
উপজে - জন্মে, উদ্ভব হয়।
উপস্কাব -পবিষ্কার।
উপেখি- উপেক্ষা কবিয়া < উপেক্ষিয়া।
উফব -ফাফর— উষর> উফর, ফাঁফর (প্রা) শুষ্ক, অনুর্বর। তুল: ফাঁফা। 'বিরহের বা শোকেব তাপে উষ্ণ ও তৃষিত হৃদয়' অর্থে।
উভা- ঋজু, দণ্ডায়মান,
উশ্চা - উৎসাহ।
উশ্চাএ- উৎসাহী হয়।
উশ্ছব- উৎসব।
উশ্ছাজুক্ত- উৎসাহযুক্ত।

ঊন- কম, অপূর্ণ।

ঋত- ঋতু, মৌসুম।

একত্তর -একত্র।
একসর- একাকী। তুল: দোসর, সোসর, সমসর।

একহি- একই।
একাজুক্তি- পাত্রমিত্র একাজুক্তি কবিযা সমাজ— ঐকমত হইযা।
এড়ি - এড়িযে, এডাইযা, পাশ কাটাইযা, মুখোমুখি না হইযা, পবিহাব কবিযা, ছাড়িযা।
এথেক এইটুকু, এই পবিমাণ, এই অবধি।
এযাকুব ইযাকুব একজন নবী, ইব্রাহিমেব পৌত্র, ইসহাকেব পুত্র, ইউসুফেব পিতা।

ওথা- ওখানে, ওই স্থানে।
ওব- সীমা।
ওসমিস- অস্বস্তিবোধ কবা।
ওসা ঋত-ওস শিশিব, ওসাঋত— শীত ঋতু। 'পৌষ আইল ওসাঋত।'

ঔখদ- ঔষধ। [ষ>খ]

কটোবা- বাটি, পেযালা।
কড়ি- কপর্দক।
কতি - কোথায, কথি> কতি, 'কুত্র'- শব্দেব অপভ্রংশ।
কথ- কত।
কথা- কোথায।
কনআন- কেনান প্রদেশ। এখনকাব প্যালেষ্টাইন-লেবানন অঞ্চল।
কনক কটোবা মধুপুব- মধুপূর্ণ সোনাব বাটি।
কনে- কে; কোনে> কনে, চট্ট বুলি। সং. কিং, হিং. কৌণ। ব্রজ. কওন; প্রা:বা: কোহ্ন, বা. কোন্> কোনে>কে।
কন্যাক- কন্যাকে।
কপিনাস- বাদযন্ত্র, তুল: কবিলাস।

কবচ- তাবিজ, মাদুলী।
কবিলাস- বাদ্যযন্ত্র < কপিনাস।
কভো- কভু।
কমন- কেমন।
কমব কোমব, কটিদেশ
কবউ- কবো। (অনুজ্ঞায) করুক।
কবতাব- 'কর্তা'-ব বহুবচনজাত 'কর্তার' (সং), ঈশ্বব, বিধাতা, আল্লাহ। ধর্ম, নিবঞ্জন, কবতাব -এতিনটি শব্দ মধ্যযুগেব বাঙালী মুসলিম কবিদেব বচনায 'আল্লাহ' অর্থে বহুল ব্যবহৃত।
কবম- কর্ম।
কবিবাম- কবিব। উত্তম পুরুষে ভবিষ্যৎ- কালজ্ঞাপক।
কবিম আল্লাহব অন্যতম নাম।
কবোঁ উত্তম পুরুষে একবচনে বর্তমান কাল নির্দেশক ক্রিযাবিভক্তি 'ও'।
কর্ণাল বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
কলিমা আল্লাহ ও বসুলে আস্থাজ্ঞাপক অঙ্গীকাব।
কস্তুবী- মৃগনাভি।

কাচিযা ফুল- কাশফুল।
কাঞ্চুলী- কাঁচুলী, নাবীব বক্ষবন্দ্।
কাটাবি- ছুবি।
কাড়ি- কাড়িযা, ছিনাইযা।
কাত - কাহাত।
কাতি- রশি, মোটা দড়ি।
কানড়ী খোপা- কর্ণাট বা কাণড় দেশীয় রীতিতে বাঁধা চুলেব খোঁপা।
কাফিব -বহুত্ববাদী পৌত্তলিক।
কামান- তীবধনু।
কাহন - বিশ গণ্ডায় এক কাহন । সং. কার্ষাপণ, ১৬ পণে এক কাহন

কিচ্ছা- কিসসা, উপাখ্যান, প্রস্তাব, উপকথা, রূপকথা।
কির্পিণেব- কৃপণেব।
কুঙ্কুম- প্রসাধন সামগ্রী, আবীব।
কুতূহলে -কৌতূহলেব সহিত।
কুববি- কুবলী, বজ্রবুলি-ব।
কুবুজ- কুবজ, পিঠে কুঁজওয়ালা ব্যক্তি।
কুসুম্ভ-কুসুম্ব>কুসুম্ভ> কুসুম, ফুল।
কূপেথু- কূপ হতে। থু- থেকে, থাকিযা।
কৃমিজি- জবিব কাজ কবা (জিন)।
কেলেশ- ক্লেশ।
কেহ্নে কেমন কবে। তুল জেহ্ন।
কৈঅ- কহিও।
কৈযাব- কহিতেছি। চট্ট বুলি।
কোঙব- কুমাব।
কৌতব- কবুতব, পাযরা।

খগচব- আকাশচাবী পাখি।
খয- ক্ষয।
খবসান -ধাবাল, তীক্ষ্ণ।
খাঁখাঁব - নিন্দা, কলঙ্ক।
খাক- মাটি।
খাম্বা- স্তম্ভ> খম্ভ> খাম্বা। থাম।
খিতিপুবন্দব- পৃথিবীব বাজা। পুবন্দব ইন্দ্র, যিনি পুব বা নগব ধ্বংস কবেন।
খীণ- ক্ষীণ।
খেড়ি- ক্রীড়া, কেলি।
খেত্রী- ক্ষত্রিয।
খেপিলেন্ত- নিক্ষেপ কবলেন।
খেমা- ক্ষমা কর।
খেমা- ক্ষেম।, বিরতি, পবিহাব়।
খেমিবম- ক্ষমা কবিব।
খোহা- শিশির।

গজমুতি- গজমোতি, গজমুক্তা।
গজেন্দ্রগামিনী - হাতিব মতো সুন্দব চলন বিশিষ্টা।
গড়- দুর্গ।
গড়খাই- পবিখা, খন্দক।
গণ্ডক- গণ্ডাব, আতাফল, গণ্ড-গাল, কপোল, ফোড়া, বিঘ্ন, অন্তবায। 'আলোকপিণ্ড' অর্থে [?] ব্যবহৃত।
গন্ধব- স্বর্গবাসী গাযক গোষ্ঠি বিশেষ।
গাছাইল- অঙ্কুবোদগম হল।
গীম- গ্রীবা।
গুম্ফিত- গ্রথিত, গাঁথা বা গ্রন্থন কবা (ফুল)।
গুৰুযা, গুৰু- [তুল গুৰুযা নিতম্ব], ভাবী, গুৰুতব।
গুলাল একপ্রকাব ফুল।

গোঞাএ- প্রাচীন বাঙলা ও বজ্রবুলি গম, গমা গম + ইল্ল = গমিল> গঞিল।
গমা> গঞা +এ= গঞাএ> গোঞাএ।
গোপত গুপ্ত।
গোফা- গুহা।
গৌড়িযা - গৌড়, গৌড়দেশ।
গৌবব -স্নেহ।
গ্যেছ- গিযাসউদ্দীন আযম শাহ (১৩৮৯-১৪১০ খ্রী)
গ্রামিক- গ্রামবাসী।

ঘটি- ঘট।
ঘড়া- কলস।
ঘসিব আগুনি- ঘষি [শুকনা গোবর] বা ভূষিজাত আগুন, যা ঘুষিয়া ঘুষিয়া জ্বলে।

চক্রবাক- চখাপাখি।
চঞ্চুবী- চঞ্চবী, ভ্রমব [সং চঞ্চবীক]।
চটকফটক- ধ্বন্যাত্মক যুগল শব্দ। দ্রুত ধাবমান উটেব চঞ্চল গতি [চাল] নির্দেশক।
চতুসসম, চতুসম- বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী।
চতুবঙ্গ- পদাতি, বথী, অশ্বাবোহী ও গজাবোহী- এ চাব প্রকাব সৈন্য সমন্বিত বাহিনী।
চতুশ্রম- চতুঃসম, চাব প্রকাব প্রসাধন সামগ্রী।
চমক্কাব - চমৎকাব।
চম্বেলী- চামেলি।
চর্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয- তবল ও কঠিন খাদ্য বস্তু।
চান্দ -চন্দ্র।
চামব- পশুকেশে নির্মিত ব্যজন।
চামবী- ব্যজন [ক্ষুদ্রার্থে 'ঈ' প্রত্যয]।
চাল চলাব ছন্দ বা ছাঁদ।
চালে বেড়ে - 'চালে বেড়ে চিত্রসব দেখিলা লিখিত।' ছাদে ও বেড়ায অথবা চাল [ছাদ] ব্যাপিযা অঙ্কিত চিত্র।
চিকুব কুচিত বেণী - চুল দিযে বাঁধা বেণী।
চিন-< চিহ্ন।
চুঞ্চে- চঞ্চুতে, ঠোঁটে।
চোবোযাল- চোবেব স্বভাবযুক্ত, তুল ডাকোয়াল।
চৌখণ্ড- চাবিখণ্ড, টুকবা।
চৌদোলে— চতুর্দোলায।

ছজিদা- সিজদা, কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করা।
ছডিদাব- বাজবক্ষী বাহিনীব দণ্ডধব সেনা।
ছত্তাব- সাত্তাব।
ছন্দে বন্দে- ছন্দোবন্ধে।
ছবজা - সবুজ [ফাবসী]।
ছাওযাল - ছেলে, শিশু [শাবক> ছা' আল]। ছাবাল> ছাআল> ছাইলা> ছেলে।
ছাট- পাখাব ঝাপটা।
ছান্দিত ছাঁদা বা আবৃত। আচ্ছাদিত ছান্দিত।
ছিণ্ডা- ছিঁড়া।
ছিণ্ডিল- ছিঁড়িল।
ছিবি- শ্রী।
ছুর্বতি- [আববী] অবযব, আকৃতি, চেহাবা, রূপ।
ছৈবাল- শৈবাল [?] 'ছৈলাকথ লুম্বিত [লম্বিত] ছৈবাল?'
ছৈলা- ঝুলন্ত গুচ্ছ? ছৈলা কথ লুম্বিত [লম্বিত] ছৈবাল?
ছোনাহা - স্নেহ জাতীয [সুগন্ধ]।

ঝাঁঝবি- বাদ্যযন্ত্র।
ঝাটে- দ্রুত, শীঘ্র।
ঝুমুবি- বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।
ঝুবি- অবসাদজাত শ্রান্তি, ক্লান্তি, তন্দ্রাজাত ঝিমানো।

টঙ্গী- টুঙ্গি, তুঙ্গ+ ই = তুঙ্গী। উঁচু ভূমিতে তৈবী ভবন।
টাঙ্গি - একপ্রকাব শেল বা আঁকশি, অঙ্কুশ।
টোন- তূণ।

ঠাট- কাঠামো, আড়ম্বর।

ঠান- স্থান।
ঠাম - স্থান, ঠাঁই।

ডমরু- বাদ্যযন্ত্র, মাদল।
ডাউক- ডাহুক।
ডাকোয়াল- আহ্বানকারী,
সংবাদবহনকারী।
ডুবকি- মেঘমধ্যে ডুব দিয়ে চাঁদ পুনর্দৃষ্ট
হয়।
ঢেপুয়া - তামার ক্ষুদ্র মুদ্রা— পয়সা বা
কড়ির তুল্য।
তছু- তোমার [বজ্রবুলি]।
তত্ত্ববাণী- রহস্যকথা, গূঢ়কথা।
তথি- তথায়।
তমসী-অন্ধকারে আবৃত।
তম্বুর-গুরুনাদী রণবাদ্যযন্ত্র।
তাঞি- তিনি।
তান- তাহান, তাঁর।
তাম্বু- শিবির।
তাম্বুল- পান।
তারক- বিপদ থেকে মুক্তিদাতা,
উদ্ধারকর্তা; নক্ষত্র, তারা।
তিঁহ- তিঁহো, তিনি।
তিরতিএ- তৃতীয়ে।
তিরি- স্ত্রী।
তিষ্ণা- তৃষ্ণা।
ত্রিজগত- স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল।
তুখড়- তীক্ষ্ণ, তীব্র, চটপটে, তুখোড়।
তুরঙ্গম-ঘোড়া।
তুয়া-তোমার।
তুরঞ্জ, তুরঞ্জা- এক প্রকার লেবু, জাম্বীর
জাতীয় ফল; জাম্বুরা।
তুরিত- ত্বরিত, দ্রুত, শীঘ্র।
√ত্বর্ (= তুর্)+ এ= তুরে।
তুষিয়া- তুষ্ট করিয়া , তোয়াজ করিয়া।

তেজবন্ত - তেজস্বী।

থল- স্থল।
থানে- স্থানে।
থির- স্থির।
থোপা- স্তবক।

দণ্ডবৎ - দণ্ড বা লাঠির মতো শায়িত হয়ে
প্রণাম; সাষ্টাঙ্গে [স + অষ্ট+
অঙ্গে] বা অষ্টাঙ্গে প্রণাম।
দণ্ডাই- দাঁড়িয়ে।
দণ্ডি- দণ্ডদান করে; শাস্তি দিয়ে।
দঢ়- দৃঢ়।

দধি- < উদধি, সমুদ্র।
দাণ্ডাইছে- দাঁড়াইছে।
দাণ্ডুকা- দাড়ুকা, বন্ধন, শৃঙ্খল।
দাদুরী- ভেক।
দাপ- দাপট।
দাসক দাস- দাসের দাস, দাসানুদাস
[বিনয়-সূচক]।
দিগান্তর- দিক্+ অন্তর, দিগন্তর।
দিঠি- দৃষ্টি।
দিয়ার- দিতেছি।
দিশ- দিক, দিশা।
দিষ্ট- দৃষ্ট।
দিষ্টিগত- দৃষ্টিগত।
দীঘল - দীর্ঘল।
দীপতি- দীপ্তি।
দুক্খিক- দুঃখী।
দুক্খিত- দুঃখিত।
দুতিয়ার চান্দ- দ্বিতীয়ার চাঁদ।
দুন্দুভি- বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
দুয়ারী- দ্বারী।

দুলিত লম্বিত- [বৃক্ষসব] দোলে ও
অবনমিত হয়।
দুর্বলিত— হীনবল।
দুষ্কর- দুষ্টকর্ম। দুঃসাধ্য কর্ম।
দুহু- দুই।
দূরেথু- দূর থেকে, থু, তু - থেকে, হইতে।
দেখোঁ - উত্তম পুরুষেব একবচনে বর্তমানকাল জ্ঞাপক - ওঁ। আমি দেখি।
দেখৌক- দেখুক।
দেবা - দেবতা।
দ্রসন- দর্শন।
দোছড়ি - দুই ছড়া বিশিষ্ট, দ্বিলহব বিশিষ্ট।
দোয়া - আশীর্বাদ।
দোয়াদশ দ্বাদশ, বাব।
দোসাদু- গুপ্তচব [সং.]।
দোসর - সাথী, সঙ্গী।
দোহো- দুইজন।

ধন্ধকার- ধাঁধা লাগানো অন্ধকাব, দ্বিধাগ্রস্ত করাব পবিবেশ।
ধাবন্তি - ধাওয়া করে।
'ধিক- অধিক।
ধুরি- ধূলি, ব্রজবুলি—র।
ধ্বজছত্র- পতাকা ও ছাতা।

নগরুয়া- নগরবাসী,নগুরে, শহুরে।
নটকছটক- চাকচিক্যময় দোদুল্যমান [বেণী]।
নতু - নতুবা।
নবিকুল- নবীসম্প্রদায়, নবীগণ।
নর্কর-< নক্র। কুম্ভীর।
নহলী- নবীন, নতুন, নব+ আলি> নবালি> নওয়ালি> নওলি> নহলি।
নহি= না হই, নই, না, নাহি।
নাগেশ্বব- ফুলবিশেষ।
নাচএ গাবএ- নাচে ও গায। নৃত্য> নচ্চ> নাচ+ এ= নাচএ; গাবএ> গাহএ> গাএ।
নাবিমু- পাবিব না (কবি প্রযোগ)।
নিঅড় নিকট।
নিকলি- বাহিব হইযা [হি]।
নিককুণ নিষ্করুণ।
নিচল- স্থিব, নিচোল ঘাগবা, উত্তবীয, বর্ম, আববণ। নিচুল- উত্তবীয বস্ত্র।
নিছিল- কাবো বালাই দূব কবাব জন্য মাথা স্পর্শ কবিযে কিছু দান কবা বা ফেলে দেযাব ক্রিযা।
নিডব- সাহসী, ভবহীন, ভযহীন।
নিতি- নিত্য, রোজ, প্রতিদিন।
নিদযা- নির্দয়।
নিধি- আধার, বত্ন, ধন; কুবেরেব নববত্ন- পদ, কুন্দ, কচ্ছপ প্রভৃতি। কলা-নিধি – চন্দ্র, জলনিধি – মুক্তা।
নিধুবন- পুষ্পোদ্যান।
নিবাসএ- বাস করে।
নিভয- নির্ভয়।
নিমল- মল বা মযলাহীন, নির্মল।
নিমিখ- নিমেষ, ষ>খ, তুল: বজ্রবুলি মৈথিল প্রভাব।
নিবঞ্জন- নিঃ+ অঞ্জন, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র। তুল: আল্লাহ্পাক। মূলে বৌদ্ধ 'ধর্ম নিরঞ্জন'। বৌদ্ধ-বিলুপ্তির পরে 'নিরঞ্জন' - স্রষ্টা, ঈশ্বর,

আল্লাহ- অর্থে হিন্দু ও মুসলিমরা সমভাবে ব্যবহার করেছে মধ্যযুগে। 'ধর্ম'-ও ঈশ্বর অর্থে বাঙলায় ব্যবহৃত হয়েছে।
নিরাতঙ্ক- আতঙ্কহীন, নির্ভয়।
নির্ণ- নির্ণয়, নিরূপণ।
নির্বহিয়া- অতিবাহিত হইয়া।
নিলক্ষ্যে- নির্লক্ষ্যে।
নিলক্ষ্যের লক্ষ্য- নিরুপায়েব ভবসাম্বল।

নিসরে-< নিঃসরে।
নৃত্যক- নৃত্যকারী।
নেউক- লউক।
নেউর- নূপুব।
নেতপাট- রেশমীবস্ত্র।
নেহা- স্নেহ> নেহা> লেহা,- স্নেহ, প্রেম।
নেহালন্ত- তাকাইয়া দেখেন, দৃষ্টি দেওয়া।
নৈরাশী- নিরাশ।
নৌআলি- নব + আলি, নব > নৌ + আলি= নৌআলি— নূতন, নবীন।

পক্ষীহো- পক্ষীও।
পড়এ- পঠ> পড় + এ। পড়ে।
পড়ি- পড়িয়া।
পত্যএ - প্রত্যয় করা, বিশ্বাস করা।
পদধুর- পায়ে চলাপথের চিহ্ন। পায়ে চলা পথ।
পদগাম - পায়ে পরিধেয় অলঙ্কার।
পদাতি- পদাতিক সৈন্যদল।
পদুত্তর- প্রত্যুত্তর, প্রশ্নের জবাব।
পন্থিক- পথিক।
পরকার- প্রকার।
পরকাশ- প্রকাশ।
পরজা- প্রজা।
পবতেক- প্রত্যক্ষ।
পরব-পর্ব।
পববর্দিগার- সর্বশক্তিমান বিধাতা [ফা]।
পরবেশ-< প্রবেশ।
পববোধ-< প্রবোধ।
পবভাত - < প্রভাত।
পবমাত্মা- ব্রহ্ম, আল্লাহ।
পবমাদ- প্রমাদ, ভুল, বিপর্যয়।
পবসনে- স্পর্শে।
পবাচিন- পবিচিহ্ন।
পরাণী - প্রাণ।
পরিনিষ্ঠ- অবশ্যই, নিষ্ঠার সঙ্গে, নিশ্চিত ভাবে।
পশএ- প্রবেশ কবে।
পহবী- প্রহবী।
পাক- পবিত্র।
পাখড়- পক্ষযুক্ত।
পাখবিয়া অশ্ববব- একজাতীয় দ্রুতগামী ঘোড়া।
পাখালে - প্রক্ষালন করে।
পাঙ- পাই।
পাঙ্খা- পাখা।
পাটাম্বর- সিল্ক বা রেশমী কাপড়।
পাটোয়ার- রাজকরের হিসাব রক্ষক, রাজকার্যে পটু, হিসাবী, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন।
পাতি - পাঁতি< পঙক্তি, সারি।
পাসরি - সং. প্রস্মর> পাসর, বিস্মৃতি।
পিউ - প্রিয়।
পিঙ্গল- পিঙ্গল বর্ণ।
পিপিড়া- পিপীলিকা।
পিয়াসী- পিপাসু।
পিরীতি- প্রীতি, প্রেম।

পিশুন- হিংসা, ঈর্ষা।
পীড়- পীড়া, রোগ, যন্ত্রণা।
পীর - দীক্ষাগুরু।
পুত্রবাচ- পুত্ররূপে গ্রহণের অঙ্গীকার।
পুনি- পুনরায়।
পুরুখ - পুরুষ [ষ-খ- মৈথিল, ব্রজ:]।
পুরুষ পুরাণ- আদি পুরুষ, স্রষ্টা।
পূর্ণিত- সম্পূর্ণ।
পেখি- দেখি, [প্র + ঈক্ষণ] -প্রেক্ষণ।
পেলাইল- ফেলাইল, পালি— পেল্ল।
পৈড়- পরিধান কর।
পৈড়ন- পরিধান, পরিধেয় বসন।
পৈরায়স্ত- পরিধান করায়।
পোতলা- পুতুল, পুত্তলিকা।
পোতলি- পুতুল, পুত্তলিকা।
পোথা- পুথি, পুস্তক।
পোহাএ- প্রভাত হয়।
প্রতুসাএ- শিহরিত হয়।
প্রতেখ- প্রত্যক্ষ।

ফটিক-< স্ফটিক।
ফরকানি- আস্ফালন, চাঞ্চল্য।
ফরকে- ফাঁক করে [আরবী]।

বকশিন্দা- দাতা [ফা:] । অনুগ্রহ
বর্ষণকারী, তুল: বখশিস্।
বঙ্গাল- বঙ্গদেশ, একালের ভৌগোলিক
পূর্ববঙ্গ। বঙ্গ + আল।
বড়হি- বড়ই।
বড়ের সন্ততি- বড়লোকের সন্তান।
বণিজ- বণিক।
বণিজা- বাণিজ্য।
বরি- < বৈরী।
বরিখ- বরিষে, (ব্রজ:)। বর্ষণ করে।
বরিখএ- বরিষএ, বর্ষণ করে (ব্রজ:)।
বরিব- বরণ করিব।
বর্গে- গুচ্ছে, শ্রেণীতে।
বর্গোল- বিউগল।
বর্ণিক- রঙ-শিল্পী।
বর্ত- Survive। তুল: উদ্বর্তন, সুখে
বেঁচে থাকা। তুল: বেঁচে বর্তে
থাকা। বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে
বেঁচে থাকা।
বল্লভ - প্রিয়, প্রেমিক, পেমাস্পদ।
বস- বয়স।
বাউ- বায়ু।
বাও- বায়ু।
বাখান- ব্যাখ্যান, বর্ণনা, বিবরণ,
প্রশংসা।
বাচ- বাক্য, কথা, বচন, উক্তি।
বাট- বর্ত্ম, পথ।
বাটোয়ার- বাটপাড়, রাস্তায় যারা
দুস্যুবৃত্তি করে।
বাড়- বৃদ্ধি। বর্ধতে> বড্ঢএ> বাঢ়এ>
বাড়এ। বাড়ে। বর্ধ> বাঢ়>
বাড়।
বাঢ়াইলুঁ- বৃদ্ধি করিলাম।
বাত - কথা, আলাপ। < বার্তা।
বাদিত- বাদ্য বাজানো হয়।
বাদিত্র - বাদ্যযন্ত্র।
বাদিয়া - বেদে।
বান্ধুলী- লাল বর্ণের এক প্রকার ফুল।
বারতা- বার্তা, সংবাদ, নির্দেশ ।
বাসি- পোষণ করি। তুল: লাজ বাসি
মনে।
বাহুছাট- বাহু সঞ্চালনে ধাক্কা দেয়া,
বিতাড়ন করা, আস্ফালন করা।
বিখ- বিষ [ষ-খ]।
বিখলিত- বিস্খলিত, বসন খুলে যাওয়া,
বসন বিস্রস্ত হওয়া।

বিজু- বিজুলি।
বিজুত- বিদ্যুৎ।
বিজুলী- বিদ্যুৎ।
বিদার- বিদীর্ণ।
বিদ্যাধবী- গন্ধর্বনারী।
বিবন্ধ - দেবের সজ্জা। [দেবের বিবন্ধ]
বিমরিষ- বিমৃষ্য, বিবেচনা, বিমর্ষ।
বিলৈক্ষণ- বিলক্ষণ, স্পষ্ট, উজ্জ্বল।
বিশরাম- <বিশ্রাম।
বিশ্বকর্মা- হিন্দুপুরাণের সর্বপ্রকাব নির্মাণ-
কর্মে পাবদর্শী দেবতা।
বিষ্টিত- বেষ্টিত।
বিরকতা-< বিবক্তা।
বিসরণ- বিস্মবণ, বিস্মৃতি।
বিসঁবিতে-< বিস্মবণ। বিস্মৃত হইতে।
বিস্মজুক্ত- < বিস্ময় যুক্ত।
বিহরিত- বিহাররত, বিচবণবত।
বুঢ়ী- বুড়ী।
বুন্দেক- বুন্দ(< বিন্দু) + এক। এক
বিন্দু।
বৃন্দাবন- মথুবাব নিকটস্থ বন। বৃন্দাবন-
প্রণয়লীলাস্থল অর্থে ব্যবহৃত।
বেকত- ব্যক্ত।
বেঢ়ি - বেষ্টন করিয়া।
বেভার- ব্যবহার।
বের্থে- নিষ্ফল।
বৈদেশ- বিদেশ।
বৈসহ- বস। উপবিষ্ট হও। উপবিষ্টথ>
উপবিসহ> বৈসহ।
ব্রহ্ম- স্বয়ম্ভু স্রষ্টা।
ব্রহ্মজ্ঞান - পরাবিদ্যা, সৃষ্টি ও স্রষ্টা-রহস্য
সম্বন্ধে জ্ঞান।

ভকত- <ভক্ত।
ভরমএ- ভ্রমণ করে।
ভরিপুর- ভরপূর, পূর্ণ।

ভাএ- প্রতিভাত হয়, দীপ্তি পায়।
ভাজন- পাত্র। তুল: স্নেহভাজন।
ভাট - ভট্ট। রাজার বা সামন্তের দরবারে
যারা প্রশস্তি বা বন্দনা গান গায়।
চাবণ কবি, Bard ।
ভাণ্ডিতে- ভাঁড়াতে, প্রবঞ্চিত করতে।
ভাণ্ডিলা, প্রতারণা করিলা, ভণ্ডের
কাজ= ভাণ্ডানো, ভাঁড়ানো।
ভাতি- দীপ্তি। তুল: প্রতিভাত।
ভাবক -প্রেমিক।
ভাবক ভাবিনী- প্রেমিক-প্রেমিকা, ভাব
প্রেম, মনেব মিল।
ভাবতী- বাণী।
ভালাই মঙ্গল, উপকাব।
ভিত-< ভীতি।
ভিন ভিন্ন, অপর।
ভূষিযা- ভূষিত করিয়া, সাজাইয়া।
ভৃঙ্গাব- জলপাত্র, সুরাহি।
ভেউব- বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
ভেটিবেন্ত -সাক্ষাৎ করবেন, দেখা করতে
যাবেন।
ভেল- হইল।
ভেস- বেশ, পরিচ্ছদ।
ভোরমান- ভোরমতি, মুগ্ধ, অভিভূত।

মউর- ময়ূর।
মকার- পঞ্চ মকার— মদ, মাংস, মাছ,
মুদ্রা, মৈথুন।
মছিদ- < মস্‌জিদ [আ:]
মজি- ডুবি।
মজিলা- নিমজ্জিত হইলা, ডুবিলা।
মণিরু- মণিব্যবসায়ী।
মত্ত- আসক্ত, অভিভূত, মোহগ্রস্ত।

মথিয়া- মন্থন করিয়া।
মদনমঞ্জরী তনু- কামবাঞ্ছিত লাবণ্যযুক্ত
কোমল দেহ।
মনস্তাপ- অনুশোচনা, মনের দুঃখ।
মনুরথ- মনোরথ, মনোবাঞ্ছা।
মনুদাস- মন উদাস।

মনুভঙ্গে- মনোভঙ্গে।
মন্দছন্দ - গালাগালি, তিরস্কার।
মন্দির- গৃহ, দেবালয়। এখানে 'গৃহ'-
অর্থে ব্যবহৃত।
মন্দিবা- বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
মর্কট বুদ্ধি- দুষ্ট বুদ্ধি, বানরের মতো
কুবুদ্ধি।
মহেশ -মহান+ ঈশ, শিব।
মহোচ্ছব- মহোৎসব, মহাউৎসব।
মাই-< মাতৃ।
মিশ্র-< মিশরদেশ।
মুকতি-< মুক্তি।
মুকাইয়া- (ঢাকনা) মুক্ত করিয়া।
মুকুত-< মুক্ত।
মুকুতা- মুক্তা।
মুগধ-< মুগ্ধ।
মুগুধ- মুগ্ধ।
মুতিম খিচনি- মোতি খচিত,
মুক্তাবিজড়িত।
মুহুর্চ্ছিত- মূর্ছিত। সংজ্ঞাহীন।
মূরতি- মূর্তি।
মৃগয়া- শিকার।
মেলে- সভায়, সমাজে, সাহচর্যে। অন্য
অর্থ— প্রসারিত করে। তুল:
কাপড় মেলে দেয়া।
মৈদ্ধে- মধ্যে।
মোক- মো, মো+ক, আমাকে, মোকে।
মোহর - আমার।

মোহোরে- মোরে, আমাকে।

যান- বাহন, শকট; গাড়ি, বিমানপোত,
জাহাজ।

ববএ- শব্দ করে, ডাকে।
রভস- আনন্দ, উল্লাস।
রাখিয়ার - রাখিতেছি।
রাখোয়াল- রাখাল, রক্ষপাল, পালরক্ষক
রাগ কোরা- [কোড়া] রাগের নাম
বিশেষ।
রাজ- < রাজ্য।
রীত-< রীতি।
রুক্ষিক- রুক্ষ, কর্কশ, উগ্র, বদমেজাজী।
রুক্ষিত - রুক্ষ, কর্কশ।
রুদিত- কাঁদিয়াছে এমন; ক্রন্দন বা
রোদন করিয়াছে এমন।
রুদিতে- রোদন করিতে, কাঁদিতে।
রুদ্রাক্ষ- ফলবিশেষ। জপমালা ও
কণ্ঠমালা গাঁথা হয় এই ফল
দিয়ে।
রেখ- রেখা।
রৌরব- নরক বিশেষ।

লখিলুঁ- লক্ষ্য + ইলুঁ = লক্ষ্যিলুঁ>
লক্ষিলুঁ। লক্ষ্য করলাম, দেখলাম।
লড়- দৌড়ে যাওয়া, পলায়ন।
লহু - লঘু, রক্ত।
লাগ- লগ্ন, সংলগ্ন, স্পর্শ পাওয়া, দেখা
পাওয়া, সাক্ষাৎ পাওয়া।
লাঘব- লাঞ্ছনা, অপমান।
লাস- লাস্য।
লিখিলুঁ - লিখিলাম। উত্তম পুরুষ এক
বচনে অতীত কালে ক্রিয়ার
বিভক্তি লুঁ।

লুক- লোপ, অদৃশ্য।
লুকিত- লুক্কাযিত।
লুবুধ- <লুব্ধ।
লোব- চোখেব পানি, অশ্রু।
লোবএ- লুটএ। বুকে চুল লোটে উবতে লোবএ বেণী।
লোহানি ছেল- লৌহনির্মিত শল্য।

শকট- যান, বাহন, গাড়ি।
শবদে- শব্দে।
শাম- আববদেশ, কম– তুবস্ক।
শাম- কৃষ্ণবর্ণ।
শাল- শেল, শল্য।
শাহাবাল- পবীবাজেব নাম।
শিবিকা- পালকী।
শীষেত– শীর্ষে, মস্তকে।
শূন-< শূন্য।
শ্বসন- শ্বাসজাত শব্দ, বাতাসেব ধ্বনি।
শ্রধা- শ্রদ্ধা, আগ্রহ, আকর্ষণ, সাধ।

সঘন- ঘন ঘন।
সজ্জ-< সজ্জিত।
সঞ্জোগ- সংযোগ।
সতন্তর- স্বতন্ত্র, অনন্য।
সন্দুক- [আ:] সিন্দুক, বড় পেটিকা।
সপুটে- ঝাপটে ধরা, জড়াইয়া ধরা।
সভান- সর্ব> সব্ব> সভ + আ+ন[র] = সভান, সকলের, সবার। পালি: ৬ষ্ঠীর 'নং' থেকে মধ্য বাং. 'ন'।
সমজুক্ত- উপযুক্ত, সম্যক্‌যুক্ত, উচিত।
সমসর- সমকক্ষ।
সমুচয়- সমুচ্চয়।
সম্পাশ- সাক্ষাৎ, সমীপ।

সম্বাদ- আলাপ, সম্যকবাদ, কথোপকথন।
সম্ভাষা- সম্ভাষণ, প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক।
সম্বোধ- সম্বোধন, আহবান।
সর্মণ্ডলা- বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
সাচ- সত্য> সচ্চ> সাচ। সাঁচা কথা, সত্য কথা।
সানে -কটাক্ষ বাণে।
সান্তাইলা- সান্ত্বনা দিলা।
সাফল- সফল।
সামদানদণ্ডভেদ-*
সাযব- সাগব।
সাষ্টাঙ্গে. [স+অষ্ট+ অঙ্গে]– দেহেব আটটি প্রত্যঙ্গ মাটি সংলগ্ন কবিযা প্রণাম বা সজিদা কবা।
সিনান-< স্নান। গোসল।
সীজ - বৃক্ষবিশেষ।
সুঠান- সুঠাম, শক্তসমর্থ শবীব।
সুদিঢ়- সুদৃঢ়।
সুবলিত- গোলগাল, গোল ও মসৃণ।
সুমবিযা- স্মবণ কবিযা।
সুবপতি- ইন্দ্র।
সোঙবণ- স্মরণ।
সোযাস্তি- স্বস্তি। নিশ্চিন্তভাব।
স্থগিত -সং. স্থকিত। বিরতি [কাজ], সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা।
স্বযম্বর- নিজেই পসন্দ করে বর গ্রহণ করা।
স্রবএ- সরে, ক্ষবে, ঝরে।
হন্তে- হইতে, থেকে।
হরিষ- হর্ষ।
হাকলি বিকলি- আকুলি বিকুলি।
হেট- নতমস্তক, নতমুখ, অপমানিত হওয়া।
হোন্তে-হইতে।

*১। সাম- শব্দটির আক্ষরিক অর্থ- প্রিয় করা উপকার করা (সম্‌ধাতু চূরাদি, প্রত্যয়)
২। দান- " " " কিছু দেয়া বা দান করা, (দা+ অনট)
৩। ভেদ- " " " বিভেদ ঘটান (ভিদ্‌+ ঘঞ)
৪। দণ্ড- " " " শাস্তি দেয়া/ ক্ষতিগ্রস্ত করা (দণ্ড +ক্বিপ)

১। একজন রাজা বা যে- কোন এক ব্যক্তি 'অপর' একজনের উপকার পরায়ণ হয়ে চললে যদি অপরজন অনুরূপ ব্যবহার করে, তবে কোন ঝামেলার সৃষ্টি হয় না। ইহা পরস্পরের সাবলীল উন্নতির কারণ হতে পারে।

২। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, শুধু শান্তিপূর্ণ ব্যবহারিক উপকারে লক্ষ্য অর্জিত হয় না, আরও প্রত্যাশা বেশী, তাই দান। পার্থিব সম্পদ দিয়ে সুস্থ বাখাব উপায়টিই দ্বিতীয় উপায়– দান।

৩। এতেও যতি সুস্থ না থাকে, তাবে তাকে দুর্বল করে ফেলার উদ্দেশ্যে সহায়কদের সহিত বিরোধ লাগান– ভেদ।

৪। এতেও যদি 'অপর'-এর বৈরিতাই প্রবল হয়- তবে শক্তির সাহায্যে দণ্ডিত করা বা শাস্তি দেয়া।

অবিরোধ বা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই সাবলীল উন্নতিতে একান্ত সহায়ক– এই শাশ্বত চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত এসব নীতি-বৈষম্যেব আলোচনা। প্রথমটায় বিনা ব্যয়ে শুধু পারস্পরিক বা একক উপচিকীর্ষাকেই নীতিগতভাবে গ্রহণ করে চলার চেষ্টা করা। তাতে না হলে কিছু অর্থসম্পৎ প্রদানরূপ ব্যয়সাধ্য উপায় দ্বারা ভেদ এবং বিগ্রহ এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করার নীতি সমর্থিত হয়েছে– দ্বিতীয় উপায়দাতা-- এই দ্বিতীয় উপায়টি সফল না হলে অপর পক্ষের শক্তি-সামর্থ্যের অপলাপ করার জন্য প্রত্যক্ষ বিরোধ ব্যতিরিক্ত পন্থা গ্রহণীয়। অনন্যোপায় হলে চতুর্থ।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার তত্ত্বাবধায়ক পণ্ডিত মণীন্দ্রনাথ সমাজদার এম- এ- ব্যাখ্যাত]